হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায়

মোঃ মোরশেদ আলম
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ ৯৪
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১০-২০১১ খ্রি.

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গভেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ মোরশেদ আলম)
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৬/৬২৯০, ৬২৯১

Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 9661920-73/6290, 6291

প্রত্যয়নপত্র

জনাব মোঃ মোরশেদ আলম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি:

১) এ অভিসন্দর্ভ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত;

২) এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম;

৩) এটি তথ্যবহুল, তাৎর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে এই শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২) শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন এ গবেষণার কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ, সহৃদয় অনুপ্রেরণা ও সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান করে আমার প্রতি যে মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন, সে জন্য আমি স্যারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আল-হাদীস এ্যন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় স্যার ড. শফিকুল ইসলাম, ড. আবূ নসর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ড. সেকান্দার আলী, ড. মোজ্জামেল আলী, ড. মাকসুদুর রহমান, ড. নুরুল ইসলাম ও মহাখালী হোছাইনিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ড. মও. নজরুল ইসলাম আল মারুফ, আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, অধ্যক্ষ উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। ঢাকা আলিয়ার সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, নারায়নগঞ্জ সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহকারী অধ্যাপক মরহুম ড. মও. নাসির উদ্দিন, মূলবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা প্রদান করেছেন। শ্রদ্ধা-বিনম্রচিত্তে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ নূরে আলম, সহকারী অধ্যাপক আহমদ হাসান চৌধুরি (শাহান), বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের অতিথি প্রযোজক ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর পিএইচ.ডি ডিগ্রী নেয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষ করে আমার সহোদর মোঃ ফখরুল আশেকী ও মোঃ নাজমুল হাসান বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। এজন্য তাদের সমৃদ্ধ ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আমার পিতা আলহাজ্ব আব্দুল আউওয়াল, মাতা-জাকিয়া বেগম সর্বদায় দু'আ ও নেক নজরের কারণেই এ কঠিন গবেষণার কাজ সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার সহধর্মিনী মিসেস শরীফা শারমীন সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণা কাজে সার্বক্ষণিক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে, তাঁর এ অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

এ গবেষণা কর্মের সময়কালে একমাত্র আদরের মেয়ে আফিফা হুমায়রা প্রতিনিয়তই মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ ঋণ পরিশোধে আল্লাহর নিকট তার সুস্বাস্থ্য ও কুর'আনে হাফেজা হয়ে ইসলামের খাদেমা হিসেবে কবুল করার দু'আ কামনা করছি।

আমার গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন করতে যারাই যে পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও মোবারক বাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন, মঙ্গলময় হোক সকলের জীবন।

মোঃ মোরশেদ আলম
শাহ্‌জাদপুর, গুলশান,
ঢাকা-১২১২
তারিখ: ২৪/০২/২০১৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম
‘আ.	:	আলাইহিস সালাম
রা.	:	রাযী আল্লাহু আনহু
র.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
মৃ.	:	মৃত্যু
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
সং	:	সংস্করণ
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
লি.	:	লিমিটেড
অনু.	:	অনুপস্থিত
p.	:	page
Pp.	:	Pages
v	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন
‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا- অ	ز- য	ق- ক	ـُأ	يا- ইয়া
ب-ব	س- স	ل- ল	ـُاو	يِى-য়ী
ت-ত	ش-শ	م-ম	اِى-ঈ, য়ী	ى-যূ
ث-স	ص-স	ن- ন	او-উ	يو-ইউ
ج-জ	ض-দ,য	و-ও, ব	و-ওয়া	ع-‘আ
ح-হ	ط- ত	ه-হ	وا-ওয়া	عا-‘আ
خ- খ	ظ-য	ء-’	وى- বী, ভী	ع-‘ই
د-দ	ع-‘	ى-য়	و- উ	عى- ‘ঈ
ذ-য	غ- গ	أ-া	وو- ঊ	ع- ‘উ
ر- র	ف- ফ	إ- ি	ي- য়্যা	عو- ‘ঊ

ء আলিফের মতো। তবে সাকিন হলে ’ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা- تأويل = তা’বীল এবং ع এ সাকিন হলে ‘ ব্যবহৃত হয়, যথা: نعت = না‘ত।

সূচিপত্র

অঙ্গীকারনামা
প্রত্যয়নপত্র
কৃতজ্ঞতা স্বীকার/i
শব্দ সংকেত/ii
প্রতিবর্ণায়ণ/iii
সূচিপত্র/iv
ভূমিকা/v

প্রথম অধ্যায় ১০-৪৩
হাদীসের পরিচয়

১ম পরিচ্ছেদ : হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, প্রকারভেদ ও কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার ১৩-২৯
২য় পরিচ্ছেদ : হাদীস সংকলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩০-৩৯
৩য় পরিচ্ছেদ : হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৪০-৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৪-৫৩
বাংলাদেশ পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচয় ও স্বাধীনতা অর্জন ৪৪-৪৮
২য় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলাম ৪৯-৫৩

তৃতীয় অধ্যায় ৫৪-৮১
বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে হাদীস চর্চার সূচনা ৫৪-৫৬
২য় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ ৫৭-৮১

চতুর্থ অধ্যায় ৮২-২৪৪
বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মাদ্‌রাসা

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ (১৯৭১-২০১২) ৮২-১৮৯
[ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ; বৃহত্তর কুমিল্লার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ, সিলেট বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ, বরিশাল বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ, খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ।]

২য় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা ১৯০-২৪৪
[আলিয়া মাদ্‌রাসা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস; ঢাকা বিভাগে হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ; ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা; বৃহত্তর কুমিল্লায় প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা; চট্টগ্রাম বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা; বরিশাল বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা; খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা; হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; কওমী মাদ্‌রাসার পরিচয়, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ; বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; বৃহত্তর কুমিল্লার প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; চট্টগ্রাম বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; বরিশাল বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; সিলেট বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা; রাজশাহী বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা।]

পঞ্চম অধ্যায় ২৪৫-২৮৫
বাংলাদেশী মুহাদ্দিস ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রচিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১ম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ভাষায় মুহাদ্দিস কর্তৃক মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা ২৪৫-২৬৫
২য় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক হাদীস চর্চা ২৬৬-২৮৪
উপসংহার : ২৮৫
গ্রন্থপঞ্জী : ২৮৬-২৯২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামী শরী'আতের প্রধান উৎস আল-কুর'আন যেখানে জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি পেশ করে, সেখানে হাদীস হতে লাভ করা হয় খুটি-নাটি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। এ কারণেই হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। শরী'আতের পরিভাষায় হাদীস হলো রাসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন। রাসূল (স.)-এর হাদীস মান্য করার ব্যাপারে কুর'আনে এভাবেই নির্দেশ এসেছে- যে ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর আনুগত্য করল বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[১] হাদীসে নববী মান্য করার ব্যাপারে নবী করীম (স.) বলেন, দুটি জিনিষ যা আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ এ দুটি জিনিষ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ হবে না। তাহলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস।[২]

রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় আরবদেশসমূহে ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের সক্রিয় প্রচষ্টোয় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাধনার ফলে প্রথম যুগেই ইসলাম পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল, পূর্বে সুদূর চীন, পূর্ব-দক্ষিণে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা সমগ্র মালয়োশীয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ইসলামের বাণী তথা কুর'আন-হাদীসের আগমন ঘটে। বিশেষকরে ইসলামী যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই পাক ভারত-উপমহাদেশে সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের আগমন ঘটে। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ উতবান, আশইয়ান ইব্ন আমর তামীমী, সোহারা ইব্ন আল-আবদী, সোহাইল ইব্ন আদী, হাকাম ইব্ন আবু আস-সাকফী (রা.) হযরত মামুন ও হযরত মুহায়মিন (রা.)-এর নেতৃত্বে এ দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য এসেছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর সময় উবায়ুদুল্লাহ ইব্ন মামার তামীমী ও আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরাহ (রা.) আগমন করেন। হযরত আলী (রা.)-এর সময় হারিস বিন মুররাহ এ উপমহাদেশে আগমন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সবিশেষ সাহাবী হলেন সিনান ইব্ন সালামাহ আল-হুযায়লী (রা.)।

সাহাবায়ে কিরামগণের পাশাপাশি এ দেশে অনেক তাবেঈর আগমন ঘটেছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কয়েকজন আরবী তাবেঈ ইল্‌মে হাদীসের বাণী বহন করে এদেশে এসে সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা সিন্ধু ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহলাব ইব্ন আবু সফলা ও সেনান বিন সালামাহ বিন মোহাব্বাক হুযাইলী।

এরপর সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুমহান চরিত্র ও ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণে মানুষ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান আরোহনের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশ থেকে আরব দেশে গমন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম দায়লী হযরত আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ দায়লী (র.) প্রমুখ।

এরপর প্রাথমিক পর্যায় হাদীসের দরস শুরু হয়। এ যুগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)। ৪১২ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মদ গজনবী কর্তৃক লাহোর বিজীত হওয়ার পর সিহাহ সিত্তার প্রণেতাদের আবাশ ভূমি খোরাসান ও তুর্কিস্থান থেকে অনেক মুহাদ্দিস ভারতে আগমন করেন। এ পরম্পরায় হিজরী সপ্তম শতকে উপমহাদেশে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ বুখারা শহর থেকে প্রথম দিল্লী ও পরে বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় তৎকালীন সময়ে সোনারগাঁয়ে হাদীস চর্চার

---

১. আল-কুর'আন: ৪: ৮০

২. মুহাম্মদ আল-হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুস্‌ত্বদরাক* (ভারত: হায়দারাবাদ ছাপাখানা, ১৩৩৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এ যুগেই ভারতে মাদ্‌রাসায়ে নাসিরিয়্যাহ নামক দু'টি মাদ্‌রাসার উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিজরী অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে ব্যাপকহারে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, সে সময় দিল্লীতে এক হাজারেরও বেশি মাদ্‌রাসা বিদ্যমান ছিল। সম্রাট ফিরোজ শাহ্ সে সময় মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য পৃথক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট আকবরের দুধ মাতা মাহাম বেগম ৯৭৯ হিজরীতে খায়রুল মানাঝিল নামক একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ আব্দুল ওহাব মুহাদ্দিস দেহলভী সে মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেন। মোঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের যুগে তারই অর্থানুকূলে মাদ্‌রাসাই রহীমিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী সে মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন।

লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহলের দারুল উলূম নিজামিয়্যাহ সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বাদশাহ আলমগীর এর অর্থানুকূল্যে মোল্লা নিজামুদ্দীন কর্তৃক এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ মাদ্‌রাসার পাঠক্রম সমগ্র ভারতবর্ষে তিন শত বৎসর পর্যন্ত অনুকরণীয় ছিল। তখন বাংলাদেশের মত ছোট ভূখণ্ডে আশি হাজারেরও বেশি মাদ্‌রাসা ছিল।

অতএব বলা যায় যে, এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি কুর'আন-হাদীসই বেশি চর্চা হতো। অন্যদিকে ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে ৮৭৪ খ্রি. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী চট্টগ্রামে ১০৪৭ খ্রি. সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ার বগুড়ায়, শাহ্ সুলতান রুমী ১০৫৩ খ্রি. নেত্রকোণা জেলায় ইসলাম প্রচার ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা চর্চার জন্য আগমন করেন।

এভাবে হাদীসের খেদমত যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থেকে বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের ও অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। যেমন তিরমিযী শরীফের শামাইল এ তিরমিযী অংশের ব্যাখ্যা করে 'আনওয়ার এ মুহাম্মদী' নামে অভিহিত করা হয়, এটি বাংলাদেশের উর্দূ ভাষায় লিখিত হাদীস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এছাড়া আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় অসংখ্য হাদীসের গ্রন্থ বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণ লিপিবদ্ধ করেন।

উক্ত সময়ে বাংলাদেশের হাদীস চর্চায় কাদের বিশেষ অবদান রয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাদের উক্ত অবদানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় করে দেয়ার জন্য এবং মুহাদ্দিসগণের বিষয়ে গভীর চিন্তা চেতনা, গবেষণা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে 'হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২) বিষয়ে পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণার অবতারণা।

উক্ত অভিসন্দর্ভকে ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মোট ১২টি পরিচ্ছেদে আলোচনা বিন্যাস করা হয়েছে। নিম্নে আলোকপাত ধর্মী বিবরণ উপাস্থাপিত হলো:

প্রথম অধ্যায়: হাদীসের পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ ও মাদ্‌রাসা

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশী মুহাদ্দিস কর্তৃক রচিত ও প্রতিষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

সর্বশেষে উপসংহার ও গবেষণা কাজে ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে তত্ত্বীয় ও বাস্তবতার নিরীখে বিষয়টি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
হাদীস শাস্ত্রের পরিচয়

- ❑ ১ম পরিচ্ছেদ : হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, প্রকারভেদ ও কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার
- ❑ ২য় পরিচ্ছেদ : হাদীস সংকলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- ❑ ৩য় পরিচ্ছেদ : হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রথম অধ্যায়
হাদীস শাস্ত্রের পরিচয়

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীস, জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুর'আন মাজীদের পরেই হাদীসের স্থান। প্রকৃত পক্ষে হাদীস হলো কুর'আনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। কুর'আন ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতি পেশ করেছে। আল-হাদীস বা সুন্নাহ সে সব মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা পেশ করেছে।[১] এ কারণেই ইসলামী জীবন বিধানে কুর'আনের সংগে হাদীসের গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য। আল-কুর'আনে এসেছে-وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[২]

আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যেমন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আনগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। তেমনি হাদীসকে বাদ দিয়ে কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী 'আমল করাও অসম্ভব। এ কারণেই অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য বলে অবহিত করেছেন। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে–مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করল বস্তুত সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল।[৩]

সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ বা হাদীসকে অস্বীকার করে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করে। গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌ই ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুর'আনের সঙ্গে হাদীসকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস পবিত্র কুর'আনের হিফাযাত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আমি নিজেই আল-কুর'আন অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক।[৪] পবিত্র কুর'আন যেমন আল্লাহ্‌র বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ঠিক অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহর হাদীসকেও ধ্বংস ও বিলুপ্তির করাল গ্রাস হতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাদীসের উৎপত্তি কাল হতে গ্রন্থকারে এর সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

---

১. যেমন সালাম ও যাকাত সম্পর্কে কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সালাত কায়িম কর, যাকাত দাও। দ্র. *আল-কুরআন*, ১: ৮৩; কিন্তু কিভাবে কয় রাকা'আত সালাত কায়েম করতে হবে তা বলা হয়নি। অনুরূপভাবে কি পরিমান সম্পদ থাকলে কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে কুর'আন মাজীদে তারও কোন উলেণ্ঢখ নেই। আলণ্ঢাহ্‌র নির্দেশ মত নবী কারীম (স.) এগুলোর যে সব নিয়ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই হচ্ছে সুন্নাহ বা হাদীস।

২. *আল-কুর'আন*, ৫৯ : ৬০

৩. *আল-কুর'আন*, ৪: ৮০

৪. *আল-কুর'আন*, ১৫: ৯

নবী করীম (স.)-এর হাদীস যাতে সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং তাতে কোন প্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটে, সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কোন একস্তরেও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, হাদীসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, যখন দুষ্ট লোকেরা স্বীয় স্বার্থ কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের কথাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। তাদের মনগড়া এমন কিছু কথা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরাট হাদীস সম্ভারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। অবশ্য আমাদের দেশের মুহাদ্দিসগণ জাল (মিথ্যা) হাদীসসমূহকে পৃথকভাবে গ্রন্থবদ্ধ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন।

এজন্য তাঁরা (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস বর্ণনার সংগে সংগে যুগপৎভাবে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা তথা বংশপরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন-তারিখ, তাঁর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, তিনি কার কার নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কারা হাদীস শ্রবণ করেছেন ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উদঘাটন করে 'রিজাল শাস্ত্র' (আসমা আর-রিজাল) প্রণয়ন করেছেন। এভাবে বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্র চর্চায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, প্রকারভেদ ও কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার

ইল্‌মুল হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস এবং কুর'আনুল কারীমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। হাদীস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্নভাবে পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ হাদীস, সুন্নাত, খবর ও আ-স-র এ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে থাকেন।[১] সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

হাদীসের পরিচয়ঃ

'হাদীস' শব্দটি 'হাদ্‌স' (حدث) ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ এমন নবোদ্ভূত বস্তু যা পূর্বে ছিল না।[২] এ অর্থে 'কাদীম' বা পুরাতন-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দকেও 'হাদীস' বলা হয়।[৩]

রাসূলে কারীম (স.) শরী'আত বিষয়ে নবউদ্ভাবিত মত ও পন্থাকে 'মুহদাসাহ' (مُحدَثَة) নামে অভিহিত করেছেন।[৪] আর এজন্যই 'হাদীস' শব্দটি কথা বা বাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কথা বা বাণী একটার পর একটা শব্দে আকারে মুখ হতে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুনভাবে বের হয়ে আসে।[৫] স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে কুর'আন মাজীদে 'হাদীস' বলা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে ইউসুফ (আ.)-এর যবানীতে বলা হয়েছেঃ স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।[৬] এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-রাগিব (মৃ-৫০২ হি.)-এর ব্যাখ্যাও যথার্থ।[৭] এ 'হাদীস' শব্দ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে 'তাহদীস।' কুর'আনে বলা হয়েছে, অর্থাৎ তুমি তোমার রবএর নি'আমতের কথা বর্ণনা কর।[৮] এতদ্ব্যতীত বর্ণনা সংবাদ নতুন ও অনাদির বিপরীত প্রভৃতি অর্থে ও 'হাদীস' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৯]

---

১. কোন কোন মুহাদ্দিস এর মতে উলেণ্ঢখিত পরিভাষা গুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলো সমার্থবোধক। আর এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। ডক্টর আলী মুহাম্মদ নাসার, *আল নাহ্‌জ আল-হাদীস* (মক্কাহ্ আল মুকাররমাহঃ দাওয়াহ্ আল-হক রাবিতাত আল, 'আলম আল-ইসলামী, ৩৯শ সংখ্যা, ৪র্থ প্রকাশ, মার্চ ১৯৮৫), পৃ. ২০

২. (حدث.. هو كون الشي لم يكن) দ্র. আব্দুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, *মু'জামুমিকইয়াসিল লুগাহ*(বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৭৯), খ. ২, পৃ. ৩১

৩. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল কাসিমী, *কাওয়াইদ আল-তাহ্‌দীস* (বৈরুতঃ দার আল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯), পৃ. ৬১

৪. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة. দ্র. হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ বাগবী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সং, ১৯৮৫), খ. ১, পৃ. ৫১

৫. والحديث من هذا لأنه كلام يتحدث منه الشيء. দ্র. আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ফারিস যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; واما الحديث فهو فى اللغة الكلام الذي يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة. দ্র. নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আল-হাদীসু হুজ্জিয়্যাতুন* (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৮৬), পৃ. ১৫; আলী মুহাম্মদ নাসার প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; 'হাদীস'-এর অর্থ যখন 'নতুন' করা হয় তখন এর বহুবচন হয় حداث ও حدثاء; New-built, Recently built, দ্র. Hans wehr, *A Dictionary of modern written Arabic* (Macdonald and Evans ltd. London, 1974), P.161; আর 'হাদীস' এর অর্থ যখন কথা বা বাণী করা হয় তখন এর বহুবচন হয় احاديث যেমন قطيع এর বহুবচন হয় اقاطيع দ্র. ডক্টর মুহাম্মদ আজ্জাজ, *আস-সুন্নাহ* (মক্কাহ আল মুকারামাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৩), পৃ. ২০, حدثان و حدثان মানেও কথা Speech দ্র. আল-মুন্‌জিদ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মুনজিদ* (আরবী-উর্দূ) (করাচীঃ দারআল ইশা'আত, ১৯৭৪), পৃ. ১৯৩

৬. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ দ্র. *আল-কুরআন*, ১২: ১০১

৭. 'হাদীস' শব্দের বিশেণ্ঢষণ করে তিনি লিখেছেন: الحديث والحدوث كون الشي بعد ان لم تكن عرضا كان او جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع والوحى في يقظته او منامه يقاله حديث. দ্র. আর-রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত* (করাচীঃ নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১১০

৮. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ দ্র. *আল-কুরআন*, ৯৩: ১১

৯. الحديث اسم من التحديث وهو الاخبار ডঃ সুবহী সালেহ, *'উলূমুল হাদীস* (দামেস্কঃ দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ১৯৬৩), পৃ. ৩; الحديث الجديد والخبر আল-বুসতানী, *কাতরুল মুহীত্ব*(বৈরুতঃ মাকতাবা লুবনান, ১৯৬৯), খ. ১, পৃ. ৩৬৮; HADITH, Narrative, Talk, Encyclopedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1971), Vil. iii, P.23; HADIS, Narratives, Encyclopedia Americana (New yourk), 1949, Vol. Xiii P. 609; الحديث تقيض القديم মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*(বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শব্দের উৎপত্তি 'উহদূসাহ' (احدوثه) ধাতু হতেও হয়ে থাকে। যার অর্থ নবজাত বা নবউদ্ভূত এবং এর বহুবচন 'আহাদীস' (احاديث)।[১] জ্ঞাতব্য যে, বৈয়াকরনিকগণের দৃষ্টিতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে হলেও হাদীস এর বহুবচন 'আহাদীস' শব্দটি বহুল প্রচলিত, মোট কথা 'হাদীস' শব্দটি ধাতুগত ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সেখানে ইখবার বা সংবাদ দেয়ার অর্থ স্পষ্ট।

পরিভাষায় 'হাদীস' সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত: হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করতে ইমাম সাখাভী (র.) বলেন: الحديث في اللغة ضد القديم - وفي اصطلاحهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته حتى في الحركات والسكنات في اليقظة والنوم. অর্থাৎ 'হাদীস' (নতুন) কাদীম (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় রাসূলে কারীম (স.)-এর কথা, কাজ, সমর্থন অনুমোদন এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট। এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধি ও এর অন্তর্ভুক্ত।[২]

সহীহ বুখারীর ভূমিকায় বলা হয়েছে, فهو علم يعرف به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله. অর্থাৎ 'হাদীস' এমন জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী করীম (স.)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জান যায়।[৩]

'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেছেন, علم الحديث هو علم، يعرف به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله. অর্থাৎ ইলমি হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী করমী (স.)-এর বাণী, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়।[৪]

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ভূমিকা শাহ 'আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)[৫] বলেন, علم الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. অর্থাৎ, মুহাদ্দিসীনের সমর্থিত পরিভাষায় 'ইলমি হাদীস বলতে বুঝায় নবী কারীম (স.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন-অনুমোদনের বিবরণ।

হাফিজ ইব্নে হাজার 'আসকালানী (র.)-এর ভাষায়, ان كثيرًا من المتقدمين كانوا يطلقون اسم الحديث على ما يشمل اثار الصحابة التابعين وتابعيتهم وفتاواهم ويعدون الحديث المروي باسنادين حديثين.

---

১. ফাদার লাইস মালূফ, *আল-মুনজিদ*(করাচী: দারুল ইশা'আত, ১৯৬৭), পৃ. ২৩৩

২. ইব্ন হাজার, *হাশিয়া নুযহাতুন নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিক্র*(কলিকাতা: বশীর এন্ড সন্স ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫

৩. আহ্মদ 'আলী সাহারানপূরী, *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী* (করাচী: আসাহ্হুল মাতাবি, ১ম সং, ১৯৩৮), পৃ. ১৫

৪. সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ সিত্তাহ্* (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৬৬), পৃ. ২৪

মহানবী (স.)-এর কথা বলতে বুঝায় هو الكلام العربي 'আরবী ভাষায় উচ্চারিত কথা, তা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। আর তাঁর কাজ বলতে বুঝায় الصادرة عند التي امرنا اتباعه فيها طبعا وخاصّة هى الامور দ্র. বদরুদ্দীন আইনী, *মুকাদ্দিমাতু 'উমদাতিল ক্বারী শারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১১

৫. শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী (১৭৪৬-১৮২৪) ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ভারতীয় উপমাহদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা, তিনি দিলণ্টীর মাদ্রাসা-এ রহীমিয়ায় ষাট বছর শিক্ষকতা করেন। এ মাদ্রাসাই ছিল তাঁর দাদা শাহ্ 'আব্দুর রহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬২ খ্রি. পিতা শাহ্ ওয়ালিউলণ্ঢাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর ইন্ড়িকালের পর তিনি এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শাহ্ ওয়ালিউলণ্ঢাহ এর ন্যায় তিনিও কুর'আনের নীতির আলোকে খাঁটি ইসলামের পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন এবং পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য (আংশিক) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার লেখনীর মাধ্যমে তিনি সে যুগের ইসলামী চিন্ড়াধারার ওপর প্রভূত প্রকার বিস্ড়ার করেন। শাহ্ ওয়ালি উলণ্ঢাহ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (র.) ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা করলেও তিনি এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন নি। এইভার পড়ে শাহ্ 'আব্দুল আযীযের ওপর, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সায়্যিদ আহমদ বেরেলবীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এর পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি মুসলমানদের উন্নতিকল্পে ইংরেজি শিক্ষার বৈধতার সমর্থনে ফত্ওয়াহ প্রদান করেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকা: বাংলাএকাডেমী, ১৯৭২), খ. ১, পৃ. ১৫৫

অর্থাৎ, পূর্বকালের মনীষীগণ সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি' তাবি'ঈনের মুখের কথা ও কাজরে বিবরণ এবং তাঁদের ফত্ওয়াহ এর ওপর 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করতেন। আর দু'টি হাদীস গণনা করতেন।[১]

নওয়াব সিদ্দীক হাসান (র.)[২]- এর ও এই অভিমত। তিনি হাদীসের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেন, وكذلك يطلق على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره. অর্থাৎ, অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা কাজ ও সমর্থন এবং তাবি'ঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকে ও 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়।[৩] তবে পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণের ন্যায় তিনি এতে তাবি' তাবি'ঈগণের কথা ও কাজের বিবরণকে 'হাদীস' বলেন নি। কিন্তু সাহাবা ও তাবে'ঈগণের ন্যায় তাবি' তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ ও যে পবিত্র কুর'আন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বাস্তব রূপায়ণের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। হাদীসও তাফসীরের কিতাবসমূহে এই ধরনের প্রামান্য যেসব কথা সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈ হতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে ও একসাথে হাদীসের পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে, অবশ্য ঐ সবের পারিভাষিক নাম বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয সাখাভী বলেছেন, وكذا اثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاواهم مما كان السلف يطلقون على كل حديثا. অর্থাৎ, অনুরূপভাবে সাহাবা, তাবি'ঈন ও অন্যান্য (তাবি' তাবি'ঈ) এর আ-স-র ও ফত্ওয়া-এর প্রত্যেকটিকে পূর্ববর্তী মনীষীগণ হাদীস নামে অভিহিত করতেন।[৪]

অন্য কথায় রাসূলে কারীম (স.) সাহাবায়ে কিরাম তাবি'ঈ ও তাবি'ঈগণের বাণী, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ মোটামুটিভাবে 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কেননা, এই সকলের কথা, কাজ, সমর্থন একই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবুও মর্যাদার দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আত এই সবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা: নবী কারীম (স.)-এর বাণী, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস'। সাহাবাগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আ-সা-র এবং তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈগণের কথা, কাজ, ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় ফত্ওয়াহ্, কারণ, কুর'আন ও হাদীসের মূলকে ভিত্তি করেই তাঁদের এইসব কাজ সম্পন্ন হত।[৫]

হাদীসের পরিভাষা: ইল্মে হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা রয়েছে, নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

সুন্নাত (السنة) : ক) আভিধানিক অর্থ: 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্ম পদ্ধতি। কর্মপন্থা, কর্মনীতি, চলার পথ, Habitual Practice ইত্যাদি।[৬]

ডক্টর মুস্তাফা আল সুবায়ী বলেন, 'সুন্নাত'-এর আভিধানিক অর্থ ত্বরীকাহ বা কর্মপদ্ধতি তা ভাল হোক কিংবা মন্দ।[১]

---

১. তাহের দিমাশকী, *তাওযীহুল নাযার* (মিসর: আল-মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ, ১৯১১), পৃ. ৯৩

২. তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়্যেদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বাহাদুর আবূ তালিব আল-কানূজী আল বুখারী। তিনি ১২৪৮ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে কনৌজে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মওলানা শায়খ 'আব্দুল 'আযীয ইব্ন শাহ্ ওয়ালিউলণ্ঢাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর দৌহিত্র শায়খ মুহাম্মদ ইয়া'কূব দেহ্লভী-এর নিকট তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের পা িত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি ভূপালে গমন করে সেখানকার বেগম শাহজাহানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেগম তাঁকে মু'তামাদ আল মুহাম ও নওয়াব খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতে মুজাহিদ আন্দোলনের অতিশয় উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনা দ্বারা এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপণ্ঢবী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি চার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে, আবজাদুল উলূম, বুগইয়্যতুর-রায়িদ ফি শারহিল 'আকায়িদ, তারজুমানুল কুর'আন, ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুর'আন ইত্যাদি, তিনি ১৮৯০ খ্রি. ইনতিকাল করেন। দ্র. সিদ্দীক হাসান *'আবজাদুল 'উলূম, মুকাদ্দিমাহ*, পৃ. ৫-১০; আল-*হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৯; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), খ. ২, পৃ. ৫০৭-৫০৮

৩. সিদ্দীক হাসান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪. সালাভী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আল ফিয়াতিল হাদীস* (মিসর: আস-সালায়ি, তা.বি.), পৃ. ১২

৫. প্রসংগত উলেণ্ঢখ্য, এই তিন প্রকারের হাদীসের আরও তিনটি স্বতন্ত্র পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথা: মহানবী (স.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন সম্পর্কিত বিবৃতিকে বলা হয় মারফূ, সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় মাওকূফ এং তাবে'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় মাকতূ।

৬. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

 Dhaka University Institutional Repository

খ) পারিভাষিক অর্থঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'সুন্নাত' বলতে বুঝায় ঐসব উক্তি, কাজ, স্বীকৃতি, আকৃতি বা প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণিত কোন গুণ বা চরিত্র যা নবী করীম (স.) থেকে বর্ণিত তা নবুওয়াতের পূর্বের হোক কিংবা পরের সমান কথা।[২]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি 'হাদীস' এর সমার্থবোধক। উসূল বিদগণের পরিভাষায় 'সুন্নাত' হলো ঐসব উক্তি কাজ বা স্বীকৃতি যা নবী কারীম (স.) হতে বর্ণিত।[৩]

ফকীহ্গণের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া নবী করীম (স.) হতে যে শরয়ী হুকুম প্রমাণিত তা হলো 'সুন্নাত' শরী'আতের পাঁচটি হুক্মের মধ্যে সুন্নাত ফরয ও ওয়াজিব এর মুকাবিলায় ব্যবহৃত হয়। বিদ'আতের মুকাবিলায় ও তাঁরা 'সুন্নত' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।[৪]

'আল্লামা 'আব্দ আল্ 'আযীয আল-হানাফী লিখেছেন: 'সুন্নাত' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কথা ও কাজ বুঝায়এবং এটি তাঁর ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থে ও ব্যবহৃত হয়।[৫]

'সুন্নাত' এর সংজ্ঞা নিরূপণে এরূপ মত পার্থক্যের কারণ হলো প্রতিটি দলই তাঁদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে 'সুন্নাত' এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কাজেই 'সুন্নাত' এর সংজ্ঞায় 'আলিম মুহাদ্দিসগণ নবী কারীম (স.)-এর কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু পেয়েছেন সবই আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা শরী'আতের হুকম প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না, এ দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেননি।

উসূলবিদগণ নাবী কারীম (স.) কে দেখেছেন একজন শরী'আত প্রবর্তক হিসেবে। সুতরাং তাঁরা তাঁর কথা, কাজ ও তাকরীর (মৌন সম্মতি) সমূহ যার দ্বারা 'আহ্কামে শরী'আহ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে স্ববিস্তার আলোচনা করেছেন।

ফিকহবিদগণ ও নাবী কারীম (স.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শরী'আতের হুকম নির্ধারণে যেন তাঁর কাজগুলো বাদ না পড়ে। তাঁরা আল্লাহ্র বান্দার কার্যাবলী সম্পর্কে শরয়ীবিধান কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তা কি ফরয, ওয়াজিব, হারাম না মুবাহ্ ইত্যাদি।

মুহাদ্দিসগণ 'সুন্নাত' এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আর তা হলো 'হাদীস' এর অপর নাম 'সুন্নাহ'।[৬]

খবর (الخبر) : ক. আভিধানিক অর্থঃ 'খবর' এর আভিধানিক অর্থ সংবাদ, News, Message ইত্যাদি।[৭]

খ. পারিভাষিক অর্থঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নাবী কারীম (স.) থেকে যা বর্ণিত তা 'হাদীস'। আর অন্যান্যদের নিকট হতে যা বর্ণিত তা 'খবর'। এ কারণে যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের গবেষণায় নিমগ্ন তাঁদেরকে 'মুহাদ্দিস' এবং যাঁরা ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন তাঁদেরকে 'ঐতিহাসিক' বলা হয়। কারো কারো মতে 'হাদীস' ও 'খবর' এর মধ্যে 'আম-খাস-মুতলাক এর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেকটি হাদীস-ই খবর, কিন্তু প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয়।[৮]

আসলে 'হাদীস' ও 'খবর' এ পরিভাষা দু'টি সমার্থবোধক হলে ও 'খবর' হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক।

---

১. ডক্টর মুসতাফা আস-সুবায়ী, *আল-সুন্নাহ ওয়া মাশনাতুহা* (বৈর্ুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২), পৃ. ৪৭

২. আব্বাস মুতাওয়ালণ্ডী, *আস-সুন্নাহ, আন-নাবাভিয়্যাহ্* (বৈর্ুত: আল-দার আল-কাতমিয়্যাহ, ১৯৬৫), পৃ. ২৩

৩. আস-সুবায়ী, প্রাগুক্ত; অন্য কথায় কুর'আন ছাড়া নবী কারীম (স.)-এর ঐসব কথা, কাজ ও সমর্থনকে 'সুন্নাত' বলা হয় যা দ্বারা কোন শরয়ী হুকুম প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্র. আশ-শাওকানী ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী, *ইরশাদ আল ফাহুল* (মাতবা'আ মুস্ড়ফা আল-বায আল-হালাবী, ১৯৩৭), পৃ. ৩৩

৪. আস-সুবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৫. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৩-১৪

৬. অর্থাৎ, 'সুন্নাত' ও 'হাদীস' সমার্থবোধক।

৭. আল-ফীর্ুযবাদী, *মাজদ্ আদ-দ্বীন আল-কামূস* (মিশর: আল-মাত্বা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৩৫), খ ২. পৃ. ১৭

৮. ইব্ন হাজার ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-নুযহায* (দিমাশক: মু'আস্সাসাহ ওয়ামাকতাবাহ আল-খাফিকাইন, ১৯৮০), পৃ. ১৮

 Dhaka University Institutional Repository

আ-সা-র (الأثر): ক. আভিধানিক অর্থ: কোন কিছুর অবশিষ্ট অংশকে 'আ-সা-র' বলা হয়।[১]

খ. পারিভাষিক অর্থ: পরিভাষায় এটি 'খবর' এর সমার্থক শব্দ। মুহাদ্দিসগণ মারফূ এবং মাওকূফ রিওয়ায়াতকে 'আ-সা-র' বলেন।[২] আর খুরাসানের ফকীহ্গণ মাওকূফ'কে আ-সা-র' এবং মারফূ'কে খবর নামে অভিহিত করেছেন।[৩]

সারকথা হলো নবী কারীম (স.), সাহাবা ও তাবি'ঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ যদিও মোটামুটিভাবে 'হাদীস' নামে অভিহিত; কিন্তু তবুও শরী'আতের মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪]

হাদীসে কুদসী (حديث قدسى): ক. আভিধানিক অর্থ: 'কুদসী' শব্দটি কুদস (قدس) হতে নিষ্পন্ন। অর্থ 'পূত' পবিত্র, সাধুতা, পবিত্রতা, মহানত্ব, Holy, Sacred, Saintly, Saint ইত্যাদি।[৫]

খ. পারিভাষিক অর্থ: পারিভাষায় ঐসব হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বলা হয় যা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এ ধরনের হাদীস বর্ণনার সময় নবী কারীম (স.) বলতেন: 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন' কিংবা 'জিব্রাঈল (আ.) বলে গেছেন অথবা জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন' বা 'আমার প্রভু বলেছেন'।[৬]

হাদীসে কুদসীকে এনামে অভিহিত করার কারণ এই যে, নাবী কারীম (স.) এ হাদীসগুলোর বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলকা, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করেছেন, অথবা জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং তিনি নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, যেহেতু আল্লাহ্র একটি নাম 'কুদ্দূস' আর হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্র বক্তব্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাই একে হাদীসে কুদসী বলা হয়।[৭] হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে ইলাহী' এবং 'হাদীসে রাব্বানী'ও বলা হয়ে থাকে।[৮]

কুর'আন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য:

---

১. وأما الأثر فهو لغة: البقية من الشيئ দ্র. আল-ফীর্যাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৩৬২; আল-'উসমানী, যাকার আহমদ, *আল-ই'লা* (করাচী: ইদারাহ আল-কুর'আন ওয়া-আল উলূম আল-ইসলামিয়্যা, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৯

২. এটা জমহুর মুহাদ্দিস-এর অভিমত। এ দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম আল-ত্বহাবী তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন *'শারহু মা'আনী 'আল-'আ-সা-র'* অথচ এতে অনেক মারফূ' হাদীস ও সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আত ত্বাবারী তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন। *'তাহযীব* আল-আসার' এতে শুধু মারফূ' হাদীস উলেণ্ঢখ করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও বহু 'মাওকূফ' হাদীস এতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল-সুয়ূতী ও আব্দুর-রহমান ইব্ন আবূ বকর, *'আত- তাদ্বীর(*বৈর্ত, দার আল-কুতুব আল-ইসলিময়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৯), পৃ ৪৩

৪. যেমন নবী কারীম (স.)-এর বাণী, কাজ, সমর্থন ও আচরণকে বলা হয় 'হাদীস' বা সুন্নাহ'। এর অপর নাম 'মারফূ'। সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আ-সা-র' এর অপর নাম 'মাওকূফ'। অনুরূপভাবে তাবি'ঈর কথা ও কাজের নাম দেয়া হয়েছে 'ফত্ওয়াহ' এর অপর নাম 'মাকতূ'।

৫. জুবরান মাসউদ, *আল-রাইদ* (বৈর্ত: দার আল-কুতুব আল-আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৮), খ. ২ পৃ. ১১৫৯; Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭; আব্দ আর-র'উফ আল-মানাভী তার *'আল-ইত্তিহাফাত'* গ্রন্থে লিখেছেন কুদুস মানে পূত-পবিত্রতা, আরদ্ আল-মুকাদ্দাসাহ্ মানে পবিত্র ভূমি। 'বাইত-আল মুকাদ্দাস' কথাটা সকলের কাছেই পরিচিত। এর মানে 'পবিত্র ঘর'। আলণ্ঢাহ্ পূত, পবিত্র এবং ত্রর্টিমুক্ত বলে তাঁর নাম কুদূস (আতিশা পূত ও পবিত্র)। দ্র. গ্রন্থকারের নাম অনুলিণ্ঢখিত, *আল-আহাদীস আল কুদসিয়া* (বৈর্ত, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩), খ. ১ম পৃ. ৫

৬. আব্দ আল-শাহীদ, *সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী* (ঢাকা: সাইয়্যেদ আবূ আ'লা আল-মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ ১৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮. ডক্টর সুবহী আস-সালিহ, *উলূম আল-হাদীস* (ইরান: মানশুরাত আল-রিদা, ৫ম প্রকাশ, ১৩৬৩ হি.), পৃ. ১২৪

হাদীসে কুদসী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হলেও তা কুর'আন বা কুর'আনের সমতুল্য নয়।[১] কুর'আন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান:

১) কুর'আনের ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সুস্পষ্ট ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। আর হাদীসে কুদসীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু তার অর্থ ও ভাব আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রাপ্ত।[২]

২) কুর'আন নাবী কারীম (স.) এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র এক আশ্চার্য মু'জিযাহ। এর প্রতিটি আয়াত ও সূরা চ্যালেঞ্জকৃত এর মত বাণী তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসীর অবস্থা অনুরূপ নয়।

৩) কুর'আনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আর হাদীসে কুদসীর অধিকাংশই খবরে ওয়াহিদ।[৩]

৪) নাপাক ও অপবিত্র অবস্থায় কুর'আন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু হাদীসে কুদসীর ক্ষেত্রে এরূপ বিধান নেই।

৫) জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুর'আন পাঠ করা বৈধ নয়। হাদীসে কুদসীর ক্ষেত্রে এরূপ বিধান নেই।

৬) কুর'আন পাঠ করা 'ইবাদত। এর প্রতিটি হরফ এর জন্য দশটি নেকী পাওয়া যায়। হাদীসে কুদসীর পাঠ 'ইবাদত নয়।[৪]

৭) কুর'আন লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত এবং সেখানে থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু হাদীস লাওহে মাহ্‌ফূযে রক্ষিত নয়।

৮) কুর'আন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করেছেন। আর হাদীসে কুদসী মানুষের বর্ণনার ভিত্তিতে সংরক্ষিত হয়েছে।[৫]

৯) কুর'আন কাদীম। কিন্তু হাদীস কুদসী কাদীম নয়।[৬]

হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নাবাবীর পার্থক্য:

১) হাদীসে কুদসী ঐ হাদীসকে বলা হয় যা নবী কারীম (স.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসে নাবাবী হলো যা তিনি নিজের তরফ থেকে রিওয়াত করেছেন।

২) হাদীসে কুদসী ওয়াহী হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু হাদীসে নাবাবীর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।[৭]

- রাবী (راوى) : হাদীস বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলা হয়।
- রিওয়ায়াত (رواية) : হাদীস বা 'আ-সা-র বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে। আবার কোন কোন সময় 'হাদীস' বা 'আ-সা-র' কেও রিওয়ায়াত বলে।
- সনদ (سند) : হাদীসের রাবী পরম্পরাকে 'সনদ' বলে।
- ইসনাদ (اسناد) : কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করাকে 'ইসনাদ' বলে। 'ইসনাদ' কখনো সনদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৮]

---

১. হাদীসে কুদসীতে আলণ্ঢাহ্‌র বক্তব্য উদ্ধৃত হলেও কোন অবস্থাতেই একে কুর'আন বা এর সমতুল্য মনে করা যাবে না।

২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন* (বৈর"ত; দার আল-কুতুব আল-আরাবী, ১৯৮৪), পৃ. ৮৪

৩. আল-নাদাভী, আব্‌দ আল-খালিক আল-আ'যামী, *আল-বাস* মাসিক ম্যাগাজিন(লক্ষ্ণৌ: মু'আস্‌সাসাহ আল-সাহাফাহ্ ওয়া আল নাশর-নাদওয়াহ আল-'উলামা, এপ্রিল- মে, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৩), খ. ৩৮ পৃ. ৬৩

৪. আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯

৫. নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬. আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৬

৭. আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯, বিশুদ্ধ মতে হাদীসে নাবাবীর উৎস ও ওয়াহী, কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে: 'নবী নিজের ইচ্ছে ও খায়েশ মত কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা অবতীর্ণ ওয়াহী ছাড়া আর কিছু নয়। দ্র. *আল-কুর'আন*, ৫৩ : ৩৪

৮. নূর মোহাম্মদ 'আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ৩

 Dhaka University Institutional Repository

- মুসনিদ (مسند) : যিনি সনদসহ হাদীস রিওয়ায়াত করেন তাঁকে 'মুসনিদ' বলা হয়।[১]
- মুসনাদ (مسند) : এ পরিভাষাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত: মুত্তাসিল মারফূ' রিওয়ায়াতকে 'মুসনাদ' বলে। দ্বিতীয়ত: ঐ গ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলা হয়, যাতে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত: রাবীদের বর্ণনা পরম্পরাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। তখন এটি সনদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২]

১. 'আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; আল-'উসমানী প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২. 'আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

 Dhaka University Institutional Repository

- রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী আলোচনা করা হয় তাকে 'আসমা' আল-রিজাল' বলে।[১]
- মতন (متن) : সনদ বর্ণনা করারপর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তাকে 'মতন' বলে।[২]
- মুহাদ্দিস (محدث) : যিনি হাদীস চর্চায় মগ্ন থাকেন এবং বহু হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস বলে।[৩]
- হাফিয (حافظ) : অনেক হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে এটি মুহাদ্দিস এর সমার্থক শব্দ। কারো কারো মতে তিনি (হাফিয) মুহাদ্দিস থেকে ও উঁচু স্তরের লোক। যিনি রাবীদের সকল স্তর (ত্ববকা) সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি হাফিয।[৪] আবার কারো কারো মতে ঐ ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে 'হাফিয' বলা হয় যিনি সনদ ও মতনসহ এক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন।[৫]
- হুজ্জাত (حجة) : যিনি সনদ ও মতনের যাবতীয় বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' বলা হয়।[৬]
- হাকিম (حاكم) : যিনি সনদ ও মতন এবং জার্হ ও তা'দীলসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে। কারো কারো মতে যিনি সনদ ও মতন এবং জারাহ্ ও তা'দীল সহ ৮ লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলা হয়।
- আমীর আল মু'মিনীন (امير المؤمنين) : যিনি সনদ ও মতন এবং জার্হ ও তা'দীল তথা এ বিষয়ের যাবতীয় খুঁটি নটি বিষয় সহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'আমীর আল মু'মিনীন' বলা হয়। এটি মুহাদ্দিসগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর।[৭]
- মুতকিন (متقن) : হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে যে মুহাদ্দিস এর সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে তাঁকে 'মুতকিন' বলে।[৮]
- আদালাত (عدلة) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে 'তাকওয়া' ও মুরুওয়াত' অবলম্বন করতে (মিথ্যাচারণ হতে বিরত থাকতে) উদ্ধুদ্ধ করে তাকে 'আদালত বলে।[৯]
- আদল/আদিল (عادل) : যিনি 'আদালাত গুণ সম্পন্ন তাঁকে 'আদল/আদিল বলে।[১০]
- যাবত (ضبط) : যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছে তখন তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাবত' বলে।

---

১. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২. মাহমূদ আত তাহ্হান, *মুস্তালাহ্ আল-হাদীস* (লাহোর: ফার"কী কুতুব খানা, তা. বি.), পৃ. ১৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪. প্রাগুক্ত।

৫. আল-যাহাবী, *তাযকিরাহ* (লাহোর, ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১), খ. ১ম পৃ. ২৫

৬. প্রাগুক্ত।

৭. 'আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৮. আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত।

৯.এখানে 'তাকওয়া' দ্বারা শির্ক বিদ'আত ও ফিস্ক প্রভৃতি কবীরাহ গুণাহ এবং পুনঃ পুনঃ সগীরাহ গুণাহ্ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝানো হয়েছে। 'মুর"ওয়াত' বলতে অশোভন বা অভদ্রাচিত কার্য হতে দূরে থাকাকে বুঝায় যদিও তা 'মুবাহ' হয়, যেমন হাটে বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্ড়া খাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি এরূপ (কার্যে লিপ্ত) ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। দ্র. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০. অর্থাৎ 'আদল/আদিল' বলতে ঐ রাবীকে বুঝায় যিনি কখনো নাবী কারীম (স.)-এর হাদীস কিংবা সাধারণ কাজ কর্মে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ড়হন নি, অথবা অজ্ঞাত নামা অপরিচিতও নন, বে 'আমল ফাসিকও নন অথবা বিদ'আতীও নন।

 Dhaka University Institutional Repository

- সিকাহ (ثقة) : যার মধ্যে 'আদালাত' ও 'যাবত' উভয়গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'সিকাহ' বলে।[১]
- শায়খ (شيخ) : হাদীস শিক্ষা দাতা রাবীকে তাঁর শাগরিদের তুলনায় 'শায়খ' বলা হয়ে থাকে।[২]
- শায়খাইন (شيخين) : ইমাম বুখারী ও মুসলিমকে এক সঙ্গে 'শায়খাইন' বলা হয়।[৩]
- সিহাহ্ সিত্তাহ্ (صحاح ستة) : সহীহ আল্ বুখারী, মুসলিম, সুনান্ আবী দাউদ, আল-তিরমিযী,আল নাসা'ঈ ও ইব্ন মাজাহ্ হাদীসের এ ছয়খানি কিতাবকে এক সঙ্গে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলা হয়।[৪]
- সহীহাইন (صحيحين) : সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে এক সঙ্গে 'সহীহাইন' বলা হয়।
- সুনান আল্-আর বা'আ (سنن الأربع) : 'সহীহাইন' বাদে সিহাহ্ সিত্তাহর অপর চারখানি গ্রন্থকে এক সঙ্গে 'সুনান আল-আরবা'আ বলে।[৫]
- মুত্তফাকুন 'আলাইহি (متفق عليه) : সহীহ্ আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসকে 'মুত্তাফাকুন 'আলাইহি' বলা হয়।[৬]
- কুতুব আল্ খামসা (كتب الخمس) : ইব্ন মাজাহ্ বাদে সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যান্য পাঁচখানি কিতাবকে 'কুতুব আল্-খামসা' বলা হয়।[৭]
- আল-জামি' (الجامع) : ঐ হাদীস গ্রন্থকে 'আল-জামি' বলা হয় যাতে আকাঈদ, সিয়ার, তাফসীর, পিতান, আদাব, আহকাম, রিকাক ও মানাকিব এ আটটি প্রধান বিষয়ের হাদীসসমূহ অধ্যায় বিন্যাসসহ বর্ণিত হয়।[৮]
- আল-সুনান আল-মুসান্নাফ (السنن المصنف) : যে হাদীস গ্রন্থে শরী'আতের বিধি-বিধান এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ নিষেধ মূলক হাদীসসমূহ জমা করা হয়, আর ফিক্হ গ্রন্থের অনুরূপ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত হয় তাকে 'আল-সুনান আল মুসান্নাফ' বলে।[৯]

---

১. সিকাহ্ রাবীকে কখনো 'সাবিত' কিংবা 'সাবাত'ও বলা হয়।

২. আ'জমী প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৩. খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে 'শাইখাইন' বলতে আবূ বকর ও 'উমর (রা.) কে বুঝায়। আর হানাফী মাযহাবে 'শাইখাইন' বলতে ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফ (রহ.) কে বুঝায়।

৪. এটা প্রসিদ্ধ অভিমত। তবে কেউ কেউ 'ইব্ন মাজাহ্' এর স্থলে ইমাম মালিক-এর 'আল মু'আত্তা' গ্রন্থকে আবার কেউ 'সুনান আল-দারিমী, কেও সিহাহ সিত্তাহ্র মধ্যে গণ্য করেছেন।

৫. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৬. তবে কারো নিকট হাদীসটি একই রাবী থেকে বর্ণিত হওয়া শর্ত। দ্র. আল-দিহলুভী' প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৭. উলিণ্ঢখিত গ্রন্থসমূহে কোন একটি হাদীস রিওয়ায়াত করা হলে সে ক্ষেত্রে 'রাওয়াহু আল-খামসাহ্' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ হাদীসটি রিওয়াওয়াতের ব্যাপারে এ পাঁচজন ইমাম আল-বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী এবং আল-নাসা'ঈ প্রমুখ একমত। দ্র. ড. সুবহি আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৮. এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ হলো 'জামি' আল-ইমাম আল-সাওরীর সহীহ্ হাদীস সম্বলিত নিখুঁত জামি' রচনা করেছেন ইমাম আল-বুখারী। আর সহীহ্ ও হাসান সম্বলিত জামি' সংকলন করেছেন ইমাম আল-তিরমিযী। আল-তিরমিযীর গ্রন্থখানি সুনান নামেও প্রসিদ্ধ। দ্র. আমীমুল ইহসান, *তারীখ হাদীস* (ঢাকা: মুফতী মানযিল, ৫ম প্রকাশ, ১৪০০ হি.), পৃ. ৪৪

৯. সুনান শ্রেণির সংকলন শুর" হয়েছে সম্ভবত 'সুনান সা'ঈদ ইব্ন মানসূর' থেকে। অতঃপর আবূ দাউদ, আল-তিরমিযী ইব্ন মাজাহ, ত্বহাবী, ইব্ন আবী শাইবাহ্, ইব্ন জারীর, মূসা ইব্ন তারিফ আল-দারা কুতনী এবং আল বাইহাকী প্রমুখ 'আল-সুনান আল-মুসান্নাফ' সংকলণ করেছেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

 Dhaka University Institutional Repository

- আল-মুসনাদ (المسند) : যে গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতার ভিত্তিতে পরপর সংকলিত হয়; কিন্তু ফিক্হর প্রণয়ন পদ্ধতিতে সুসজ্জিত করা হয় না তাকে 'আল- মুসনাদ' বলা হয়।[১]
- আল মু'জাম (المعجم) : যে হাদীস গ্রন্থের 'আল মুসনাদ' গ্রন্থের অনুরূপ পদ্ধতিতে এক একজন হাদীসের উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীস পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় তাকে 'আল মু'জাম' বলে।[২]
- আল-রিসালাহ (الرسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয় তাকে 'আল-রিসালাহ' বলে।[৩]
- আল-জুয' (الجزأ) : যে হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয় তাকে 'আল-জুয' বলে।[৪]
- আল-গরীবাহ (الغريبة) : হাদীসের কোন উস্তাদ যদি তাঁর বহুসংখ্যক শাগরিদের মধ্য হতে শুধু একজনকে বিশেষ কিছু হাদীস লিখিয়ে দেন, তবে এরূপ সংকলনকে 'আল-গরীবাহ' বলে।[৫]
- আল-মুসতাদরাক (المستدرك) : যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি অথচ তা সেই গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ। এরূপ হাদীস যে, গ্রন্থে একত্রিত করা হয় তাকে 'আল-মুসতাদরাক' বলে।[৬]
- আল-মুসতাখরাজ (المستخرج) : কোন হাদীস গ্রন্থকে সামনে রেখে ঐ গ্রন্থের সহায়ক হিসেবে পূর্বেকার হাদীসের সনদ ও মতন অবিকৃত রেখে অনুরূপ ধারায় যে গ্রন্থ রচনা করা হয় তাকে 'আল-মুসতাখরাজ' বলে।
- আল-আরবা'ঈন (الأربعين) : যে গ্রন্থে মাত্র চল্লিশটি হাদীস সংকলন করা হয় তাকে 'আল-আরাবা'ঈন' বলে।[৭]

---

১. এর সংকলন দু'ভাবে হতে পারে: আক্ষরিক ক্রমিকতা সহকারে, যেমন প্রথমে আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস তারপর 'উসামা ইব্ন যাইদ (রা.) এর বর্ণিত হাদীস, অথবা বর্ণনাকারী সাহাবীর পদমর্যাদা বা বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে ও হাদীসসমূহ সজ্জিত হতে পারে। যেমন প্রথমে ক্রমিক ধারায় খুলাফায়ে রাশিদীন বর্ণিত হাদীসসমূহ, তারপরে অন্যান্য সাহাবীদের হাদীসসমূহ উলেণ্ঢখ করা, সর্বপ্রথম 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ইমাম কাযিম। পরে ইমাম আবূ দাউদ, এবং আল-তায়ালুসী ও 'মুসনাদ' সংকলন করেন, তবে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ মুসনাদ সংকলন করেন ইমাম আহমদ। অবশ্য আব্দ ইব্ন হুমাইদ। রাবী ইব্ন সুবাইহ, আবূ 'উমার ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আবু ইসহাক, আসকারী, আবূ মুহাম্মাদ আল-কাশী, আল-আওযায়ী, আল-বাযযার আবূ ইয়া'লী, ফিরদাউস, আল-দাইলামী প্রমুখ ও আল মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। দ্র. আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

২. এ পদ্ধতির আবিস্কারক হলেন ইব্ন কানি' (৩৫১ হি.)। ইমাম আল-তাবারানী বর্ণের ক্রমানুসারে '*আল-মু'জাম*' বিন্যাস করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর তিনখানি গ্রন্থ রয়েছে। দ্র. *আল মু'জাম আল-কাবীর*, *আল মু'জাম আল আওসাত* এবং *আল মু'জাম আল সাগীর*, আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

৩. যেমন ইব্ন খুযাইমা রচিত 'কিতাব আল-তাওহীদ' এতে শুধু 'তাওহীদ সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সা'ঈদ ইব্ন যুবাইর রচিত কিতাব আল-তাফসীর' এতে কেবল 'তাফসীর' সংক্রান্ড় হাদীসমূহ জমা করা হয়েছে। এ পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন যাইদ ইব্ন সাবিত। দ্র. আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত।

৪. তবে কোন কোন মুহাদ্দিস এরূপ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন '*আল-মুফরাদ*'। তাঁদের মতে '*আল-জুয*' বলা হয় ঐ গ্রন্থকে যাতে একই বিষয় সংক্রান্ড় হাদীসসমূহ জমা করা হয়। যেমন ইমাম আল-বুখারী রচিত, '*জুয্ আল-কিরা'আত* ও *জুয্ রাফ'উ আল-ইয়াদাইন* গ্রন্থ, তাবি'ঈ আবূ বুরদাহ্ সর্ব প্রথম ৭৫ হি. সনে আল-জুয্' সংকলন করেন। তারপরে আব্বান এবং সুলা ইমা প্রমুখ '*আল-জুয*' লিখেন। দ্র. আব্দুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

৫. আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

৬. এ পর্যায়ে ইমাম আল-হাকিম সংকলিত আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। দ্র. প্রাগুক্ত।

৭. সর্বপ্রথম 'আল-আরাবা'ঈন' সংকলন করেন আব্দুলণ্ঢাহ ইব্ন মুবারাক। তবে ইমাম আল-নাবাভীর '*আল-আরাবাঈন*' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইব্ন রজব প্রমুখ এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। দ্র. প্রাগুক্ত।

 Dhaka University Institutional Repository

- কিতাব আল-'ইলাল (كتاب الإعلال) : দোষমুক্ত হাদীসসমূহ কোন গ্রন্থে সংকলিত করা হলে এবং সে সঙ্গে হাদীসসমূহের দোষত্রুটিও পর্যালোচনা করা হলে এরূপ গ্রন্থকে 'কিতাব আল-'ইলাল বলা হয়।[১]
- কিতাব আল-আতরাফ (كتاب الأطراف) : হাদীসসমূহের এমন কোন অংশের উল্লেখ করা যা থেকে অবশিষ্ট অংশ ও বুঝা যায়। এরূপ গ্রন্থকে 'কিতাব আল আতরাফ' বলে।[২]

হাদীস-এর প্রকারভেদঃ হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। মাকবূল (সহীহ্) এবং মারদূদ (দ'ঈফ)।[৩] কেউ কেউ হাদীসকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[৪] সহীহ, হাসান[৫] এবং দ'ঈফ। মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' হাদীসকে 'দ'ঈফ' হাদীস-এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[৬] আর মুতা'আখখিরগণ (পরবর্তী) একে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন।। এ তিন প্রকার হাদীস এর অধীন আরো বহু প্রকার হাদীস রয়েছে।[৭] মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভক্ত করেছেন। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকার হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।[৮] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। মাকবূল এবং মারদূদ মাকবুল ঐ রিওয়াতকে বলা হয় যাতে হাদীস গ্রহণযোগ্যের শর্তাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আর যার মধ্যে থাকে না তাকে মারদূদ বলে।[৯]

মাকবূল হাদীস-এর প্রকারভেদ

মাকবূল হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। সহীহ্ এবং হাসান। এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাবে বিভক্ত। সহীহ লি-গাইরিহী এবং হাসান লি-গাইরিহী। এ নিয়ে মাকবূল হাদীস সর্বমোট চারভাগে বিভক্ত হলো:

১) সহীহ লি-যাতিহী (صحيح لذاته)

২) হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته)

---

১. আল-মুবারাকপুরী ও মুহাম্মদ আব্দ আল-রহমান, *আল-তুহ্ফাহ*(বৈরূত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ৫৮; ইমাম মুসলিম এবং হাফিয আবূ ইয়াহইয়াও এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইমাম আল-যাহাকী উলেণ্ঢখ করেছেন, মুহাদ্দিস আশ-শাবী ও এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেছেন।

২. এ বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এরমধ্যে ইব্ন 'আসাকির রচিত '*আল-আশরাফ আল মা'রিফাহ্ আল-আতরাফ*' এবং আল-মিযযী রচিত '*তাহফাহ আল আশরাফ বি মা'রিফাহ আল-আতরাফ*'-এর নাম বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩. এটা ইমাম আহমদ (১৬৪-২৪১হি.) প্রমুখ মুতাকাদ্দিম মুহাদ্দিসগণের অভিমত। দ্র. ড. উমার ইব্ন হাসান 'আল ওয়াদ'উ, *ফালাতা* (দিমাশক: মাকতাবা আল-গাযালী, ১৯৮১), খ. ১ম প. ৬৩-৬৪, সুবহি আল সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১

৪. এটা ইমাম আল তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.) প্রমুখ মুতা'আখখির মুহাদ্দিসগণের অভিমত। দ্র. ইব্ন তাইমিয়া, 'ফাত্ওয়াহ' (আলরি'আসা আল-'আম্মাহ লি-শুউন আল হারামাইন আল-শারাফাইন, সংকলন: মুহাম্মদ আল নাজদী, তা. বি.), খ. ১৮, পৃ. ২৩; ইব্ন কাসীর, *আল-বাইস আল হাসীস* (করাচী: মাদানী কুতুবখানা, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৮৬), পৃ. ৬

৫. ইমাম-আল তিরমিযী-ই সর্ব প্রথম হাসান হাদীস এর এ পরিভাষাটি চালু করেছেন। তাঁর পূর্বে হাদীস দু'প্রকারে (সহীহ্ এবং দ'ঈফ) বিভক্ত ছিল। দ্র. ইব্ন তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬. যেমন ইমাম আহমাদ ইব্ন আল মাহাদী, সুফইয়ান আল-সাওরী এবং ইব্ন আল-মুবারাক প্রমুখ 'হাসান' হাদীসকে 'দ'ঈফ' এর মধ্যে গণ্য করেছেন। দ্র. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩, তাঁদের নিকট 'দ'ঈফ' আবার দু'প্রকার মাতরূক এবং গায়রে মাতরূক। দ'ঈফ গায়র মাতরূক হাদীসই আল-তিরমিযীর পরিভাষায় 'হাসান' এর সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭. ইমাম আল-নাবাভী ও আল-সুয়ূতীর মতে পয়ষট্টি প্রকার হাদীস রয়েছে। আর হাযিমার মতে সর্বমোট প্রায় একশ প্রকার হাদীস রয়েছে। দ্র. আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৮. হাদীস গ্রহনযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী হচ্ছে: হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল হওয়া, রাবী 'আদালত ও পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং হাদীসটি শায ও ম'আলণ্ঢাল না হওয়া। দ্র. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩) সহীহ্ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره)

৪) হাসান লি-গাইরিহী (حسن لغيره)[১]

১) **সহীহ লি-যাতিহী (صحيح لذاته) :** ঐ হাদীসকে 'সহীহ লি যাতিহী, বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল, প্রত্যেক রাবী'ই আদালাত ও পূর্ণস্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি শাযও নয় মু'আল্লালও নয়।[২]

২) **হাসান লি-যাতিহী (صحيح لذاته) :** উপরোক্ত সংকলনগুণ কোন হাদীসে বর্তমান থাকার পর বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হলে তাকে হাসান লি যাতিহী বলা হয়।[৩]

৩) **সহীহ্ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره) :** সহীহ্ লি গাইরিহী প্রকৃতপক্ষে ঐ হাসান লিযাতিহী হাদীসকে বলা হয়, যা অনুরূপ আরেকটি সূত্রে বা তার চেয়ে শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়। মূলত: সনদ হিসেবে হাদীসটি সহীহ নয়। অন্যান্যসূত্রের সহযোগিতায় এটি সহীহ এর পর্যায়ে উন্নতি হওয়ার কারনে একে সহীহ লি গাইরিহী বলা হয়।[৪]

৪) **হাসান লি গাইরিহী (حسن لغيره) :** হাসান লি-গাইরিহী ঐ দ'ঈফ রিওয়ায়াতকে বলা যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়। তবে এ দুর্বলতার কারণ রাবীর ফিসক বা মিথ্যাচার নয়।[৫]

রাবীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস এর প্রকারভেদ

হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে একইরূপ হয় না। রাবীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু' শ্রেণিতে বিভক্ত। মুতাওয়াতির (متواتر) এবং আহাদ (احاد)।

১) **মুতাওয়াতির (متواتر) :** ঐ হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যার সনদের প্রত্যেক স্তরেই (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়।[৬]

মুতাওয়াতির হাদীস আবার দু'প্রকার। লাফযী[৭] (لفظي) এবং মা'নুভী (معنوي)।[৮]

২) **আ'হাদ (احاد) :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে আ-হাদ বলে।[৯] এ ধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার। মাশহুর (مشهور), 'আযীয (عزيز) ও গরীব (غريب)[১০]

---

১. ইবনে হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মাহমূদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২. ইব্ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মাহমূদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩. ড. সুবহী আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৬. ইব্ন হাজার আসকালানী, *নুখবাতুল ফিক্র* (কায়রো: মাকতাবুল ইজনলো আল মিসরিয়্যা, ১৯৩৪), পৃ. ৩; ড. সুবহী আল সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; মাহমূদ আল-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, যা সকল প্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সনদ বিশেণ্ডষণের কোন প্রয়োজন নেই। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

৭. মুতাওয়াতির লাফযী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যার শব্দ ও ভাব একইরূপে সকল যুগে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড়) বহু সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন- من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار সত্তরজনের অধিক সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

৮. মুতাওয়াতির মা'নুভী ঐ রিয়ায়াতকে বলা হয় যার শব্দ এক না হলেও মুলভাব অর্থটি সকল যুগেই অসংখ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন দু'আ করার সময় দু'হাত উঠান, এ প্রসংগে প্রায় একশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার শব্দ এক না হলেও মর্মার্থ একই। দ্র. সুবহী আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫২

৯. মাশহুর, 'আযীয ও গারীব এ তিন প্রকারের হাদীসকে একসঙ্গে 'খবরে' আ-হাদ' বলে। এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে 'খবরে ওয়াহিদ' বলে। মুহাদ্দিসগণের নিকট 'খবর' ও 'হাদীস' সমার্থক শব্দ।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

ক) মাশহুর (مشهور): যে হাদীস প্রত্যেক স্তরেই তিনজন রাবী বা তার অধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। (তবে এর সংখ্যা মুতাওয়াতির এর স্তরে পৌঁছেনি।) তাকে 'মাশহুর' বলে। ফকীহগণের পরিষাভায় একে 'মুস্তাফীয' (مستفيض) বলা হয়।[১]

খ) 'আযীয (عزيز) : কোন স্তরেই যদি রাবীগণের সংখ্যা দু'জনের কম না হয় তবে তাকে 'আযীয' বলে।[২]

গ) গারীব (غريب) : কোন স্তরে যদি বর্ণনাকারীর সংখ্যা মাত্র একজন হয়, তবে সে হাদীসকে গারীব বলা হয়।[৩] হয়।[৩]

মাকবূল হাদীস এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) হাদীস-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকেন: জাইয়্যিদ (جيد), মুজাওয়াদ (مجود), কাভী (قوي), সাবিত (ثابت), মাহফূয (محفوظ), মা'রূফ (معروف) সালিহ্ (صالح), মুস্তাহ্সান (مستحسن), হাসান, (حسن), সহীহ্ (صحيح), রিজালুহু সিকাত (رجاله ثقات), রিজালুহু মাওসূকুন, (رجاله موثوقون) রিজালুহু রিজাল আল সহীহাইন (رجاله رجال الصحيحين)।[৪]

মাকবূল ও মারদূদ এর মাঝামাঝি কয়েক প্রকার হাদীস

- **আল-হাদীস আল-কুদসী (الحديث القدسى) :** যে রিওয়ায়েতে নাবী কারীম (স.)-এর মাধ্যমে সরাসরি মহান আল্লাহ্র বক্তব্য উদ্বৃত হয় তাকে 'আল-হাদীস আল-কুদসী' বলে।[৫]
- **আল মারফূ' (المرفوع):** যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং নাবী কারীম (স.)-এর কোন কথা কাজ কিংবা অনুমোদন বা আচরণ বর্ণিত হয়েছে তাকে আল-মারফূ' (মারফু' হাদীস) বলে। এরূপ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল অথবা মুনকাতি 'উভয়ই হতে পারে।[৬] মারফূ' হাদীস চার প্রকার যথা:

ক) আল মারফূ' আল-কাওলী (المرفوع القولي)

খ) আল মারফূ' আল-ফি'লী (المرفوع الفعلي)

গ) আল মারফূ' আত-তাকরীরী (المرفوع التقريري)

ঘ) আল-মারফূ' আল-ওয়াসাফী (المرفوع الوصفي)[৭]

- আল-মাওকূফ (الموقوف) : যে সূত্রে কোন সাহাবীর কথা, কাজ কিংবা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে 'আল-মাওকুফ' বলে। 'মাওকূফ'-এর সনদ ও মুত্তাসিল হতে পারে অথবা মুনকাতি।[৮]
- আল-মাকতূ' (المقطع) : যে সূত্রে কোন তাবি'ঈর কথা' কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়। তা 'আল 'মাকতূ নামে পরিচিত।[৯]
- আল-মুসনাদ (المسند) : যে মারফূ' হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে তাকে 'আল-মুসনাদ' বলা হয়।[১০]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২. মাহমূদ 'আল-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪. ড. সুবহি আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; মোহাম্মদ শামস্-আল-হক দৌলতপুরী, *হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৪৮
৫. মাহমূদ 'আল-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *আত-তাওযীহ* (কায়রো: মাকতাবাতু আল-ইশা'আত, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬ হি.), খ. ১, পৃ. ২৫২
৭. মাহমূদ আল-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৯. ড. সুবহি আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
১০. আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

 Dhaka University Institutional Repository

- আল-মুত্তাসিল (المتصل) : যে রিওয়ায়াতে (মারফূ' হোক অথবা মাওকূফ) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরা পরিপূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে তাকে 'আল-মুত্তাসিল' বলে।[১]
- আল-মুতাবি' ও আশ-শাহিদ المطابع والشاهد : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তাহলে এই দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবি' বলে যদি মূল রাবী (সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে 'মুতবু'আত' বলে। আর রাবী একই হওয়াকে 'শাহাদাত' বলে। 'মুতবু'আত' ও 'শাহাদাত' দ্বারা প্রথম হাদিসটির শক্তি বা প্রমাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।[২]

মারদূদ হাদীস-এর প্রকারভেদ

আলিমগণ মারদূদ (দ'ঈফ) হাদীসকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[৩] এর অধিকাংশ প্রকারেই পৃথক পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন প্রকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে সাধারণভাবে 'দ'ঈফ' বলা হয়েছে। হাদীস মারদূদ হওয়ার ও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক কারণ দু'টি। সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং রাবী অভিযুক্ত (দোষীসাব্যস্ত) হওয়া।[৪] এখানে আমরা মারদূদ এর সাধারণ প্রকার 'দ'ঈফ' হাদীস স্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

- **দ'ঈফ হাদীস:** 'দ'ঈফ' ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যাতে সহীহ্ অথবা হাসান হাদীসের শর্তসমূহ অবর্তমান।[৫]

দ'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াতের হুকম

মুহাদ্দিসগণের মতে জাল (মিথ্যা) হাদীস ব্যতীত সকল প্রকার দ'ঈফ হাদীসই সনদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ব্যতীত রিওয়ায়াত করা জায়িয। তবে শর্ত হলো হাদীসটি দ্বীনী আকীদাহ (যেমন আল্লাহ্ তা'আলার শিফাত) এবং শরী'আতের বিধানে (যেমন হালাল-হারাম) সম্পর্কিত হবে না।[৬]

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুফইয়ান-আলসাওরী ইব্ন 'আল মাহদী এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বল প্রমুখ দ'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সনদ উল্লেখ না করে দ'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় নাবী কারীম (স.) এরূপ বলেছেন, না বলে নাবী কারীম (স.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এরূপ শব্দ ব্যবহার করে (সতর্কতার সাথে) রিওয়ায়াত করা উচিত।[৭]

দ'ঈফ হাদীসের ওপর 'আমল করার হুকুম

দ'ঈফ হাদীসের ওপর 'আমল করার ব্যাপারে 'আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে জমহুর এর অভিমত হলো তিনটি শর্তসাপেক্ষে ফাযাইলে 'আ'মাল এর ক্ষেত্রে দ'ঈফ হাদীসের ওপর 'আমল করা মুস্তাহাব। ইবনে হাজারের বর্ণনা অনুযায়ী শর্ত তিনটি হলো:

১) হাদীসটি অত্যাধিক দুর্বল হবে না।

২) হাদীসটি 'আমাল-উপযোগী হবে এবং তা শরী'আতের বিধি-বিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হবে না।

৩) হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বরং সতর্কতার সাথে তার ওপর 'আমল করতে হবে।[৮]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩. ইব্ন হাব্বান দ'ঈফ হাদীসকে প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, দ্র. ইব্ন আল-সালাহ্, *উসমান ইব্ন আব্দ আর-রহমান মুকাদ্দামা* (পাকিস্তান: ফারুকী কুতুব খানা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ২০১

৪. মাহমুদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৫. আল-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৬. অর্থাৎ ওয়ায, নসীহাত, উৎসাহ প্রদান, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা এবং ফাযাইলে 'আ'মাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করা জায়িয। দ্র. মাহমুদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৭. মাহমুদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৮. মাহমুদ আত্ তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫

দ'ঈফ হাদীস-এর প্রকারভেদ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হাদীস দ'ঈফ হওয়ার প্রধান মৌলিক কারণ দু'টি। সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং রাবী অভিযুক্ত হওয়া।

সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে দ'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার

- আল মু'আল্লাক (المعلق) : 'ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় সনদের প্রারম্ভ থেকে এক বা একাধিক রাবী পরপর বাদ পড়াকে 'আল-মু'আল্লাক বলা হয়।[১]
- আল-মুরসাল (المرسل) : সনদের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে (সাহাবী) বাদ পড়াকে আল মুরসাল বলে।[২] বলে।[২]
- আল-মু'দাল (المعضل) : সনদ থেকে পরপর দু'জন অথবা তার অধিক রাবী বাদ পড়াকে 'আল-মু'দাল' বলে।[৩]
- আল-মুনকাতি' (المنقطع) : সনদের যে কোন স্তর থেকে রাবী বাদ পড়লে তাকে আল মুনকাতি' বলে আর এরূপ বাদ পড়াকে আল-ইনকিত' বলা হয়।[৪]
- আল-মুদাল্লাস (المدلس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খ থেকে তা শুনেছেন অথচ তিনি নিজে তার নিকট থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে 'আল-মুদাল্লাস' বলে এবং এরূপ করাকে তাদলীস' বলা হয়। আর যিনি এরূপ করেন তাকে 'মুদাল্লিস বলে।[৫]

مدلس হাদীস প্রধানত দু'প্রকার

ক) তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الإسناد)

খ) তাদলীসুস শুয়ূখ (تدليس الشيوخ)

- আল-মুরসাল আল খাফী (المرسل الخفى) : সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়েছে অথবা একই যুগের শায়খ যার থেকে হাদীস শ্রবন করা হয়নি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণের সম্ভাবনাময় শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে 'আল-মুরসাল আল-খাফী' বলে।
- আল-মু'আন'আন ও আল-মু'আন্‌নান (المعنعن والمؤنن) : কোন রাবীর 'ফুলান' আন ফুলান' (অমুক থেকে অমুক) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে 'আল-মু'আন্ 'আন বলা হয়'[৬] এবং হাদ্দাসানা ফুলান আন্‌না ফুলানান কালা বলে রিওয়ায়াত করাকে আল মু'আন্‌নান বলে।[৭]

---

১. এরূপ হাদীস শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্র. মাহমুদ আত্ তাহ্‌হান প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

২. জমহুর মুহাদ্দিস এবং অধিকাংশ ফকীহ ও উসূল বিদগণের নিকট মুরসাল হাদীস দ'ঈফ ও মারদূদ। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক এবং ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মুরসাল হাদীস অবশ্যই সিকাহ হতে হবে এবং কেবল মাত্র সিকাহ রাবী থেকেই রিওয়ায়াত করতে হবে। ইমাম আল শাফি'ঈর নিকট কতিপয় শর্তসাপেক্ষ মুরসাল রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। দ্র. মাহমুদ আত্ তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২

৩. মু'দাল হাদীস ও দ'ঈফ 'সনদ থেকে একাধিক রাবী বাদ পড়ার কারণে এর মর্যাদা মুরসাল এবং মুনকাতি' থেকে ও নিম্নে। এ ব্যাপারে সকল 'আলিমগণই একমত। দ্র. মাহমুদ আত তাহ্‌হান প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪. 'অলিমদের সর্বসম্মতি মতানুযায়ী মুনকাতি' হাদীস ও দ'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। দ্র. ড.সুবহি আল-সালীহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০; কেননা এতে বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা মাজহুল/অজ্ঞাত থাকে। দ্র. মাহমুদ আত তাহ্‌হান প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫. মুদালিল্টসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে, পর্যন্ড় না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন। অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন। দ্র. আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬. মাহমুদ 'আত-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৭. মাহমুদ 'আত-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে দ'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার

- আল-মুদরাজ (المدرج) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী তাঁর নিজের অথবা অপর কারো উক্তি প্রক্ষেপ করেছেন তাকে 'আল-মুদরাজ বলে এবং এরূপ করাকে 'আল-ইদরাজ' বলে।[১]
- আল-মুদতারাবা (المضطرب) : ঐ রিওয়ায়াতকে 'আল-মুদতরাব' বলা হয় যা বিভিন্ন সনদসূত্রে এমন এলোমেলোভাবে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে কোনরূপ সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় এবং এর প্রতিটি রিওয়ায়াতই এরূপ সমমানের যে, একটির ওপর আরেকটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়।[২]
- আল-মাকলূব (المقلوب) : হাদীসের সনদ কিংবা মতনে পূর্বের শব্দকে পরে এবং পরের শব্দকে পূর্বে অদল-বদল করে রিওয়ায়াত করাকে আল-মাকলূব বলে।[৩]
- আল-মুসাহ্হাফ (المصحف) : সিকাহ্ রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি এমন শব্দাবলী দ্বারা হাদীসের শব্দসমূহ পরিবর্তন করাকে আল-মুসাহ্হাফ বলে।[৪]
- আল মাহফূয ও আল-শায (المحفوظ والشاذ) : কোন সিকাহ্ রাবীর হাদীস অপর কোন সিকাহ্ রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিপরীত হলে যে হাদীসের রাবীর স্মরণ শক্তি অধিক কিংবা অন্য কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় অথবা অন্য কোন কারণে যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তাঁর হাদীসকে আল-শায বলে। এবং এরূপ হওয়াকে 'আল-শুযূয' বলা হয়।[৫]
- আল-মা'রূফ ও আল মুনকার (المعروف والمنكر) : কোন দুর্বল বর্ণনাকারী যদি কোন বিশ্বস্ত বর্ণনা কারীর বর্ণনার বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন তা হলে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীসকে 'আল মা'রূফ এবং দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসকে 'আল-মুনকার' বলে।[৬]
- আল-মু'আল্লাল (المعلل) : যে হাদীসে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবলমাত্র হাদীস বিশেষজ্ঞগণই পরখ করতে পারেন তাকে 'আল-মু'আল্লাল' বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লাত বলে।[৭] বলে।[৭]
- আল-মাতরূক (المتروك) : যে হাদীসের রাবী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসে নয় বরং সাধারণ কথা-বর্তায় মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়েছে তার হাদীসকে 'আল মাতরূক' বলে।[৮]

---

১. মুহাদ্দিসগণ এবং ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে ইদরাজ করা হারাম। অবশ্য এটা যদি কোন দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মুদরাজ' বলে সহজে বুঝা যায় তবে দুষণীয় নয়। ইমাম আল যুহরী প্রমুখগণ এরূপ করেছেন। দ্র. মাহমুদ 'আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

২. ড. সুবাহি আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৩. যেমন কা'ব ইবন মুররাহ্ (كعب بن مرة) কে মুররাহ্ ইবন কা'ব (مرة بن كعب) বলে রিওয়ায়াত করা। মাকলূব হাদীস দ'ঈফ, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শুধুমাত্র রাবীকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হলে এরূপ রিওয়ায়াত করা জায়িয। দ্র. মাহমুদ 'আত-তাহ্হান প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৫. শুযূয হাদীসের পক্ষে একটি মারাত্মক দোষ। শায হাদীস সহীহ হিসেবে গণ্য নয়। দ্র. 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৬. মাহমূদ আল-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭

৭. 'ইলণ্ডাত' হাদীসের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মু'আলণ্ডাল হাদীস সহীহ্ রূপে গণ্য নয়। দ্র. আজমী, প্রাগুক্ত

৮. ফালাতা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০০, এরূপ ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য তিনি যদি পরে খালিস তাওবা করেন এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করার ও সত্য অবলম্বনের লক্ষণ তাঁর কাজ কর্মে প্রাকশ পায় তা হলে পরবর্তীকালে তাঁর হাদীস গ্রহণ করতে পারে। দ্র. 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

 Dhaka University Institutional Repository

- আল-মাওদূ' (الموضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো নাবী কারীম (স.)-এর নামে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে 'আল-মাওদূ' বলে।[১]

আল-কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার

আল-কুর'আনে বহুস্থানে হাদীস শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১) وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ "স্বপ্নের কথা (ব্যাখ্যা) তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ। এখানে স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে হাদীস বলা হয়েছে।"[২]

২) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا "হে নবী! তারা এ বিষয় বস্তুর (কিতাব) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি যেন তাদের এসব কার্যকলাপের ওপর আক্ষেপ করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।[৩] এ স্থলে আল-কুর'আনকে বুঝতেই হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"

৩) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ "তারা কুর'আনকে আল্লাহ্‌র কিতাব না মানলে এরূপ একখানি কিতাব এনে পেশ করা তাদের কর্তব্য যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।"[৪]

৪) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ "মহান আল্লাহ্‌ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাবরূপে অতীব উত্তম কালাম নাযিল করেছেন। এখানে হাদীসকে কিতাব বা কালাম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।"[৫]

৫) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا "মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি সত্য কথা আর কার হবে।"[৬]

৬) فَمَا لِهَـٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا "তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।"[৭]

৭) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁদের জন্যে এ কুর'আন পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হিদায়াত।"[৮]

হাদীস শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। আল-কুর'আনের নিম্ন লিখিত আয়াতসমূহে কথা বা বাণী অর্থেই হাদীস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৮) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ "অতঃপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে।"[৯]

৯) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا "এবং যখন নবী (স.) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট গোপন একটি কথা বললেন...।"[১০]

১০) أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ "এই কথায় তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছে?"[১]

---

১. পরে খালিস তাওবা করলেও এরূপ ব্যক্তির হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য নয় (প্রাগুক্ত)।

২. *আল-কুর'আন*, ১২ : ১০১

৩. *আল-কুর'আন*, ১৮ : ০৬

৪. *আল-কুর'আন*, ৫২ : ৩৪

৫. *আল-কুর'আন*, ৩৯ : ২৩

৬. *আল-কুর'আন*, ০৪ : ৮৭

৭. *আল-কুর'আন*, ০৪ : ৭৮

৮. *আল-কুর'আন*, ১২ : ১১১

৯. *আল-কুর'আন*, ০৭ : ১৮৫; ৭৭ : ৫০

১০. *আল-কুর'আন*, ৬৬ : ৩

 Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে নতুন সংবাদ, খবর ও নতুন কথা প্রভৃতি অর্থেও 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

১১) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ "ইবরাহীমের (নিকট আগত) সম্মানিত অতিথিদের খবর তোমার নিকট পৌঁছেছে কি?"[২]

১২) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى "মূসার খবর জানতে পেরেছ কি?"[৩]

১৩) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ "সেই সৈনিকদের কথা জানতে পেরেছো কি?"[৪]

১৪) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "সবকিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে কি?"[৫]

১৫) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ "তবুও কি তোমরা এই কথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে?"[৬]

১৬) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ আর তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নি'আমতের কথা বর্ণনা কর।"[৭]

---

১. *আল-কুর'আন*, ৫৩ : ৫৯

২. *আল-কুর'আন*, ৫১ : ২৪

৩. *আল-কুর'আন*, ৭৯ : ১৫

৪. *আল-কুর'আন*, ৮৫ : ১৭

৫. *আল-কুর'আন*, ৮৮ : ৮১

৬. *আল-কুর'আন*, ৫৬ : ১১

৭. *আল-কুর'আন*, ৯৩ : ১১

 Dhaka University Institutional Repository

২য়পরিচ্ছেদ

হাদীস সংকলনের উৎপত্তি ও ক্রমকিবাশ

হাদীসের উৎপত্তি

নবী করীম (স.)-এর হাদীসের সর্বপ্রথম শ্রোতা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিস্ড়ারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসূলে কারীম (স.)-এর দরবারে সর্বদা বসে থাকতেন। তিনি কোথাও চলে গেলে তাঁরা ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করতেন।

নবী কারীম (স.) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ইসলামী জীবন বিধানের বাস্ড়ব বিশেণ্ডষণ। কেবল মুখের কথাই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবাগণের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও তিনি এর বাস্ড়ব ব্যাখ্যা দান করতেন। সাহাবীগণ এর মধ্যে সেই হাদীসের মহান সম্পদ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যখনই কোন জটিলতা কিংবা অজ্ঞতা দেখা দিত, কোন প্রশ্নের উদ্রেক হত, তখনই রাসূলে কারীম (স.)-এর নিকট সংশিণ্ডষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁরা উত্তর সংগ্রহ করতেন এবং একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন।

এছাড়া হাদীস উৎপত্তির আরও একটি উপায় ইল্‌মি হাদীসের ইতিহাসে দেখা যায়। যথা– জিব্রাঈল (আ:) কখনও কখনও ছদ্মবেশে মহানবী (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর হাসিল করে উপস্থিত সহাবীগণকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দান করতেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত 'হাদীসে জিব্রাঈল (আ.) নামের প্রখ্যাত হাদীসটি এর অকাট্য প্রমাণ। এতে বলা হয়েছে– একজন অপরিচিত লোক মহানবী (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম, ঈমান, ইহ্‌সান ও কিয়ামত প্রবৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূল (স.) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তারপর তিনি দরবার হতে চলে যান। মহানবী (স.) উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে 'উমর ফার"ক (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন يا عمر اتدري من السائل হে উমর! তুমি কি জান, এই প্রশ্নকারী লোকটি কে? 'উমর (রা.) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসূল (স.) নিজেই বলেন:[১] এ প্রশ্নকারী ছিলেন জিব্রাঈল (আ.)। তিনি তোমাদের নিকট তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এসেছিলেন।

এ পর্যায় আমরা প্রমাণ্য গ্রন্থাবলী হতে এমন কিছু ঘটনার উলেণ্ডখ করব, যাতে রাসূল কারীম (স.)-এর নিকট সহাবীগণের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা ও এর জাওয়াব হাসিল করার জন্য এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তাঁরা প্রায়ই মহানবী (স.)-এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। তারপর আমল করতেন। মহানবী (স.) ও তাঁদেরকে প্রশ্ন করার জন্য তাকীদ করতেন। 'আব্দুলণ্ডাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলে কারীম (স.)-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হলে তাঁকে গোসল করতে বলা হল। পরে সে মারা যায়। এ ঘটনার কথা নবী (স.) শুনতে পেয়ে ক্রদ্ধস্বরে বলেন: আলণ্ডাহ্ পাক ঐ লোকগুলোকে খতম কর"ন।

আমার নিকট জিজ্ঞেস করলে না কেন? জিজ্ঞেস করাই কিসব অজ্ঞতার প্রতিবিধান নয়?[২] নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রা.) বলেন: আমি রাসূলে কারীম (স.) কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য দীর্ঘ একটি বছর মদীনায় অবস্থান করেছি।

فسألته عن البر والاثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ماحاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس.

অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ড় আমি তাঁর নিকট 'বির' ও 'ইসম' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বলেন: 'বির' হচ্ছে সৎ চরিত্র আর 'ইসম' হচ্ছে তা-ই, যা তোমার মনে খটকা জাগায় ও সংকোচের সৃষ্টি করে এবং তা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ কর না।[৩]

---

১. দ্র. ইমাম মুসলিম রহ. *সহীহ মুসলিম* (বৈর"ত: দার"ল ফিক্‌র, ১৯৮২), খ. ১, পৃ. ২৭ فانه جبرئيل انكم ليعلمكم دينكم.

২. দ্র. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল* (মিসর: আল-মাতবা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৮৯৩), খ. ১, পৃ. ১৬০ فتلهم الله الم يكن شفاء العى السوال

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ্ বুখারী* (ঢাকা: কাশেমিয়া লাইব্রেরি, চক বাজার, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৫

কেবল মদীনায় উপস্থিত লোকেরাই যে রাসূলে কারীম (স.)-এর নিকট প্রশ্ন করতেন তা নয়; বরং দূর-দূরান্তের শহর ও পলণ্টী অঞ্চল হতেও নও মুসলিমগণ দরবারে এসে প্রশ্ন করতেন। একদিন নবী করীম (স.) সাহাবীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উটের সওয়ার চেয়ে বলল, انى سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. অর্থাৎ, আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করব। প্রশ্ন করার ব্যাপারে অত্যন্ড় কঠোরতা ও প্রদর্শন করব। আপনি কিন্তু আমার সম্পর্কে মনে কোন কষ্ট নিতে পারবেন না।

অতঃপর নবী কারীম (স.) তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দান করলে সে আলণ্টাহ্ সম্পর্কে, সমগ্র, মানুষের প্রতি রাসূলের রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক মাসের সিয়াম সম্পর্কে এবং ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে রাসূলে কারীম (স.) বলেন: اللهم نعم হ্যাঁ, আলণ্টাহ্ তা'আলা এসবই ফরজ করে দিয়েছেন, পরিশেষে সেই লোকটি মহানবী (স.) এর উত্তরে অনুপ্রাণিত হয়ে বলল, أمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائى من قومي وانا ضمام ابن ثعلبة. অর্থাৎ, আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম, আমার নাম যিমাম ইব্ন সা'লাবা, আমি আমার জাতির লোকদের নিকট আপনার প্রতিনিধি হয়েই ফিরে গেলাম।

আনাস (রা.) বলেন: গ্রাম দেশীয় একব্যক্তি এসে মহানবী (স.) কে জিজ্ঞেস করল, أتانا رسولك فاخبرنا أنك تزعم أن عز وجل ارسلك. অর্থাৎ, আপনার প্রেরিত ব্যক্তি আমাদের নিকট গিয়ে এই সংবাদ দিয়ে এসেছে যে, আপনাকে মহান আলণ্টাহ্ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন বলে আপনি মনে করেন। ইহা কি সত্য?

নবী কারীম (স.) উত্তরে এর সত্যতা স্বীকার করলেন। তারপর সেই ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে পূর্বে যা কিছু শুনতে পেয়েছিল তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেন রাসূল কারীম (স.) তার সত্যতা বুঝিয়ে দিলে সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে- আপনাকে সত্য বিদানসহ যে আলণ্টাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি: আপনার বিবৃতি বিষয়সমূহে আমি কিছুই কম-বেশি করব না।[১]

'আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী কারীম (স.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসুবিধা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন: হে আলণ্টাহ্র রাসূল! আমাদের ও আপনার মাঝে মুশরিক গোত্র অবস্থিত রয়েছে। এ কারণে যে চার মাস যুদ্ধ করা হারাম তা ব্যতীত অন্য সময়ে আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব–

حدثنا بجُمَلٍ من الأمر اِنْ عَمِلْنَا به دخلنا الجنة وندعوا به من ورائنا.

অর্থাৎ, দ্বীন ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে এমন কিছু বলে দিন। যা অনুসরণ ও সে অনুযায়ী 'আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব এবং আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে তদনুযায়ী 'আমল করার জন্য আহ্বান জানাব।[২]

বনূ তামীম গোত্র ও ইয়ামানবাসীদের পক্ষ হতে একদল লোক মহানবী (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমরা আপনার নিকট দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। এই সৃষ্টির মূলে ও প্রথম পর্যায়ে কি ছিল, সে সম্পর্কেও আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।[৩]

বসরার বনূ লাইস ইব্ন বকর ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন কিনান গোত্র হতে কিছু সংখ্যাক যুবক এসে প্রায় বিশ (২০) দিন অবস্থান করেন।

তারা যখন নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তখন নবী করীম (স.) তাঁদেরকে বললেন:

إرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلو فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لك احدكم وليومكم اكبركم.

---

১. দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ فوالذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ جئتك لنتفقة في الدين ولنسئلك عن اول الأمر ما كان

অর্থাৎ, তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে জীবন যাপন কর। তাদেরকে দ্বীন ইসলামের শিক্ষা দান কর। তোমরা সালাত আদায় কর। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এরপর রয়েছে– كما رأيتموني اصلى অর্থাৎ, যেমনিভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ আর যখন সালাত উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের একজন সকলের জন্য আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় হবেন তিনি ইমামত করবেন।

নবী কারীম (স.) এই যুবক দলকে বিশ দিন পর্যন্ড় দ্বীন ইসলামের অনেক কিছুই হাতে, কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শরী'আতের সব হুকুম আহকাম ও ইবাদতের যাবতীয় নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে একদিকে যেমন বহু হাদীসের উৎপত্তি হয়েছে অপরদিকে তেমনি মহানবী (স.)-এর হাদীস সমূহ মদীনা হতে সুদূর বসরা পর্যন্ড় নির্ভরযোগ্য সাহাবীগণের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন: আমরা রাসূলে কারীম (স.)-এর দরবারে বসেছিলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলতে ব্যস্ড় ছিলেন। এমন সময় জনৈক 'আরব বেদুঈন এসে নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করল: متى الساعة কিয়াতম কখন হবে? মহানবী (স.) তাঁর কথা শেষ করে বেদুঈনকে ডেকে বললেন: فإذا أضيعت الامانة فانتظر الساعة অর্থাৎ, আমানত যখন বিনষ্ট করা শুর" হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল: كيف إضاعتها আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে।

নবী কারীম (স.) বললেন– إذا وسد الأمر الى غير اهله فانتظر الساعة. অর্থাৎ, দায়িত্বপূর্ণ কাজ যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ড় করা হবে, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষায় সময় উপস্থিত মনে করবে।[১]

এসব ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুর'আনের বাহক মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট হতে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক চেষ্টা স্বীকার করার প্রবণতা সকল সাহাবীর মধ্যেই বর্তমান ছিল। আর রাসূলে কারীম (স.) এসব জিজ্ঞাসার উত্তরে যত কথাই বলেছেন, যত কাজই করেছেন এবং যত কথা কাজের সমর্থন দিয়েছেন, তার পর্যায়ভুক্ত এবং তাই হাদীস। এ সম্পর্কে 'আলণ্ডামা বদর"দ্দীন যা লিখেছেন, তা এখানে উলেণ্ডখ করা হলো: নিশ্চয় সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (স.)-এর নিকট অনেক গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করতেন। নবী কারীম (স.) তাদেরকে একত্রিত করতেন এবং দ্বীনের শিক্ষা দান করতেন। সাহাবীগণের কিছু লোক মহানবী (স.)-এর নিকট প্রশ্ন করে উত্তর লাভ করতেন, অপর কিছুলোক উহা স্মরণ করে রাখতেন, কিছু লোক তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন, এভাবে মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতায় পরিণত করেন।

হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ও ইহা এক প্রামাণ্য অভিমত। এ প্রসংগে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যিমের একটি উদ্ধৃতি ও বিশেষ গুর"ত্ব বহন করে। তিনি বনুল মুন্ফাতিক নামক এক কবীলার আগমন ও তাদের সাথে রাসূলে কারীম (স.)-এর আলোচনা চলাকালে তাদের এক প্রশ্নের উলেণ্ডখ করেছেন এবং তারপর লিখেছেন:[২] ইহা হতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সাহাবীগণ মহানবী (স.)-এর সম্মুখে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্ন ও শোবাহ সন্দেহ পেশ করতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এসবের উত্তর দিতেন। ফলে তাদের মন সান্ড়না লাভ করত। তাঁর নিকট শত্র"রা ও সাহাবীগণের ন্যায় প্রশ্ন করত তবে পার্থক্য এই যে, শত্র"রা প্রশ্ন করত ঝগড়া করা ও নিজেদের বাহাদুরি প্রমাণ করার জন্য। আর সাহাবীগণ প্রশ্ন করতেন দ্বীনের তত্ত্ব বুঝার জন্য। তথ্য প্রকাশের জন্য এবং বেশি বেশি ঈমান লাভের উদ্দেশ্য। আর রাসূলে কারীম (স.) তাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করতেন। অবশ্য যেসব বিষয়ের কোন উত্তর তাঁর (স.) জানা ছিল না। যেমন কিয়ামত হওয়ার সময় ইত্যাদি কেবল সেসব বিষয়েই তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২. মূল আরবী: إن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعانى وكان عليه السلام يجمعهم و يعلمهم وكان طائفة تسأل اخرى تحفظ وتبلغ حتى اكمل الله دينه. দ্র. বদর"দ্দীন 'আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৩. وفيه دليل على انهم كانوا يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة وشبهات فيجبهم عنها بما يثلج صدورهم وقد اوردوا عليه صلى الله عليه وسلم الاسئلة اعداؤه واصحابه واعداؤه للتعنت والمغالبة واصحابه للفهم والبيان وزيادة الايمان وهو يجب كلا عن سواله الا ما لا جواب عنه كسوال عن وقت الساعة. দ্র. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ* (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৮০), খ. ৩, পৃ. ৭৫

নবী কারীম (স.) সাহাবায়ে কিরামগণের যে সমস্ড় প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাতেই যে কেবল হাদীসের উৎপত্তি হত তা নয়; বরং তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে সাহাবীগণকে দ্বীন সম্পর্কে বিস্ড়ারিত শিক্ষা দান করতেন। এতেও হাদীসের উৎপত্তি হত। এ পর্যায়ে দু'টি ঘটনার উলেণ্ঢখ প্রয়োজন।

১) আবূ যায়দ আনসারী (রা.) বলেন: একদিন মহানবী (স.) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বারে উঠে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন। যোহরের সালাতের সময় পর্যন্ড় এ ভাষণ চলল। যোহরের সালাত শেষে আবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুর" করলেন। আসরের সালাত পর্যন্ড় তা চলল। 'আসরের সালাতের পর আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ শুর" করলেন। এ ভাষণ সুর্যাস্ড়কাল পর্যন্ড় চলল। এই দীর্ঘ একদিনের ভাষণে তিনি আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কথাই বললেন। অধিকন্তু শুধু বলেই তিনি ক্ষ্যান্ড় হন নি; বরং আমাদেরকে অনেক বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।[১]

২) হানযালা (রা.) বলেন– আমরা একদিন মহানবী (স.)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বিস্ড়ারিতভাবে আলোচনা করলেন। এর ফলে এ দু'টি জিনিস আমাদের সামনে এমন উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি।[২]

হাদীসের ক্রমবিকাশ

পবিত্র হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস একারণে এর গুর"ত্ব অপরিসীম। রাসূলে কারীম (স.)-এর জীবদ্ধশায়ই হাদীস সংরক্ষণের প্রতি মুসলমানগণের সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তবে পবিত্র কুর'আনের আয়াতের সাথে সংমিশ্রনের আশংকায় রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করেন।[৩] তখন সাহাবীহগণ তাঁদের স্মৃতিপটে হাদীস ধারণ করে রাখতেন। নবী করীম (স.) তাঁদেরকে হাদীস মুখস্থ করে অন্য লোকের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ ও প্রদান করেন। রাসূলে কারীম (স.) ইরশাদ করেন– আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চির সবুজ কর"ণ যে, আমার থেকে কোন হাদীস শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ড় সংরক্ষণ করেছে। কেননা অনেক হাদীস বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীস গ্রহণকারী অধিক ফকীহ হয়ে থাকে। আর কোন কোন হাদীস সংরক্ষণকারী ফকীহ্ তথা শাস্ত্রবিদ হয় না।[৪]
হাদীস সংকলনের ধারা বা ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে আমরা চারটি যুগে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম যুগ : রাসূল (স.)-এর যুগ হতে ৯৯ হি. অর্থাৎ দ্বিতীয় উমর এর খিলাফত লাভের পূর্ব পর্যন্ড়।
দ্বিতীয় যুগ : হিজরী ২য় শতকের প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের ১ম পর্যন্ড়।
তৃতীয় যুগ : হিজরী তৃতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদ হতে পঞ্চম শতকের শেষ পর্যন্ড়।
চতুর্থ যুগ : হিজরী পঞ্চম শতকের পর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ড়।

প্রথম যুগে হাদীসের ক্রমবিকাশ

রাসূল (স.)-এর নবুয়াত লাভের উত্তর সময় থেকে ৯৯ হি. বা উমর ইবনে আব্দুল আযিযের খিলাফত লাভ পর্যন্ড় ১১২ বছরের দীর্ঘ সময় কালকে ১ম যুগ বুঝানো হয়েছে। এটি মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবি'ঈদের যুগ। এ যুগে হাদীস চর্চা চারভাবে হয়েছে। যেমন:

- হাদীস মুখস্থকরণ বা হিফযুল হাদীস (حفظ الحديث)।
- হাদীস লিখন বা কিতাবাতুল হাদীস (كتابة الحديث)।
- হাদীস শিক্ষাদান বা তা'লীমুল হাদীস (تعليم الحديث)।
- হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ বা আমলূল হাদীস (عمل الحديث)।[৫]

---

১. আহমদ ইব্ন হাম্বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৩. ড. সুবহী সালেহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৪. نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه ورب حامل فقهٍ كيف بفقيه দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, *জামি' আত-তিরমিযী* (ভারত: মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী তা. বি.), খ. ২ পৃ. ৯৪
৫. ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, *আল-আলণ্ঢামা ইউসুফ বিন্নূরী ওয়া খাদামাতুহু ফি ইল্‌মিল হাদীস*(অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইবি, ২০০৮), পৃ. ১৪৫

হাদীস মুখস্থকরণ

সাহাবীগণ রাসূল (স.)-এর জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের পূর্ণ বাস্ড়বায়নকারী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আনুগত্যশালি এবং আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিত্ব। আল-কুর'আনের প্রতিটি আয়াত গুর"ত্ব সহকারে মুখস্থ করার ব্যাপারে গুর"ত্ব প্রদান ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আসহাবে সুফ্ফাগণ রাসূল (স.)-এর সার্বক্ষণিক সাহচার্য ও হাদীস শিক্ষার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। যারা অন্যান্য দায়িত্বের কারণে সর্বক্ষণ মহানবী (স.) খিদমতে থাকতে পারতেন না তারা সুযোগ পেলে রাসূল (স.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবন করতেন, তাঁরা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে রাসূল (স.)-এর নিকট কখন কি ঘটেছে? তিনি কি বলেছেন? তা জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন। অনেকে আবার পালাক্রমে ও রাসূল (স.)-এর নিকট উপস্থিত হতেন।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) বলেন- আমি আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ইতবান ইবন মালিক মসজিদে নববী হতে অনেক মাইল দূরে অবস্থিত আওয়ালী এলাকায় বাস করতাম। রাসূল (স.)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা পালা নির্ধারণ করলাম। তিনি একদিন উপস্থিত হতেন আমি একদিন উপস্থিত হতাম। যেদিন আমি উপস্থিত হতাম সেদিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাকে প্রদান করতাম। আর তিনি যেদিন উপস্থিত হতেন সেদিন তিনি আমাকে অবহিত করতেন।[১]

আমরা নবী (স.)-এর নিকট বসতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাজে চলে যেতেন, আর আমরা বসে বসে উহা একটার পর এটকা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করতাম। এরপর আমরা যখন মজলিস ত্যাগ করতাম তখন হাদীস আমাদের অন্ড়রে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত যেন, উহা আমাদের অন্ড়রে রোপন করা হয়েছে।[২]

তাবি'ঈ কাতাদাহ (রা.) বলেন, জাবির (রা.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'সহীফা জাবির' আমার সুরা বাকারার চেয়েও বেশি মুখস্থ ছিল।[৩] সাহাবী এবং প্রবীণ তাবি'ঈগণ অত্যন্ড় গুর"ত্ব সহকারে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন ও মুখস্থ করে রাখতেন।

হাদীস লিখন পদ্ধতি

তৎকালীন আরবে লেখার প্রচলণ ব্যাপক আকারে ছিল না। যার কারণে তাদের উম্মী (امى) বা নিরক্ষর বলা হত। তবে লেখার প্রচলন একেবারেই যে ছিল না তা নয়, বরং সাহাবীদের অনেকেরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সাধারণভাবে আল-কুর'আনের সাথে মিলে যাওয়ার ভয়ে হাদীস লেখার ওপর রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন–আমার থেকে হাদীস লিখনা, যে ব্যক্তি আমার থেকে কুর'আন ব্যতীত হাদীস লিখে, সে যেন তা বিনষ্ট করে দেয়।[৪] আমার থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কঠোরতা নেই আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। এ নিষেধাজ্ঞা চিরন্ড়ন বিধান ছিল। স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে রাসূল (স.)-এর নির্দেশেই কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক সাহাবী নিজ প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে হাদীস লিখে রাখতেন।

হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি

সাহাবীগণ হাদীস শিক্ষাদানের প্রতিও গুর"ত্ব প্রদান করেছেন। রাসূল (স.) যেমন হাদীস সংরক্ষণ করতে তাঁদের আদেশ প্রদান করতেন, তেমনিভাবে যথাযথভাবে অন্যকে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করতেন। রাসূল (স.)

---

১. وكان لى جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتينى بخير الوحى وغيره وأنزل يومًا فاتيه بمثل ذلك. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৪. عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

ইরশাদ করেন– আমার নিকট থেকে একটি বাণী হলেও অপরকে পৌঁছে দাও।[১] রাসূল (স.)-এর কথা বাস্ড়বে রূপ প্রদান করার জন্য সাহাবীদের একটি বিরাট জামা'আত এ মহতি কাজে ব্রতী ছিলেন। রাসূল (স.)-এর নির্দেশের পর সাহাবীগণের যে বিরাট অংশ হাদীস শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা হলেন:

- ❑ মক্কায়: আব্দুলণ্ঢাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হাদীস শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।
- ❑ মদীনায়: উম্মুল মু'মিনীন 'আয়শা বিনতে আবি বকর (রা.), আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) সকলেই মদীনায় শিক্ষাদানে ব্যস্ড় ছিলেন।
- ❑ কুফায়: আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) তাঁরা সকলেই কুফায় হাদীস চর্চায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।
- ❑ বসরায়: আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) তিনি বসরায় হাদীস শিক্ষাদান করেন।
- ❑ সিরিয়া: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) তিনি সিরিয়ায় হাদীস শিক্ষাদানে কেন্দ্র গড়ে তোলেন।
- ❑ মিশরে: আমর ইব্ন আল-আসর (রা.) এছাড়া অন্যান্য সাহাবীগণ নিজি নিজ বসবাসরত এলাকায় হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রবীণ তাবি'ঈগণ তাদের থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে হাদীসের ক্রমবিকাশের ধারা চলতে থাকে।

হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ

সাহাবীদের 'আমলের মাধ্যমেও হাদীসের ক্রমবিকাশ হয়। রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ মুখস্থকরণের সাথে সাথে বাস্ড়বে 'আমল করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। সাহাবীগণ যতক্ষণ নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত না করতে পেরেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ড় উহার চর্চা ও অভ্যাসে পরিণত করতে প্রানান্ড় চেষ্টা চালিয়েছেন। আবু উমামা (রা.) বলেন:

عن ابى أمامة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال يا نبي الله أشتريت مقسم بنى فلان في تخت فيه كذا وكذا، قال أفلا أنبئك بها هو أكثر منه ريحًا؟ قال وهل يوجد؟ قال: رجل تعلم عشرأيات ـ فذهب الرجل فتعلم عشر ايات ـ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ـ إن كان عمرو بن خالد حفظ في إسناده سالم بن أبي الجعد فإنه على شرط مسلم غيران البصر بين من أصحاب المعتمر خألفوه فيه.

অর্থাৎ, আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ করতো, তখন উহার অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গমন করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শেখার জন্য অগ্রসর হত না।[২]

রাসূল (স.) নিজেই সাহাবীদেরকে হাদীস অনুাযায়ী আমল করতে বলেন,(صلوا كما رايتمونى أصلى) অর্থাৎ- আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে তোমরা নামায আদায় কর।[৩]

হজ্জের নিয়ম-নীতি অনুসরণের জন্য বলেন: خذوا عنى مناسككم অর্থাৎ, আমার নিকট হতে হজ্জ পালনের নিয়ম কানূন তোমরা গ্রহণ কর।[৪]

এক সাহাবীকে সুন্নাতের বিপরীত আমল করতে দেখে বলেন: ارجع فانك لم تصل অর্থাৎ, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড় কেননা তুমি (সঠিকভাবে) নামাজ পড় নাই।[৫] সাহাবীগণ অনুসন্ধিসু দৃষ্টিতে রাসূল (স.)-এর কাজ কর্ম অবলোকন করতেন মন ও মগজ দ্বারা তা অনুধাবন করতে চেষ্টা করতেন এবং পূর্ণাঙ্গ আমল করতে চেষ্টা করতেন। জাবির ইব্ন আব্দুলণ্ঢাহ (রা.) বলেন– একবার রাসূল (স.) কে এক চাঁদরে নামাজ পড়তে দেখেন তিনিও একদিন তা করলেন। শিক্ষার্থীগণ এরূপ করা হেতু কি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন:

---

১. عن عبد الله بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ممن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

নবী করমি (স.) কর্তৃক এরূপ র"খসত দেয়া হয়েছে বলেই আমি এরূপ করলাম। যেন তোমরা এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারো।

উমর (রা.) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে যেয়ে বলেন- উহে পাথর! আমি জানি তুমি একখ" পাথর মাত্র, তথাপি আমি তোমাকে এজন্য চুম্বন করছি, যেহেতু রাসূল (স.) তোমায় চুম্বন করেছিল। রাসূল (স.)-এর প্রতিটি কথা, কাজ ও পদক্ষেপকে সাহাবীগণ (রা.) সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জীবন বাস্ড়বায়ন করতেন।

তাবি'ঈদের উদ্দেশ্যে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন- তোমরা পরস্পর হাদীস চর্চা করবে। আলোচনা বা চর্চাই হাদীসকে স্মরণ করে দেয়। এমনিভাবে ১ম যুগে সাহাবী ও প্রবীন তাবে'ঈগণ কর্তৃক হাদীস মুখস্থকরণ, লিখন, শিক্ষাদান ও পূর্ণাঙ্গরূপে তা বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে হাদীসের অনুশীলন ও বিকাশ হতে থাকে।

দ্বিতীয় যুগে হাদীসের ক্রমবিকাশ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ড়। এ যুগ তাবি'ঈ ও তাবি- তাবি'ঈদের যুগ। সাহাবী ও প্রবীন তাবে'ঈদের অধিকাংশই এ যুগে জীবিত ছিল না। এক বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। হাদীস বর্ণনার ধারা ও তখন ব্যাপক ও বিস্ড়ৃতি লাভ করেছিল।

হাদীস শিক্ষাকরণে তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদের ভূমিকা

সাহাবীদের অনুসৃত পথ ধরে তাবি'ঈ ও তাবি'ঈগণ হাদীস শিক্ষাকরণে যুগপথ অবদান রাখেন। আর রাসূল (স.)-এর একটি হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন হাদীসের কেন্দ্র মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে সফর করেন।

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (মৃ. ৭১২ খ্রি.) বলেন– আমি মাত্র একটি হাদীস জানার জন্য একাধিক্রমে কয়েকদিন ও কয়েক রাত সফর করতাম।

আবুল আলিয়া (রা.) বলেন– আমরা (বসরা থেকে) মদীনায় অবস্থিত সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস শুনতে পেতাম। কিন্তু মদীনায় যেয়ে না শুনা পর্যন্ড় আমরা কিছুতেই শান্ড়না পেতাম না।[১]

তাবি তাবি'ঈদের সময় এ অভিযান পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতার রূপ লাভ করে। তারাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় হাদীস শিক্ষা কল্পে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষাকে স্বীকার করেন।

তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদের হাদীস হিফজকরণ

সাহাবীদের ন্যায় তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈগণও হাদীস মুখস্থ করণের ব্যাপারে পূর্ণ উদ্যম প্রদর্শন করেছেন। তাদের স্মৃতি শক্তিও ছিল অত্যন্ড়প্রখর ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম শাবী বলেন– আমি কখনও সাদা কাগজে যে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি তার সকল বিষয় মুখস্থ করেছি। আমি কোন দিন কাউকে কোন হাদীস পুনঃ বলতে অনুরোধ করিনি।[২]

তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদের মধ্যে থেকে অনেকেই এরূপ প্রখর স্মৃতি সম্পন্ন ছিলেন এবং তারা এ মেধাকে হাদীস সংরক্ষণ ও ক্রমবিকাশের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। যারা সে সময় হাদীস মুখস্থ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. আমর ইব্ন দীনার (মৃ. ৭৩৪ খ্রি.)

২. কাতাদাহ ইব্ন দা'আমাহ(মৃ. ৭৩৫ খ্রি.)

৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াসার (মৃ. ৭৩৭ খ্রি.)

৪. ইব্ন শিহাব আয-যুহরী(মৃ. ৭৪১ খ্রি.) প্রমুখ।

---

১. عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعنا ها من افواههم. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২. ما كتبت سوداء قط ولا حديث إلا حفظته. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০

তাবি'ঈ ও তাবে তাবি'ঈদের হাদীস লিখন

সাহাবীদের ন্যায় তাঁরাও হাদীস মুখস্থ করণের সাথে সাথে লিপিবদ্ধকরণের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। সরকারী উদ্যোগেও দ্বিতীয় যুগে হাদীসের লিখন কার্য শুর হয়। ইসলাম বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতির ফলে অনারবদের পক্ষে হাদীস সংরক্ষনের জন্য শুধু স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। উপরন্ড় হিজরী ১ম শতকের মধ্যভাগ হতে খারেজি ও শিয়াসহ অনেক নতুন বাতিল ফিরকার উদ্ভব শুর হয়। তখন কার সময়ে সামগ্রিকভাবে হাদীস সংকলিত না থাকায় বিভিন্ন দল-উপদলে নিজেদের মতের পক্ষে জাল হাদীস তৈরি করে। এভাবে তারা বহু মিথ্যা হাদীস সমাজে প্রচলণ করতে সমর্থ হয়। শিয়াদের সর্বপ্রথম হাদীস জালকারী মুখতার ইব্ন আবি উবাইদ, কুফায় আব্দুলণ্ঢাহ ইব্ন যুবায়েরের সাথে সাক্ষাৎকালে জনৈক মুহাদ্দিস বলেছিলেন, আমার জন্য রাসূল (স.)-এর নামে এমন কিছু হাদীস রচনা করে দাও, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে, আমি তার পরেই খলিফা হব। এ সকল কার্যক্রম দেখে উমাইয়া খলিফা উমর ইব্ন আব্দিল আযিয হাদীসের বিরাট বিক্ষিপ্ত সম্পদ অনতি বিলম্বে সংগ্রহ, সংকলন ও তা সুবিন্যস্ড় করণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা বাস্ড়বায়নের জন্য সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইমাম মালেক (রা.) বলেন– সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন করেন ইব্ন শিহাব আয-যুহরী।

ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন, সর্বপ্রথম ইব্ন সুবাহ (মৃ. ৭৭৬ খ্রি.) ও সাদ ইব্ন আবি আরাবা (মৃ. ৭৭২ খ্রি.) এবং আরো অনেকেই। ইমাম মাফহুল (মৃ. ৭৪১ খ্রি.) গ্রন্থ প্রনয়ণের কাজ ব্যাপকভাবে শুর হওয়ার পূর্বেই কিতাবুস সুনান নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আলণ্ঢামা জালালুদ্দিন আস-সূয়ুতী (মৃ. ১৫০৫ খ্রি.) বলেন- ইমাম শা'বী (মৃ. ৭২২ খ্রি.) সর্বপ্রথম এই বিষয় সম্পর্কিত হাদীসমূহ একত্রে সংকলনের কাজ করেন। সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করে এমত পার্থক্যকে এভাবে নিরসন করা যায় যে, মদীনার ইব্ন হাযম ও সালিম যুহরী প্রথম হাদীস সংকলন করেন।

ইমাম শা'বীসহ অন্যান্য কুফার মুহাদ্দীসগণ অধ্যায় ভিত্তিতে হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মাঝে মুয়াত্বা ইমাম ও জামি' সুফীয়ান আস-সাওরী সবিশেষ উলেণ্ঢখযোগ্য। অনেকে ইমাম আহমদ (মৃ. ৮৫৫খ্রি.) রচিত মুসনাদে আহমদকে এ যুগের সামিল করেছেন।[১]

তৃতীয় যুগে হাদীসের ক্রমবিকাশ

হিজরী তৃতীয় শতকের পাদ হতে পঞ্চম শতকের শেষ পর্যন্ড় প্রায় তিন শতাব্দীর যুগ। এ যুগে ইল্মুল হাদীসের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। এজন্য এ যুগকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণ যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় যুগের মুহাদ্দিসগণ সব ধরণের সনদের বিচার-বিশেণ্ঢষণ ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করে দিতেন, কারণ তখন পর্যন্ড় সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। বর্ণনাকারীদের সাথে সংশ্রবের কারণে তাদের পরিচিতি সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেই অবহিত ছিলেন। এছাড়া হাদীস বর্ণনাকারীগণ তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি নগরীতেই অবস্থান করতেন। কিন্তু তৃতীয় যুগে এসে সনদ বিচার-বিশেণ্ঢষণের প্রতি গুর ত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়, কারণ সাহাবীদের যুগ থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে সনদ বা সূত্র ও দীর্ঘায়িত হয়। ইসলাম বিভিন্ন দেশে বিস্ড়ার লাভ করায় সকল বর্ণনাকারীর পরিচয় লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে। খায়র ল কুরূন তথা সাহাবী, তাবে'ঈ, তাবি-তাবি'ঈগের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বস্ড় তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাতিল মতাদর্শের অধিকারী ব্যক্তিরা নিজেদের ভ্রান্ড় মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করল কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সাহাবীগণ স্বপক্ষীয় হাদীসটি গুর ত্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সনদে হাদীস পেশ করেন। যেমন (দুই কুলণ্ঢা) এর হাদীসটি প্রমাণ সিদ্ধ করার জন্য ইমাম দারকুতনী ৫৪টি সনদ বর্ণনা করেছেন। ফলে এ সমস্ড় খতিয়ে দেখার জন্য সনদ বিশেণ্ঢষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ যুগে রাবীদের ব্যক্তিত্ব, নৈতিক চরিত্র, জ্ঞান, পা িত্য, স্মৃতিশক্তি ও মেধার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশেণ্ঢষণ শুর হয়। ফলে হাদীস বিজ্ঞানে জারহ-তা'দীল (جرح و تعديل) ও আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) নামে দুটি নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সময় যারা জারাহ-তা'দীল বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন:

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১

১) শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (মৃ. ৭৭৬ খ্রি.)।

২) আব্দুর রহমান ইবন আল-মাহদী।

৩) আলী ইব্ন আল-মাদানী (মৃ. ৮৪৮খ্রি.)।

৪) আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রমূখ।

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মধ্য থেকে সাহাবীদের এবং তাবি'ঈদের কথাসমূহ আলাদা করে শুধু হাদীসে নববী সংকলনে প্রয়সী হন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থ দ্বারা এর শুভ সূচনা করেন। এ যুগে এসে সনদের ভিত্তিতে সহীহ হাদীস সংকলনের গুর"ত্ব বৃদ্ধি পায়। সিহাহ সিত্তার ন্যায় জগৎ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থগুলো এ যুগেই সংকলিত হয়। এছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ ও এ যুগে সংকলিত হয়।[১]

চতুর্থ যুগে হাদীসের ক্রমবিকাশ

হিজরী পঞ্চম শতকের পর থেকে শুর" করে অদ্যাবধি এ যুগ অব্যাহত। এটা মূলত: অধ্যায় বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ, টিকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা-বিশেণ্ডষণের যুগ, তৃতীয় যুগে সমস্ড় হাদীস সনদ সহকারে সমস্ড় মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা ও অবশিষ্ট থাকেনি। তাই এ যুগের মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তীদের কিতাবের আলোচনা-সমালোচনার প্রতিই বেশি মনোনিবেশ করেন। তাদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক হাদীসবিদ পূর্বে রচিত কোন কিতাবের সনদ বিশেণ্ডষণ সংক্ষেপায়ন, ব্যাখ্যা-বিশেণ্ডষণ বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহ একত্রে করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিভিন্ন কিতাব থেকে হাদীস নির্বাচন করে হাদীস সংকলণ তৈরি করেন। হাদীসের দূর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা এবং কেহবা হাদীস সংশিণ্ডষ্ট অপরপর ইল্মের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোযোগী হন। কেউ আবার সমস্ড় সহীহ, য'ঈফ এবং মাওযু হাদীসকে একত্রিত করে পৃথক পৃথক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। অনেকে সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহকে একত্রিত করেন। যারা সে সময় প্রসিদ্ধ হন তাঁরা হলেন:

১) ইবনুল ফারাত (মৃ. ১০২৩ খ্রি.)।
২) বাকানী (মৃ. ১০৪০ খ্রি.)।
৩) আবু নসর হুসায়দী (মৃ. ১০৯৫খ্রি.)।
৪) আল-বাগবী (মৃ. ১১২২খ্রি.)।

সিহাহ সিত্তার একত্রিকরণ

এক্ষেত্রে আবুল হাসান ইবন মু'আবিয়া আবদারী (মৃ. ১১৪০খ্রি.), ইবনুল খারাত (মৃ. ১১৮৬খ্রি.), কুতুবুদ্দিন সিন্ধী (মৃ. ১৫৮২খ্রি.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সিহাহ সিত্তাহর হাদীসমূহ একত্রিত করেন।[২]

সাধারণ জামি'ঈ প্রণয়ন: অনেকে বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনার চেষ্টা করেন। এরূপ গ্রন্থ সাধারণত: জামি বা জাও'ওয়ামি বলা হয়। যেমন কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ জামি:

১) আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্ন আহমদ আস-সমরকন্দী (মৃ. ১০৯৭খ্রি.)।
২) বাহর আল আসানীদ।(بحر الاسانيد)
৩) জামি'উল আসানীদ (جامع الأسانيد)।
৪) ইব্ন আজ-জাওযী (মৃ. ১২০০ খ্রি.)।
৫) ইবন কাসীর (মৃ. ১৩৭২খ্রি.)।
৬) নূর"দ্দীন আবুল হাসান হায়সামী (মৃ. ১৪০৪খ্রি.)।
৭) মাজমা'উল যাওয়ায়িদ (مجمع الزوائد)।
৮) জালালুদ্দিন আস-সূয়ুতী (মৃ. ১৫০৫খ্রি.) জামি'উল জাওয়ামি (جامع الجوامع)।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলনঃ কেউ কেউ হাদীসের মূল কিতাব থেকে আবশ্যিক হাদীসসমূহ নির্বাচন করে হাদীসের সংকলন তৈরি করেন। সে সময় যে সকল মুহাদ্দিসগণ একাজ করেন তাঁরা হলেন:

১) আল-বাগবী কর্তৃক মাসাবিহুস সুন্নাহ (مصابيح السنة)

২)হাসান মাগানী আল-লাহোরী (মৃ. ১২৫২খ্রি.) কর্তৃক মাশারিকুল আনওয়ার (مشارق الأنوار) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আহকাম বিষয়ক হাদীসসমূহ একত্রিকরণ

অনেকে শুধু আহকাম বিষয়ক হাদীসসমূহ একত্রিত করে গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন:

১) ইবনুল খারাত (মৃ. ১১৪৮৬খ্রি.), আল আহকামুল কুবরা, আল আহকামুল সুগরা। (احكام الكبرى واحكام الصغرى) ২) আব্দুল গণি আল-মাকদেসী (মৃ. ১২০৩ খ্রি.), উমদাতুল আহকাম (عمدة الأحكام) ৩) ইব্ন শাদ্দাদ হালাবী (মৃ. ১২৬৪ খ্রি.), দালায়িলুল আহকাম (دلائل الأحكام) ৪) ইমামুদ্দিন ইব্ন কুদামাহ (মৃ. ১৩৪৩ খ্রি.) আল-মুহররার (المحرر) ৫) ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর (মৃ. ১৩৪৩ খ্রি.), আল-আহকামুস সুগরা (الأحكام الصغرى) ৬) ইব্ন হাজর আসকালানী (মৃ. ১৪৪৮ খ্রি.) বুলূগুল মারাম (بلوغ المرام) ৭) যাফর আহমদ উসমানী, বি-ই'লাইস সুন্নান (بإعلاء السنن) ৮) জহীর আহসান শাওক নিমুবী, আসার"স সুনান (أثار السنن), প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ও তাঁদের রচিত কিতাবগুলো উলেণ্ঢখযোগ্য।

এছাড়া সিহাহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের অসংখ্য ভাষাগ্রন্থ, মিশকাতুল মাসাবীহ (مشكواة المصابيح), যাদুল মা'আদ (زاد المعاد), কানযুল উম্মাল (كنزالعمال), মিরকাত (المرقات) নায়লুল আওতার (نيل الاوطار) প্রভৃতি গ্রন্থগুলো আধুনিক যুগে এসে লিপিবদ্ধ হয়।[১]

তাছাড়া সাম্প্রতিক কালের বিদগ্ধ প"িত, অন্যতম হাদীস সমালোচক নাসির"দ্দীন আল-বানীর সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহ, ওয়ায দ'ঈফাহ, ওয়া মাওদূ'আহ প্রমুখ গ্রন্থগুলো হাদীস জগতে বৈপণ্ঢবিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছে।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৩য় পরিচ্ছেদ
হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হাদীসে রাসূল (স.) উম্মাতে মুসলিমার এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম উৎস। একে বাদ দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহানবী (স.)-এর আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা এক কথায় তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও গোটা কর্মময় জীবনই মিল্লাতে মুসলিমার জন্য অপরিহার্য এক মহান আদর্শ। রাসূল প্রেরণের মূলে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ছিল যে, উম্মত তাঁকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করে চলবে। যেমন বলা হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ

"আমি রাসূল পাঠিয়েছি একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, মহান আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে, তাকে মেনে চলা হবে।"[১] এ আয়াতে রাসূল প্রেরনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

"হে বিশ্ববাসীগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা অমাণ্য করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করনা। তাদের মত হয়ো না। যারা বলে- আমরা শুনেছি, কিন্তু কার্যত তারা শোনেনা।[২] এতে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের আদেশ স্পষ্ট। প্রথমে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার আদেশ দান করা হয়েছে। সেইসাথে রাসূলে কারীম (স.)-এর প্রতি ও আনুগত্য করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"বল (হে নবী)! তোমরা যদি মহান আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করে চল। তা' হলে আল্লাহ্ পাকও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ গুনাহ মার্জনাকারী, দয়াশীল।"[৩]

মহান আল্লাহ্‌কে ভালবাসার অনিবার্য দাবী ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে রাসূলে কারীম (স.) কে অনুসরণ করে চলা, আল্লাহ্‌র ভালবাসার উপায় হচ্ছে রাসূলে কারীম (স.) কে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তাঁর নিকট থেকে গুনাহের মার্জনা লাভ সম্ভব নয়। এমনকি এ ছাড়া মানুষ ঈমানদারই হতে পারে না। মুসলিমও থাকতে পারে না; বরং কাফির হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন,

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বল (হে নবী!) মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল; যদি তা' না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না।[৪]

এ আয়াতে ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে মহান আল্লাহ্‌র এবং পরে কিংবা সাথে সাথেই, রাসূলে কারীম (স.) কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ফলে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলেই যথেষ্ট হবে না। রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য না করলে মানুষ যেমন কাফির হয়ে যায়, রাসূলের আনুগত্য না করলেও তেমনি কাফির হয়ে যায়। আয়াতের শেষাংশে এ কথা স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ কাফিরদেরকে মহান আল্লাহ্ বিন্দুমাত্র ভালবাসেন না– পছন্দ করেন না।

---

১. *আল- কুর'আন*, ৪ : ৬৪
২. *আল-কু'রআন*, ৮ : ২০
৩. *আল-কুর'আন*, ০৩ : ৩১
৪. *আল-কুর'আন*, ০৩ : ৩২

রাসূলে কারীম (স.)-এর যাবতীয় আদেশ নিষেধ উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল ও হারামকে বিশ্বাস করা ও মেনে চলা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। তাঁর এ সমস্ত কাজের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী করে পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

"তোমার প্রতিপালক এর শপথ, লোকেরা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না। যদি না তারা (হে নবী!) আপনাকে তাঁদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী স্বীকার করে। আপনার ফায়সালা সম্পর্কে মনে প্রশান্তি বোধ করে এবং তা সর্বান্ত: করণে মেনে নেয়।"[১]

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স.)-এর আনুগত্য করাও প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল লোকদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"[২]

এ আয়াত তিনটি বিভিন্ন সত্তার আনুগত্য করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমত মহান আল্লাহ্র আনুগত্য দ্বিতীয়ত রাসূলে কারীম (স.)-এর আনুগত্য এবং তৃতীয় মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রসংগে স্পষ্ট ভাষায় দু'দু' বার اطيعوا 'আনুগত্য কর' বলার কারনে উভয় আনুগত্যই মৌলিক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে কুর'আন মাজীদ মেনে চললেই কার্যত আল্লাহ্র আনুগত্য হতে পারে। কিন্তু 'আনুগত্য কর রাসূলের' এ আদেশ কার্যকর করার কি পথ? এজন্য হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মহান আল্লাহ্ ও রাসূলে কারীম (স.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্র কিতাবের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। কিন্তু রাসূলে কারীম (স.)-এর অবর্তমানে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কি উপায় হতে পারে? উপায় হতে রাসূলে কারীম (স.)-এর সুন্নাত ও হাদীসকে গ্রহণ ও অনুসরণ করা। তা করা হলেই কেবল আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করা সম্ভব। তাছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাই মায়মুন ইব্ন মেহরান বলেছেন।

আল্লাহ্র প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি ফিরানো এবং রাসূলের প্রতি ফিরানোর অর্থ রাসূলে কারীম (স.)-এর জীবদ্দশায় যেমনটি সাহাবীগণ পেশ করতেন তেমনি তাঁর নিজের নিকট পেশ করা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর জান কবয করে নিয়েছেন। তখন এর বাস্তব অর্থ তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরানো।[৩]

আল্লামা ইব্ন হাজার 'আসকালানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: যদিও প্রকৃত পক্ষে আনুগত্য পাবার যোগ্য অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম (স.)-এর আনুগত্য করার আদেশ নতুন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী 'উলিল আমর' (اولى الامر) এর পূর্বে 'আনুগত্য কর' নতুন করে বলা হয়নি। এর কারণ এই যে, মানুষ দু'টি জিনিস মেনে চলতে বাধ্য, তা হল পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ। কাজেই এখানে অর্থ হবে এরূপ, যে সব বিষয় কুর'আনে স্পষ্ট করে ফয়সালা দেয়া হয়েছে, তাতে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আর যা কুর'আন হতে জেনে নিয়ে তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে এবং যা

---

১. *আল-কুর'আন*, ৪ : ৬৫

২. *আল-কুর'আন*, ৪ : ৫৯

৩. দ্র. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, الرد الى كتابه والرد الى الرسول اذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد الى سنة. *তাফসীর-ই মাহাসিনিত তা'বীল* (মিশর: আস-সালায়ি, ১৯৫৮), খ. ১ পৃ. ১৩৮

সুন্নতের দলীল দিয়ে তোমাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে, তাতে রাসূলের আনুগত্য কর। ফলে আয়াতের মোট অর্থ দাঁড়াল এরূপ: তিলাওয়াত করা হয় যে ওয়াহী, তা হতে তোমাদেরকে যে হুকুম দেয়া হবে, তা পালন করে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। আর যে ওয়াহী কুর'আন নয়, তা হতে তোমাদেরকে যে হুকুম করা হবে তা পালন করে তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর।[১]

আল্লামা তাইয়্যেবী বলেন: আল্লাহ্‌র হুকুম রাসূলের আনুগত্য করা। এ কথায় আনুগত্যের আদেশের পুনরাবৃত্তি করার কারণে বুঝা গেল যে, রাসূলে কারীম (স.) স্বতন্ত্র স্বাধীন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। আর 'উলিল আমর' এর ক্ষেত্রে এ শব্দিটির পুনরুল্লেখ না হওয়ায় বুঝা গেল যে, 'উলিল আমর' এমনও হতে পারে যার আনুগত্য করা যরূরী নয়।[২]

মহানবী (স.) কে অমান্য করা হতে কতখানি অপরাধ হতে পারে, এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত হতে অনেক তত্ত্বই জানা যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং অনুগ্রহ ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।"[৩]

এ আয়াতে রাসূলে কারীম (স.) কে অমান্য করতে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একদিকে পাপ, সীমালংঘণ ও রাসূলের নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অপরদিকে উল্লেখ করা হয়েছে নেকী ও আল্লাহ্‌ ভীতিমূলক কাজের এর অর্থ এই যে, রাসূলে কারীম (স.)-এর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করলে যেমন গুনাহ ও সীমালংঘণ করা হয়, অনুরূপভাবে সকল কল্যাণ, নেকী ও আল্লাহ্‌-ভীতি হতেও বঞ্চিত হতে হয়।

আয়াতের শেষাংশে পরকালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (স.) কে অমান্য করলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবী (স.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ মুসলিম জীবনের এক চিরন্তর কর্তব্য।

ইরশাদ হয়েছে: وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"সুতরাং তোমরা সবই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্‌র উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্‌র এবং তার সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার।"[৪]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"রাসূল (স.) তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[৫]

রাসূলে কারীম (স.)-এর আদেশ নিষেধকে অমান্য করলে বা এর বিরোধীতা করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠোর শাস্তি দান করবেন। এ প্রসংগে ইরশাদ হয়েছে:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

১. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩৪। মূল আরবী: النكتة في اعادة العامل في الرسول دون اولى الامر مع ان المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرأن والسنة وكان التقدير اطيقوا الله فيما قضى عليكم بالقرآن واطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة والمعنى اطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحى المتعبد بتلاوته واطيعو الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن.

২. মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৪, মূল আরবী اعاد الفعل في قوله اطيعوا الرسول اشارة الى استقلال الرسول بالطاعة ولم يعده في اولى الامر اشارة الى انه يوجد فيهم من لا يجب طاعته.

৩. *আল-কুর'আন*, ৫৮, আয়াত : ৯

৪. *আল-কুর'আন*,৭: ১৫৮

৫. *আল-কুর'আন*, ৫৯ : ৭

"অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"[১]

রাসূলের 'ইতায়াত' বা আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাস্তাব জীবনে তাঁকে অনুসরণের ভিত্তিতে যাপন করার উপরই মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণ লাভ একান্তভাবে নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا "তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"[২]

আবার আল্লাহ্র আনুগত্য ও নির্ভর করে রাসূলের আনুগত্যের উপর। অন্য কথায় রাসূলের আনুগত্য না করলে আল্লাহ্র আনুগত্য করা সম্ভব হতে পারে না।

এ কথাই স্পষ্ট ভাষায় নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে:

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ

"যে লোক রাসূলের আনুগত্য করবে, সেই ঠিক আল্লাহ্র আনুগত্য করল।"[৩]

উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে বুঝায় মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ অনুকরণ, মতাদর্শ বাস্তবে পালন করাই হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বয়ে আনে।

১. *আল-কুর'আন*, ২৪ : ৬৩
২. *আল-কুর'আন*, ২৪ : ৫৪
৩. *আল-কুর'আন*, ৪ : ৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও স্বাধীনতা অর্জন

২য় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলাম

১ম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও স্বাধীনতা অর্জন

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে দ্রাবিড় ও তিব্বতীয় বর্মী জনগোষ্ঠীর বসতি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে। জানা যায় আর্য জাতির আগমনের পর খ্রিস্টীয় ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ, এরপর শশাঙ্ক এবং পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ প্রায় চারশ (৪০০) বছর ধরে এ অঞ্চলে শাসন করে। এরপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। দ্বাদশ শতকে সূফি ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসকবর্গ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১২০৩-১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নামের একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান।[১] ষোড়শ শতকে মোঘল বিজয়ের পর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীর নগর।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ। তার দক্ষিণ অঞ্চল পরিচিত ছিল বাঙ্গাল নামে।[২] বঙ্গ, বঙ্গাল, বাঙ্গাল ও বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত পাওয়া যায়। রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়: নূহ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'হাম'। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতেন। হামের এক পুত্রের নাম ছিল 'হিন্দ' তার নামানুসারে হিন্দুস্থান এলাকার নামকরণ হয়। হিন্দের এক পুত্র 'বঙ' এর বসতি ছিল উপমহাদেশের পূর্বঞ্চলে। তাঁর বংশধরদের অবাসস্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত।[৩] আবুল ফজর তাঁর 'আইন-ই আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'বঙ্গ' এর সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাঙ্গাল হয়েছে।[৪] বাংলা ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ বাঁধ। এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করত- সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।[৫] আবার সেমেটিক ভাষায় আল শব্দের অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙ্গাল অর্থ বং এর আওলাদ বা সন্তান।[৬]

বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. এম.এ. রহীম ও অন্যান্যরা বলেন, মুসলমান শাসনামল থেকে বাংলা ভাষাভাষী দু'ভাগ বাংলা নামে পরিচিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে এর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

ইতিহাস আলোচনা করলে আরো দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও 'বাংলা' নামে কোন দেশ ছিল না। খ্রিস্টীয় চৌদ্দ-পনের শতকে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত হয়ে প্রথমবারের মত 'বাঙ্গালাহ' (পরে বঙ্গদেশ) নামে পরিচিতি হয়।[৭] ক্রমে আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলার পরিচয় বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক আফিফ, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌কে শা-ই বাঙ্গলীয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] মুগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লেখায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত ৪শ মাইলকে সুবা-ই-বাংলা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯]

---

১. মুহাম্মদ শামসুর রহমান, *উদ্ভিদ পরিবেশ তত্ত্ব ও উদ্ভিদ ভূগোল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৬

২. এ. কে. এম, নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯), পৃ. ৭

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য*, অগ্রপথিক (ঢাকা: ই.ফা.বা. ফেব্রুয়ারি, ২০০০), পৃ. ২৭

৪. মোঃ শরীফ হোসাইন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান*, *লোকপ্রশাসন সাময়িকী* (ঢাকা: সাভার, জুন ১৯৯৭), পৃ. ২

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; এ.কে.এম. রইছউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭. মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাঙালী বাংলাদেশের সংস্কৃতি* (ঢাকা: সুন্দরম, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, মে-জুলাই, ২০০০), পৃ. ১৭

৮. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *গঙ্গাঋদি থেকে বাংলাদেশে* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৩

৯. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০০), পৃ. ১৭; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৭০

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের আগমন ঘটে। ১৭৫৭ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করে।[১] ১৯০৫ খ্রি. থেকে ১৯১১ খ্রি. পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ ঘটিত হয়েছিল। যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের তিব্রু বিরোধিতার কারণে ১৯১১ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। ১৯৪৭ খ্রি. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশ ভাগের সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫২ খ্রি. ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দু'অংশের পূর্ণ স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ৬ দফা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাস লড়াইয়ের পড় ১৯৭১ খ্রি. ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২]

বাংলাদেশ মানচিত্র

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, The Peoples Republic of Bangladesh বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হলো এর দাপ্তরিক নাম। ১৯৪৭ খ্রি. ব্রিটিশ ঔপনৈবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রি. স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০°.৩৪ থেকে ২৬°.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°.০১ থেকে ৯২°.৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ। প্রায় ১৫ কোটি মানুষের আবাস।[৩] বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অবস্থান অষ্টম। কিন্তু আয়তনের হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৩ তম। সে হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের একটি। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৯৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬ শতাংশ।[৪] জনসংখ্যার ৮৯.৭% মুসলিম, ৯.২% হিন্দু, ০.৭% বৌদ্ধ, ০.৩%

---

১. গোলাম মোস্তফা কিরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১১ (ঢাকা: অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, জুন-২০১১), পৃ. xv.

৩. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১১), খ. ৬, পৃ. ৩৭৭

৪. সি এম সিরাজুল ইসলাম, *নলেজপিডিয়া* (ঢাকা: ইউনিএইড, এপ্রিল, ২০১২), পৃ. ৩০

০.৩% খ্রিস্টান এবং ০.২% অন্যান্য ধর্মালম্বী। এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা।[১] বাংলাদেশের বর্তমানের সীমারেখা নির্ধারিত হয় ১৯৪৭ খ্রি. ভারত বিভাগের সময় নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অংশ (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে। দেশটির উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমানায় ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় মায়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[২]

অর্থনৈতিক অবস্থা: বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। যদিও শিল্পোন্নয়নে বিগত কয়েক দশক ধরে সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তথাপি দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো কৃষিজীবি। দেশের প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে, ধান, পাট, চা, তামাক, গম ইত্যাদি। পাট যা বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নামে পরিচিত। এক সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস চিল এবং সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের ৮০% ভাগ বাংলাদেশেরই উৎপাদিত হতো।[৩]

বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক থেকে এবং একই খাতের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে অর্জিত মুদ্রার বেশির ভাগ ব্যয় হয়।[৪] ২০১০-২০১১ অর্থবছরে তৈরি পোশাক থেকে এবং একই খাতের জন্য কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সারাদেশে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের চালু হওয়া ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৮১৮ মার্কিন ডলার।[৫]

জুন ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭ এবং অনুমোদিত ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩১টি। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকের শাখা দাঁড়িয়েছে ৭৯৬১টি। তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে ৪টি বাণিজ্যিক ও ৪টি বিশেষায়িতসহ রাষ্ট্রয়াত্ত খাতে ৮টি, বেসরকারি খাতে ৩০টি এবং ৯টি বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাংক রয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে ৭টি ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে সুদমুক্ত ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও ১৬ বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি সীমিত পর্যায়ের ইসলামী ধারায় ব্যাংকিং করেছে।[৬]

স্বাধনিতা পরবর্তী দারিদ্র পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে দূর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস, প্রভৃতি দুর্যোগ এ দেশটিকে বিপর্যস্ত করেছে বার বার। এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃ পৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের অগ্রগতিকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে। যার ফলে এখনো দেশটি নিম্নে আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত এবং দেশটির প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য। এছাড়াও বাংলাদেশ এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে যার মধ্যে রয়েছে বিস্তৃত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলে উচ্চতা বৃদ্দির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা।

শিক্ষা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতির পথে রয়েছে। দেশ থেকে নিরক্ষতা দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত আছে। এদেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫৬.৭ শতাংশ।[৭] এখানে সাধারণ ও মাদ্রাসা এ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সারাদেশে সরকারী বেসরকারী মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২৯৮২টি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৯০৮৩টি, মাদ্রাসা ৯০৫১টি, কলেজ

---

১. www.banglapedia.org; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

৩. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট, ২০০৬), পৃ. ১৩

৪. C. Baxter, Froma Nationto astate (London: west viewpress, 1997), Pp. 23-28.

৫. S. Burke, *The post war Diplomacy of the indo-pakistani war of 1971*(Dhaka: Aisan Survey 12 (2), 1971), Pp.1036-1049

৬. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

৭. Ronald, B. Bangladesh Grarments Aim to Complete (London: BBC 2005), p. 256

২৩০০টি, বিশ্ববিদ্যালয় ৯৩টি (সরকারী ৩৪ টি এবং বেসরকারী ৫৯টি), মেডিকেল কলেজ ৫৩টি এবং ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা ১২টি।[১]

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ছাত্রীদের স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক।[২] বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা University Grant Commission (UGC) বিশেষ তদারকি করে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ১টি সরকারী ও ২টি বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৪৯.৮৩; ৫০.১৭ যা সংশ্লিষ্ট অঙ্গনে সাফল্যের বার্তা বহন করে।[৩]

যোগাযোগ ব্যবস্থা: বাংলাদেশ একটি নদী মাত্রিক দেশ। এদেশের প্রাচীনতম যাতায়াত হিসেবে নৌপথকে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে মোট ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌ পথ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় নদীপথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে বহির্বিশ্বের সাথে যাতায়াত ব্যবস্থার সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর।[৪] এছাড়া জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে ৩৫৩৮ কিলোমিটার। আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪২৭৬ কিলোমিটার। বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ সড়ক (ফিডার রোড) রয়েছে ১৩৪৮৫ কিলোমিটার অর্থাৎ সড়ক পথের মোট দৈঘ্য ২১২৭২ কিলোমিটার। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ২৮৩৫ কিলোমিটার।[৫] দেশের জিডিপিতে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে জিডিপির খাত ওয়ারি অবদানে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে অবদান ছিল ১০.৯১ শতাংশ।[৬]

প্রশাসনিক ব্যবস্থা: বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে অনেকগুলো জেলা। বাংলাদেশের মোট জেলা রয়েছে ৬৪টি। উপজেলা ৪৮৫টি এবং প্রশাসনিক থানা ৬১৬টি। উপজেলাগুলো ৪৪৮৪টি ইউনিয়ন ও ৮৭৩১৯টি গ্রামে বিভক্ত। এ দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন, যা কয়েকটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসনে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই কিন্তু ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছে। ১৯৯৭ খ্রি. আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলদের জন্য ২৫% আসন সংরক্ষিত।[৭] এছাড়া শহরগুলোতে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩১৪টি পৌরসভা রয়েছে যার সবগুলোতেই জনগণের সরাসরি ভোটে মেয়র ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।[৮]

সরকার ব্যবস্থা: বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। দেশটির রাজধানী ঢাকা তবে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় চট্টগ্রামকে। রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। দেশটির সরকার পদ্ধতি হলো সংসদীয় পদ্ধতি। এককক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট-এর নাম 'জাতীয় সংসদ' জাতীয় সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে। চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা করা হয়।[৯]

জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে সারা বছরকে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এ ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে বছরে গড় বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০ মিলিমিটার, দেশের পূর্ব সীমান্তের যার মাত্রা ৩৭৫০ মিলিমিটার অধিক। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫.৭° সেলসিয়াস।[১০]

---

১. গোলাম মোস্ড়ফা কিরন, *নলেজ পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২. *ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী*, ২০১১-১২ (ঢাকা: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থমন্ত্রনালয়, জুলাই-২০১২), পৃ. i

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৫. সি.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৭. ড. শামসুল আলম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের পরিচয়* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, মাধ্যমিক ভূগোল, ২০১১), পৃ. ৩১

৮. ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যবলী ২১১-১২, প্রাগুক্ত, পৃ. iv

৯. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২৩৪-৩৬

১০. প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২৩-৪০

এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব দেখা যায়। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীল অনুভূত হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে কোন কোন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়, টর্নোডো ও জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে।[১]

১. গোলাম মোস্তফা কিরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

২য় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম

ইসলাম একটি শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নাম। কাজেই অশান্তি শত্রুতা, শ্রেণিভেদ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়-অবিচার পৃথিবীর মানব সমাজকে যখন গ্রাস করতে হয়েছিল, তখন ইসলামের শাশ্বতবাণী পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। ইসলামের বার্তাবাহক মুহাম্মদ (স.) ৬১০ খ্রি. ৪০ বছর বয়সে নুবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশাবলী (কুর'আন ও সুন্নাহ) মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। আল্লাহর এ নির্দেশাবলী তেইশ বছর ব্যাপী পর্যায়ক্রমে আসে। রাসূলুল্লাহ (স.) মানুষের মধ্যে তা যথার্থভাবে প্রচার করেন।

প্রাক ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা যাওয়া করতেন। আরব দেশের বণিকরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতন।

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'আরবোঁ কা কি জাহাজরাণী'-তে লিখেন যে, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌ-পথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[১] বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে, আরব বণিকগণ এ পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিল মধ্য পথের প্রধান বন্দর।[২] বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে তাঁরা মাদ্রাজ উপকূলেও নোঙর করতেন বলে মনে হয়। দীর্ঘপথে পাল-টানা জাহাজের একটানা সফর সম্ভবপর ছিল না। পথে যেসব মানযিল ছিল সেগুলোতে আবশ্যিকভাবে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মানযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হতো।[৩]

মুহাদ্দিস ইমাম আবদান মারওয়াযীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব (রা.) নবুওয়াতের পঞ্চম (খ্রিস্টীয় ৬১৫) হাবশায় (ইতিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নুবুওয়াতের সপ্তম বর্ষে (খ্রিস্টীয় ৬১৭) তিনি কায়েস ইব্‌ন হুযাইফা (রা.) উরওয়াহ ইব্‌ন আসাসা (রা.), আবূ কায়েস ইব্‌নুল হারিস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[৪]

চীনদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যেসব তথ্য-সূত্র চীনা ভাষায় রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ৬২৬ কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মাতুল। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা আবূ ওয়াক্কাস (রা.)[৫] কান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি

---

১. মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: মাসিক মদীনা পত্রিকা, জানুয়ারি, ১৯৯২), পৃ. ৪১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫. আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর প্রকৃত নাম ছিল খারেক ইব্‌ন ওয়াহইব ইব্‌ন আবদে মানাফ। তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাসের পিতা। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবাদান আল মারওয়াজী আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে বলেন, তাঁর নাম মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব, তিনি নবুওয়াতের ৫ম খ্রি. হাবশায় হিজরত করেন এবং নবুওয়াতের ৭ম খ্রি. ৩ জন সাহাবী ও কয়েকজন হাবশী মুসলমানসহ দু'টি সমুদ্রগামী জাহাজ যোগে চীনের পথে রওয়ানা হয়ে যান। ৬১৭ খ্রি. রাসূলের হিজরতের ৬ বছর আগে তাঁরা হাবশা থেকে রওয়ানা হন এবং ৬২৬ খ্রি. চীনদেশে উপনীত হন। স্বাভাবিক যাত্রায় ৪/৫ বছরের পথ তাঁরা ৯ বছরে অতিক্রম করেন। ৩ জন সাহাবী হলেন কায়েস ইব্‌ন হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইব্‌ন আসাস (রা.) এবং আবূ কায়েস ইব্‌ন হারিস (রা.)। এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, চট্টগ্রামে ইসলাম (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৬), পৃ. ২৫-২৯

এখনও সমুদ্র তীরে উচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দ'শ বছর ধরে চীনা মুসলিমদের পবিত্র ও প্রিয় যিয়ারতগাহ রূপে পরিচিত হয়ে আসছে।[১] চীনা মুসলিমদের বই পুস্তক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আবূ ওয়াক্কাসের জামায়াত ৬২৬ খ্রি. চীনে পৌঁছে ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অনূন্য নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেন। আর এ নয় বছর সময়সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে।[২]

বাংলার সাথেও আরবদের সমদ্র পথে যোগাযোগ ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে। আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীনদেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপি (বর্তমান তমলুক) ও সৎসঙ্গ (বর্তমান চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।[৩] উপমহাদেশের জনৈক শাসক উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন বলে একটি হাদীস সূত্রে জানা যায়।

> "Sarbatak King of Kuuj (India) Sent on eoth wore full of ginge to haz. Prophet (Sm.) as presents according to a narration by Abu Sayd Khudri (R.). It is also reported that the Hazrat Prophet (Sm.) sent Hudhyfa, Usama and Suhyb to the King inviting him to accept Islam. He embraced Islam, Sarbatak also said. æI saw the Prophet force first Macca, than Medina. He was very handsome faced and middle sizedman."[৪]

এ হাদীসখানি কতখানি নির্ভরযোগ্য তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগেই সমুদ্র পথে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী যে বাংলায় প্রবেশ করে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।[৫] এ ব্যাপারে আরো জানা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী সে সময় বঙ্গ বিজয় (১২০৩ খ্রি.) করেন। তার অনেক কাল আগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে আরব বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। খ্রিস্টিয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতী কার্যক্রম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৬]

উল্লেখ্য যে, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, এমনকি চাটগা নামটাও আসলে তাদেরই দেয়া। গঙ্গ-ব-দ্বীপ বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থান বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শতি-উল গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কাল ক্রমে চটগাঁ-এ রূপান্তর ঘটেছে।[৭] বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষা গবেষক মাওলানা মহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি তথ্য সূত্র অনুযায়ী বলা চলে যে:

(ক) বাংলাদেশে ইসলাম স্থলপথে নয়, সমুদ্র পথে এসেছে।

(খ) খোদ রাসূলে কারীম (স.)-এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতেরও আগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

---

১. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (যশোর: সীমান্ড় প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৩৯

৪. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৬. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৭. এম. এ. রহিম, *বাংলর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), খ. ২, পৃ. ১৫

(গ) বাংলাদেশে সাহাবীর আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তাব'ঈ রেখে যান।

(ঘ) অসম্ভব কিছু নয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা-এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশ গ্রহণ করেছেন। কেননা, আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতি স্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং রসনাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।[১]

এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (স.)-এর যুগেই চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছে এবং তা পৌঁছে একদল খাঁটি আরব মুসলিমের নেতৃত্ব। যাঁরা বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চীন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তাঁরা বাংলাদেশেও অবশ্যই ইসলাম প্রচার করেছেন। আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকেই বাংলাদেশের প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।[২]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলেই অর্থাৎ তাঁর মক্কী জীবনেই মক্কায় ইসলাম প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই এদেশে সাহাবীগণের এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফত কালে তাবে'ঈগণের আগমন ঘটে বলে অনুমান করা যায়। অতঃপর অন্যান্য প্রচারকদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। আধুনিক গবেষণায় সাহাবী ও তাবে'ঈদের যেসব নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সেসব নামের একটা তালিকা আমরা নিম্নে সাজিয়ে দিচ্ছি:

সাহাবীদের নাম

১) আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব (রা.)।

২) তামীম আনসারী (রা.)।

৩) কায়স ইব্‌ন ছায়রফী (রা.)।

৪) উরওয়াহ ইব্‌ন আসাস (রা.)।

৫) আবূ কায়েস ইব্‌ন হারিসা (রা.)।

তাবেঈ'গণের নাম

১) মুহাম্মদ মামূন (র.)।

২) মুহাম্মদ মুহায়মেন (র.)।

৩) মুহাম্মদ আবূ তালিব (র.)।

৪) মুহাম্মদ মুর্তাজা (র.)।

৫) মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ (র.)।

৬) হামিদ উদ্দীন (র.)।

৭) হোসেন উদ্দীন (র.)।[৩]

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েমের অর্ধ শতাব্দীর পরে মধ্য এশিয়ায় হালাকু খানের ব্যাপক ধ্বংস তাণ্ডব শুরু হয়। সে সময় ইয়ামেন, ইরাক, তুর্কিস্তান এবং হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম, দরবেশ ও মুজাহিদ বাংলায় আসেন। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুকূল পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে স্থায়ী কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন।[৪] ফলে তের শতকের মধ্য ভাগ হতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক জোয়ার সৃষ্টি হয়। চৌদ্দ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের এ প্রবল

---

১. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩. এ. কে. এম. মহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪. মীর মনজুর মাহমুদ, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ২৪

ধারাটি অব্যাহত ছিল।[১] বস্তুত: এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত এ সাতাশ বছর এদেশে ইসলাম প্রচারের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ যুগ। এ সময়ের মধ্যে এ দেশের চারদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম এলাকা বলে চিহ্নিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।[২]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর (১২০৪) বাংলা বিজয়ের পরই মূলতঃ সমগ্র বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়।[৩] তবে গবেষকদের মতে, এদেশে মূলত: তিন পদ্ধতিতে ইসলাম এসেছে।

ক) আরব বণিকদের মাধ্যমে।

খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় যা বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় দ্বারা সূচনার মাধ্যমে।

গ) সূফী-সাধকদের মাধ্যমে।

তবে শেষোক্ত পদ্ধতিতেই মূলত: বাংলায় ইসলামের বেশি প্রচার প্রসার ঘটেছে। গবেষকরা অনেক পর্যালোচনা করে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে রাজনৈতিক বিজয়ের দু' এক শতাব্দী পূর্ব থেকেই[৪] আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারক সূফী-সাধকদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল।[৫] এ সম্পর্কে Glipess of old Dhaka নামক বইটিতে লেখক Syed Muhommad Taifur said- æInfact teh missionary activities were first started by arab navigatoris and merchants much before the conquest of Bengal by Bukhtiar Khalji. অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের বহু পূর্বে আরব বণিকদের দ্বারাই এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ সর্ব প্রথম শুরু হয়।[৬] বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলেই মুসলিম শাসনের পূর্বেই এসব সূফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বলতে গেলে তাঁরা যেন পূর্বে এসেই মুসলিম শাসনের ক্ষেত্রে তৈরি করেছেন।[৭] বাংলায় ইসলাম প্রচারক সূফী সাধকগণের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। সুলতান বায়েযীদ বোস্তামী (র.) (মৃ. ৮৭৪ খ্রি.)

তিনি ইরানের বোস্তাম শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল জানা সম্ভব হয়নি। সিন্ধুর আবূ আলী তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। সূফীবাদের দীক্ষা চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে নাসিরাবাদ পর্বত চূড়ায় আস্তানা করে সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। উক্ত পর্বত চূড়ায় তাঁর একটি খানকাহ্ ছিল। তবে তাঁর মাযার বলে কথিত থাকলেও তাঁর মৃত্যুর কথা জানা যায়নি।[৮] ৮৭৪ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ শহর ইরানের বোস্তাম শহরে মারা যান।[৯]

২। শায়খ আব্বাস বিন্ হামজা নিশাপুরী (র.) (মৃ. ৯০০ খ্রি.)

মুসলিম রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বে ইসলাম প্রচারক পীর আউলিয়াগণের মধ্যে শীর্ষ ও প্রবীণতম হচ্ছেন শায়খ আব্বাস বিন হামযা নিশাপুরী। তিনি ৯০০ খ্রি. ঢাকায় মারা যান। অর্থাৎ বঙ্গ বিজয়ের তিনশত বছর পূর্বেই তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন।[১০]

---

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: ই. ফা.বা. অগ্রপথিক, ১৯৮৯), পৃ. ১৭৮

২. মীর মনজুর মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৩. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা. বা. ১৯৯৩), পৃ. ৩২

৪. শ. ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়ায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১), পৃ. ৪০

৫. আব্দুল মান্নন তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; ড. এম. এ. কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১), পৃ. ২৯

৬. অধ্যাপক মোঃ সগির উদ্দীন মিঞা, *গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুবুল আলম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১), পৃ. ৯

৭. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, হাফিয মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.), ইসলামী শিক্ষা বিস্ত্তার ও সমাজ সংস্কারে তার অবদান (ঢাকা: ই.ফা.বা. অগ্রপথিক, ২০০৪), পৃ. ৩৯

৮. ড.গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৩; ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৯. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (কলিকাতা: জামাল প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৩৫), পৃ. ১৪৮

১০. মাওলানা মোঃ ওবায়দুল হক, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ* (ফেনী: অনু: তা.বি.), পৃ. ৯০-৯১

৩। শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.) (বাংলায় আগমন-১০৫৩ খ্রি.)

একদাশ শতকের মাঝামাঝি যাঁরা বাংলায় ইসলাম প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে নেত্রকোনা জেলায় মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.) অন্যতম।[১] নেত্রকোনা জেলার মদনপুর নামক স্থানে শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমীর মাযার ও দরগাহ্ অবস্থিত।[২] ১৬৭১ খ্রি. ফার্সি ভাষায় লিখিত একখানা দলীল হতে জানা যায় যে, তিনি বলখ হতে তাঁর মুরশিদ সাইয়্যেদ শাহ্ সুর্খখুল আনতিয়াহ এবং একশ বিশজন সহচর ও শিষ্যসহ বাংলায় আগমন করেন।

৪। শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার (র.)

তিনি বাংলায় আগমন করেন ১০৪৭ খ্রি.[৩] তিনি মহাস্থানগড়ে একটি খানকাহ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পাশেই তার মাযার অবস্থিত।[৪]

৫। বাবা আদম শহীদ (র.)

তিনি ১১৭৯ খ্রি. বাংলায় আগমন করেন এ বৎসরই তিনি শহীদ হন।[৫]

৬। মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ (র.)

তিনি বাংলায় ১২৪০ খ্রি. আগমন করেন। শাহ্ মাখদুম পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকায় দ্বীনী দাওয়াতের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬]

৭। শাহ্ আলী বাগদাদী (র.)

ঢাকা জেলার অন্যতম ইসলাম প্রচারক ছিলেন শাহ্ আলী বাগদাদী (র.)। তিনি বাংলা ১৪২০ খ্রি. আগমন করেন। ১৪৯৮ খ্রি. ঢাকায় মিরপুরে ইন্তোকাল করেন। মিরপুরে একটি গম্বুজের মধ্যে তাঁর মাযার অবস্থিত।[৭]

উল্লেখিত কয়েকজন ওলী ছাড়াও সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য পীর আউলিয়া বিরাট বিরাট মুসলিম তাবলীগী কাফেলা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁদের কেউ শহীদ হয়েছেন। কেউ অল্প দিন অবস্থান করে অমুসলিমদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে পরে স্বদেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু উভয় অবস্থা থেকেই তাঁদের রেখে যাওয়া অত্নিক অথবা বংশীয় উত্তরাধিকারীগণ পরবর্তীতে দ্বীনের প্রচার করে ইসলামের প্রসারে নিজেদের কৃতিত্ব রেখেছেন।[৮]

উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বিশ্ব মানচিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়া ইসলাম আগমণের পিছনে সাহাবী, তাবে'ঈ ও আউলীয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের খেদতের প্রতিদান দান করুন।

---

১. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আব্দুল মজিদ শাহ্ জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০১), পৃ. ৫৫

২. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৮২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৮. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস

১ম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চার সূচনা

২য় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ

১ম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার সূচনা

বাংলায় ইল্‌মে হাদীস প্রথম কবে, কার মারফতে পৌঁছেছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (১২০৩ খ্রি.) বহু পূর্বেই যে ইসলাম তৎসঙ্গে কুর'আন হাদীস ও এখানে পৌঁছেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, যে সকল পীর আউলিয়া এখানে ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন 'আরব, ইরাক, ইরান ও খুরাসান প্রবৃতি পশ্চিমী দেশ হতে আগত। সেখানে তখন ইল্‌মে হাদীসের বহুল প্রচার ছিল। আর তৎকালে পীর আউলিয়াগণই বেশিরভাগ হাদীস চর্চা করতেন। সুতরাং তাঁদের কেউ হাদীস জানতেন না বা এখানে হাদীস চর্চা করেন নাই, এরূপ ধারণা করা তাঁদের প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গাব্দ আমল ও নওয়াবী আমলে যে সকল আলিম বিভিন্ন রাজ কার্যে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কেউ যে হাদীস চর্চা করেন নাই এমন কথা বলা ও সঙ্গত হবে না। কেননা, তৎকালে আরব ব্যবসায়ীগণের বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার প্রতি উৎসাহি ছিলেন।[১] এ কারণে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ইসলামের শুরুকাল থেকেই এদেশে ইসলামের সাথে কুর'আন হাদীসের চর্চার সূচনা হয়।[২]

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন আমলে অধিকাংশ মুসলিম শাসক ওলী ও সূফী সাধক ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানকে কর্তব্য মনে করেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্‌রাসা মক্তব ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম শাসক ও বিত্তবান ধর্মপরায়ন লোকেরা, এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। উত্তম শিক্ষা প্রদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও প্রদান করেন। মোটকথা তারা শিক্ষা বিস্তারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।[৩]

১২০৩ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার অংশ বিশেষ বিজয় করে এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তদবধি এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি কয়েকটি মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[৪] এসব মসজিদ প্রাথমিক মাদ্‌রাসারূপে ব্যবহৃত হতো। এতে নামায আদায়ের জন্য সূরা, কির'আত ও দু'আ দুরূদ শিক্ষা দেয়া হতো। এগুলো ছিল মুসলিম সংস্কৃতির সূতিগার।[৫] মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার এর পদাঙ্ক অুনসরণ করে আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ ও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ মসজিদগুলোতে শিক্ষাকার্যক্রম ও পরিচালিত হতো। সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ খিলজী তাঁর শাসনামলে (১২১২-১২২৭) বাংলায় মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। উমরপুরে একটি এবং অস্তিপুরে আরো একটি মাদ্‌রাসার স্মৃতিচিহ্ন এখনো বিদ্যমান। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মান করতেন।[৬]

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে শায়খ তাকীউদ্দীন আরাবী বাংলাদেশে আগমন করে রাজশাহীর মাহিসন্তোষ শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। তাঁর এ মাদ্‌রাসাকে বাংলার প্রথম ইসলামীয়া মাদ্‌রাসা মনে করা হয়।[৭]

শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) বুখারা থেকে দিল্লীতে, অতঃপর সুলতানের নির্দেশে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিহারের শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহ্‌ইয়াহ্ মানীরী (র.) তাঁর শাগরিদ হিসেবে তাঁর সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। আল্লামা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) সোনারগাঁয়ে একটি মাদ্‌রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি আমৃত্যু এখানে হাদীস ও তাফসীর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। ওস্তাদ ও শাগরিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলায় তথা উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখে।

---

১. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; মওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

২. মুহাম্মদ হার"ন আজীজি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর, ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১১৫

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ০১

৫. আব্দুস সাত্তার, *তারীখ-এ- মাদ্‌রাসা-এ-আলীয়া* (ঢাকা: মাদ্‌রাসা স্মারক, ১৯৫৯), পৃ. ২২

৬. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু জ্ঞান পিপাষু শিক্ষার্থী ও খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদ এখানে আগমন করেন। এখানে আবূ তাওয়ামা সর্বপ্রথম 'সহীহাইন' শিক্ষাদান শুরু করেন। অতঃপর উপমহাদেশে তথা বাংলার বিভিন্নস্থানে হাদীস ও তাফসীর চর্চার প্রসার ঘটতে থাকে। এ দিক দিয়ে আবূ তাওয়ামাকে বাংলার ইসলামী শিক্ষার পথিকৃত বলা যেতে পারে।[১]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[২] শামসুদ্দীন ইউসুফ ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি ১৪৭৯ খ্রি. মাহদী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী উমরপুরে 'দরসবাড়ি' বলে কথিত একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর নাম শুধু বই পুস্তকে দেখা যায়।[৩] আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ তাঁর আমলে আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) কয়েকটি মাদ্‌রাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন। কুর'আন, হাদীস শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৫০২ খ্রি. গৌড়ে গোরা শহীদ নামক স্থানে তিনি একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। গৌড়ে সাগর দীঘির উত্তর পার্শ্বে আরো একটি মাদ্‌রাসার স্মৃতি চিহ্ন দেখা যায়। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিদ্বান ও ধার্মিক পণ্ডিতদের জন্য 'নৃপতিতিলক' উপাধিতে ভূষিত হন। হুসেন শাহ্-এর পুত্র নুসরাত শাহ্ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর আমলে তাকী উদ্দীন বিন আইনুদ্দীন ১৫২২ খ্রি. একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে কুর'আন হাদীস ও ফিকহ্ শিক্ষা দেয়া হতো।[৪]

শায়েস্তা খান (১৬৬৩-১৬৭৮, ১৬৭৯-১৬৮৮) বাংলার সুবেদার থাকাকালে কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্‌রাসা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পাথরতলীতে অবস্থিত ছিল। ঢাকার প্রখ্যাত সূফী নূরী এ মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন।[৫] ঢাকা মসজিদের শহর নামে খ্যাত। এসব মসজিদে কোন কোনটির পার্শ্বে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজিমপুর গোরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে ১৭৪৭ খ্রি. মোঃ ফয়জুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের দোতালার উত্তরাংশে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ মাদ্‌রাসার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৬] তৎকালে এসকল মাদ্‌রাসা মসজিদ ও খানকায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে হাদীসের পাঠদান করা হত। আল-কুর'আনের বিশ্লেষণ, রাসূলের (স.) জীবনালেখ্য ও ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে যাতে এতদঞ্চলের মুসলিমগণ যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারে এ জন্যই হাদীসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।[৭] এছাড়া ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসাই দরসে নেযামিয়ার পাঠ্যরূপে হাদীসের মিশকাত শরীফ শিক্ষা দেয়া হত এবং তৎকালে মিশকাত শরীফ পর্যন্ত হাদীস জানা কম কথা ছিল না। এতে সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য কিতাবের হাদীস সঞ্চলিত হয়েছে। অবশ্য বাংলার মাদ্‌রাসাসমূহে নিয়মিতভাবে সিহাহ সিত্তাহর শিক্ষা আরম্ভ হয় বর্তমান হিজরী শতকের তৃতীয় দশক হতে, যখন হিজরী ১৩২৬ খ্রি. চট্টগ্রাম হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীস,[৮] এবং ১৩২৭ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা রিটাইটেল হাদীস ক্লাস চালু হয়।

---

১. ফারুক মাহমুদ, প্রবন্ধঃ *সোনার বাংলা অঙ্গণে* (ঢাকাঃ দৈনিক ইনকেলাব, ২৪ জন, ১৯৮৮)।

২. N.N. Law, Promotion of Lear ninyin india (London: 1916), Pp. 108-109

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪. হাকীম হাবীবুর রহমান, *আসুদেগান-এ-ঢাকা* (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ১১৫

৫. ড. মোঃ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৬. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৭. মওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৮. চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানা সদরে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা আলিম মও. আব্দুল ওয়াহেদ (১৮৫০-১৯০০ খ্রি.) মও. আব্দুল হামীদ (১৮৭০-১৯২০খ্রি.), মও. আযীযুর রহমান (১৮৬২-১৯২১ খ্রি.), মও. হাবীবুল্লাহ (১৮৬৫-১৯৪৩ খ্রি.), সম্মিলিতভাবে ১৯০১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) বড় ধরনের কওমী মাদ্‌রাসামূহের মধ্যে এটাই প্রথম মাদ্‌রাসা। এখানে উল্লেখিত মও. হাবীবুল্লাহ (১৯০১-১৯৪৩ খ্রি.) পর্যন্ত, মও. আব্দুল ওহাব (১৮৯৯-১৯৮১ খ্রি.), ১৯৪৩-১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত, মাওলান হামেদ (১৯১৭-১৯৮৭ খ্রি.) ১৯৮১-১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম ছিলেন। বর্তমানে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মওলানা আহমদ শফি (জ. ১৯২৯ খ্রি.) দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করেন ১৯০৮ খ্রি.। এ হিসেবে এটিই বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন মাদ্‌রাসা। এই মাদ্‌রাসার প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন মওলানা সায়্যিদ আহমদ (১৮৮২-১৯৫৫ খ্রি.) তিনি ১৯০৮-১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসায় অসাধারণ দক্ষতার সাথে হাদীস শিক্ষাদান করেন। অতঃপর মও. ইব্রাহীম বলিয়াভী (১৮৮৬-১৯৬৭ খ্রি.) ১৯৪৪-১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত ও মও. আব্দুল কাইয়ূম (১৯১১-১৯৮১ খ্রি.) ১৯৫৮-১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮২ খ্রি. থেকে ২০০০ পর্যন্ত শায়খুল হাদীস পদে ছিলেন, ফটিকছড়ি নিবাসী মও. আব্দুল আযীয। বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসার মুহতামিম মওলানা আহমদ শফী সাহেব শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করছেন।

২য় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে হাদীস চর্চা হয় দু'টি মাধ্যমে একটি হচ্ছে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের খেদমতে, অপরটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাই বাংলাদেশে যে সকল মুহাদ্দিসগণ স্বাধীনতার পূর্বে হাদীসের খেদমত করেছেন তাঁদের চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে নিম্নে তাঁদের পরিচয় পেশ করা হলো:

প্রথম স্তর

যারা বাংলাদেশে হাদীসের খেদমত করেছেন চাই তারা বাংলাদেশী হোক বা বাহির থেকে প্রবাসী হোক, তবে নাগরিকত্ব অর্জন করে আমরণ যাঁরা হাদীসের খেদমত বাংলাদেশে করেছেন তাদের কিছু কিছু জীবনি তুলে ধরা যায়। আর এ সময়টা হচ্ছে প্রথম শতাব্দী হতে ঊনিশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। ইসলামের সূচনা থেকেই অনেক মুহাদ্দিস, আউলিয়া ইয়েমেন, বুখারা, তিবরাজ থেকে এদেশে এসে ইসলামের মর্মবাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং মসজিদ ও খানকাহ্ এ হাদীসের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা হচ্ছেন:

(১) শাহ্ জালাল আত-তাবরিজী (মৃ. ১২৪৪ খ্রি.)

বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই বা সবসময়ে যেসকল সূফী দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন শায়খ শরফুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন তাঁদের পুরোধা। ইরানের তাবরিজ শহরে জন্ম।[১] প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন তাবরিজের শিক্ষকদের নিকট। অতঃপর তিনি শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজী ও শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[২] তিনি শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ও শায়খ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশাকরের সমসাময়িক ছিলেন।[৩] পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত সূফী শ্রেষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক জগতের নেতৃস্থানীয় সুলতানুল আউলিয়া বিখ্যাত দরবেশ মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)-এর সঙ্গে বাগদাদে তাঁর পরিচয় হয়। শাহ্ জালালুদ্দীন (র.) বাগদাদ থেকে আরব ও আজমের বহু প্রসিদ্ধ জনপদ মক্কা, মদীনা, ইরাক ও ইরানের বহু শহর ভ্রমণ করে হিন্দুস্থানে তাশরীফ আনেন। ভারতবর্ষের মুলতানে তিনি প্রথম আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে থাকার সময়েই তিনি তাঁর একান্ত সুহৃদয় ও সতীর্থ শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান নাসির উদ্দীন কুবাচা। এ সময়ে দিল্লীতে বাদশাহ ছিলেন ইলতুতমিশ (১২১০-১২৩৬ খ্রি.) বাদশাহ্ ওলামা ও মাশায়েখদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর করতেন। শায়খ জালালুদ্দীন (র.) এ সময় মুলতান ত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন। সম্রাট ইলতুতমিশ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন।[৪]

তিনি গৌড় বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের (১১৯৭-১২০১ খ্রি.) শেষের দিকে বাংলায় আসেন।[৫] শেখ শুভোদয়ার বর্ণনা মতে, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষণ সেন তাঁকে পান্ডয়ার একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ মসজিদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ (আবাসিক ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র) পরিচালনার জন্য তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন।[৬] মসজিদ ও খানকাহ্ কেন্দ্রিক তিনি দ্বীনী শিক্ষা দান করা শুরু করেন। যার ফলে অত্র অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীস ছড়িয়ে পড়ে।[৭] বাংলার সাধারণ মানুষ ও

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৫. সুখময় মুখপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলমান অধিকারের আদিপর্ব* (কলিকাতা: বিরো ইন্দ্রেকোং প্রেস ১৯৮৮), পৃ. ১৪৭

৬. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৭. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

দরিদ্র শ্রেণির জন্য তিনি সেবামূলক কার্যসূচীও গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষুক ও মুসাফিরদের জন্য একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এভাবে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে তিনি প্রায় ২৩ বছর কাল একাধারে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষত করেন।[১]

১২২৫ খ্রি. মতান্তরে ১২৪৪ খ্রি. গৌড়ের রাজধানী পান্ডুয়া নগরীতে তিনি ইহধম ত্যাগ করেন। সেখানে প্রতি বছর বহু ভক্ত তাঁর মাযার যিয়ারত করতে আসেন।[২] পান্ডুয়া জামে মসজিদ ও দুঃস্থদের জন্য স্থাপিত মুসাফির খানা আজও সে অমর দরবেশের মহিমা ঘোষণা করছে।[৩]

শায়খ তাবরিজী ছিলেন তদানীন্তন সূফী দরবেশের মুকুটমণি। কঠোর সাধনার পর তিনি অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। তিনি সব সময়ই মানবতার সেবায় ও ইসলামের কল্যাণে নিবিষ্টচিত্ত থাকতেন। নিজের ও পার্থিব ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। মুরীদ ও আগন্তুক লোকদের ধর্মীয় উপদেশ দিতেন এবং দিবারাত্রি কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। সমসাময়িক পীর-দরবেশ ও আউলিয়াগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলাম প্রচারের কথা উল্লেখ করেছেন। আল-কুর'আন ও রাসূল (স.)-এর জীবন আদর্শ তিনি নিজের জীবন কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। সেকালে সে অঞ্চলের সমাজ জীবনে তাঁর সাধনা ও জীবন যাত্রার প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ তাঁকে ফেরেশতা তুল্য মনে করত। কেবল মুসলিম সমাজই নয়, অমুসলিমরাও এসে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত। এ মহান দরবেশের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ক্ষমা ও প্রেমের বাণী মজলুমের বঞ্চিত প্রাণে মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করত। তাঁর আস্তানা সেকালের বাঙালী হিন্দু-মুসলিম রাজ্যের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রেরণার কেন্দ্র স্থলরূপে পরিগণিত হয়। দরিদ্র নিপীড়িত জনগণের মধ্যে শরফুদ্দীন তাবরিজী এভাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।[৪]

(২) শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র.) (মৃ. ১৩০০ খ্রি.)

১২৪৭ খ্রি. সোনারগাঁয়ে[৫] এক আলোর আবির্ভাব ঘটেছিল। যার ফলে বদলে গিয়েছিল প্রাচীন বাংলার দৃশ্যপট। যিনি ইসলাম প্রচারক, সূফী, সহীহ হাদীসবেত্তা, লেখক ও পণ্ডিত হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)।

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

২. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ও ড. আব্দুল করিম প্রমুখ, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ* (পাকিস্ড়ন: নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯৬), পৃ. ১৫৩

৩. দেওয়ান নূর"ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৪. দেওয়ান নূর"ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

৫. সোনারগাঁও ঢাকা থেকে ২২.৫৪ কি. মি. পূর্বে এবং নারায়গঞ্জ থেকে ৪৮.৩ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ৭৭.২৮ কি. মি. ও প্রস্থে ৩২.২০ কি. মি. জুড়ে এ বিশাল অঞ্চলটি পুরাতন মেঘনা, ব্র"ক্ষপুত্র ও শীতলক্ষ্যা এ তিন বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। লোকস্মৃতিতে সোনারগাঁও 'স্বর্ণনগর' বা 'সুবর্ণগ্রাম' নামেও পরিচিত ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুবর্ণগ্রাম প্রাক মুসলিম যুগের খুবই প্রাচীন কৃষি ও শিল্প সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত বহন করে। কাফিহামের মতে, "হিন্দু কীর্তি নিদর্শন এখানে খুব সামান্য সংখ্যক দেখা গেলেও মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে এটি অবশ্যই ছিল হিন্দু রাজধানী।" রেনেলের ভাষায়, সোনারগাঁও বা সুনের গাউম ছিল এক বিশাল নগরী এবং ঢাকার পূর্বে এটিই ছিল পূর্বাঞ্চলের রাজধানী, কিন্তু ক্রমশ: এ নগরী ধ্বংশ হতে হতে নগন্য গ্রামে পরিণত হয়ে গেছে। ড. এস.এম. হাসান, সোনারগাঁও, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১; সোনারগাঁও এক কালে শুধু বিরাট রাজধানীই ছিল না বরং সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি ছিল বাংলার সফল ব্যবসা কেন্দ্র এবং শিক্ষা দীক্ষা ও শিল্প সংস্কৃতির পাদপীঠ। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ ঘটে। এতে করে পর্যটক ইব্ন বতুতা এলিজাবেথীয় দূত র‍্যালফ্ ফিচের পক্ষে সোনারগাঁও পরিদর্শনের পথ সুগম হয়। এটি ছিল বাংলার সবচেয় নিখুঁত ও মসৃণ বস্ত্র মসলিন উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র। আফরোজা বেগম ও এ.কে.এম. আমিনু হক, সোনারগাঁও-এ মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)-এর অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৬৭; মুসলিম বাংলার স্বর্ণযুগের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। ইতিহাস ও স্থাপত্যেল নিদর্শন বহু ইমারত, মসজিদ, মন্দির, মাযার আজও ভগ্নদশায় ভাগলপুর, মোগড়াপাড়া ও আশেপাশের গ্রামগুলো জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সুদীর্ঘ চারশত বছর সোনারগাঁও মুসলিম বাংলার রাজধানী ছিল। ইসলামী শাস্ত্র ও জ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এ সোনারগাঁও। মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান ছিল এ সোনারগাঁয়ে। সোনারগাঁয়ে আজ গড়ে ওঠেছে আমীনপুর, গোয়লদী,

আবূ তাওয়ামা (র.) তৎকালীন জ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্র বুখারার এক উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকে বিদ্যা অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। খেলাধুলা করে সময় নষ্ট করা তিনি পছন্দ করতেন না।

লেখাপড়া নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। নতুন গ্রন্থ পাঠ করে নতুন জ্ঞান অর্জন করাতেই তিনি আনন্দ পেতেন। আবূ তাওয়ামা বুখারায় যখন বিদ্যা অর্জন করেন তাঁর অনেক পূর্ব থেকেই ইমাম বুখারী (র.)-এর শাগরিদগণ হাদীস বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাদান করে আসছিলেন। আবূ তাওয়ামা (র.) তাঁদের নিকট সহীহ বুখারী বিষয়ে উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করেন।[১] গভীর জ্ঞানুরাগী আবূ তাওয়ামা (র.) জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে পারস্যের খুরাসানে গিয়েছিলেন। উচ্চতর শিক্ষার নতুন পরিবেশ জ্ঞান অর্জনের উত্তম শিক্ষালয় পেয়ে আবূ তাওয়ামা (র.) বিপুল উৎসাহে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন। স্বীয় প্রতিভার দ্বারা অল্পকালের মধ্যেখুরাসানের পণ্ডিত মহলে ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। স্বীয় প্রতিভার দ্বারা অল্পকালের মধ্যে খুরাসানের পণ্ডিত মহলে ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং খুরাসানে উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[২] রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন।[৩]

আবু তাওয়ামা (র.) উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে জ্ঞান দানের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময়ে ১২৬০ খ্রি. তিনি বুখারা হতে ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লী আসেন। তিনিই সর্বপ্রথম উপমহাদেশে সহীহাইন নিয়ে আসেন।[৪]

দিল্লীতে এসে তিনি একটি মসজিদে উঠে জ্ঞান-চর্চায় পুনরায় মনোনিবেশ করেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দানের জন্য পার্শ্ববর্তী সকলের সহযোগিতায় সেখানে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপনে করেন। সে সাথে একটি খানকাহও নির্মাণ করেন।[৫]

হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও অন্যান্য বিষয়সমূহে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। ইল্‌মে তাসাউফেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তি।[৬] যার ফলে ধীরে ধীরে দিল্লীবাসীরা তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরক্ত হয়ে উঠে। তাঁর বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা দেখে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৫-৮৭ খ্রি.) আতংকিত হয়ে পড়েন।[৭]

রাজ্যের নিরাপত্তা বিনষ্ট হবে মনে করে তাঁকে বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন।[৮] সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সুলতানের সাথে বিরোধ করে দিল্লীতে অবস্থান করা তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। তাই তিনি একদিন দিল্লী ত্যাগ করে সোনারগাঁও এর পথে যাত্রা করেন।[৯]

পানাম আর মোগড়াপাড়া গ্রাম। এখানে দেখা যায় সে স্বর্ণযুগের একটি মসজিদ-মোগড়াপাড়া বাজার, বাজারের কিছু দূরে শাহী তোরণ। তোরণ পার হয়ে কবরখানা ও একটি ইমারত। যা ছিল সোনারগাঁয়ে শিক্ষা কেন্দ্রের একটি অংশ। তারপর কবরখানা পেরিয়ে ইবরাহীম দানেশমন্দের মসজিদ। মসজিদের সামনে আরো একটি কবরস্থান। পশ্চিম দিকে আবূ তাওয়ামার বাড়ির ভগ্নাবশেষ ও মাটির নিচের ইবাদতখানা। এখানেই এক সময় রচিত হয়েছিল মুসলিম বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির ভিত। আফরোজা বেগম ও এ.কে.এম. আমিনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), খ. ১৬, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

২. আফরোজা বেগম ও এ. কে. এম. আমিনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩. সুখময় মুখপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৪. আসাদুলণ্ঢাহ আল গালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৫. আফরোজা বেগম ও এ.কে.এম. আমিনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৬. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০; সুখময় মুখপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৯. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

বাংলাদেশে আগমনের পথে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) বিহারের মানের নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং ১২৪৭-৭৭ খ্রি. মধ্যে মতান্তরে ১২৭৮ খ্রি. শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানিরীকে সঙ্গে করে তিনি সোনাগাঁও আগমন করেন।[১]

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁও এ একটি মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেন। রাজশাহীর মাহিসুনে স্থাপিত মওলানা তকী উদ্দীন আরাবীর মাদ্রাসার পর এটিকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ) দ্বিতীয় মাদ্রাসা হিসেবে অভিহিত করা যায়। শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আমৃত্যু হাদীস-তাফসীর শিক্ষাদান করেন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠানে হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র আগমন করে। এ মাদ্রাসা তৎকালে সমগ্র উপমহাদেশে হাদীসসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানের একটি উচ্চাংগের আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে।[২] আধুনিক পরিভাষায় যা একটি বিশ্ববিদ্যালয় রূপ নেয়।[৩]

বাংলায় শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চায় এক নব জাগরণ সৃষ্টি হয়। সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্ইয়া মানিরী (১২৬৩-১৩৭১খ্রি.) শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)-এর এক বিশিষ্ট ছাত্র। মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাহিসুনস্থ মাদ্রাসায় হাদীস শিক্ষার সূচনা করলেও বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ) হাদীস চর্চায় উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে পথিকৃৎ-এর ভূমিকায় রয়েছেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)।[৪]

আবূ তাওয়ামা সেকালের সবচেয়ে বড় হাদীসবিদ, কারী, প্রকৃতিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।[৫] তিনি সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্মীয় ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। তাঁর প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।[৬]

যথা: ১। আল-উলূমুন নাকলিয়া (Traditional) ২। আল-উলূমুল আকলিয়া (Rational Science) আল-উলূমুল নাকলিয়া (Traditional Science)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল: ১। ইল্মুল ক্বিরাত ২। ইল্মুত তাফসীর-কুর'আন সম্পর্কিত বিষয় ৩। ইল্মুল হাদীস ৪। ইল্মুল ফিকহ্ ৫। ইল্মুত তাওহীদ ৬। ইল্মুল মীরাস ৭। ইল্মুল আদব ৮। ব্যাকরণ ৯। ইতিহাস ১০। সীরাতে রাসূল (স.) এবং সাহাবাদের জীবনী।

আল-উলূমুল আকলিয়া (Rational Science) এর অন্তর্ভুক্ত ছিল: ১। দর্শন ২। যুক্তিবিদ্যা ৩। জ্যোতির্বিদ্যা ৪। মনোবিজ্ঞান ৫। পদার্থবিজ্ঞান ৬। রসায়ন ৭। উদ্ভিদবিজ্ঞান ৮। ভূ-তত্ত্ব ৯। উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১০। ভূগোল ১১। গণিত ১২ প্রাণিবিদ্যা ১৩। প্রযুক্তিবিদ্যা ১৪। ব্যবসা এবং ১৫। কৃষিবিজ্ঞান।

মহানবী (স.)-এর আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী আবূ তাওয়ামা (র.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষা দিতেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণকে নিযুক্ত করেছিলেন। খ্যাতনামা তাফসীরবিদ আল্লামা তকীউদ্দীন তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন। আবূ তাওয়ামার কনিষ্ট ভ্রাতা আল্লামা মঈন উদ্দীন পরবর্তীকালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পান্ডুয়ার শায়খ আলাউল হক আবূ তাওয়ামার ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন।[৭]

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) জ্ঞান চর্চার জন্য সোনারগাঁয়ে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন সেখান থেকে অনেক ওলী, কালোত্তীর্ণ জ্ঞানের দিকপাল তৈরি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য

---

১. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩; মোঃ আবূ ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৩. আসাদুলণ্ঢাহ আল-গালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৪. ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২২৫; ড. এস.এম. হাসান, *সোনারগাঁও* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ১৪

৫. মাফিজ উদ্দীন আহমদ, হযরত আবূ তাওয়ামা (র.) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৭

৬. ফজল মুহাম্মদ, সোনারগাঁয়ে সেই সোনা নেই, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা* (ঢাকা: ১১ জুলাই, ১৯৮৯), পৃ. ০৯

৭. মুহাম্মদ র ুহুল আমীন, শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১), পৃ. ৪০০

হচ্ছে: ক, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানিরী,[১] খ. শায়খ বদরুদ্দীন যায়েদ, গ. শায়খ যঈন ইরাকী, ঘ. শায়খ ইব্রাহীম দানেশমন্দ।[২] তাঁর রসায়নবিদ্যা, সমরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, তাফসীর ও হাদীস বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন।

শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার শিক্ষা পদ্ধতি এরূপ ছিল যাতে একজন শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে। সে যুগে মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষার নিয়ম ছিল যে, পুরো পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি শব্দাক্ষরসহ মুখস্থ করানো হত। এমনকি অভিধানের সম্পূর্ণ কিতাবও-উদ্দেশ্য ছিল স্মৃতি ভাণ্ডার যেন শব্দ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ থাকে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জেনারেল ম্যালাম্যান লিখেছেন,

> Evened a person earning a small pittance of Rs. 20/= premise would provide education for his children befitting the progeny through Greek and Latin was received by the young man of Subcontinent through Persian and Arabic and after seven years' course of study, the Muslim youth became a proficient in Grammar, Dialect ice and logics as an Oxford Graduate of these days and they could discuss the teaching of Socrates, plato, Aristotle, Gabu and Avicenna with ease and self possession.[3]

শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানিরী পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষক আবূ তাওয়ামা সম্পর্কে বলেন, মওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) এমন একজন আলিম ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিই যার প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং জ্ঞানের জগতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।[৪]

শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ ২৩ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কুর'আন হাদীস এবং ফিক্‌হ ছাড়া ও তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।[৫] সম্ভবত তিনি প্রাচীন বাংলায় সূফী সাহিত্যের প্রথম লেখক।[৬]

তাঁর পরিচয় পাওয়া গ্রন্থগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) নামে-ই-হক। এটি আবূ তাওয়ামা ক্লাসে ছাত্রদের যে শিক্ষা দিতেন সে ব্যক্তব্যগুলোর সমষ্টি।[৭]

২) তাসাউফের মাকামাত। এটি ইল্‌মে তাসাউফের উপর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই। সেকালে তা সমগ্র উপমহাদেশে প্রশংসা অর্জন করে।[৮]

৩) মাকতুবাদে সাদী। এটিও ছিল তাঁর রচিত এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ।[৯] এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে তিনি সহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[১০]

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর ১৩০০ খ্রি. সোনারগাঁয়ে মারা যান।[১১] তাঁর মৃত্যু সংবাদে আমীর ওমরাহ এমন কি দিল্লীর রাজ পরিষদেও শোকের ছায়া নেমে আসে।[১২] সোনরগাঁয়ে মোগড়াপাড়া হাইস্কুলের পশ্চিম কোণে অনেকগুলো সমাধির মাঝে তাঁর সমাধি রয়েছে।[১৩]

---

১. মানিরীর পরিচয় অত্র গবেষণা কর্মের আলোচনা করা হয়েছে।

২. শায়খ ইব্রাহীম দানেশ মন্দকে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। আফরোজা বেগম ও এ.কে.এম. আমিনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০

৩. সৈয়দ আবূল হাসান আলী নদভী, অনুঃ এ.এস.এম. উমর আলী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ১৫০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৫. সুখময় মুখপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৬. *দৈনিক নয়া দিগন্ড়* (ঢাকা: দিগন্ড় প্রেস, ৭ মার্চ ২০০৬,), পৃ.১৩

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৯. *দৈনিক নয়া দিগন্ড়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১০. আসাদুলণ্ঢাহ আল-গালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

১১. ড. এ. কে. এম. আউয়ূব আলী, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh. 1983), p-31; ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১২. আ.ন. ম বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭), পৃ. ২৫

১৩. মুহাম্মদ র ুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

(৩) শায়খ আঁখি সিরাজ বাঙ্গালী (র.) (মৃ. ১৩৫৭ খ্রি.)

শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন বাঙ্গালী লক্ষণাবতীতে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ শহরের ওস্তাদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে দিল্লীতে চলে আসেন।[১]

তবে তাঁর দেশ কোথায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন যে, শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন (র.)-এর দেশ ছিল বাদায়ুনে।[২] 'রফিকুল আরেফীনের' সংগ্রাহকের মতে শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী।[৩] কিন্তু 'সিয়ারুল আরেফীন' গ্রন্থ অনুসারে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বাঙ্গালী।[৪]

বাঙ্গালী।[৪]

বাল্যকালেই তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে উপনীত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি প্রথমে আল্লামা ফখরুদ্দীন জাররাদীর নিকট ইল্‌মে হাদীসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৫]

এ ছাড়াও মওলানা রুকনুদ্দীনের কাছেও তিনি কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] এভাবে সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম ও পণ্ডিতগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলিমে পরিণত হন। হাদীসের কিতাব 'মাশারিফুল আনওয়ার' তাঁর মুখস্থ ছিল।[৭] ফলে নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (র.) (র.) তাঁকে 'হিন্দুস্থানের দর্পন' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৮]

ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা পর্ব সমাপ্তির পর খাজা তাঁকে খিলাফত দান করেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান করেন। কিন্তু নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জীবিত থাকাকালে তিনি দিল্লী ত্যাগ করেননি।[৯]

১৩৫২ খ্রি. নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যু হলে তিনি সাদুল্লাপুর এলাকায় আসেন, গৌড় ও পান্ডুয়ায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম তথা কুর'আন ও হাদীসের প্রচারের কাজে লিপ্ত হন। গৌড় ও পান্ডুয়ার অভিজাত শ্রেণির অনেকে এসে তাঁর কাছে মুরীদ হন। যথা- শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক, সুলতান ইলিয়াস শাহ্ (১৩৩৯-১৩৫৮) প্রমুখ। তিনি লক্ষণাবর্তীতে একটি খানকাহ্ ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।[১০]

শায়খ আঁখি সিরাজু উদ্দীন ১৩৫৭ খ্রি. গৌড়ে মারা যান। গৌড়ের সাগরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১১]

(৪) শাহ জালাল ইয়ামনি (র.) (১১৯৬-১৩৪৬ খ্রি.)

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট জেলায় ইসলাম প্রচারের অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন শাহ্ জালাল ইয়ামানী (র.)।[১২]

তিনি ইয়ামান[১] দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, মাতার নাম সাঈদা। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তবে ইব্‌ন বতুতার সফরনামায় বৃত্তান্তের আলোকে শাহ্ জালাল (র.) এর জন্ম

---

১. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৪. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৬. মওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৭. মওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ও ড. আব্দুল করিম প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৯. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১০. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

১১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ও ড. আব্দুল করিম প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১২. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আব্দুল মজিদ শাহ্: জীবনকর্ম* (ঢাকা: ই. ফা. বা. ২০০১), পৃ. ৫৬

তারিখ ১১৯৭ খ্রি. নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় সকল আধুনিক পণ্ডিতই এ তারিখের উল্লেখ করে থাকেন।[২] চির কুমার ছিলেন বিধায় তাঁকে মুজাররাদী বলা হয়।[৩]

শাহ্ জালাল (র.) বাল্যকালেই এতীম হয়ে যান। তাঁর লালন পালনের ও শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী।[৪] আর হাদীস শিক্ষা করেন মক্কার আলিমদের নিকট।[৫] উস্তাদের আদেশ নিয়ে শাহ্ জালাল (র.) শত শত অনুচরসহ ইসলাম প্রচার করতে বের হন। শাহ্ জালাল (র.) তাঁর অনুচরসহ পথে পথে দ্বীনের জন্য জিহাদ করছিলেন। বিজিত দেশগুলোতে ইসলামী হুকুমত কায়েম রাখার জন্য তাঁর অনুচরদের কিছু কিছু রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।[৬]

গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফীরোজ শাহের নির্দেশে তাঁর ভাগনে সিকান্দার খান শাহ্ জালাল ও তাঁর ৩৬০ জন সহচর দরবেশ দলের সহযোগিতায় ১৩০৩ খ্রি. সিলেট জয় করেন। সিলেট বিজিত হবার পর শাহ্ জালাল সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্যদলের একাংশ গৌড়ীয় সেনা দলের সাথে গৌড়ে ফিরে আসেন, তাঁরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং শিষ্যদলের অবশিষ্টাংশ তাঁর সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সিলেট, তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাসমূহে এবং আসামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক অভিযান চালান ফলে বাংলা ও আসামের অগণিত মানুষ তাঁর ও তাঁর সহচরদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।[৭]

তাঁর সমুদয় শক্তি তিনিএ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। খানকাহ্ থেকে তিনি একদিকে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন এবং অন্যদিকে এ কেন্দ্রটিকে গরীব-দুঃখীদের জন্য সাহায্য সংস্থা রূপে গড়ে তুলেছিলেন। বস্তুত উত্তর বঙ্গে শাহ্ জালালুদ্দীন তাবরিজী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শাহ্ জালাল মুজাররাদের ভূমিকা ছিল একই পর্যায়ভুক্ত। বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সহচরদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রভাবশালী।[৮]

মরক্কোর পর্যটন ইব্ন বতুতা ১৩৪৬ খ্রি. বাংলাদেশে এসে শাহ্ জালালের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, "শায়খ শাহ্ জালাল তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ওলী ছিলেন। তাঁর বয়সও বেশি হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন। তিনি ৪০ বছর ধরে রোযা রেখেছেন। প্রতি দশ দিন অন্তর নিজ গাভীর দুধ দিয়ে ইফতার করতেন। তার আদর্শ জীবনযাত্রার জন্যই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয়েছে।[৯]

দীর্ঘদিন সিলেট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম তথা ইল্মে হাদীসের প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে ১৩৪৭ খ্রি. শাহ্ জালাল (র.) সিলেটে মারা যান।[১০]

(৫) শায়খ নূর কুতুবুল আলম পান্ডুবী: (মৃ. ১৪১০ খ্রি.)

---

১. ইয়ামান তাঁর জন্ম স্থান কিনা এ সম্পর্কে ড. শহীদুলণ্ঢাহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তাঁর বাসস্থান ছিল তুরস্কের কুনিয়ায়।-দ্র. মাহে নও জুলাই, ১৯৬২, পৃ.৩।

২. দেওয়ান নুর‍ুল আনোয়র হোসেন চৌধুরী, *শাহ্ জালাল (র.)* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৫), পৃ. ১৪৪

৩. মওলানার এম. ওবায়দুল হক, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ* (ফেনী: রশীদ এন্ড ব্রাদার্স, ১৯৬৯), পৃ. ৩২৯; মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০

৫. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৬. দেওয়ান মোঃ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৯৫), পৃ. ৩১

৭. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; দেওয়ান নুর‍ুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

তিনি পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট হতে ইল্‌ম শিক্ষা করেন। অতঃপর দাওয়াতের কাজে নেমে পড়েন। রাজা গণেশের পুত্রবধু তার হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন নামেই সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি হাদীসের একজন প্রসিদ্ধ শায়খ ছিলেন।

(৬) খান জাহান আলী (র.) (মৃ. ১৪৫৮ খ্রি.)

যশোর খুলনা অঞ্চলে ইসলাম ও ইল্‌মে হাদীস প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজ বিধি প্রবর্তনে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন উলূঘ খান-ই জাহান বা খান জাহান আলী।[১] খান জাহান ও তাঁর পরিবার মূলত তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। পরে কোন এক সময় পিতা মাতার সাথে প্রথমে দিল্লীতে ও পরে গৌড়ে এসে বসবাস করেন। তিনি আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর বংশধর ছিলেন। গৌড়ের নিকটবর্তী নবীপুর নামক স্থানে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর বাল্যনাম ছির শেরখান বা কেশর খান। তাঁর পিতার নাম ছিল আজর খান বা ফরিদ খান।[২] তিনি সারাজীবন ধরেই খান জাহান নামে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি নূর কুতুবুল আলমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর কাছে বায়'আত হয়ে আধাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করেন। শুধু আধ্যাত্মিক বিদ্যাই নয়, রাজ্য জনহিকার কার্যে, যুদ্ধ বিদ্যায়, স্থাপত্য শিল্পে, ইসলামের মূলতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের যতটুকু নিদর্শন রেখে গিয়েছেন ছয়শত বছর পরে আজো তা বিস্ময় সৃষ্টি করে। জানা যায়, তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সর্বপ্রথম জৌনপুর। তাঁর উস্তাদের সহযোগীতায় শর্কী বংশীয় পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কিছুদিন পরেই স্বীয় প্রতিভা বলে তাঁর অধীনে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন।[৩]

কথিত আছে নূর-কুতুবুল আলমের নির্দেশে খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। এছাড়া রাজ্য জয় বা শাসন করা তাঁর উদ্দেশ্য চিল বলে মনে হয় না। খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর যাত্রা পথে তিনি প্রথমে যেখানে আস্তানা স্থাপন করেন সে স্থানটির নাম বারবাজার।[৪] এ সময় তাঁর সঙ্গে **১১** জন সঙ্গী ও ৬০ হাজার সৈন্য ছিল।[৫] তিনি সম্ভবত গঙ্গা পার হয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে ভৈরবের কুল ধরে ঐ ঐতিহাসিক বারবাজারে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি উপমহাদেশের এ প্রাচীন স্থানকেই তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল হিসেবে বেছে নেন। উল্লেখ্য, খান জাহানের আগমনের পূর্বে এখানে বড় খান গাযী (গাযী-কালু চম্পাবতী) ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে এ স্থানকে বেছে নিয়েছিলেন।[৬] এজন্য বারবাজারকে এ অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়ে থাকে।[৭]

এখানে অবস্থান কালে তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খান জাহান আলী এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি বহু জনহীতকর কাজ করেন অর্থাৎ বেশ কয়েকটি দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বারবাজার যে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি রয়েছে তা তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও যে সকল মসজিদের নাম উদ্ধার করা গেছে তা'হল ঘোড়া মসজিদ, জোড়বাঙ্গলার মসজিদ, চেরগদানী মসজিদ, সাত্যাছিয়ার মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

---

১. আব্দুল মান্নাম তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮

৪. ড. আহমদ আলী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, 'যশোর তথা দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসার একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল-জুন ২০০০), পৃ. ২২৪

৫. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৬. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৭. ড. আমহদ আলী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

বারবাজারে কিছু কাল অবস্থানের পর খান জাহান সদলবলে ভৈরব তীর বেয়ে যশোরের মুরলী/মুড়লী উপস্থিত হন। এখানে তিনি বেশি দিন অবস্থান করেননি তবুও তিনি এ স্থানে গড়ে তোলেন বেশ কিছু মসজিদ, খনন করেন কয়েকটি দীঘি ও পুকুর। মুড়লী থেকে খান জাহান আলীর অনুচরবর্গ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর নিজের নেতৃত্বে একটা দল ভৈরবের তীর ধরে পয়গ্রাম কসবা হয়ে বাগেরহাট পৌঁছেন। দ্বিতীয় দল কপোতক্ষের গতিপথ ধরে সোজা দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে বেদকাশী পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে। এদলের নেতৃত্ব দেন বোরহান খাঁ বা বুড়া খাঁ। আর তৃতীয় দল মুড়লীতে থেকে যায়। মুড়লীতে থেকে যাওয়া বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন বাহরাম শাহ্ ও গরীব শাহ্। মূলত যশোর-খুলনার সমগ্র এলাকা ছিল খান জাহান আলীর কর্মস্থান। এ অঞ্চলে তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। বাগেরহাট শহরটি তাঁরই নির্মিত এবং তিনি তার নামকরণ করেন 'খলীফাতাবাদ'।[১]

তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর যশোর-খুলনা অঞ্চল শাসন করেন।[২] এ অঞ্চলে তিনি ৩৬০টি দীঘি ৩৬০টি পাকা মসজিদ এবং অনেক পাকা রাস্তা তৈরি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[৩] খান জাহানের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিশালাকার ষাট গম্বুজ মসজিদ, দরবার গৃহ ও পার্শ্ববর্তী বিশাল ঘোড়াদীঘি[৪] এবং বারবাজার হতে বাগেরহাট পর্যন্ত প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা।[৫]

তিনি ছিলেন খ্যাতনামা একজন সূফী সাধক। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে গরীব শাহ্, বাহরাম শাহ্, বুড়া খান, ফতেহ খান, খালায খান, এখতিয়ার খান, বড় আজম খান, ছোট আজম খান, সৈয়দ আহমদ খান, জামাল উদ্দীন খান, কামাল উদ্দীন খান পীর মহীউদ্দীন, পীর জয়ন্তী, পীর সুজান শাহ্, মুহাম্মদ আবূ তাহির ওরফে পীর আলী প্রমুখের নাম খুলনা-যশোর অঞ্চলে সুপরিচিত।[৬]

খান জাহান আলী (র.)-এর শেষ জীবন বড় কঠিন সাধনায় কেটেছে। তাঁর জীবনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সাড়ে তিনভাগ জনসেবা সমাজ কল্যাণ, ধর্ম ও কুর'আন হাদীস প্রচার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যয় করেছেন। বাকীটুকু পরিপূর্ণ আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছেন।[৭] অর্থাৎ শেষ ১০ বছর তিনি আল্লাহর ইবাদতের দিকে একমাত্র লক্ষ্য রেখেছিলেন। দুনিয়ার কর্মকাণ্ড ত্যাগের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।[৮]

মৃত্যু: শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায়, খান জাহান আলী ১৪৫৮ খ্রি. ২৩ অক্টোবর মারা যান।[৯] তিনি প্রায় একশত বছর জীবিত ছিলেন।[১০] এ মহান কর্মবীর তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে যে অতীত স্মৃতির নিদর্শনাদি রেখে গেছেন, তা আমাদের বিশেষ গৌরবময় জাতীয় সম্পদ। খুলনা জেলায় ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনায় তাঁর যাদুকরী প্রতিভার কথা স্মরণ করলে হতবাক হতে হয়। শুধু খুলনা জেলাতে নয়, তদানীন্তন নিম্ন বাংলার খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, এমনকি পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ মহাপুরুষের কীর্তি বিস্তৃত রয়েছে।

(৭) শাহ্ বদর আলম জাহেদী (মৃ. ১৪৪০ খ্রি.)

বাংলার বাইরের যেসকল আলিম বাংলায় এসে ইসলাম প্রচার তথা ইল্‌মে হাদীস প্রচার করেছিলেন কিন্তু শেষ জীবনে বাংলার বাইরে অবস্থান করেছিলেন। শায়খ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী ছিলেন তাঁদের মধ্যে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫- ২২৬

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মে, ২০০৫; দেওয়ান নুর‍ুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মে, ২০০৫

৪. ড. আহমদ আরী ও মোঃ আখতার‍ুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৩

৬. মুহাম্মদ আবু তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮৮), পৃ. ৭৮; আসকার ইব্‌ন শায়খ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৩), পৃ. ২৪৭

৭. দেওয়ান নুর‍ুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯

৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৩

১০. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

অন্যতম। তিনি বিহারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন শিহাব উদ্দীন মক্কী। তাঁর পুত্র ফখরুদ্দীন পিতার নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানের মিরাঠাবাদে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পৌত্র হল বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী।[২] ছেলেবেলা থেকেই তাসাউফ সাধনার প্রতি তিনি মনোযোগী হন।[৩] তিনি পিতার উপদেশ ও বিহারের বিখ্যাত আলিম ও সূফী শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানিরীর অনুমতিক্রমে তিন-চারশ দরবেশ সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং তথায় ইসলামের আলো বিস্তার করতে থাকেন।[৪] তিনি চট্টগ্রামে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫] বাংলা কিছু দিন ইসলাম তথা কুর'আন ও সুন্নাহর প্রচারকার্য পরিচালনার পর ১৩৮০ খ্রি. তিনি বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন।[৬]

এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা অঞ্চলে অবস্থান করে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। অতঃপর সুদীর্ঘ সময় দ্বীন প্রচারের কাজ করে ১৪৪০ খ্রি. তিনি বিহারে মারা যান।[৭]

(৮) শায়খ সৈয়দ আলী বাগদাদী (মৃ. ১৫০৭ খ্রি.)

তিনি একশতজন সহচর ও দরবেশ নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তোঘলক রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদ হতে ভারত আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লী অবস্থান করেন এবং সৈয়দ রাজবংশে বিবাহ করেন। রাজদরবার হতে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় আগমন করেন। দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচারের পর ঢাকায় এসে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় স্তর

এ সময়টি হচ্ছে অষ্টদশ শতাব্দী, এ সময়ে বাংলা দেশের মুহাদ্দিসদের যুগ তবে এ সময় বাহির থেকেও কতিপয় লোক এসে এদেশে হাদীসের খেদমত করেন। তাদের ইতিহাসও নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে মও. কারামত আলী জৌনপুরী অন্যতম। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম উল্লেখ করা হলো:

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৪০ খ্রি.)

মুসলিম সমাজের এ দুর্দিনে যে কয়েকজন চিন্তাশীল সমাজ দরদী ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের শিরক ও বিদ'আতের ঘোর অমানিশা থেকে কুর'আন ও হাদীসের আলোর পথে উত্তরণের জন্য প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮০ খ্রি. বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাহাদুরপুরের নিকটস্থ শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] তাঁর পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।[৯] ছিলেন।[৯] হাজী শরীয়তুল্লাহ কলকাতার বিখ্যাত আলিম মওলানা বাশারত আলীর নিকট ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১০] ১৭৯৯ খ্রি. তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন।[১১] মক্কায় তিনি বিখ্যাত

---

১. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৬

৪. মওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী, পৃ. ২০২

৫. কাজী দীন মুহাম্মদ ও ড. আব্দুল করিম প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৬. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৮. আব্দুল লতিফ শরীফাবাদী, *পীর বাদশা মিয়া* (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫), পৃ. ৪; মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; ড.মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৯. আব্দুল লতীফ শরীফাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশে কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ* (ঢাকা: ই. ফা.বা. ২০০৫), পৃ. ১৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

তাপস মওলানা তাহের চোম্বলের নিকট থেকে কুর'আন, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মওলানা চোম্বলের মুরীদ হন।[১]

দীর্ঘ বিশ বছর মক্কাতে তাফসীর, হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি একজন খ্যাতি সম্পন্ন আলিম, আরবী ভাষার পণ্ডিত ও নিপুন তার্কিক রূপে ১৮১৮ খ্রি. দেশে ফিরে আসেন।[২] মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মুসলিম সমাজে ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচার প্রসার ও কুর'আন হাদীস চর্চা কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন ধরনের শিরক-বিদ্'আতের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমান সমাজে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং পাড়ায়, মসজিদে-মসজিদে তিনি কুর'আন-সুন্নাহ্ ও নামায শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[৩]

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করে তার নাম 'ফরায়েযী' আন্দোলন। একে শুদ্ধি আন্দোলন বললেও অযৌক্তিক হবে না। কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফের শিক্ষা এদেশের মুসলমানদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠাই ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য[৪] হাজী শরীয়তুল্লাহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত নয় এমন ধরনের যে কোন স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদ্'আত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। জনগনের মধ্যে এ আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টায় এক অভাবনীয় সাফল্যের সৃষ্টি হয়।[৫] এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ তাঁর 'মোহা মেডানস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল, গ্রন্থে লিখেন: 'হিন্দুদের বহুশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হচ্ছেন হাজী শরীয়তুল্লাহর আবির্ভাব। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশি চমকপ্রদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন অকপট ও সহানুভূতি সম্পন্ন প্রচারকেই প্রয়োজন ছিল এবং মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা শরীয়তুল্লাহর চেয়ে অপর কারোর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।[৬]

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একজন সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, অতি সাধারণভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। তাঁর কার্যদক্ষতা গুণে তাঁর সমসাময়িক কালে সুন্নী মুসলমানদের মানসিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা, তাঁকে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের নবজাগরণের পুরোধা বললে অত্যুক্তি হবে না।[৭]

এ মহান সাধক দীর্ঘদিন ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে হাদীস চর্চার উপর কাজ করে ১৮৪০ খ্রি. ১৬ জানুয়ারি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাধা কল্পে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৮]

মওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.) (১৮০০-১৮৭৩ খ্রি.)

মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ঘোর দুর্দিনে তৌহিদবাদের পূর্ণজাগরণ ও সংস্কারের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় রীতিনীতি ফিরিয়ে আনার জন্যে সংস্কার ও প্রচারণার কাজে জীবনের অধিকাংশ সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি বঙ্গ ও আসামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইসলাম প্রচারক এবং অনন্যা ব্যক্তিত্বরূপে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

---

১. দেওয়ান নুর-ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

২. ড. মোহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৩. মোঃ আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ১৪৪

৪. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম, *হাজী শরীয়তুলণ্ঢাহর জীবন দৃষ্টি* (ঢাকা: ই. ফা. বা, অগ্রপথিক, ১৯৯৮), পৃ. ২৫

৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ* (ঢাকা: প্রগতি প্রকাশীন, ১৯৮৮), পৃ. ৭-৮

৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫

৮. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪; মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২

মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী[১] ১২১৫ হিজরীর ১৮ মুহারম ১৮০০ খ্রি. ১২ জুন ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবূ ইব্রাহিম শেখ বখশ। তিনি জৌনপুরের কালেকটর অফিসের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি বিশেষ পরহেজগার, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।[২]

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর পিতার কাছে। তাঁর পিতার কাছ থেকেই তিনি ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যান্য শিক্ষকগণের কাছে গমন করে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ প্রভৃতি শিক্ষার্জন করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মওলানা আহমাদুল্লাহ, মওলানা কুদরাতুল্লাহ, ও মওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ বিদ্বানগণ। এছাড়া তিনি বিখ্যাত কারী সৈয়দ ইব্রাহিম ইসকান্দরানীর কাছ থেকে কুর'আন পাক বিশুদ্ধ করে পাঠ করার জন্য ইল্মে 'তাজবীদ' শিক্ষা করলেন।[৩] এ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পরবর্তী জীবনে ইল্মে তাজবীদ বা কির'আতের উপর কয়েকটি কিতাব রচনা করেন। দ্বীন শিক্ষার সাথে সাথে তিনি অবসর সময়ে যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা করতেন। বিহারী সোনার নামে একজন সুদক্ষ ও পারদর্শীর কাছে তিনি সামরিক বিদ্যাশিক্ষা করেন।[৪]

মওলানা জৌনপুরী অগাধ প্রতিভা ও অসাধারণ মেধাশক্তি বলে এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় আল্লাহ পাকের রহমতে অল্পদিনের মধ্যেই কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মহাজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫]

মওলানা জৌনপুরীর বয়স যখন মাত্র ১৮ বছর, তখন তিনি ইল্মে দ্বীন চর্চার সাথে সাথে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাসাউফ চর্চা ছাড়া শুধু কিতাবী জ্ঞান দ্বারা পাপকে ঘৃনা করা এবং পূণ্যের কাজে আগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি শহীদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভীর মত উচুঁদরের তরীকত পন্থির সংস্পর্শে আসেন। মাত্র ৭ দিনের মধ্যে সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী তাঁকে পীরী সিলসিলায় দাখিল করেন এবং জৌনপুরী তাঁর মুর্শিদে কামিলের নেক দৃষ্টি ও দোয়ার বরকতে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন। অষ্টম দিনে সাইয়্যেদ বেরলভী তাঁর প্রিয় খলীফা মওলানা ইসমাঈল শহীদ এর মাধ্যমে জৌনপুরীকে তরীকতের খিলাফত ও বায়'আত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে বললেন, 'যাও এখন হেদায়েতের কাজে লেগে যাও। কিন্তু তাঁর মন পীরের কাছ থেকে যেতে চাচ্ছিল না। পীর তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝতে পেরে আরও কয়েকদিন থাকতে বললেন, তিনি পীরের নির্দেশ অনুযায়ী মোট ১৮দিন পীরের খিদমতে থেকে ইল্মে বাতিনীর বহু গুঢ়তত্ত্ব

১.জৌনপুর বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি শহর। শহরটির প্রতিষ্ঠাতা ফিরোজশাহ্ মোহাম্মদ বিন তুঘলক এর অপর নাম ছিল জোন (Jona)। তাঁরই সম্মানার্থে ফিরোজশাহ শহরটির গোড়াপত্তন করেন। Mohammad Sekandar Ali Ibrahimy, Mawlana Karamat Ali and His Projects of Reforms. অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৮৭; আবুল হাসান নদভী তাঁর "হিন্দুস্থান কী কাদীম দারসগাঁহী" পুস্ড়কে জৌনপুর সম্পর্কে বলেছেন "মুসলমানদের শাসন আমলে জৌনপুর শিক্ষার জন্য এতটা খ্যাত ছিল যে, সিরাযে হিন্দ বা হিন্দুস্থানের সিরায নগরী বলে অভিহিত করা হত।" বাদশাহ্ শাহ্জাহান গর্বকরে বলতেন, "প্রাচ্যে আমাদের সিরায", বিশেষ করে তিনি জৌনপুরকে সিরাযে হিন্দ খেতাব দিয়েছিলেন। -দ্র. (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭), পৃ. ১৭৪; অন্যত্র তিনি নরেন্দ্রনাথ ল্যা-এর একটি উদ্ধৃতি উলেণ্ঢখ করেছেন, তাতে বলা হচ্ছে: জৌনপুর ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র স্থল, আলিমদের মিলন কেন্দ্র। আমরা বলতে পারি যে, এ শহরটি ছিল হিন্দুস্থানের সিরায বা মধ্যযুগের প্যারিস। জৌনপুরের প্রত্যেক শাহাজাদা এ শান্ড়িপূর্ণ পুণ্যভূমিতে জ্ঞানের সব রকম উৎকর্ষে সর্বদা মশগুল থাকতেন। মুহাম্মদ শাহের সময় পর্যন্ড় জৌনপুরে ২০টি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা বর্তমান ছিল। এখন শুধু এগুলোর নাম টিকে আছে। -দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; দেওয়ান নূর ল আনোয়ার হোসেন চৌধূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; রফীক আহমদ মোহরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৪. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

আয়ত্ব করে নেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তির কারণে ১৮ বছরের কাজ ১৮ দিনে হাসিল করে আধ্যাত্মিক জগতের কামিল ব্যক্তিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।[১]

মওলানা কারামত আলী তাঁর মুর্শিদ সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের নির্দেশে ১৮২১ খ্রি. থেকে বাংলা-আসামে ইল্‌মে হাদীস ইত্যাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[২] সে সময় বাংলা-আসাম তথা উপমহাদেশে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি কষ্ট স্বীকার করে বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন।[৩] তিনি চার/পাঁচবার জৌনপুর থেকে বঙ্গে সপরিবারে যাতায়াত করেন এবং ৭৩ বছরের জীবনে মোটামুটি ৫১ বছরব্যাপী এ দেশে কোথাও নদীপথে, কোথাও স্থলপথে, কখনো নৌকাযোগে, আবার কখনো পায়ে হেটে হিদায়েত কাজ পরিচালনা করতেন। মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ঠ অনৈসলামী রীতি-নীতি তথা শিরক বিদ'আত দূর করার চেষ্টা করে লোকদের শরী'আতের অনুসারী হওয়ার শিক্ষা দেন এবং মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমবার জৌনপুর থেকে এসে একটানা ১৮ বছর যশোর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, পূর্ণিমা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন এবং লক্ষ লক্ষ লোককে মুরীদ করে জৌনপুর ফিরে যান। এরপরেও তিনি তাবলীগের উদ্দেশ্যে আরো তিন-চারবার বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ সফর করেন।[৪]

মওলানা কারামত আলী (র.) এর যখন হিদায়েতের মশাল নিয়ে জৌনপুর থেকে বাংলায় আসেন, তখন এ দেশের ধর্মীয় অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। মানুষ ধর্ম সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। নবী করীম (স.)-এর সুন্নাহ্ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মসজিদগুলো মুসল্লীশূন্য, শরী'আতপন্থী নামাযী লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, শির্ক ও বিদ'আতের বিস্তারছিল সর্বত্র।[৫] এহেন অবস্থায় তিনি যখন ইসলামের মর্মবাণী ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকেন, তখন প্রথম প্রথম চারদিক থেকেই তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নানা বিপত্তিও প্রতিকুলতার মধ্যেও তিনি দ্বীনের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন। এক সময় দেখা গেছে গ্রামের পর গ্রাম মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে তওবা (পাপ ও গর্হিত কাজ ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় অংগীকার) করে ধর্মের পথে চলতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে একজেলা থেকে অন্য জেলায় তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে এবং দিন দিন তাঁর ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু এত বিশাল এলাকায় বিস্তৃত ধর্মীয় অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মুকাবিলায় আঠার বছর যথেষ্ট ছিল না। তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজ-নসীহত ও মুনাযারার (তর্কযুদ্ধ) এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন।[৬]

মওলানা কারামত আলী (র.) জৌনপুরী দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এটাই যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে খানকাহ বা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সে খানকা বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পীর-মুরীদী ব্যবস্থা গড়ে তোলেননি। অন্য কথায় তিনি খানকাহবন্দী হয়ে বসে থাকেননি। তিনি নিজ কষ্ট স্বীকার করে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে দূর-দূরান্তে মানুষের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয়েছেন। ভক্তদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে দ্বীনী মাহফিলের আয়োজন করে শির্ক, বিদ্'আত ও ইসলাম সম্বন্ধে মানুষকে সম্যক জ্ঞান দান করার চেষ্টা করেছেন। দ্বীনী দা'ওয়াতকের জীবনের মিশন বা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ণয় করে নিয়েছেন। একদল লোক সদাসর্বদা তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে থাকতেন। এসব ভক্তদেরকে শরী'আত ও মা'আরিফাত (ইসলামের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২. মওলানা রীফক আহমদ মোহরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *মওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী (র.)* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১

৪. আব্দুল বাতেন, *মওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-এর জীবনী* (ঢাকা: আছমত আলী, তা.বি.), পৃ. ৭৪৫

৫. মওলানা আবূল বাশার ও মওলানা আব্দুল বাতেন, *সিরাত-এ মওলানা আউওয়াল জৌনপুরী* (ইলাহাবাদ: আসরার-ই-করীমী প্রেস, ১৩৭০ হি.) পৃ. ১৭

৬. এ. কে.এম. নুর"ল আলম, *আব্দুল আউওয়াল জৌনপুরী: তাঁর পা"িত্য ও দা'ওয়াহ কার্যক্রম*, The Islamic University Studies, vol. 4, No. 1, (Kushtia: 1995), p. 16

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান) সম্পর্কে বাস্তাব শিক্ষাদানের পর তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে দা'ওয়াতের কাজে লাগিয়ে দিতেন। তাদেরকে ভ্রাম্যমান মাদ্‌রাসার ছাত্র হিসেবেই গণ্য করা হত।[১]

মওলানা কারামত আলী (র.)-এর জীবন ছিল দ্বিমুখী সংগ্রাম পূর্ণ। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে যে সকল হিন্দু রীতিনীতি ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে, প্রথমত: তিনি এসব রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং তাঁর লেখনীতে এগুলোর নিন্দা করেন। এতদ্ভিন্ন এগুলোর বিরুদ্ধে তিনি 'রাদ্দুল বিদ'আত' নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করেন। দ্বিতীয়ত: নতুন সংস্কার-বিরোধী দলগুলোকে প্রকৃত ইসলামের আওতায় পুনরানয়নের জন্য চেষ্টা করেন এবং এ উদ্যোগে সফলকাম হন।[২]

মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী হিদায়েত ও ওয়ায-নসীহতের সাথে সাথে বিদ'আত ও বাতিলপন্থীদের সাথে বাহাসের মাধ্যমে ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখেছিলেন এবং অপশক্তিসমূহের দাঁত ভাঙ্গা জবাবের পাশাপাশি ৪৬/৪৯টি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি আরবী, ফার্সি ও উর্দূতে এসব পুস্তক রচনা করেছেন। অধিকাংশ পুস্তক উর্দূ ভাষায় রচিত হয়েছে। তাঁর প্রধান প্রধান রচনার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:[৩]

১. মিফতাহুল জান্নাত[৪] ২. যিনাতুল মুসল্লী ৩. কাউকাবুদ দুররী ৪. মিশকাত শরীফের তরজমা ৫. শামায়েলে তিরমিযীর তরজমা ৬. কাওলূল হক ৭. মৌলুদে খাইরিল বারিয়াহ ৮. বারাহীনে কাতইয়াহ ফী মাওলীদে খাইরিল বারিয়া ৯. নুরুল আনওয়ারের তরজমা। উপরোক্ত বইগুলোতে তিনি কুর'আন-হাদীসের যুক্তি দ্বারা নবী করিম (স.)-এর মর্যাদা মাহাত্ম ও গৌরবের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া কয়েকটি বইয়ে দৈনন্দিন মাস'আলা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। ১০. কাওলূল আমীন ১১. কাওলুস সাবিত ১২. নসীমূল হারামায়ন ১৩. ইনতিনানুল কুলূব ১৪. হুজ্জতে কাতি'আ ১৫. কিতাবুল ইস্তিকামাত ১৬. মুকাশাফাতে রাহমাত ১৭. আকায়েদে হাক্ক।

এ বইগুলোতে মওলানা জৌনপুরী লা-মাযহাবী, লা-জুমাদের প্রতিবাদে শিরক-বিদ্'আত, ওহাবী এবং নবী করীম (স.)-এর সুন্নাতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জোরালো ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

১৮. ফয়েজে আম, ১৯. নূরুন আলা নূর, ২০. যাদূত তাকওয়া, ২১. রফিকুস সালিকীন, ২২. কুয়াতুল ঈমান, ২৩. রাহাতে রুহ্, ২৪. তাসদীরুল কুলুব। এসব পুস্তকে তিনি ইল্‌মে মা'আরিফাত সম্বন্ধে লিখেছেন। এসব পুস্তক পাঠ করলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কলবে নূর পয়দা হয়। যাহিরী বিদ্যা ছাড়াও যে গোপনীয় বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা রয়েছে এতে অকাট্য প্রমাণ ও অদ্বিতীয় দলিল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২৫. দাওয়াতে মাসনূন, ২৬. হুকুকুল ইয়াকীন, ২৭. তাযকিরাতুন নিসওয়ান। উক্ত পুস্তকগুলো পর্দা সম্বন্ধীয় এবং প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন দোয়া সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ওয়ায-নসীহত প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে ৪৯ মতান্তরে ৪৬ খানি পুস্তক মওলানা জৌনপুরী মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন। মওলানা কারামাত আলীর নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১) মওলানা এবং তাঁর স্ত্রীর মাযারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কারামতিয়া জামে মসজিদ, যা রংপুরের মুন্সীবাজারে অবস্থিত এবং এ মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় আকারের মসজিদ, যা মাযার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে এবং পূর্বের মসজিদ সংলগ্ন। এ মসজিদটিকে রংপুরের কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

---

১. এ. কে. এম. নুরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

২. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৩০৫

৩. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪. মাত্র বিশ বছর বয়সে উর্দূ ভাষায় রচনা করেন, '*মিফতাহুল জান্নাত*' এ বইয়ের মর্যাদা চারিদিকে বিস্তৃর লাভ করে এবং তা ১৮টি ভাষায় অনুবাদ হয়। ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; বইটি সম্পর্কে লেখক বলেন, আমি সাধারণত জুম'আর নামায পড়াই ও লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করি। এর প্রভাবে বহু নারী-পুরুষ নামায পড়ার প্রতি উৎসাহী হয়। তখন নারী-পুরুষের জন্য সহজ-সরল উর্দূ ভাষায় একটি ফিক্হর বই প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করি এবং '*শরহে বেকায়া*' '*মুহীত*' '*হেদায়া*' '*মুখতাসারুস শাফী*' ও *কানুন* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে বই রচনা করে '*মিফতাহুল জান্নাত*' নামকরণ করি। ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সি ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫), পৃ. ৯২

২) তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রংপুর শহরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ৫/৬ কি.মি. দূরে গড়ে উঠেছে বড় রংপুর কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। যেখানে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানী-গুণী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে।

৩) শহরের মুন্সী পাড়ায় অবস্থিত কারামতিয়া উচ্চবিদ্যালয়। যা পূর্বে একটি মাদ্‌রাসা ছিল। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

৪) কারামতিয়া একাডেমীও মুন্সীপাড়ায় অবস্থিত। এখানে দাখিল পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। মওলানার জীবন ও অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থাও রয়েছে।

৫) রংপুর শহরের বাবু খাঁ গ্রামে রয়েছে মওলানার নামে একটি মাদ্‌রাসা। যার নাম বাবু খাঁ কারামতিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা।

৬) সম্প্রতি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যা রংপুর শহরতলীতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ১ কি. মি. পূর্ব দক্ষিণে সৈয়দপুর বাজারে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি মওলানা কারামত আলী মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত।

৭) রংপুর-পীরগাছা সড়কের পার্শ্বে রংপুর হতে ১২/১৪ কি.মি. পূর্ণ-দক্ষিণে অবস্থিত সৈয়দপুর বাজার। এখানে আছে মওলানার নামে প্রতিষ্ঠান যা সৈয়দপুর কেরামতিয়া মাদ্‌রাসা নামে পরিচিত।

৮) বাংলাদেশে ও আসামে ইসলাম প্রচারকালীন সময়ে মওলানা সাহেব লালমনিরহাট হয়ে অনেক সময় আসামে গমন করেছেন এবং লালমনিরহাটে হয়তোবা নামায আদায় করেছেন। আর তাঁর সে স্মৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠছে রতিপুর কেরামতিয়া বড় জামে মসজিদ, লালমনিরহাট।

৯) দক্ষিণাঞ্চলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত আছে কারামতিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা।

১০) তেমনিভাবে যশোর জেলায় মনোহরপুরে আছে মাদ্‌রাসা-ই কারামাতিয়া।

১১) মহান সাধকের নামে কুড়িগ্রামে গড়ে উঠেছে ফতেহ খাঁ কেরামতিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

১২) কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বীনী জ্ঞানার্জনের প্রতিষ্ঠান "বৌমারী কারামতিয়া আদর্শ সিনিয়র মাদ্‌রাসা।"[১]

মৃত্যুঃ এ মহান পুরুষ আজীবন বিভিন্ন অর্ধমের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম এবং ওয়ায-নসীহত ও লেখনী পরিচালনা করে ৭৩ বছর বয়সে ১৯৭৩ খ্রি. রংপুরে মারা যান। রংপুর মুনশী পাড়া 'জামে মসজিদ' সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী তথা বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব দূরীকরণ ও অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী অসামান্য আবদার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মূলত এ কারণেই এখনও বাংলার প্রতিটি মানুষ 'হাদিয়ে বাঙ্গাল' মওলানা কারামত আলী জৌনপুরীকে অতি ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে।[৩]

তবে এসময় বিশিষ্ট একজন মুহাদ্দিস সম্পর্কে জানা যায়, যিনি হচ্ছেন: মাজদুদ্দীন মোল্লা, মদন শাহ্ জাহানপুরী নামে প্রসিদ্ধ।[৪] এ স্তরে এই একজন মুহাদ্দিসের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি হাদীসের খেদমত করেছেন। তিনি শাহ্ আব্দুল আজীজ দেহলভীর সমসাময়িক ছিলেন। তাকে কেন্দ্র করেই ১৭৮১ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। মাদ্‌রাসায় হাদীসের খেদমত ছাড়াও তিনি বাহিরে মেশকাত

---

১. মোঃ সাইদুর রহমান, *রংপুর জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., অগ্রপথিক, বর্ষ ৪৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৭), পৃ. ৭৪-৭৬

২. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৩০৫; ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৪. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, *জহুদুল মুহাদ্দিসীন ফি বাংলাদেশ ওয়া মাকানাতুহুম ফি তুরাসিল ইসলামী* (ঢাকা: দেওবন্দ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৯৬

শরীফসহ অন্য হাদীসের দরস দিতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি হাদীসের খেদমত করেছেন। তবে তার মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি। এছাড়াও এ সময় হাজী শরীয়তুল্লাহও হাদীসের বেশ খেদমত করেছেন।

তৃতীয় স্তর

এ সময়টা হচ্ছে উনিশ শতাব্দীর যুগ পর্যন্ত এ সময় কতিপয় মুহাদ্দিস ইল্‌মে হাদীসের অন্বেষণের জন্য মক্কা-মদীনায়, হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সফর করেন এবং প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেন। কতিপয় আলেম শায়খ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী, শায়খ নজীর হুছাইন প্রমুখদের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে দাওয়াতুল হাদীস মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের থেকে বিশিষ্ট কয়েকজনের আলোচনা করা হবে এ স্তরে। তাঁদের হাদীসের খেদমত সত্যিই দেশের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। এ স্তরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ হলেন:

(১) মওলানা আমিন উল্লাহ্: (মৃ. ১৮১৭ খ্রি.), শায়খ মও. আমিন উল্লাহ্ আজিমাবাদী, তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় ওস্তাদদের থেকে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল আজীজ দেহলবীর নিকট হতে হাদীস শিক্ষাকরেন। দীর্ঘদিন তাঁর সংস্পর্শে থাকার পর কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন। অনেক বড় বড় মুহাদ্দীস তার ছাত্র। ১৮১৭ খ্রি. তিনি ইন্তেকাল করেন।[১]

(২) শায়খ মও. আব্দুল কাদের সিলেটি: মওলানা আব্দুল কাদের সিলেটি মও. ইদ্রিস সিলেটির পুত্র। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁর লিখিত বহু কিতাব রয়েছে। (১) আল-কাওয়ায়েদুল কাদেরীয়া ফি শরহিল আকায়িদ নাছফিয়্যা; (২) আল-জাওয়ামেউল কাদেরিয়া ও আকায়িদে আহলে সুন্নাহ। (৩) আদদুরুল আজহার শরহিল ফিকহুল আকবর।[২]

(৩) শায়খ আবুল হাসান (মৃ. ১৮৬৫ খ্রি.)। তিনি চট্টগ্রাম জেলার চানগাও এলাকায় ফরিদর পাড়ায় কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম মুকীম মিয়াজী। তিনি প্রথমে ঢাকায় মোহছিনিয়া, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে উলাপাশ করে হিন্দুস্থানে গমন করেন। তথায় ৭ বৎসর হাদীস, তাফসীর শিক্ষা করে বিভিন্ন বিষয় জ্ঞান লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি একজন বড় আলেম ও ওলী ছিলেন।[৩]

চতুর্থ স্তর

এ সময়টা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর যুগ পর্যন্ত। এ সময় যে সকল মুহাদ্দিসগণ দেশের বিশিষ্ট মাশায়েখ ও দেওবন্দসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে দরসে হাদীস অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে থেকে খ্যাত নামা কয়েকজন মুহাদ্দিসগণের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) মওলানা 'আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) (১৮৬৬-১৯২১খ্রি.)

ভারত উপমহাদেশের এতদঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম) যে কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ মনীষী ধর্মীয় সংস্কার ও দ্বীনী দাওয়াতের পাশাপাশি ইল্‌মে দ্বীন বা ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ অবদান রেখে গেছেন মওলানা 'আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কর্মব্যস্ত জীবনের সকল দিকের উপর আলোকপাত করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে তাঁর পরিচিতিসহ ইসলামী শিক্ষা ও হাদীস সম্প্রসারণে বিশেষ অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করাই উদ্দেশ্য।

জৈনপুরের বাসিন্দা হলেও ঘটনাক্রমে 'আব্দুল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন পূর্ব বাংলার সন্দ্বীপে। তাঁর জন্ম সন্দ্বীপের মাটিতে না বলে সন্দ্বীপের পানিতে বলাই শ্রেয়। তাঁর বাবা বঙ্গদেশে ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতী

---

১. ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২. নূর মোহাম্মদ 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

কাজের উদ্দেশ্যে তিন/চারবার দীর্ঘ সফর করেন। দাওয়াতী কাজে বিভিন্ন জেলায় তাবলীগ করে ১৮৬৬ খ্রি. সন্দ্বীপে উপনীত হন এবং ঐ সময় কনিষ্ঠপুত্র মওলানা 'আব্দুল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন।[১]

পিতা কারামত আলী (র.)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'আব্দুল আউয়াল পিতার ছত্রছায়ায় ও সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন এবং পবিত্র কুর'আনের আমপারার সূরা ফীল তাঁরই তত্ত্বাবধানে মুখস্থ করেন। তাছাড়া কারামত আলী (র.) কর্তৃক নামাযে পঠিত পবিত্র কুর'আনের অন্যান্য আয়াত ও সূরা শুনে শুনে 'আব্দুল আউয়াল কণ্ঠস্থ করে ফেলেন।[২] শৈশব থেকেই তিনি তীক্ষ্ম মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে উচ্চ শিক্ষার্থে ফিরিঙ্গিমহল (লাক্ষ্ণৌ, ভারত) মাদ্‌রাসায় গমন করেন। কুর'আন, হাদীস, ফিকহ্, আকাঈদ, যুক্তিবিদ্যা নাহু, ছরফ ও তত্ত্বশাস্ত্রীয় বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।[৩]

শিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৮৮৯ খ্রি. পবিত্র মক্কা থেকে জৌনপুর প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা জৌনপুরী প্রতি জুমাবার দিন স্থানীয় মসজিদে ওয়ায-নসীহত করতেন। উপর্যপুরি কয়েক জুমু'আয় তিনি এ হিদায়েতের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি ছিলেন তাকলীদ পন্থী (ইমাম ও ফিকহের অনুসারী) ও কট্টর হানাফী।[৪]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা 'আব্দুল আউয়াল বাকী জীবন দুটি কাজ সমভাবে চালিয়ে গেছেন। প্রথমত: দ্বীনী দাওয়াত তথা ওয়ায-নসীহত মাধ্যমে পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়েতের সঠিক পথে আহ্বান করা। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক ছোট-বড় গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা।

তাঁর সময় পর বাংলা ও আসাম অঞ্চলের মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কাজ বিশেষ করে বিদ্'আত ও শিরকের ন্যায় মারাত্মক কুসংস্কার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবস্থান নিয়েছিল। ধর্মীয় সঠিক শিক্ষার অভাবই ছিল এসব কুসংস্কারের মূল কারণ। সুতরাং সভা-সমাবেশ ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করে মানুষের সামনে ধর্মের প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরা এবং তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবী। অবশ্য ইতোমধ্যে মওলানা কারামত আলী ও অন্যান্য মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ধর্মের আবরণে সৃষ্ট সামাজিক কুসংস্কার সমূহ দূরীভুত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে দিনে দিনে গড়ে উঠা সামাজিক কুসংস্কার সমূহের মূল প্রোথিত ছিল খুব গভীরে যা সহজে বিদূরিত হবার মত ছিল না।[৫]

দ্বীনী ওয়াজ-নসীহতের কাজ ছাড়াও কুর'আন-হাদীস ও ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর লেখালেখির মাধ্যমে তিনি ইল্‌মে দ্বীনের যে বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর ছোট বড় পুস্তকের সংখ্যা ১২০।[৬]

রচনাবলী: মওলানার রচনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১) আল-আযহার ফী তাসমুহি শরহিল মুখতাসার।
২) আন-নাফহাতুল আনবারিয়্যাহ লি ইসবাতিল ক্বিয়ামি ফী মাওলাদি খায়রিল বারিয়্যাহ।
৩) আল-লাতাফাহ্ ফী জাওয়াযি ইযাফাতই কাফ্‌ফাহ।
৪) আন্-নাওয়াদিরুল মুনীফাতু ফী মানাকিবিল ইমামি আবী হানীফা।
৫) আল-মুহাকামাত বাইনা ফাযিলাতি আয়েশা ওয়া ফাতিমা (রা.)।
৬) আল-মুসকুল আযফার ফী বায়ানিল হাজ্জিল আকবার ওয়াল আসগর।
৭) খাযরুল যাবুর ফী ইসতিহ বাবি যিয়ারাতিল কুবুর।

---

১. মওলানা আবুল বাশার ও মওলানা আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২. প্রাগুক্ত, ১৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫.এ.কে.এম. নুর"্ল আলম, *আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়রে আবূ নসর ওহীদের অবদান* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি, থিথিস, তা.বি.), পৃ. ১৬

৬. আবুল বাশারকৃত, *সিরাতে মওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী (র.)*, পুস্ড়কে আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত 'আব্দুল আউয়ালের ২০টি কিতাবের তালিকা দেয়া হয়েছে।

৮) আসাহুল কালাম ফী তাখরীজই আহাদীস খায়রিল আনাম।
৯) ফাদলুল খিতাব ফী বায়ানি আন্না আবা শাহমাতা হুয়া ইবনুও ওমারিবনিল খাত্তাব।
১০) আত-তারীকুস সালাহ ইলা হালি আবী জাহল।
১১) হিদায়াতুন নিস্ওয়ান।
১২) আল-মাওয়াহিবুল উলয়্যাহ ফিল মাহামিদিল ইলাহিয়্যা।
১৩) ইযহার-উল-হক।
১৪) লুব্বুত তাওয়ারীখ।
১৫) নাফিউল মুসলিমীন।
১৬) আল-উজালাতুল মুরতাজালাহ।
১৭) তারিখুল আউলিয়া।
১৮) আল-বুসতা ফী বায়ানিস সালাতিল উসতা।
১৯) আহসানুল ওয়ায়িল ইলা হিফযিল আওয়াইল।
২০) শিকাদুল মু'তিল হা'ফিলি লি-মুসাল্লাফাতিল ইমামিস সুয়ূতী ইত্যাদি উল্লেখ্য।[১]

মওলানা 'আব্দুল আউয়াল নিজেও জ্ঞানচর্চা করতেন, আর যারা জ্ঞান-সাধনা করতেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন তাদের তিনি আর্থিক সাহায্য দিতেন। তাঁর ভাগ্নে মওলানা আবুল বাশার নিজ বাড়িতে অবসর সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। মাওলান জৌনপুরী সে জন্য তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। বাংলাদেশে হাদীস বিস্তারের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চলতি শতকের গোড়ার দিকে নিজ পুত্র হাম্মাদের (১৮৯৮) নামানুসারে ঢাকা শহরে 'হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এ মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর শত শত আলিম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। একবার মওলানা 'আব্দুল আউয়াল লক্ষ্মীপুর উপজেলার ফরাশগঞ্জের হামেদ, অন্যান্য আলিম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ভবানীগঞ্জে যান এবং তথায় পিতার নামানুসারে 'কারামাতিয়া' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মওলানা জৌনপুরী কেবল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং মাদ্রাসাসমূহ যাতে এদেশে কার্যকর থাকে সেদিকে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল।[৩]

মওলানা আব্দুল আউয়াল আলিমদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি মনে করতেন, এদের দ্বারা ইসলামী জ্ঞান প্রসার লাভ করবে। খুরাসানী আলিমদের নিকট ধর্মীয় গ্রন্থাদি তেমন একটা ছিল না। তিনি মওলানা জৌনপুরীর নিকট কিতাব ক্রয়ের জন্য কিছু অর্থ চেয়েছিলেন। মওলানা তাঁকে কিতাব ক্রয়ের জন্য মোটা অংকের টাকা প্রদান করেন এবং ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীসহ কয়েকটি কিতাব তাঁর হাতে অর্পন করেন। খুরাসানী আলিম সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নেন।[৪]

এ সময় মওলানা 'আব্দুল আউয়াল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য সন্দ্বীপ গমন করেন। তখন দেওবন্দ মাদ্রাসার মওলানা হাসানের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্দ্বীপ নিবাসী জনৈক আলিম মওলানা জৌনপুরীর সঙ্গে দেখা করেন। সন্দ্বীপ একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, তদুপরি ঐ আলিমকে সে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন।[৫]

মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরীর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিনি মক্কা শরীফ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর আজীবন ইল্মে দ্বীনের প্রসারে কাজ করে গেছেন এবং তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহর রচিত, মওলানা আব্দুল আউয়াল (র.) শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩-৩৭

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৩. আব্দুল বাতেন, সীরাত-এ-মওলানা হাফিয আহমদ, জৌনপুরী, পৃ. ৩৬-৪১

৪. সীরাত এ আউয়াল, পৃ. ১০৯

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

আলোকে যথাসাধ্য হিকমতের সঙ্গেই কাজ করেছেন।[১] সর্বাবস্থায় তাঁর সাধনা ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ সাধন। ফলে, ব্যক্তিক ও বৈষয়িক স্বার্থ কখনই তাঁর নিকট প্রশ্রয় পায়নি।[২] ১৯২১ খ্রি. তিনি মারা যান।[৩]

(২) মওলানা 'আব্দুল্লাহিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২ খ্রি.)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম সমাজসেবক এবং আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ মওলানা 'আব্দুল্লাহিল বাকী ১৮৮৬খ্রি. বর্ধমান জেলার 'টুর' গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 'আব্দুল হাদী (১৮৪১-১৯০৬) কুর'আন, হাদীস ও ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।[৪]

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আরবী, ফার্সি ও উর্দূ ভাষা শিখেন রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত লালবাগ মাদ্‌রাসায়। অতঃপর তিনি ভারতের কানপুরের জামিউল 'উলূম মাদ্‌রাসা সাহিত্য, ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৫] ১৯০৬ খ্রি. পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২০ বছর বয়সে উত্তর বঙ্গের আহলে হাদীস জামা'আতের দায়িত্বে মওলানার উপর ন্যস্ত হয়। জীবনের ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত তিনি জামা'আতের সাথে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব জড়িত ছিলেন। বাংলার আলিম সমাজ ও মুসলিম জনগনের জড়তা ও দুর্দশা দর্শনে তাঁর আত্মা ব্যথিত হয়ে উঠে। তাই তিনি তদানীন্তন দেশবরেণ্য আলিম ও নেতা যথাক্রমে মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবদী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমূখের সহযোগিতায় আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গাল[৬] প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] উদ্দেশ্য ছিল হানাফী ও আহলে হাদীস আলিমদের এক মঞ্চে এসে তাঁদের

---

১. এ.কে.এম. নুরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

২. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *ইসলামী দা'ওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭-১৯২০)-এর অবদান*" শীর্ষক অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ১৮

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুলগাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুলগাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামাদের ভূমিকা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ২০২

৫. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা, ৩০ মে, ১৯৬৬

৬. ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধ, কানপুর মসজিদের হাংগামা (১৯১৩) খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টানধর্ম প্রচার, ইসলামের উপর তাদের কলংক লেপন ইত্যাদি কারণে বাংলার আলিম সমাজ যেমন রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেন, তেমনি স্বজাতির নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন পূর্বক ইসলাম রক্ষা প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে মওলানা আব্দুলগাহিল বাকীর (১৮৮৬-১৯৫২) উদ্যোগ ১৯১৩ খ্রি. ১৫-১৭ মার্চ বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে হানাফী ও আহলে হাদীস আলিমদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয় এবং ঐ সময় আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উলেগখ্য যে, 'আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন' এর দু'বছর আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দু'টির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন' ছিল শুধু হানাফী আলিমদের সংগঠন।

দ্বিতীয়ত সেখানে ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার গুরুত্ব আরোপ করা হত। সেখানে বুদ্ধিজীবী আলিমগণের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা' ছিল হানাফী ও আহলে হাদীস উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। এতে ধর্মীয় ছোট খাট স্বতন্ত্র মতামত-নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হত। তুলনামূলকভাবে এ সমিতিতে বুদ্ধিজীবী আলিমের সংখ্যা বেশি ছিল। এ 'আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র 'আল-এসলাম' এ উন্নতমানের গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ লাভ করে। অল্প কথায় এ সমিতিতে বুদ্ধি চর্চার দিকটি ছিল প্রশংসনীয়। এ গঠনমূলক দিকটিও ছিল লক্ষণীয়। হানাফী পত্রিকা ও আহলে হাদীস পত্রিকাসমূহ পাঠ করলে হানাফী ও আহলে হাদীস আলিমদের মধ্যে যে ধর্মীয় রেষারেষী ছিল তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। অনুরূপ ভাবে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, দেওবন্দী ও অ-দেওবন্দী আলিমদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে ছোট খাট মত পার্থক্য এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বড় ধরনের মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা'-র উদ্যোগে মওলানা 'আব্দুলগাহ হিল বাকী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন সহ-সভাপতি। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এর জেনারেল সেক্রেটারী। যিনি এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ড. মুহাম্মদ শহীদুলগাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন যথাক্রমে এর যুগ্ম সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক। কলকাতা হেয়ার স্কুলের হেড মৌলভী খায়রুল আনাম, রংগল কাউন্সিল সদস্য এ.কে. এম. ফজলুল হক, 'দি মুসলমান' পত্রিকার (কলকাতার) সম্পাদক মজিবুর রহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুদ্দীন ছিলেন এর সদস্য। আঞ্জুমান-এর জন্য বিভাগওয়ারী সেক্রেটারীও নির্বাচন করা হয়। ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসার সুপার মওলানা আব্দুর রায্‌যাক, ঢাকা বিভাগের সীতাকুন্ডু মাদ্‌রাসার সুপার ও সীতাকুন্ডু হাইস্কুলের সেক্রেটারী মওলানা উবায়দুল হক, চট্টগ্রাম বিভাগের মওলানা 'আব্দুলগাহিল বাকী, রাজশাহী বিভাগের কাজী নওয়াব খোদা, বর্ধমান বিভাগের মওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী খান প্রেসিডেন্সী বিভাগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। 'আঞ্জুমান-এর সদস্য

তাঁদের মধ্যকার ধর্মীয় বিভেদ দূর করা এবং মুসলমানদেরকে তাঁদের ধর্মীয় সামাজিক অবস্থান ও সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।[২] মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আঞ্জুমানের বিভিন্ন কর্মে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩]

মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী তাঁর কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ রাজনীতির চর্চায় ব্যয় করেন ও ধর্মীয় ও জামা'আতী কার্যক্রম এবং সাহিত্য চর্চা হতে নিজেকে বিরত রাখেননি। তিনি **১৯২৯** খ্রি. বগুড়া জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্সে এবং **১৯৩৫** খ্রি. রংপুর জেলার হারাগাছায় অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ আহলে হাদীস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

বরাবর অধুনালুপ্ত আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাংলা আসামে কার্যকরী সংসদের সদস্য এবং কখনও সভাপতি কখনও সহ-সভাপতি ছিলেন। অক্লান্ত জ্ঞান-তাপস মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, উর্দূ, ফার্সি ও আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এবং এসব ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। কুর'আন, হাদীস ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে তিনি বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থকার ছিল। 'আল-এসলাম' পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর একমাত্র পুস্তক হল 'পীরের ধ্যন'।[৪] তিনি **১৯৫২** খ্রি. **১** ডিসেম্বর রোজ সোমবার ৬৬ বছর বয়সে মারা যান এবং পিতা মওলানা আব্দুল হাদীর সমাহিত করা হয়।[৫]

(৩) মওলানা রুহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫ খ্রি.)

বাংলা ও আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম, দেশ বিখ্যাত বাগমী, ধর্ম প্রচারক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, বহু সংখ্যক হাদীসের হাফিয এবং বিখ্যাত তর্কবাগিশ মওলানা রুহুল আমিন **১৮৮২** খ্রি. চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকী আরায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী গাজী দবীর উদ্দীন ও মাতার নাম রহিমা খাতুন।[৬]

তিনি পরিবারে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর বসিরহাট হাই স্কুলের হেড মৌ. ওয়াজেদ আলী কাছে ফার্সি, আরবী, নাহু, ছরফ বা আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি ১৪/১৫ বছর বয়সে কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। মাদ্‌রাসার প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় জামা'আতে উলা (ফাযিল)-তে সারা বাংলা-আসামের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ পারসিয়ান বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু কুর'আন, হাদীস, ফিকহ্ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করার পর, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মওলানা রুহুল আমীন ফুরফুরা শরীফের স্বনামধন্য পীর, মুজাদ্দিদে যামান মওলনা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীক (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বহু বছর তাঁরই সাহচর্যে থেকে ইল্‌মে মা'রিফাতে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। পীর সাহেব (র.) তাঁর কুর'আন, হাদীস সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ করে তাঁকে আল্লামায়ে বাংলা উপাধি দেন।[৭]

অধ্যয়ন শেষে মওলানা রুহুল আমিন স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে ওয়ায-নসীহত, সাংবাদিকতা ও ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৮] সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার করেন।[১] তাঁর ওয়াজ

দপ্তর ছিল কলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডে। এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। **১৯২১** খ্রি. 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাংলা' গঠিত হলে এর অস্ড়িত্ব লোপ পায়।

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত।

২. সাপ্তাহিক আরাফত, ঢাকা, ৩০ মে, ১৯৯৬

৩. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস* (দিনাজপুরঃ জেলা পরিষদ, ১৯৬৫), পৃ. ১৫৫

৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪; মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৭. দেওয়ান নূর্ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

৮. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৩৫

নসীহত ছিল হৃদয় গ্রাহী কারণ তিনি ওয়াযে কুর'আন ও হাদীসের বাহিরে কিছু বলতেন না এবং ওয়াযে অনর্গল হাদীস আবৃত্তি করতেন।[২]

মওলানা রুহুল আমিন তাঁর পীর শাহ্ আবূ বকর সিদ্দীক (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন-এবাঙ্গাল-এর সেক্রেটারী ও প্রধান প্রচারক ছিলেন।[৩] এছাড়াও তিনি বাংলার বহু স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করে মসজিদ মাদ্রাসায় সহযোগিতা করেন এবং নিজ গ্রামে একটি ইয়াতিম খানা ও ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

বাংলা আসাম ওলামাদের মধ্যে ইসলামী গ্রন্থ রচনায় মওলানা রুহুল আমিনের অবদান সর্বাধিক। বাংলা তিনি ১৩৫টি ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। এ যাবত ১১৪টি প্রাকশিত হয়েছে।[৫] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে বর্ণিত হল[৬]:

১। আমপারার তাফসীর ২। কুর'আনের প্রথম দু'পারার তাফসীর ৩। বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ৪। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া ১ম-৭ম খণ্ড ৫। তাসাউফ তত্ত্ব ৬। পীর মুরিদী তত্ত্ব ৭। জরুরি মাসায়েল ১ম-৩য় খণ্ড ৮। হজ্জের মাসায়েল ৯। কাদিয়ানী রদ ১ম-৬ষ্ঠ ১০। মাযহাব মীমাংসা ১১। সাদকাতুল মুসলেমীন ১২। দায়িউল মুয়াসিদীন ১৩। লিকাতুন নাজীম ১৪। কিয়াসুল মুজতাহিদীন ১৫। নাসরুল মুজতাহিদীন ১ম-৩য় খণ্ড ১৬। তরদীদুল মুবতিলাম ১৭। লক্ষ্মীপুর, কালিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মুয়াজ্জমপুর ও কালিনা জাবারীপাড়ার বাহাস (ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ) ১৮। রদ্দে বিদ'আত ১ম-৪র্থ খণ্ড ১৯। মীলাদে মোস্তফা ২০। ওয়াজ শিক্ষা ১ম-৮ম খণ্ড ২১। ইসলাম ও সংগীত ১ম-২য় খণ্ড ২২। নিকাহ্ ও জানাযা তত্ত্ব, ২৩। যাকাত ফিতরার বিস্তারিত মাসায়েল ২৪। জরুরি ফত্ওয়া ২৫। ইসলাম ও বিজ্ঞান ২৬। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের মুস্তফা চরিতের প্রতিবাদ ২৭। কামেউল মুবতাদিয়ীন ১ম-৩য় খণ্ড ২৮। ইল্ম ও পর্দা ২৯। ঈদ ও নারী ৩০। রদ্দে শিয়া ৩১। ফুরফুরার পীর সাহেবের জীবনী, ৩২। হযরত বড় পীরের জীবনী, ৩৩। বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়ার কাহিনী। এছাড়া তাঁর সময়ে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা অধিকতর দুরূহ ব্যাপারে ছিল। এতদসত্ত্বেও মওলানা রুহুল আমিন-এর সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ১৯২৬ খ্রি. সাপ্তাহিক 'হানাফী' প্রকাশিত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুসলিম কলামে নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রি. ২ নভেম্বর শুক্রবার তিনি কলকাতায় মারা যান। বসিরহাট বাড়ীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৭]

এছাড়া উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় নিম্নোক্ত ওলামায়ে কিরাম যথেষ্ঠ অবদান রেখেছেন:

১। মওলানা আব্দুল হাই আখতার (১৮৪১-১৯২০) ২। মওলানা মনিরুদ্দীন আনওয়ারী (১৮৭৮-১৯৪৩) ৩। মওলানা আতাহার আলী (১৮৯১-১৯৭৬) ৪। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৭৮) ৫। মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৬৮) ৬। মওলানা আগা মুঈদুল ইসলাম (১৮৬৩-১৯৩০) ৭। মৌলভী আফসার উদ্দীন আহমদ (১৮৮৬-১৯৫৯) ৮। মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৯) ৯। মওলানা হাকীম 'আব্দুর রউফ দানাপুরী (১৮৬৬-১৯৪৮) ১০। মওলানা 'আব্দুল মুকীত চৌধুরী, ১১। মওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া (১৮৯৩-১৯৬৯) ১২। মওলানা আযাদ সুবহানী (১৮৯৭-১৯৬৪) ১৩। মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (১৮৯৮-১৮৫৯) ১৪। মৌলভী আব্দুল ওয়াহিদ বোকাই নগরী (১৮৭০-১৯৬৭) ১৫। মওলানা আবুল হাসানাত আব্দুল হাই (১৯০১-১৯৮৩) ১৬। মওলানা মনযুরুল হক

---

১. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক) *চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৯৩

২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্চাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৪. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫. মোহাম্মদ মোয়াজ উদ্দীন হামিদী, *কর্মবীর মাওলনা রুহুল আমিন* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি ১৩৫৫ বাংলা), পৃ. ১৫৫-১২০

৬. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১

৭. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

(১৯০৩-১৯৯১) ১৭। মওলানা আল্লামা রাগিব আহসান (১৯০৪-১৯৭৫) ১৮। মওলানা আব্দুর জাব্বার ওহীদী (১৯০৫-১৯৪৬) ১৯। খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ (১৯০৫-১৯৮৫) ২০। মওলানা উবায়দুল্লাহ উবায়র্দী সুহরাওয়ার্দী (১৮৩৪-১৮৮০) ২১। মওলানা ইসহাক বর্ধমানী (১৮৬৬-১৯৩৮) ২২। মওলানা খান বাহাদুর মুহাম্মদ মূসা (১৮৮২-১৯৬৪) ২৩। মওলানা আব্দুর রহমান কাশগারী (১৯০২-১৯৭১) ২৪। মওলানা 'আব্দুল্লাহ নদভী (১৯০০-১৯৭২) ২৫। মওলানা শায়খ আব্দুর রহীম (১৯০৪-১৯৭৩) ২৬। মওলানা আবুল হুফফায মুহাম্মদ ফসীহ (১৯০১-১৯৭৪) ২৭। মওলানা বিলায়াত হোসাইন (১৮৮৭-১৯৮৪) ২৮। মওলানা শেখ নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (১৮৫৮) ২৯। মওলানা সৈয়দ হাসান আল-হুসাইন (মৃ. ১৮৫৭/১৮৭১) ৩০। মওলানা শাহ্ আব্দুল আলী চাটগামী (মৃ. ১৮৭১) ৩১। মওলানা 'আব্দুল হামীদ (১৯৮১) ৩২। মওলানা মোঃ আব্দুল বারী (১৮৭৭) ৩৩। মওলানা 'আব্দুল ওয়াহীদ (মৃ. ১৯১০) ৩৪। মওলানা 'আব্দুল আলী দুররী (১৮৪৫) ৩৫। মওলানা 'আব্দুল হামীদ মাদার শাহী (১৮৭০-১৯১০) ৩৬। মওলানা 'আব্দুল হামদি ফখরে বাঙ্গাল (১৮৮১-১৯৪০) ৩৭। মওলানা যমীরুদ্দীন সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী (১৮৮২-১৯৫৫) ৩৮। মওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ আযীযুল হক (১৯০৫-১৯৬০) ৩৯। মওলানা আলী আহমদ কদুরখিলী (মৃ. ১৯৬২) ৪০। মওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ (মৃ. ১৯৬৩) ৪১। মওলানা মোঃ ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৭) ৪২। মওলানা মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন হায়দার সামী (মৃ. ১৮৬৬) ৪৩। মওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (মৃ. ১৯৭১-১৯৭২) ৪৪। মওলানা মমতাযুদ্দীন আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৪) ৪৫। মওলানা সাঈদ মজুমদার (১৮৩৪-১৮৭৮) ৪৬। মওলানা হামীজ বখত মজুমদার (মৃ. ১৮৮৯) ৪৭। মওলানা মোঃ আব্দুল মুনঈম যওকী (মৃ. ১৯১৫) ৪৮। মওলানা তফাজ্জল আলী ফযলী (১৮৭৯-১৯২৫) ৪৯। মওলানা আনজব আলী 'শওকী' (১৮৯০-১৯৬১) ৫০। মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (১৮৯০-১৯৭২) ৫১। মওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী (১৯১৫-১৯৭৮), ৫২। মওলানা মুহাম্মদ তাজাম্মুল হুসাইন খান (মৃ. ১৯৭৯) ৫৩। মওলানা সৈয়দ শামসুদ্দীন আহমদ নাদের (১৮০৫-১৮৮৫) ৫৪। মওলানা মুহাম্মদ ওয়াহীদ সালাফী (মৃ. ১৯৭২) উল্লেখযোগ্য।

(৪) মওলানা 'আব্দুল্লাহিল কাফী (১৯০০-১৯৬০ খ্রি.)

মওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী উত্তর বঙ্গের আহলে হাদীস জামা'আতের বিশিষ্ট আলিম মওলানা আব্দুল হাদীর দ্বিতীয় পুত্র। ১৯০০ খ্রি. দিনাজপুর জেলার নূরুল হুদা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি তাঁর পিতা-মাতার মাতার নিকট উর্দূ, ফার্সি শিক্ষালাভ করার পর স্বীয় ভাই আব্দুল্লাহিল বাকীর তত্ত্বাবধানে থেকে পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর নূরুল হুদা মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি হুগলি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এরপর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি সেন্ট- জেভির্য়াস কলেজ থেকে আই. এ পাস করে বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন।[২] কিন্তু তাঁর মন ইসলামী শিক্ষার প্রতি দারুনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে বিধায় তিনি কলেজের লেখা-পড়া করে গভীর আগ্রহের সাথে কুর'আন-হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯২২-১৯২৪ খ্রি. পর্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং মুহাদ্দিস আব্দুল ওয়াহ্হাব 'নবীনা' ও বেনারসের মুহাদ্দিস আবুল কাসিমের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৩]

মওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী 'আহলে হাদীস' জামা'আতের অন্যতম নেতা ছিলেন। পেশাগত পরিচয়ে তিনি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রি. তাঁর সম্পাদনায় মাসিক তারজুমানুল হাদীস প্রকাশিত হয়, যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত চালু ছিল। তিনি প্রথমে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস ও পরে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস আন্দোলনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তেমনি এতদঞ্চলে হাদীস শিক্ষার বিকাশেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৪]

---

১. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা, ২০ জুন, ১৯৬৬

২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০; মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৩. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা ২০ জুন, ১৯৬৬

৪. ড. মুহাহাম্মদ আসাদুলণ্ঢাহ আল-গালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

মওলানা কাফীর প্রকাশিত তরজুমানুশ শিরক বিদ্'আত, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইসলামী কৃষ্টিকালচার সম্পর্কীয় অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তারজুমানুল হাদীস পত্রিকায় মোট ৫১৪ পৃষ্ঠা ৫৮ কিস্তিতে তাঁর লিখিত সুরা ফাতিহার তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে, যা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হয়। এ তাফসীর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।[১]

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল[২]:

১) কাশফুল কিনা: এ আরবী গ্রন্থটি ১৯৩৮ খ্রি. রচিত হয়। এতে ইজমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[৩] (অপ্রকাশিত)

২) শামামাতুল ইতর: এ আরবী বইটি ১৯৪১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এতে যাকাত, ফিতরা আদায় ও বিতরণ সম্পর্কে আলোচনা আছে।[৪]

৩) আল-আহকাম: এটি ১৯৪৫ খ্রি. রচিত হয়। এতে আহলে-হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামী ফিকহর মূলনীতিগুলো আলোচিত হয়েছে।[৫]

এছাড়া তিনি পাকিস্তানের শাসন, সংবিধান, নবুওয়াতে মুহাম্মদী এবং ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমমাদের নীতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর জীবনব্যাপী ধর্মীয় সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ খ্রি. বাংলা একাডেমী তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করে।[৬]

দেশ ও জাতির খাদেম তথা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ সংগঠক, চিরকুমার মওলানা 'আব্দুল্লাহিল কাফী ৪ জুন ১৯৬০ খ্রি. মারা যান। তাঁকে তাঁর পিতামাতা এবং ভাই মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর কবরের পাশেই দিনাজপুর নূরুল হুদা গ্রামে সমাধিস্থ করা হয়।

(৫) মওলানা নাযীর আহমদ আনওয়ারী (১৯১৩-১৯৭৩ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম হোসাইন মাতব্বর। তিনি মওলানা হেদায়ত হোসাইন সন্দ্বীপীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯২২-১৯২৯ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রামের দারুল 'উলূম মইনুল ইসলাম হাটহাজারীতে পড়াশুনো করেন। অতঃপর ১৯৩২ খ্রি. তিনি ভারতের ডাবিল মাদ্রাসায় গমন করেন। তথায় এক বৎসর মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি ১৯৩৩ খ্রি. দারুল 'উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন এবং এ মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।[৭]

ছাত্র জীবন শেষে মওলানা নাযীর আহমদ কিছুকাল দারুল 'উলূম মইনুল ইসলাম হাটহাজারীতে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর মওলানা হিফযুর রহমান ও মওলানা 'আতীকুর রহমান দেওবন্দীর সাথে মিলিত হয়ে কলকাতার লোয়ারচিৎপুর রোড সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় কুর'আন-হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি সে মাদ্রাসা ত্যাগ করে পুনরায় দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে যোগদান করেন। এ মাদ্রাসায় তিনি প্রায় ৩০ বছর হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দান করেন।[৮]

একজন বিজ্ঞমুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। পাশাপাশি তিনি আরবী, ফার্সি ও উর্দূ ভাষায় বিশিষ্ট কবি হিসেবেও সমাদৃত ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত হাটহাজারী মাদ্রাসার 'নদওয়ায়ে মুআল্লিফীন' গ্রন্থকার সমিতি এর সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

---

১. মওলানা আবূ বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

৬. মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, পৃ. ১৮৩

৭. ড. আহসান সাইয়েদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৮. মওলানা হাফিয মুহাম্মদ যুনায়েদ বাবুনগরী, *দারুল উলূম হাটহাজারী ও ইল্‌মে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১। তারীখে ওহ্হাবী, ২। আল-হাদী, ৩। ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, ৪। তুহফাতুল হুজ্জাজ, ৫। ফাতওয়ায়ে কিয়ামত ও ফাতেহা, ৬। আনীসুল আরব ফী নাফীসিল আদব, ৭। যুবদাত আল-আসর ফী উদাদাত আল আযকার, ৮। নি'মুর রাসায়িল ফী নাযমিল মাসায়িল, ৯। গুলশানে হাবীব, ১০। জলীসুততুরাব মুকাদ্দমায়ে আনীস আল আরব, ১১। আল-মাওয়িজা আল হাসনা, ১২। আহসান আল ওয়াযিদ, ১৩ খিতাবাত আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী।[১]

(৬) মুফ্তি ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬ খ্রি.)

মুফ্তি ফয়জুল্লাহ ১৮৯২ খ্রি. হাটহাজারীর মেখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হেদায়েত আলী চৌধুরী, মাতার নাম রহিমুন্নিসা। তাঁর পিতা একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। আড়াই বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।[২]

তিনি নিজ গ্রামের মওলানা আব্দুল কাদির-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৯০২ খ্রি. দারুল উলূম মইনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। তিনি এখানে ১০ বছর যাবত অধ্যয়ন করার পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং এ মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন।[৩]

তাঁর শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন হাটহাজারীতে মওলানা জমির উদ্দিন, মওলানা হাবীবুল্লাহ। দেওবন্দের মওলানা মাহমূদ হাসান-এর খলীফা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী ছিলেন তাঁর তরীকতের পীর। মুফ্তী দেওবন্দে যাদের কাছে হাদীস-তফসীর ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁরা হচ্ছেন: শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্মুদ হাসান, মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী ও মওলানা আযীযুর রহমান প্রমুখ।[৪]

শেষ বয়সে মওলানা ফয়জুল্লাহ হাটহাজারী মাদ্রাসা ত্যাগ করে নিজ গ্রাম মেখলে 'হামিউস সুন্নাহ' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এখানে আমৃত্যু শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।[৫]

মওলানা ফয়জুল্লাহ অসাধারণ দক্ষ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে পরবর্তী কালে অনেকেই মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) মওলানা ইয়াকুব (১৮৯৭-১৯৮৫)
২) মওলানা আব্দুল ওহ্হাব (১৮৯৯-১৯৮১)
৩) মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল (মৃ. ১৯৬৭)
৪) মওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (১৯০৮-১৯৮৭)
৫) মওলানা ছিদ্দিক আহমদ (১৯০৫-১৯৮১)
৬) মওলানা আব্দুল কাইয়ূম (১৯১১-১৯৮১)
৭) মওলানা আবুল হান্নান (১৯১৮-১৯৯২)
৮) হাটহাজারী মাদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম মওলানা আহমদ শফী।
৯) চট্টগ্রামের খ্যাতনামা শাইখুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ নেছারুল হক (জ. ১৯২০) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬]

মুফতি-এ-আযম বাংলাদেশ মওলানা ফয়জুল্লাহ একজন বাংলা ভাষাভাষী লোক হয়েও আরবী, উর্দূ, ফার্সি ভাষায় তাঁর কিরূপ পাণ্ডিত্য ছিল ঐ সকল ভাষায় তাঁর লেখা কিতাবের সংখ্যা দেখেই তা অনুমান করা যায়।

যেমন:

---

১. মওলানা শায়খ আহমদ, দার ল '*উলূম হাটহাজারীর তাসনিফী খিদমত* (চট্টগ্রাম: আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, মাসিক মঈনুল ইসলাম, এপ্রিল, ১৯৯৫), পৃ. ৭৮-৭৯

২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৫. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩

৬. মুহাম্মদ এযহার ল ইসলাম, *হায়াত-এ-মুফতি-এ-আযম* (চট্টগ্রম: কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৩৯৭ হি.), পৃ. ১৩

১) কন্দেখাকী (ফার্সি)।
২) 'উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দে মা ফী আহসানিল মাকাল।
৩) আররিসাতুল মানযুমাতু আলাল ফিরকাতিন্নাচারিয়া।
৪) আলকালামুলফাছিল বাইনা আহরিলহাক্কে ওয়ালবাতিল।
৫) ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত্তাফরিকা বাইনাল বিদ'আতে ওয়াস সুন্নাহ।
৬) আন্নাসুসাতুল মুখতাসেরাতু ফী হুকমিল উজরাতে আলাত্তাআতে।
৭) রফিউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইস্তীজার আলাত্তাআহ।
৮) আল-ফাযালাতুল জলীলাহ লি আহকামিস ও সাজদাতিত্তাহিয়াহ।
৯) পন্দোনামা-এ-খাকী।
১০) আলকাওলূস সাদীস ফী হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ।
১১) মাসনভী-এ-খাকী।
১২) ফয়েজ-এ-সাত্তার।
১৩) তা'লীমুল মুবতাদী লিল্লিসানিল আরবী।
১৪) সিরাজুত্তবলীগ।
১৫) আলফালাহ ফীমা ইয়াতু'আল্লাকু বিন্নিকাহ।
১৬) ইযহারুল ইখতিলাল ফী রিসালাতিল ইতিদাল ফী মাসআলাতিল হিলাল।
১৭) ফায়েযুল কালাম লি সাইয়িদিল আনাম।

এছাড়া মুফ্তী সাহেব আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর লিখেছেন (ক) হক কী রাহনুমায়ী, (খ) রাহে হক, (গ) আল মাসলাকুস সারীহ, (ঘ) ইসলাহুন্নাফস, (ঙ) মাসনভী-এ-দেলাভীয।[১]

প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায়, মওলানা ফয়জুল্লাহ রচিত গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা ৪৯টি।[২]

মুফ্তী ফয়জুল্লাহ ১৯৭৬ খ্রি. ৮৬ বছর বয়সে মারা যান। মেখলের পৈত্রিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩]

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে ইল্‌মে হাদীসের সূচনা কার মাধ্যমে হয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকলেও একথা বলা যায় যে, আরব, ইরাক, ইরান ও খুরাসানসহ অন্যান্য দেশ থেকে আগত পীর আউলিয়ার মাধ্যমেই হাদীসের সূচনা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে চারটি স্তরে এর ক্রমবিকাশ হয়।

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৪

২. মওলানা শাযখ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; হাফিয মওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মাদ্‌রাসা

১ম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ (১৯৭১-২০১২)

২য় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা

১ম পরিচ্ছেদ

বাংলদেশে হাদীস চর্চায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ (১৯৭১-২০১২ খ্রি.)

বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় অসংখ্য মুহাদ্দিসগণ স্বাধীনতার পূর্ব ও পরে হাদীসের খেদমতে করে তাদরীস এবং তাসনীফরত অবস্থায় আছেন। আবার কেউবা ইন্তেকাল করেছেন। এসব মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হলো:

ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

মওলানা বেলায়েত হোসেন বীরভূমি (জ.১৮৮৭- ১৯৮৪ খ্রি.)

উপমহাদেশে যারা ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যের অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে শামছুল উলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন অন্যতম। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক, সু-সাহিত্যিক বাগ্মী শারী'আতের বিশেষ পাবন্দ, স্পষ্টবাদী এবং মানব দরদী হিসেবে সুপরিচিত।[১]

জন্ম ও পরিচয়: মওলানা বেলায়েত হোসেন ১৮৮১ খ্রি. পশ্চিম বাংলার বীরভূমি জিলার অন্তর্গত লাভপুর থানাধীন ছাও গ্রামের এক সম্ভান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মিসবাদ্দীন তাঁর প্রপিতামহ সৈয়দ আলাউদ্দিন বীরভূমের নগর নামক পাঠান রাজার একজন কাজী ছিলেন। তাঁর পুত্র মীর মুহাম্মদ কাবিল তদানিন্তত পাঠান রাজার শিক্ষক ছিলেন।[২]

শিক্ষা জীবন: মওলানা বেলায়েত হোসেন মঙ্গল কোর্টে বর্দ্ধমান ইশা'আতুল মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকায় আগমন করেন ১৯০৫ এবং ঢাকা মাদ্‌রাসায় বর্তমানে নজরুল কলেজ হেড মৌলবী মওলানা ফযলুল করীম বর্দ্ধমানীর নিকট কিছুটা শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯০৭ খ্রি. এ মাদ্‌রাসায় সিনিয়র তৃতীয় বর্ষে সিওম শ্রেণি ভর্তি হন। তিনি ১৯০৯ খ্রি. কৃতিত্ব সহকারে জামা'আতে উলা পাস করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে রামপুর গমন করেন। কিছুদিন পর প্রাইভেটভাবে তিনি মানতিক, যুক্তিবিদ্যা, হিকমত, দর্শন ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন। ১৯১১ খ্রি. তিনি রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে। হাদীস বিভাগের পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম হন। হাদীস অধ্যয়নের পর তিনি সেখানে তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় তিনি প্রখ্যাত আলিম ফজলে হক রামপুরীর মৃ: ১৯৪০ নিকট হিকমত ও আকায়িদ গ্রন্থসমূহ শিক্ষা করেন।[৩]

কর্মজীবন: রামপুর আলিয়া থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৩ খ্রি. পহেলা মে তিনি ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর কিছুদিন চট্টগ্রাম শিক্ষকতা করে ১৯২৬ খ্রি. ১লা জুলাই তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী মৌলবীপদে যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রি. তিনি এ মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে উন্নীত হন। ১৯৩৮ খ্রি. তিনি এ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত হেড মৌলবী পদে নিযুক্ত হন। যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে ১৯৪২ খ্রি. তিনি এখানেই হেড মৌলবীপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৪৭ খ্রি. ১৬ জুন চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪]

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৪৮ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা বেলায়েত হোসেন পাকিস্তানের ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত পরপর দু'বার তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট* (ঢাকা: ই. ফা. বা, ১৯৮৬), পৃ. ৭৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; মওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ২৭০; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬), পৃ. ১০৭

৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪. ড: মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ .২৭০-৭১

খেতাব প্রদান: ১৯৩৩ খ্রি. "ভারত সরকার তাকে শামসুল উলামা" আলিমগণের রবি তথা শিরোমনি খেতাবে ভূষিত করেন।[১]

ইন্তেকাল ও দাফন: ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রি. রবিবার ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় বংশালের মালিবাগ মসজিদ সংলগ্ন হাজীবাড়ি কবর স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রী ও অনেক নাতি-নাতনি ও অসংখ্য ভক্ত রেখে যান।[২]

মওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৪ খ্রি.)

জন্ম: মওলানা মমতাজদ্দীন আহমদ ১৮৮৯ খ্রি. নোওয়াখালী জেলার কোম্পানীর থানাধীন মানিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- জলীশ ভূঁইয়া।[৩]

শিক্ষাজীবন: স্থায়ি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মওলানা মমতাযুদ্দিন আহমেদ ১৯০৭ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি দাখিল, আলিম, ও ফাযিল ও কামিল যথাক্রমে ১৯১০, ১৯১২, ১৯১৪ ও ১৯১৬ খ্রি. পাস করেন। ১৯১৮ খ্রি. তিনি কলিকাতা বোর্ড হতে মেট্রিক পাস করেন।[৪]

শিক্ষক মণ্ডলী: তিনি মওলানা ইসহাক বর্ধমানী, ও মওলানা নাছের হাছান দেওবন্দীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। মওলানা আব্দুল হক হাক্কানী, মওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানী, মওলানা ফজলে হক রামপুরীর ন্যায় ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদের নিকট অন্যান্য বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।[৫]

কর্ম জীবন: তিনি ১৯১৯ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এর পর ১৯২১ খ্রি. কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী প্রভাষক নিযুক্ত হন। পুনরায় তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রভাষক রূপে যোগদান করেন। একটানা ৩৪ বছর এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে ১৯৫৩ খ্রি. ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা[৬] থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পেনসন প্রাপ্ত হয়ে তিনি ঢাকার কায়েতটুলিতে বসবাস করতে থাকেনা।[৭] হাদীস শাস্ত্রে মওলানা মমতাযুদ্দীনের জ্ঞান ছিল ব্যাপক ও গভীর। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি প্রধানত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তিনি সরল, সদয় সদাচারী, আল্লাহভীরু, আলিম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ছিলেন।[৮]

মৃত্যু: মওলানা মমতাযুদ্দীন আহমদ ১৯৭৪ খ্রি. ৬ জুলাই দিবাগত রাত্র ১টার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মানিকপুরের নোয়াখালী পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত হন।[৯]

তাঁর রচনাবলী:

১) নি'মাতুল মুনইম- ফী- শারহী মুকাদ্দিমতি মুসলিম।

২) আল কওকাবুদ দুররী শারহু মুকাদিমাতিত দিহলবী।

৩) হাল্লুল উকদাহ শারহু সাবআতিল মুআল্লাকাহ।[১০]

---

১. ড. মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০- ১০৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২. ডঃ মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩- ১৯৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৫

৯. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, ৭৮

১০. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; মওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪) কাশফুল মা'আনী শারহু মাকামাতে হারীরী।

৫) নবী পরিচয়।

৬) কুর'আন পরিচিতি।[১]

মওলানা জাফর আহমদ উসমানী (১৮৯২ -১৯৭৪ খ্রি.)

জন্ম পরিচয়: মওলানা জাফর আহমদ উসমানী থানভী ১৮৯২ খ্রি. সাহারানপুর জেলার ভারতের অন্তর্গত দেওবন্দের দীওয়ান মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শেখ লতীফ আহমদ উসমানী। দাদা শেখ নেহাল আহমদ উসমানী[২] এবং তার মামা মওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন।[৩]

শিক্ষা জীবন: মওলানা জাফর আহমদ উসমানী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন দেওবন্দে। তিনি ১৩৩২- ১৩২৬ হি. কানপুর জামে'উল উলূম মাদ্‌রাসায় হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী ও মওলানা মুহাম্মদ রশীদ ছিলেন তাঁর সেখানকার উস্তাদ ১৯০৯ খ্রি. তিনি সাহারানপুরের মাযাহির-এ উলূম মাদ্‌রাসায় মওলানা আব্দুল লতিফ সাহারানপুরী প্রমুখের নিকট ফিকহ্, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সে মাদ্‌রাসায় মওলানা খলীল আহম্মদ সাহারানপুরীর নিকট তিনি বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ শিক্ষাদানের অনুমতি বা এজাজত প্রাপ্ত হন।[৪]

কর্ম জীবন: মওলানা জাফর আহমদ উসমানী (১৯১১-১৬) পর্যন্ত সাহারানপুরের মাযাহির এ- উলূম মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি ২৪ বছর (১৯১৭-৪০) ফাত্ওয়াহ প্রদান, ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচানায় মগ্ন ছিলেন। তিনি ১৯৪০-৪৮ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষক ১৯৪৮ খ্রি. ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ খ্রি. ডিসেম্বর পর্যন্ত চার বছর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক বা হেড মওলানা রূপে কাজ করেন।[৫]

রাজনৈতিক জীবন: অলইন্ডিয়া মুসলিম এর পাটনা অধিবেশন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা অর্থাৎ কুর'আন হাদীস চর্চার কার্যক্রম স্থায়ীভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র.) খ্যাতনামা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল- জামি'য়াতুল কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুর'আন হাদীস চর্চার পাশাপাশী রাজনীতির সাথে ও সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। জামায়াত-ই উলামা-ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তিনি অগণী ভূমিকা পালন করেন।[৬]

মওলানা জাফর আহমদ উসমানী ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও সেরা আরবীবিদ। তিনি বিশিষ্ট আরবী কবি, অধ্যাত্মিক মুর্শিদ ও আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান হলো বিশ খণ্ড বিশিষ্ট 'ইলাহিস সুনান, নামক গ্রন্থটি।[৭]

মৃত্যু: সমগ্র জীবন তিনি কুর'আন হাদীসের শিক্ষকতা গবেষণা ও জ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রি. ৮ ডিসেম্বর রোজ রবিবার পাকিস্তানের করাচীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই আশরাফ আলী থানবীর অন্যতম প্রধান খলিফা মওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরীর কবরের পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।[৮]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯ মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; মোঃ আব্দুল করিম , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৫. মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯ -১৪০; ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮
৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৪০; বিস্ড়ারিত দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১; মওলানা আব্দুল রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪
৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

মওলানা আব্দুল্লাহ নদবী (১৯০০-১৯৭২ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: ঢাকা পার্শ্ববর্তী তেজগাঁও থানাধীন ফায়দাবাদ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মওলানা আব্দুল্লাহ নদবী বীরভূম জেলার নান্নুর থানাধীন নূরপুর গ্রামে ১৯০০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করনে।[১] তার পিতার নাম মরহুম শায়খ আহমদ। মওলানা আব্দুল্লাহ নদবীর প্রকৃত নাম হলো আবু উবায়েদ আব্দুল্লাহ্ নদবী।[২]

শিক্ষা জীবন: স্থানীয় মাধবপুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করনে। এর পর তিনি কিরনহার মাইনর স্কুল থেকে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা পাস করেন। এরপর বীরভূমের ঘুরিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরনের উচ্চ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন।[৩] এরপর দিল্লীর হাজী আলীজান মাদ্রাসায় মওলানা আব্দুল্লাহ এলাহাবাদী ও মওলানা আব্দুর রহমান মান্ডবী প্রমুখের নিকট হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন কারেন।[৪] মাদ্রাসায় তিনি হাদীসের দাওরা ক্লাসে ভর্তি হন। মাত্র এক বছর সময়ে সিহাহ সিত্তাহ শেষ করেন। এরপর দিল্লীর ফতেহপুর মাদ্রাসায় যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করেন। আলিয়া মাদ্রাসা হতে আরবী সাহিত্যের সনদ লাভ করেন।[৫]

এরপর তিনি লক্ষ্ণৌর নুদওয়াতুল ওলামায় দরজায়ে তাকমীলে দ্বীনিয়াত কোর্স সমাপ্ত করেন। তাঁর এখানকার উস্তাদগণের মধ্যে সৈয়দ সুলায়মান নদবী, আমীর আলী মালিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী ছিলেন অন্যতম।[৬]

এছাড়াও তিনি অনেক প্রখ্যাত জ্ঞানী উস্তাদগণের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তারা হলো স্বীয় পিতা শায়খ আহমদ, মওলানা আব্দুল মান্নান বর্ধমানী, মওলানা আহমাদুল্লাহ এলাহাবাদী, মওলানা আব্দুর রহমান পাণ্ডবী, সৈয়দ সুলায়ামান নাহবী, আমীর মালিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী প্রমুখ।

কর্ম জীবন: তিনি নুদওয়াতুল ওলামার শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯২৫ খ্রি. গোড়ার দিকে দেশে ফিরে আব্দুল্লাহ নাদবী বীরভূমের বড় মিয়া ইরফানুল উলূম মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রি. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আঞ্জুমান আহলে হাদীস কর্তৃক মওলানা নাদবীকে কলিকাতার মিসরীগঞ্জ মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দু' বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের ভাবতা মাদ্রাসা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এখানে ও তিনি বেশি দিন স্থায়ী থাকেননি। এখানকার আবহাওয়া তার ভাল লাগেনি বলে তিনি বীরভুমে তার শ্বশুর আব্দুর রহীম পরিচালিত মাদ্রাসায় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এরপর খায়রাবাদ নিয়াজিয়া নিয়ামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করনে।[৭] ১৯৩৪ খ্রি. নদবী সাহেব নিয়াজিয়া নিয়ামিয়া মাদ্রাসা ত্যাগ ত্যাগ করে দিল্লীর রহমানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।[৮]

১৯৩৯ খ্রি. মওলানা নদবী কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ভারত বিভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সেখানেই বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কলিকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত আলিয়া

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৩. নূর মোহাম্মদ আজমী প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

৪. আরাফাত (সম্পাদকীয়) ঢাকা, ১৯জুন, ১৯৭২; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৫. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, ২৩৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ. ঢাকা, ১৯ জুন, ১৯৭২

৭. নূর ্লণ্ঢাহ খাঁন প্রাগুক্ত, সীমান্ড় প্রদেশের বাজুড় এলাকার বাসিন্দা এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। মনিপুরের যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি বাংলায় আগমন করেন এবং অবসর প্রাপ্ত হয়ে ঢাকায় বসবাস ইখতেয়ার করেন।এখানে তিনি ময়মসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ড় পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর এই ঘরে ২পুত্র দীন মোহাম্মদ খান, নূর মোহাম্মদ খান ও এক কণ্যা জন্ম গ্রহন করেন। দ্র. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

৮. এসরার আহমদ খান, *মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান সাহেব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তা.বি.), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৬২; ড: মোহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রি. তিনি ঢাকা থেকে সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসায় বদলী হন। সেখান থেকেই ১৯৬০ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকার বংশাল রোডস্থ মাদ্‌রাসাতুল হাদীস ও দিনাজপুর নান্দারাইল মাদ্‌রাসায় কিছু দিন হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি শিক্ষা দেন। এরপর নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[১]

মওলানা আব্দুল্লাহ নদবী ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম, বিশিষ্ট আরবী কবি ও সাহিত্যিক বঙ্গের আরবী কাব্যক্ষেত্রে মওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ীর পরেই তাকে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন সৃজনশীল স্বভাব কবি। নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাপ্রাপ্ত অপরাপর সেরা আলেমদের ন্যায় আব্দুল্লাহ নদবী ও ছিলেন জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। তিনি ছিলেন প্যান ইসলামী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ। তিনি জিহাদকে ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন।[২]

মৃত্যুঃ ১৯৭২ খ্রি. ৩১ শে মে রোজ বুধবার ৭২ বছর বয়স ঢাকার পার্শ্ববতীর টঙ্গী শিল্প শহর নিকটস্থ ফয়দাবাদে ইন্তেকাল করেন এবং নিজস্ব স্থানীয় গোরস্থানে সমাহিত হন।[৩]

মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন (১৯০০-১৯৭৪ খ্রি.)

নাম পরিচয়ঃ নাম দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন, লকব মুফতী, পিতার নাম নূরুল্লাহ খাঁন।[৪] তাঁর পিতা ছিলেন, বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা ছিলেন সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান বাজুড় এলাকার অধিবাসী। মনিপুরের আসাম যুদ্ধ চলা কালে তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করেন।[৫]

জন্মঃ মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন ১৯০০ খ্রি. জানুয়ারি মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

শিক্ষা জীবনঃ মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁন প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাদীসের "সিহাহ সিত্তাহ" পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন তদানীন্তন চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থানরত মওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারী। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রি. তিনি দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর কাল ধরে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তিনি ফাযেল পরীক্ষায় ও অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লীর আমীনিয়া মাদ্‌রাসায় মওলানা মুফতী কিফায়তুল্লাহ দেহলভীর হাদীস শিক্ষা কোর্সে যোগদান করেন। দেওবন্দ অবস্থান কালে মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[৭] ১৯২১ খ্রি. তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৮]

কর্ম জীবনঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে মুফতী সাহেব ঢাকায় হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর

আরো দু' একটি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় একযুগ শিক্ষকতার পর তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করেন। সে সময় মওলানা আব্দুল করীম মাদানী বাংলার লোকসমাজে খবুই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি আরবী ভাষাতে ওয়াজ নসীহত করতেন। বাঙ্গালী দুভাষীরা তা উর্দূ বা বাংলায় অনুবাদ করে লোকদেরকে

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. এসরার আহমদ খান, প্রগুক্ত, পৃ. ০৬; ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

৪. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

৫. এসরার আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৬; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, প্, ২৬২; ড. মোহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

বুঝিয়ে দিতেন। মওলানা মাদানীর সাথে মুফতী সাহেবের পরিচয় ঘটে ও তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে মাদানী সাহেবের সহযোগী রূপে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মাদানী সাহেব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করলে মুফতী সাহেব ও ১৯৩১ খ্রি. গোড়ার দিকে তাঁর সঙ্গে বার্মার রেঙ্গুনে যান। তথায় দোভাষীরূপে তাঁর আরবী বক্তৃতার উর্দূ অনুবাদ করে জন সাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন। কিছুকাল পর মুফতী সাহেব মাদানী সাহেব থেকে পৃথক হয়ে যান। রেঙ্গুনস্থ বাঙ্গালীদের জামে মসজিদে মুফতী ও খতিব নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি লোক সমাজে মুফতী নামে আখ্যায়িত হন। রেঙ্গুনে তিনি কেবল মুফতী আর খতীবই ছিলেন না। এ কাজের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ধর্ম প্রচার ও চালিয়ে যান। রেঙ্গুনে প্রায় এক যুগ অতিবাহিত করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ খ্রি. ফিরে আসেন।[১]

১৯৪০ খ্রি. দেশে ফিরে তিনি ঢাকার চকবাজার মসজিদে তাফসীর বর্ণনা অব্যাহত রাখেন। এখানে ও তিনি কয়েক দফা আদ্যোপান্ত কুর'আনের তাফসীর প্রচার করেন। চক বাজার মসজিদে তাফসীর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি ঢাকা রেডিও থেকে ও কুর'আনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে কিছুকাল তাফসীর বর্ণনা করেন।[২]

অতঃপর মুফতি সাহেব ১৯৪৬ খ্রি. থেকে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫০ খ্রি. ঢাকার লালবাগে জামে'আ-এ-কোরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসায় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তথায় হাদীস তাফসীরের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এর উপদেষ্টা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।[৩]

রচনাবলী: ১) তাফসীরে সূরা-এ ইউসুফ ২) আহসানুল কাসাস (কুরআনের সুন্দরতম কাহিনী) ৩) মুশকিল আসান ৪) আযহারুল আরব ফিত তারজামাতি ওয়াল ইনশাই ওয়াল আদাবি।

ইন্তিকাল: ১৯৭৪ খ্রি. ২ ডিসেম্বর সোমবার রাত ১২.৩৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনও তিনি একটি ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরদিন লালবাগ কিল্লার মাঠে তার জানাযায় বিভিন্ন স্তরে প্রায় লক্ষাধিক লোক যোগদান করেন। তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।[৪]

মওলানা শায়খ আব্দুর রহীম (১৯০৪-১৯৭৩ খ্রি.)

জন্ম: মওলানা শায়খ আব্দুর রহীম ১৯০৪ খ্রি. মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জাঙ্গীপুরের নিকটস্থ মোহাম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ ইয়াকুব।[৫]

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় মক্তব ও জুনিয়র মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিন ১৯২৩ খ্রি. হাই মাদ্‌রাসা ও ১৯২৫ খ্রি. আই.এ পাস করেন। তিনি এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রি. তিনি এ বিষয়ে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময় তিনি শামসুল উলামা মুনাওয়ার আলী রামপুরীর নিকট সিহাহ সিত্তা এর পাঠ্যভুক্ত অংশগুলো অধ্যয়ন করেন।[৬]

১৯৩২ খ্রি. তিনি বি. এল ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ১৯৩৮ খ্রি. সারে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হতে বি.টি পাস করেন। ১৯৪০-১৯৪৩ খ্রি. তিন বৎসর কাল তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় হাদীস-তাফসীরের উচ্চ

---

১. এসরার আহমদ খান, পৃ. ১-৬; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬. প্রাগুক্ত।

শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেন ও শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

শিক্ষকমণ্ডলী: এদেশে তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে মওলানা বেলায়েত হোসেন বীরভূমি, মওলানা ইসহাক বর্দ্ধমানী ও মওলানা আবুনসর ওহীদ। শামসুল উলামা মুনাওয়ারআলী রামপুরী। এছাড়া দেওবন্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মওলানা এজাজ আলী, মওলানা মুফতী শফী সাহেব প্রমুখ তাঁর হাদীসের উস্তাদ। মওলানা ইদরীস (কান্দলবী), মওলানা মিঞা সাহেব সৈয়দ আজগর হোসাইন ও শিব্বীর আহমদ উসমানী তাঁর তাফসীরের উস্তাদ।[১]

কর্মজীবন: শায়খ আব্দুর রহীমের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩০ খ্রি. ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে। তিনি সেখানে এক বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর বি. এল ডিগ্রী লাভের পর অল্প কিছু দিন তিনি জঙ্গীপুর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করেন। এরপর জঙ্গীপুর হাই মাদ্‌রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন।

১৯৩৯ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় পাঠানো হয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের পর দেওবন্দ থেকে ফিরে তিনি ১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস, তাফসীর, আকাইদ ইত্যাদি শিক্ষা দেন।[২]

রচনাবলী: আরবী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সনদেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্য আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্য রচনা করেন।

১) তাছরীহুল বুখারীর প্রথম খণ্ডের অংশ বিশেষ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন।

২) তাছরীহুল বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের তরজমা ও সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩) ইমাম তিরমিযীর "শামায়েলে-ই-তিরমিযীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর টিকায় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের বরাত, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করেন। এ গ্রন্থে তার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় মেলে।[৩]

ইন্তেকাল: ১৯৭৩ খ্রি. ১ মে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ৬৯ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন। আজীমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪]

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রি.)

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) পাক ভারত-বাংলাদেশের এক অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি ইসলামী জগতের বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমধিক পরিচিত। অধ্যয়ন, গ্রন্থ প্রনয়ন, গ্রন্থ সংগ্রহ, পুস্তক রচনা এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ অধ্যাপনা এ সকল কর্মে আজীবন মশগুল ছিলেন।

নাম ও বংশ পরিচয়: মূল নাম মুহাম্মদ, ডাকনাম আমীমুল ইহসান, তিনি ছিলেন হুসাইন সৈয়দ বংশীয়।[৫] তাঁর পিতার নাম মৌলবী সৈয়দ আব্দুল মান্নান ও মাতার নাম সৈয়দা সাজিদা। পিতৃ-মাতৃ উভয় সূত্রে তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র ইমাম যায়েদের সূত্রে হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অধঃস্তন পুরুষ। বংশ পরিক্রমা হুজুর (স.) বংশ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁর পুরোনাম সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান

---

১. প্রাগুক্ত।

২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫. ড. আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, *মুফতী আমীমুল ইহসান (র.)-এর ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: ই.ফা.ব. পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, ৪র্থ, সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০১), পৃ. ৩১

আল-মুহাদ্দাদী-আল বারাকাতী; আল সাদী আল-হানাফী। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ অভিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠত্ব্য, শিষ্টাচার, আল্লাহ প্রেম ও বিশ্বস্থতার প্রতিক, আধ্যাত্মিকতা, আত্মশুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনে তাঁরা নিবেদীত প্রাণ সম্পাদনা পরিষদ

শিক্ষকমণ্ডলী: স্বীয় পিতা আবুল আযীম মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, স্বীয় চচা সৈয়দ আবুদ দাইয়া, ভাবী শ্বশুর সৈয়দ বরকত আলী শাহ্ বিজওয়ারী পাঞ্জাবী, শামছুল উলামা মহিদ আলী জৌনপুরী, মওলানা আব্দুল মজীদ মুরাদাবাদী, মওলানা আব্দুর রহমান কাবুলী, মওলানা কারামত আলী, শাহ্ পাঞ্জাবী, মুনশী মাজেদ আলা ও মুনশী আব্দুর রশীদ খাঁ, মওলানা আব্দুল রইফ দানাপুরী, এছাড়াও তাঁর যুগ শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের কয়েকজন হলেন মওলানা মুস্তাক আহমেদ আলি কানপুরী আল-মাক্কী (মৃ. ১৯৩৯) ইয়াহ সাহসারামী (মৃ. ১৯৫১) বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী (মৃ. ১৯৮৪) এবং মুহাম্মদ হোসেইন সিলেটী (মৃ. ১৯৭৪) প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীগণ।[১]

কর্মজীবন: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯৩৩ খ্রি. মুফতি সাহেব কলিকাতস্থ বাসগৃহে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খ্রি. কলিকাতা না-খোদা মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক ও মসজিদের সহকারী ইমাম পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রি. এই মসজিদের দারুল-ইফতার প্রধান মুফতির পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর এ মাদ্‌রাসার আরবী-ইংরেজি বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে অন্যান্য সহকর্মীসহ তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৫ খ্রি. ঢাকায় মাদ্‌রাসা আলিয়ার হেড মৌলবী তথা প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ খ্রি. উক্ত পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ খ্রি. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম খতিবের পদও অলংকৃত করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম ট্রেনিং প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রি. মসজিদের খতীবের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি অসাধারণ মেধা পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্জ পালন করেন।

মরহুম মুফতী সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ধর্মীয় জ্ঞান সাধক। হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় টাইটেল ক্লাসে হাদীস-তাফসীর ও ফিকাহ শিক্ষা দিতেন।

মৃত্যু: ১৯৭৪ খ্রি. ২৭ অক্টোবর রোজ রবিবার এ মহান শিক্ষক, ইসলামী পণ্ডিত, পরপারে পাড়ি জমান। তিনি তাঁর ঢাকাস্থ নিজস্ব আবাস সংলগ্ন মসজিদের পার্শ্বে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।[২]

মওলানা আলাউদ্দীন আল-আজাহারী (১৯৩৫-১৯৭৮খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: মওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী ১৯৩৫ খ্রি. ৩১ মার্চ মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন সাহেবরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আব্দুল করীম।

শিক্ষাজীবন: মওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আজহারী ১৯৪৭ খ্রি. চাঁদপুরের ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ১ম বিভাগে আলিম ১৯৪৯ খ্রি. একই মাদ্‌রাসা থেকে ১ম বিভাগে ফাজিল এবং ১৯৫১ খ্রি. ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১ম শ্রেণিতে মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন কামিল পাস করেন। এরপর তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য মিসর গমন করেন। তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ খ্রি. ফেকাহ শাস্ত্রে ও ১৯৫৫ খ্রি. উসূলুদ দ্বীন ধর্মের মূলনীতি অনুষদ থেকে ১ম শ্রেণিতে আলামিয়া ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রি. তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান ইউনিভারসিটির প্রাচ্য শিক্ষা বিভাগ থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রি. তিনি আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের শারইয়াহ বা ইসলামী আইন অনুষদ থেকে আলামিয়া ডিপ্লোমা অর্জন করেন। মওলনা যাফর আহমদ ওসমানী তাঁর উল্লেখযোগ্য হাদীসের উস্তাদ।

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮; ড. আব্দুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২. ড. আব্দুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

কর্মজীবন: কর্মজীবনে তিনি ১৯৫৫ খ্রি. থেকে ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ও উচ্চ ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউশনে খণ্ড কালীন প্রভাষক রূপে শিক্ষকতা করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে সহকারী অফিসার ছিলেন। এরপর ১৯৫৯ খ্রি. তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৪ খ্রি. ২ এপ্রিল তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নতি হন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের নাসায়ী শরীফ শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী অধ্যাপক হিসেবে এ পদে বহাল ছিলেন।

এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের আধুনিক বিষয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধক, সময় নিষ্ট, কর্মব্যস্ত ও কঠোর পরিশ্রমী। গবেষণা, অধ্যাপনা, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, বিভিন্ন সংগঠন ও সভা-সমিতি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা এ সবই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

তিনি ঢাকার মাজালিমুস সাকাফাহ (সাংস্কৃতিক সংঘ)-এর উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মাসিক আরবী পত্রিকা আস-সাকাফাহ এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি আরব বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতির প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঢাকা বেতার কেন্দ্রে আরবী মাধ্যমের সম্প্রচারন বিভাগেরও তিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে কাজ করেন।[১]

তার প্রকাশিত রচনা: ১) ইসলামিয়াত ২) তাফসীর এ আজহারী ৩) কুর'আন কোষ অভিধানপঞ্জি (আরবী বাংলা) ইত্যাদি।

মৃত্যু: মওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজহারী ১৯৭৮ খ্রি. ২৭ মার্চ সোমবার ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাকে মগবাজারস্থ কাজী অফিস লেনে অবস্থিত জামে মসজিদের পার্শ্বে দাফন করা হয়।[২]

প্রফেসর মওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন (জ. ১৯৪৪ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: প্রফেসর মওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন, পিতা- আলহাজ্ব আব্দুল মুহিত, তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা বন্দর উপজেলার কলাবাগান গ্রামে ১৯৪৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: মওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন প্রাক-প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা গ্রামের মক্তবে সমাপ্ত করেন। এরপর নিজগ্রামে অবস্থিত হাজিরাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৬১ খ্রি. ফেনী জেলার সোনাগাজী ফাজিল মাদ্‌রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ফাজিল (ডিগ্রি) পর্যন্ত অধ্যায়ন করে প্রথম বিভাগে স্কলারশীপ প্রাপ্ত হয়ে উত্তির্ণ হন। ১৯৬১ খ্রি. ভর্তি হন পাক ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সুন্নাতের 'আমলী মারকায ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় সেখানে কামিল (হাদীস) প্রথম বর্ষ সমাপ্ত করেন, ১৯৬২ খ্রি. কামিল (হাদীস) দ্বিতীয় বর্ষ মাদ্‌রাসা-ই-ইলয়া ঢাকায় ভর্তি হয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৫ খ্রি. মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কামিল (আদিব) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. মদীনা ইউনিভার্সিটির অধীনে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এরাবিক ডিপ্লোমা কোর্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজবীনের শুরু মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় ০৩-০৭-১৯৬৫ খ্রি. শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। একই প্রতিষ্ঠানে ৩১-০১-১৯৭৫ খ্রি. প্রভাষক, ২২-০৮-১৯৮৪ খ্রি. সহকারী অধ্যাপক, ০১-০৮-১৯৯৫ খ্রি. উপাধ্যক্ষ পদে উন্নতি হন। ০৮-০৪-১৯৯৬ খ্রি. উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন মুজিব কলেজ, নোয়াখালীতে। ০৭-০৭-১৯৯৬ খ্রি. পুনরায় উপাধ্যক্ষ পদে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন। ০১-০৭-৯৭ খ্রি. অধ্যক্ষ পদে উন্নতি হয়ে ১৭-০৪-২০০০ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। চাকরি জীবনের সমাপ্তি করেন একই প্রতিষ্ঠান

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

থেকে ৩০-১০-২০০১ খ্রি. অধ্যাপক হেড মওলানা পদে। বিশেষ করে শিক্ষকতা জীবনে তিনি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্নে মাজাহ, শারহু মা'আনিল আছার এবং তাফসীরে বায়যাবী ও কাশ্শাফসহ অন্যান্য কিতাবের দারস দান করেন। শিক্ষকতার পেশা সমাপ্ত শেষে ০৫-০১-২০০৯ খ্রি. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব পদে যোগদান করে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

রচনাবলী: ১) নবী প্রেম, (ঢাকা: ই.ফা.বা., তা. বি.) ২) চল্লিশ হাদীস (ঢাকা: আবতাহী ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.) ৩) বায়তুল মোকাররমের জুমু'আর খুৎবা।[১] আল্লাহ তা'আলা তার নেক হায়াত ও জাতিকে কুর'আন ও হাদীস-এর দাওয়াত পৌঁছানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন (জ. ১৯৫৩ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়: এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, পিতা- শায়খুল হাদীস মওলানা তফাজ্জল হোছাইন, তিনি নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত কুমরাদী দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্রাসার স্টাফ কোয়ার্টারে ২মার্চ ১৯৫৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পরিবার থেকেই। প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকার নবাব বাগিচা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯৬৬ খ্রি. জামি'আ হোসাইনিয়া আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সনদ লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রি. পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানের খায়রুল মাদারিস থেকে দাওরায়ে তাফসীর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭০ খ্রি. ঢাকা বোর্ড থেকে এস. এস. সি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ খ্রি. জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৫ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি. এ. অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৬ খ্রি. এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৯৮ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়, শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে ০১-০১-১৯৬৮ খ্রি. থেকে ৩১-১২-১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত মাদ্রাসা ইমদাদুল উলূম (ফরিদাবাদ), ঢাকা। ০১-০১-১৯৭৯ খ্রি. থেকে ১৭-১২-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত হাফেজ মূসা কলেজ, ঢাকা। ১৯৭৯ খ্রি. প্রভাষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬ সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৩ সহযোগী অধ্যাপক, ১০-০১-১৯৯৯ থেকে অদ্যাবধি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

রচনাবলী: ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায়, বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত রচনাবলী দেয়া হলো:

১) মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী।

২) শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান (র): শিক্ষা ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান।

৩) হাদীস সংরক্ষণে স্মৃতি শক্তির ভূমিকা।

৪) উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা মাহমূদ হাসানের ভূমিকা।

৫) হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী: ইলমে তাসাওউফে তাঁর অবদান।

৬) শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান: ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান।

৭) ওহুদ যুদ্ধ: ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা।

৮) শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন?

৯) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাসূল (স.)-এর ইসলাম প্রচার।

১০) রাসূল (স.)-এর নবুওয়াত পূর্ব মু'জিযা।

---

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাত, প্রফেসর মওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন, খতীব, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

১১) মওলানা আশরাফ আলী থানভী।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী:

১) ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান।

২) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ।

৩) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা।

হাদীসের খিদমত: বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুখারী সানী, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফসহ অন্যান্য কিতাবের দরস দিয়ে থাকেন।

এজাজতে হাদীস: তিনি অনেক বড় বড় শায়খ থেকে হাদীসের এজাজত নিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা হোছাইন আহমদ মাদানীর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা তফাজ্জল হোছাইন (র.) (তদ্বীয় পিতা)সহ সেসময়ে বড় কাটারা মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিসীনগণ। আল্লাহ তাঁর হায়াতে তয়্যিবা দান করুন, তাঁর লিখনী শক্তিকে আরো বেগবান করুন, আমীন।

ড. মওলানা মুশতাক আহমদ (জ. ১৯৬৭ খ্রি.)

জন্ম ও শিক্ষা: বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে যে সকল আলেমী দ্বীন ইল্‌মে হাদীসের চর্চা ও গবেষণা, ইসলামী শিক্ষা সম্প্রাসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে ড. মওলানা মুশতাক আহমদ অন্যতম। তিনি ১৯৬৭ খ্রি. ২ ডিসেম্বর চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত রহিমানগর ইউনিয়নের পনসাহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা মুহাম্মদ মুছা। তাঁর পিতা একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। চার ভাই-বোনের মধ্যে মওলানা মুশতাক আহমদ দ্বিতীয়। এরপর তিনি স্বগ্রামে রহিমানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেন। বড় কাটারা ঢাকা মাদ্‌রাসা হতে হেদায়েতুন্নাহু, ফরিদাবাদ জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম থেকে শরহে জামি ও শরহে বেকায়া, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী থেকে মেশকাত, মালিবাগ হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ১৯৮৫ খ্রি. তাকমীল হাদীস সমাপ্ত করেন। তিনি ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮০ খ্রি. দাখিল ১ম বিভাগে ৫ম স্থান, আলিম ও ফাজিল একই মাদ্‌রাসা হতে যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৪ খ্রি. ১ম বিভাগে ৭ম ও প্রথম বিভাগে ৯ম স্থান অধিকার করেন। এরপর দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল ১ম শ্রেণিতে ও ১৯৯০ খ্রি. এম. এ. ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ২০০০ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি পি.এইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনে হাদীসের খেদমত করার মানসে তিনি কাসেমুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসায় আবূ দাউদ শরীফ শিক্ষা দানের মাধ্যমে ১৯৮৬ খ্রি. কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৮৭-১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত পীরজঙ্গী মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে খেদমত করেন। এরপর তিনি ৯৭ খ্রি. পর্যন্ত চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের খেদমত করেন। জামি'আ ইসলামিয়া এর শায়খুল হাদীস ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় তিনি এখানে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবের শিক্ষা দিতেন।

১৯৯৫ খ্রি. তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এ রিচার্স অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমান পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত আছেন। তিনি ই.ফা.বা. এর মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। মসজিদ ভিত্তিক ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে হাদীস চর্চার মানসে তিনি খতিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমান রেলওয়ে জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এর মুহতারাম খতিব।

তিনি সামাজিক ধর্মীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক হাদীস চর্চার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে কুর'আন-হাদীসের চর্চা করেন। তিনি দৈনিক মাসিক ও ত্রৈমিসক বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে হাদীসের চর্চা ও অনুশীলন করে। রেডিও-টিভিতে ইসলামের মৌলিক বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি হাদীস চর্চা করেন। বিশেষ করে সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে মানুষদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন।

তিনি রেলওয়ে জামি'আ ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। খিলগাঁও স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদ প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ, গ্রন্থ, রচনা করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

১) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিমদের অবদান।

২) উসূলুল হাদীস, ই.ফা.বা।

৩) ইসলামের দৃষ্টিতে আইন ও বিচার।

৪) আখলাকুস সাহাবা।

৫) ওয়াহীর মর্ম ও তাৎপর্য।

৬) ইসলামের আদেশ ও নিষেধ।

৭) শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) ই.ফা.বা.।[১]

এ মহান ইলমে হাদীসের খাদিম দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।

মওলানা মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক (জ. ১৯৭২ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচিতিঃ মওলানা মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন বাসুয়া গ্রামে ১৯৭০ খ্রি. ১ মার্চ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাও. মোঃ শামছুল হক ও তাঁর মাতার নাম মোমেনা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম।

শিক্ষা জীবনঃ এরপর তিনি শেখেরগাঁও জে.ইউ সিনিয়র মাদ্‌রাসা মনোহরদী, নরসিংদী থেকে দাখিল ও আলিম পাস করেন। এরপর নরসিংদী জামি'আ কাসেমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করেন। এরপর তিনি সরকারী মাদ্‌রাসা-এ আলিয়া ঢাকা হতে কামিল (আদব) ১ম শ্রেণিতে সপ্তম স্থান, কমিল (তাফসীর) ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান ও কামিল (হাদীস) প্রথম শ্রেণিতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। এম.এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি ঢাকার যাত্রাবারী জামি'আ মাদানিয়া হতে দাওরায়ে হাদীস বিভাগে মমতাজ (১ম শ্রেণিতে) উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনঃ তিনি কর্মজীবনে, প্রথম নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার আছাদনগর ফাযিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি উক্ত পদে ১৯৯৫ খ্রি. থেকে ১৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৯৭ থেকে ৩০ শে মে ২০০১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি নাজমুল হক মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসায় (খিলগাঁও, ঢাকা) প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর শেরপুর সরকারী কলেজে ৩১ মে ২০০১ থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর ০২ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রভাষক পদে কর্মরত থাকেন। তারপর ৮ সেপ্টেম্বর ০২ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় হাদীস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে তাফসীর শাস্ত্রে বাংলাদেশী আলিমগণের অবদান ১৬০১-১৯৭০ শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিল ও প্রতি রমজান মাসে স্থানীয়ভাবে কুর'আন হাদীসের বয়ান করে যাচ্ছেন।[২]

ঢাকা বিভাগের উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা অর্জন করা যায় যে, তাঁদের হাদীস চর্চার এ নিরলস প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হাদীসের খেদমতে অনুপ্রাণিত করবে।

---

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার গ্রহণ ১৫-০৮-২০১১ খ্রি.।

২. গবেষকের সরেজমীন গমন ও সাক্ষাতকার গ্রহণ ১৩-০৮-২০১১ খ্রি. তারিখে।

বৃহত্তর কুমিল্লার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

অসংখ্য মুহাদ্দিস বৃহত্তর কুমিল্লায় হাদীস চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হল:

মুফতি 'আব্দুর রহমান (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.)

মুফতি 'আব্দুর রহমান লাকসাম উপজেলাধীন বান্দুআইন গ্রামে ১৮৮৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ আলী। দাদার নাম ফানাহ উল্লাহ মিয়াজী ও পরদাদার নাম মুহাম্মদ বখশ আলী মিয়াজী।

তার প্রাথমিক পড়াশুনা বান্দুআইন মধ্যপাড়া মোল্লাবাড়ির ফোরকানিয়া মক্তবে আরম্ভ হয়। এখানে তিনি ১৮৯২ খ্রি. থেকে ১৮৯৫ খ্রি. পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৮৯৬ খ্রি. পর তিনি ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমগঞ্জ দরসে নেযামী মতে পরিচালিত ফয়েজিয়া কওমী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কাফিয়া পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন। অতঃপর নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে জামীতে ভর্তি হয়ে জামা'আতে উলা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় দেখতে পান যে, বরিশাল নিউস্কীম হাই স্কুলে একজন হেড মৌলভীর প্রয়োজন। তখন তিনি ঐ চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং তিন বছর চাকরি করার পর পুনরায় 'উলূমে নববী আহরণে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে সমাপ্তির দার প্রান্তে পৌঁছে তার সংগ্রামী শিক্ষা জীবন। তিনি বড়মাপের আলিম ও মুহাদ্দিসদের নিকট ইল্‌মে হাদীসসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। তাঁর ওস্তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন: ১) মওলানা ইদ্রীস আলী। ২) মওলানা গিয়াস উদ্দীন।

এছাড়াও তিনি প্রথমে হাকীমুল উম্মাত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শর্শদির মওলানা নযীর আহমদ শহীদ (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

মুফতী আব্দুর রহমান ছাত্রজীবন শেষ করার পর প্রথমে কুমিল্লা জেলাধীন বটগ্রাম মাদ্‌রাসায় মুফতি ও হাদীসের ওস্তাদ হিসেবে সুদীর্ঘ সতের বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর কুমিল্লা কাসেমুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। এখানে তিন বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। লাকশাম উপজেলার অন্তর্গত কাশীপুর মাদ্‌রাসার অবস্থা তখন একেবারেই জড়সড়। অতঃপর তিনি কাশীপুর মাদ্‌রাসার মুহতামিম মওলানা হামীদ উল্লাহ, এলাকার আলিম-ওলামা ও নেতৃস্থানীয় দীনদার লোকদের বিশেষ অনুরোধে কাশীপুর মাদ্‌রাসায় নায়েবে মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছর যাবত মুফতি আবদুর রহমান এ গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মুফতি আবদুর রহমান-এর ছাত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন এবং দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

১) মওলানা আবদুর রব। ২) মওলানা সেকান্দার আলী, বড় কাটারা মাদ্‌রাসা, ঢাকা। ৩) মওলানা সূফী সেকান্দার আলী, নবীনগর, ঢাকা। ৪) মওলানা আব্দুল আযীয, মুহতামিম, বটগ্রাম মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা। ৫) মওলানা আখতারুজ্জামান, অধ্যক্ষ পিপুলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা। ৬) মওলানা আব্দুল ওয়াদূদ। ৭) মওলানা মোবারক করীম, মুহতামিম, খুলনা মাদ্‌রাসা। ৮) মওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, ঢাকা। ৯) মওলানা মুফতি শামছুদ্দীন, রংপুর। ১০) মওলানা মুমতাযুল করীম, রাজশাহী।

মৃত্যু: মুফতি আবদুর রহমান ১৯৭৩ খ্রি. মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য ছাত্র, ভক্তবৃন্দ রেখে যান।[১]

মওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (পীরজী হুজুর) (১৮৯০-১৯৭৬ খ্রি.)

মওলানা আব্দুল ওয়াহহাব কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আহসান উল্লাহ। তিনি 'পীরজী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বালক আব্দুল ওয়াহহাব স্থানীয়

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, '*বৃহত্তর কুমিলণ্ঢা জেলায় হাদীস চর্চা* (১৯০১-২০০০ খ্রি.)', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর-২০০৯ খ্রি.)।

মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর পড়ার পর তিনি ভারত গমন করে প্রথমে মাযাহেরুল 'উলূম সাহারানপুর ও দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদ্রাসা হতে তিনি দাওরায়ে হাদীস সনদ অর্জন করেন। পড়াশুনা শেষ করে মওলানা আশরাফ আলী থানভীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তথায় ৬মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কর্মজীবনের সূচনালগ্নেই তিনি একাধারে প্রতিভাবান মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক সাধাক হিসেবে সমাজে পরিচিত হন। তিনি ১৯৩০-১৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ও খুলনার গজারিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত থেকে হাদীসের দরস দেন। পরবর্তীতে মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর এর সাথে ঢাকায় আগমন করে বড় কাটারায় জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম মাদ্রাসাটি পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত মাদ্রাসায় তিনি আজীবন মুহতামিম পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষা দান করেন। তাঁর অক্লান্ত সাধনায় এ মাদ্রাসা অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লহ, মওলানা আমিনুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক, মওলানা মমতাজ উদ্দীন তাঁর অসংখ্য কীর্তিমান ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মারা যান।[১]

ফখরে বাঙ্গাল মওলানা তাজুল ইসলাম (১৮৯৬-১৯৭১ খ্রি.)

প্রখ্যাত আলিম রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক ফখরে বাঙ্গাল মওলানা তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ভুবন গ্রামে ১৮৯৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনওয়ারুদ্দীন একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। পিতার কাছে ও স্থানীয় শ্রীঘর মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে সিলেটের বাহুবল মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখান থেকে সিলেটের সরকারি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯১৮ খ্রি. ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে উলা পাস করেন।[২] এরপর তিনি ১৯১৯ খ্রি. দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে তিনি ৪ বছর লেখাপড়া করে দাওরায়ে হাদীস ও দাওরায়ে তাফসীর সমাপ্ত করেন। মওলানার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন যথাক্রমে মওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, সৈয়দ আসগর হোসাইন, মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মুফতি আযিযুর রহমান প্রমুখ। বাংলাদেশের যে কয়জন আলিম আরবীবিদ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে আরবী কবিতা, গদ্য ও গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে মওলানা তাজুল ইসলাম অন্যতম।[৩]

মওলানা দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কুমিল্লার সুয়াগাজী মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে স্বীয় কর্ম জীবন শুরু করেন। তারপর কুমিল্লা জামি'আ মিল্লিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত থেকে ১৯৬৩ খ্রি. জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়ায় মুহতামিম পদে যোগদান করে আমৃত্যু উক্ত পদে ছিলেন।[৪] মওলানা তাজুল ইসলাম দারুল 'উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সময়ই ধর্মীয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারকারীদের সাথে বিতর্কে ও তাদের মতবাদ খণ্ডনে বিশেষ নিপুনতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৫] তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও বাতিল মতবাত খণ্ডনে অবদান রাখার সাথে সাথে তিনি জাতীয় রাজনীতিতেও জড়িত হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ মহান হাদীস বিশারদ ১৯৭১ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[৬]

---

১. আমীরুল ইসলাম 'পীরজী হুজুর'-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, স্মরণীকা, ১৯৯৭, জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটারা, ঢাকা, পৃ. ৭-৮; মোঃ আব্দুল করিম, দেওবন্দ আন্দোলন, বাংলার মুসলিম সমাজে প্রভাব (১৮৬৬-১৯৪৭), অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৩, পৃ. ২০০

২. হাফিয মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-১৫

৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

৪. মোঃ 'আব্দুল করিম, *দেওবন্দ আন্দোলন: বাংলার মুসলিম সমাজের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

মওলানা আব্দুল গফুর (১৯০০-১৯৭৩ খ্রি.)

আনুমানিক ১৯০০ খ্রি. দেবিদ্বার উপজেলার অন্তর্গত গণেশপুর গ্রামের এক দ্বীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফয়েজ উদ্দীন। মুন্সী ফয়েজ উদ্দীন তাঁর উভয় সন্তানকে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি করান। ভ্রাত্রিদ্বয় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রথমে কুমিল্লার এক মাদ্‌রাসায় দু'বছর পড়াশুনা করেন। অতঃপর নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'দারুল 'উলূম দেওবন্দে' গমন করে একটানা পাঁচ বছর সেখানে অবস্থান করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীসের সনদ লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। দারুল 'উলূম দেওবন্দে অবস্থানকালে মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সময়ে থানভী (র.)-এর দরবারেও যাতায়াত করতেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ধামতী মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ঐ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে বছর খানেক সময় অবস্থানের পর উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ইস্তেফা দিয়ে বাড়িতে এসে ১৯৩৩ খ্রি. কাসেমূল 'উলূম নামে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করে তা'লীম শুরু করেন। তিনি ১৯৭৩ খ্রি. মারা যান। মৃত্যুকালে চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান। তাঁর তা'লীমের ফল হলো:

১) মুফতি আনোয়ার আলী, সাবেক মুহতামিম, রামপুর মাদ্‌রাসা ও প্রতিষ্ঠাতা কাজিয়তলা মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা আব্দুল জাব্বার, মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, রামকৃষ্ণপুর মাদ্‌রাসা।

৩) মোঃ সৈয়দ আলী, প্রতিষ্ঠাতা আশরা মাদ্‌রাসা (দেবিদ্বার)।

৪) হাফিয মওলানা আবুল খায়ের, প্রতিষ্ঠাতা, রাণীর বাজার আযীযুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

৫) মওলানা আব্দুল লতীফ, মুহাদ্দিস, রামপুর মাদ্‌রাসা।

৬) মওলানা আব্দুল কুদ্দুস, প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, মিরপুর মহিলা মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৭) কারী মু'মিনুল হক (তেগুরিয়া), মুহতামিম, গণীপুর মাদ্‌রাসা।

৮) মওলানা আবদুর রহমান ফারুকী, প্রতিষ্ঠাতা, মদীনাতুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, চান্দিনা।

৯) মওলানা আমীর উদ্দীন, মুহাদ্দিস, রামপুর মাদ্‌রাসা।[১]

মওলানা আব্দুল মজীদ (১৯০১-১৯৮৫ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার দেবিপুর গ্রামে ১৯০১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী। বালক আব্দুল মজীদ স্থানীয় মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় গমন করে ১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৩০ খ্রি. যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল পাস করেন। শামসুল ওলামা মওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহসারামী ও মওলানা মুশতাক আহমদ কানপুরী হাদীসের উস্তাদগণের অন্যতম। ছাত্রজীবন শেষ করে মওলানা আব্দুল মজীদ ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ও পশ্চিমগাঁও ফয়েজিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৩৫ খ্রি. কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন দৌলতগঞ্জে বিলুপ্ত প্রায় গাজীমুড়া মাদ্‌রাসাকে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করে এর অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। এ মাদ্‌রাসার বর্তমান নাম দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। মওলানা আব্দুল মজীদ এ মাদ্‌রাসাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মাদ্‌রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি বিলিয়ে দেন। তিনি এখানে ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ খ্রি. যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল শ্রেণি চালু করেন। তাঁর যোগ্যতা ও নিষ্ঠার বদৌলতে অল্প সময়ে এ মাদ্‌রাসা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। মুলত: এখানকার ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর তিনি ১৯৫৭ খ্রি. কামিল (হাদীস) চালু করে এতদঞ্চলের হাদীস শিক্ষার্থীদের আশা পুরণে অনন্য ভূমিকা রাখেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনার ফলশ্রুতিতে কালক্রমে এ মাদ্‌রাসা সারাদেশে হাদীস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

পরিগণিত হয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে তার কাছ থেকে অনেক ছাত্র ইল্‌মে হাদীসসহ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন:

১) মওলানা রেজাউল হক, অধ্যক্ষ, রামগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী।

২) মওলানা আ.ন.ম. তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা শাহ মোঃ মহিউদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা আবুল হাসান মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, উপাধ্যক্ষ, বোরহান উদ্দীন আলিয়া মাদ্‌রাসা, ভোলা।

৫) মওলানা মোঃ আব্দুল কাদের, অধ্যক্ষ, আফসারুল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৬) মওলানা মোহাম্মদ ওয়াহীদুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৭) মওলানা শরিফ হোসাইন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বড়বাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।

৮) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তদীয়পুত্র।

৯) মওলানা ছালেহ আহমদ, অধ্যক্ষ, সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।[১]

শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা তফাজ্জল হোছাইন (র.) (১৯০৫-১৯৯৫ খ্রি.)

নাম: শায়খুল হাদীসের পূর্ণ নাম মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন। তবে বড় কাটরা মাদ্‌রাসার এক নম্বর কক্ষে বসতেন বলে তিনি 'এক নম্বর হুযূর' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্ম: তিনি বর্তমান কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দাউদকান্দি থানার কালাসাদারদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন।

বংশ পরিচিত: তাঁর পিতা মুন্সী 'আলীমুদ্দীন একজন একনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দাদা ছিলেন উক্ত থানার সনামধন্য আঞ্চলিক বিচারক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উম্মেদ 'আলী প্রধান। তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন। হজ্জ পালন শেষে স্বদেশে ফেরার পথে জেদ্দা স্টীমার ঘাটে গুরুতর অসুস্থ হয়ে জান্নাতবাসী হন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

শিক্ষা জীবন: শায়খুল হাদীস শৈশবে দাদার সাথে বিচারের বিভিন্ন মজলিসে যেতেন। তিনি সেখানে দাদার অবস্থান, আচরণ, কথা ও অন্যান্য লোকের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে পুলকিত হয়ে তাঁকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতেন। তখন থেকেই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রথম ধাপে পা রাখেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নিজ গ্রাম সংলগ্ন চরগোয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। তাঁর পিতা কালাসাদারদিয়া গ্রাম থেকে চাঁদপুর জেলায় কচুয়া থানার অন্তর্গত পালাখাল গ্রামের উত্তর প্রান্তে তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন।

শায়খুল হাদীস ১৯১৭ খ্রি. পালাখালের মুন্সী রওশন 'আলীর কাছে পবিত্র কুর'আন মজীদ, রাহে নাজাত, মিফতাহুল জান্নাতসহ আরো অনেক কিতাব পড়েন। এরই মাঝে তাঁর পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন। এতে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। অবশেষে তাঁর পিতা ১৯২০ খ্রি. ইহধম ত্যাগ করে পরপারে চলে যান। তাঁকে সেখানেই পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পিতার ইন্তেকালের পর অন্যান্য ভায়েরা তাঁকে ক্ষেত-খামারে কাজের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর অদম্য স্পৃহা ও দুর্বার আকাঙ্খা থাকায় বড় ভাই জনাব আব্দুল হামীদ-এর সহায়তায় ১৯২৫ খ্রি. কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত সিংগাড্ডা গ্রামের বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ 'আলিম মওলানা যয়নুল 'আবিদীন-এর কাছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর কাছে উর্দু, ফারসী ও 'আরবী সাহিত্য তথা দরসে নিযামীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ছয় বছরের কোর্স উর্দু পহ্‌লী থেকে শর্‌হে জামী পর্যন্ত মাত্র তের মাসে শেষ করেন।

---

১. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; অফিস রেকর্ড, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা; সাক্ষাতকার: মওলানা শাহ্ মোঃ মহিউদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, অত্র মাদ্‌রাসা।

এরপর তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়ির প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় জামা'আতে পাঞ্জাম ও চাহারম-এ পড়াশুনা করেন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রি. উভয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় পরপর দু'বছর 'মুন্সী 'আয়নুদ্দীন রোপ্য পদক' অর্জন করেন। তারপর দু'বছর ফাযিল শ্রেণিতে লেখাপড়া করে ১৯৩২ খ্রি. সিলেট সরকারি 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে আসাম-বেঙ্গল বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নম্বরসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শাইখুল হাদীস চূড়ান্ত ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্য ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৩৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত সনদ (ডিগ্রী) লাভ করেন। শায়খুল হাদীস মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭) হাদীস পঠন ও পাঠনের জন্য তাঁকে খুসূসী সনদও প্রদান করেন।

বায়'আত: দেওবন্দে অবস্থান কালে তিনি শায়খুল ইসলাম মাদানী (র.)-এর নিকট বায়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুলূক ও তাসাউউফের

মানযিলগুলো অতিক্রম করে তাঁর একজন বিশিষ্ট শাগরিদ হিসেবে আস্থাভাজন হন।

দেশে ফিরার পর তিনি দীর্ঘদিন হাদীস পাঠদানে মত্য ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯৯২ খ্রি. হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী (র.)-কে বিশেষ খাবে (স্বপ্ন) দেখেন। এই খাব বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর বিশেষ খলীফা হযরত মওলানা ইদ্রীছ সন্দীপী (র.)-এর কাছে বায়'আত হতে যান। সেখানে সন্দীপের হযরত শায়খুল হাদীসের মুখে এ স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, আমি আপনাকে বায়'আত করতে পারবো না। বরং আপনার সাথে আমি আমার কামরায় কিছু আলোচনা করতে পারি। প্রায় দীর্ঘ ২-৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর তিনি চলে আসেন। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায়নি তিনি বায়'আত গ্রহণ করেছেন নাকি ভিন্ন কোন সুলুকের পরামর্শ করেছেন?

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কুর'আন মজীদ হিফ্‌য করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে হিফ্‌য করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই তিনি হিফ্‌য করার উদ্দেশ্যে 'আলীগড়ের অন্তর্গত মেণ্ডুর নওয়াব বাড়ির হিফ্‌যখানায় ১৫ সফর ১৩৫৫ হিজরীতে ভর্তি হন। ১৩ রবী'উসসানী ১৩৫৬ হিজরীতে মাত্র এক বছর দু'মাস সময়ে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ হিফ্‌য করতে সক্ষম হন।

কর্মজীবন: তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩৭ খ্রি. ঢাকার নওয়াব বাড়ির ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে প্রায় চার বছর ছিলেন। এরপর ১৯৪০ খ্রি. ডিসেম্বরে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত চরশুবুদ্দি মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট যোগদান করেন। সেখানে তিনি প্রায় আড়াই বছর কর্মরত হেড মওলানা-এর পদ অলঙ্কৃত করেন। উক্ত মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা সে সময়ে মাদ্‌রাসা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলোতে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন।

অবশেষে তিনি ঢাকা জেলার চকবাজারস্থ হুসায়নিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বছর যাবৎ শায়খুল হাদীস হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে ঢাকার নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করতে থাকেন।

চিন্তা-ভাবনা: শায়খুল হাদীস চকবাজারস্থ হুসায়নিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় যোগ দানের পর উর্দূ রোডে কয়েকটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে (পরামর্শ সভা করার জন্য) বাংলাদেশের সকল উলামায়ে কিরামগণকে একত্রিত করে একটি কমিটি বানাবেন, প্রত্যেক জেলায় জেলায় উলামায়ে কিরামের একটি কমিটি থাকবে। চিন্তা ছিল বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামকে এক কাতারে দাঁড় করানো, কোন মসজিদ থেকে ইমাম, মু'আজ্জিনের চাকরি যেতে হলে এই কমিটির মাধ্যমে হতে হবে। কোন মসজিদে ইমাম বা মু'আজ্জিনের চাকরি নিয়োগ দিতে হলে এই কমিটির মাধ্যমেই দিতে হবে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শায়খুল হাদীসের যেমন ছিল বুদ্ধিমত্তা তেমনি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পরামর্শ শেষে তিনি রাতে প্রত্যেক কামরায় খোঁজ-খবর নিতে একজন গুপ্তচর পাঠান, খোঁজ নিয়ে দেখেন, প্রত্যেক কামরাতেই

কেউ না কেউ বলাবলি করছে আমি আমার এলাকার সভাপতি হবো, অন্যজন বলছে আমি সেক্রেটারী হবো, অবশেষে শায়খুল হাদীস যখন দেখলেন, সকলেই পদ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে, তাহলে কাজ করবে কে? তাই তিন দিনের পরামর্শ সভাকে দ্বিতীয় দিনের মাথায় ইতি টেনে দিয়ে বললেন, আমি পদ বা অধিপত্তি বিস্তারের জন্য কাজ করিনি, বরং বাংলাদেশের উলামায়ে কিরাম যেন জনগণের হাতে জিম্মি না হয়, তারজন্য কাজ করতে চেয়েছি। কিন্তু আমি নিরাশ। কেননা সকলেই পদ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছেন। তাই আমি আজ এই পরামর্শ সভার সমাপ্ত ঘোষণা করলাম।

স্বভাব-চরিত্র: তিনি জালালী তবী'আতের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধর্ম বিরোধী কোন কাজ দেখলেই তিনি দৃঢ়ভাবে এত প্রতিবাদ করতেন। তা' কে করছে, সেদিকে না তাকিয়ে প্রথমে প্রতিবাদ করে পরে দেখতেন, কে করলো। বড়, ছোট, পদস্থ, কর্মকর্তা বা ইমাম আপামর যে কেউ কোন ভুল করলেই তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, বান্দার হক ও অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর মনোভাবের। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ছিলেন শতব্যস্ত। কিতাব ও বই পুস্তক সংগ্রহ ছিল তাঁর শখের কাজ। প্রতিদিন শেষ রাতে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। তিনি সালাত আদায়ের চেয়ে তিলাওয়াতই করতেন অধিক পরিমাণে। তিনি ১৯৭২ খ্রি. হজ্জ সমাপন করেন।

শায়খুল হাদীস বর্তমান সমাজের উপযোগী ও বাস্তব সম্মত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তাফসীর বর্ণনা: তিনি হাজারীবাগের কুলাল মহল মসাজিদে প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব কুর'আন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করে দীর্ঘ ১৬ বছরে তা' সমাপ্ত করেন।

পাঠদান পদ্ধতি: তিনি ছাত্রের মেধানুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করে পাঠদান করেন।

মাস'আলা প্রদান: তিনি মাস'আলার সাথে মাস'আলা সংক্রান্ত একটি ঘটনাও বলে দিতেন যেন মাস'আলাটি বোধগম্য হতে সহজ হয়।

তাহকীক: ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি বিষয়ের সমস্যা সমাধান পূর্ণভাবে তাহকীক করে নিজে তা' 'আমল করতেন ও অন্যকে করতে বলতেন।

গ্রন্থ রচনা: (ক) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন। (খ) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) : মু'জিযা ও দার্শনিক তাৎপর্য : এটি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মু'জিযা সম্বলিত প্রমাণ ভিত্তিক বৃহত গ্রন্থ। (গ) শবে কদর ও শবে বরাত : কদর ও বরাতের রাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বহুল পুস্তক। (ঘ) সৃষ্টি নহে প্রীতি বন্ধন: এটি খিদমতে খাল্‌ক্ সম্পর্কিত একটি মূলবান গ্রন্থ। (ঙ) সুল্লামুল 'উলূম-এর শরাহ্ : এটি উর্দু ভাষায় লিখিত সুল্লামুল 'উলূমের বিস্তারিত ব্যখ্যা গ্রন্থ।

সম্পাদনা: (ক) তাফসীরে আশরাফী: তিনি এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বায়ানুল কুর'আন-এর অনুবাদ তাফসীরে আশরফী-এর সম্পাদনা করেন।

(খ) কুর'আন মজীদের অনুবাদ: তিনি এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত কুর'আন মজীদের বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা করেন।

(গ) সৌভাগ্যের পরশমনি: তিনি হযরত ইমাম গাযালী (র.) কর্তৃক কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থের মৌলবী আব্দুল খালেক কর্তৃক অনূদিত সৌভাগ্যের পরশমণি-এর সম্পাদনা করেন।

(ঘ) পরিবার নহে কারাগার: মৌলবী মুজাফ্ফর আহ্মদ কর্তৃক লিখিত পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও এর ইসলাম সম্মত সমাধান মূলক বাস্তবধর্মী বইটির সম্পাদনা করেন।

মৃত্যু: তিনি বার্ধক্য জনিত কারনে ঢাকার লালবাগ থানার অন্তর্গত হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন ২৫ বাড্ডানগর লেনের নিজ বাসভবনে ১০ মে ১৯৯৫ খ্রি. বুধবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ইহধম ত্যাগ করেন। সে দিন 'আসরের পর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।[১]

---

১. শায়খুল হাদীস মওলানা তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ মুস্ড়ফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৯৮), পৃ. ১১-১৩

মওলানা মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন (১৯০৮-১৯৭৭ খ্রি.)

তিনি কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন ফেনুয়া গ্রামে ১৯০৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী ইমামুদ্দীন এবং মাতার নাম আমেনা। তিনি স্থানীয় হাওলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর পিতৃ ও মাতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি স্বীয় চাচা মেহেরুল্লার তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা জেলাধীন দারুল 'উলূম বরুড়া'য় ভর্তি হন। তথায় পাঁচ বছর পড়ার পর তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ফাযিল পাস করেন। অল্প বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়েও অতি কষ্টে তিনি লেখাপড়া করেন। এতদসত্বেও এ দারিদ্র্য তাঁর জ্ঞানর্জনের পথরোধ করতে পারেনি। তিনি দাওরা হাদীস পড়ার দুর্বার বাসনায় সকল সংকট উপেক্ষা করে দারুল 'উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং তথা হতে দাওরা হাদীস পাস করেন।

দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার পরপরই মওলানা দেলোয়ার হোসাইন নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, মুক্তগাছা আলিয়া, নেত্রকোনা মিফতাহুল 'উলূম (কওমী) মাদ্‌রাসা ও ময়মনসিংহের ইসলাম (কওমী) মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে হাদীস শিক্ষাদান করেন। সর্বশেষে কুমিল্লার দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা (বর্তমান নাম আল-জামিয়া আল-ইলামিয়া বরুড়া) শায়খুল হাদীস মওলানা কুরবান তাঁর মৃত্যুর পর মওলানা দেলোয়ার হোসাইন উক্ত মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি এখানে কর্মরত থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সিহাহ্-সিত্তার পাঠদান করেন। ১৯৭৭ খ্রি. সিহাহ-সিত্তার মহান পণ্ডিত মারা যান। আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন।[১]

মৌলভী দ্বীন মুহাম্মদ (১৯১০-১৯৮৩ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন বান্দুয়াইন গ্রামে ১৯১০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ছমীর উদ্দীন এবং মাতার নাম নবী জাহান। তিনি পিতা মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন ইল্‌মে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর মামা মওলানা আফতাব উদ্দীন-এর নিকট চলে যান। মামার তত্ত্বাবধানে তিনি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি পবিত্র কুর'আন শরীফ ও জরুরি মাস'আলাসমূহ শিক্ষা করেন। পরে তাঁকে তাঁর মামার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মুন্সীর হাট মাদ্‌রাসায় ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি বোছতা কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবসমূহ পড়েন। অতঃপর তাঁর মামা বটগ্রাম মাদ্‌রাসাতে পাঠিয়ে দেন। বটগ্রাম মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঝিঙ্গবাড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। ঐ মাদ্‌রাসায় তখন মুহাদ্দিস ছিলেন মওলানা মোহসেন। ছাত্র জীবন শেষে কর্ম জীবনে পা রাখার পূর্বে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জনের জন্য শায়খুল আরব ওয়াল আযম মওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল কারীম-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

লেখাপড়া শেষ করে তাঁর মামা ও উস্তাদ মওলানা আফতাব উদ্দীন-এর পরামর্শ অনুযায়ী দ্বীনী খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। সর্ব প্রথম তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত খিলা ইউনিয়নের বাতাবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় তা'লীমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাতাবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি রংপুর জেলার শোলমারীতে এক মাদ্‌রাসায় ১৮ বছর যাবত খিদমত করেন। সেখান থেকে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার সালেয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত সালেয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ ৩৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে খিদমত করে গেছেন। তিনি মওলানা মাদানী-এর সাথে দ্বীনী সফরে সুদূর রেংগুন গিয়েছিলেন। ৩ বছর যাবত পীর সাহেবের সাথে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং তাঁর বয়ানের অনুবাদ করেন। এ সফর অবস্থায় তিনি আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, শাব্বীর আহমদ উসমানী ও যাফর আহমদ ওসমানী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের সাক্ষাত লাভ করেন।

তিনি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অনর্গল আরবী কথা বলতে পারতেন, ফার্সিতেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বার্ধক্য ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিশোরগঞ্জ সালেয়া

১. মওলানা হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২

মাদ্রাসা থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে আসেন এবং ৩০ জুন ১৯৮৩ খ্রি. মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। জানাযার শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।[১]

মওলানা আব্দুল হক দেওয়ান (১৯১৮-১৯৯৮ খ্রি.)

মওলানা আব্দুল হক ১৯১৮ খ্রি. পিতার কর্মস্থল মাদারীপুর জেলার হাজরাপুর হাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস চাঁদপুর সদর উপজেলার ইব্রাহীমপুর দেওয়ান বাড়ি। কালের আবর্তনে ঐ বাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 'আলিম পরিবারে জন্ম বিধায় নিজ ঘরেই লেখাপড়া শুরু। প্রাথমিক লেখাপড়া করেন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। দেশ বিভাগের পর ছারছিনা 'আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পাস করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষক হলেন:

১) মওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী। ২) মওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী। ৩) মওলানা তাজাম্মুল হোসাইন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনের প্রথমে তিনি মাদারীপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর চাঁদপুর ওসমানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর চাঁদপুরে 'মোহাম্মদিয়া প্রেস স্থাপন করে দ্বীনী কিতাবাদি ছাপানোর খিদমতে নিয়োজিত হন। ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত চাঁদপুর পুরাতন বাজার জামে মসজিদে ইমাম ছিলেন। এ সময় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করেন। এরপর তিনি পাকিস্তান সফরে যান। এরই মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৩ খ্রি. জাফরাবাদ মাদ্রাসায় মুহ্তামিম নিযুক্ত হন। এ মহান ব্যক্তি ১৯৯৮ খ্রি. ৭ মার্চ শনিবার জাফরাবাদ নিজ বাড়িতে মারা যান।[২]

মওলানা মোস্তফা হামিদী (জ. ১৯৩২ খ্রি.)

যেসব বরেণ্য আলিম বৃহত্তম কুমিল্লা জেলায় ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম ও হাদীস চর্চা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মওলানা মোস্তফা হামিদী অন্যতম। তিনি ১৯৩২ খ্রি. কুমিল্লা লাকসাম উপজেলার চারজানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল হামিদ মজুমদার। শৈশবে পিতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গৃহ শিক্ষা লাভ করার পর বাঙ্গাড্ডা বাজার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আরবী ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সরকারী বৃত্তিসহ ১৯৫১ খ্রি. আলিম, ১৯৫৩ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৫৫ খ্রি. কামিল (হাদীস) সমাপ্ত করেন। তিনি ছাত্রজীবনে প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত দ্বীনী ব্যক্তিত্বের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্থানী।

২) মওলানা আব্দুল আউয়াল।

৩) মওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী প্রমুখ।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ইল্মে হাদীসের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে পাঙ্গাশিয়া মাদ্রাসায় হাদীসের দরস দেন। এরপর তিনি ১৯৫৮ খ্রি. দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ১৯৮৪ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রি. তিনি ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদের আসীন হন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ-বিদেশে হাদীস চর্চা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।[৩] তবে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে তিনি

---

১. সাক্ষাতকার: মওলানা এ.এইচ. এম. নূরুল্লাহ, প্রভাষক, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা ও তদীয়পুত্র।

২. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

৩. অফিস রেকর্ড, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫; মুহাম্মদ অলি উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় এখনও নিযুক্ত আছেন। তিনি বিভিন্ন ফতওয়াহ্ প্রদান করে থাকেন এবং মাঝে মধ্যে হাদীসের দরস দিয়ে থাকেন। তিনি একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস এবং আবেদ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েজন হলেন-[১]

১) মওলানা রফিক উল্লাহ আফসারী, মুহাদ্দিস, ড্যামুড্ডা হামিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা তৈয়বুর রহমান, শায়খুল হাদীস ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা লুৎফুর রহমান যশোরী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা রফিকুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, চরমোনাই কামিল মাদ্‌রাসা।

৫) মওলানা রুহুল আমিন আফসারী, মুহাদ্দিস, ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৬) মওলানা বাকী বিল্লাহ, মুহাদ্দিস, ঝালকাঠি নেছারাবাদ কামিল মাদ্‌রাসা।

৭) মওলানা ছালেহ আহমদ, উপাধ্যক্ষ, সৈয়দপুর কামিল মাদ্‌রাসা।

৮) মওলানা আব্দুল লতিফ প্রধান মুহাদ্দিস, ঢাকা দারুন্নাজাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৯) মওলানা আ.ন.ম. তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১০) মওলানা শাহ্ মোঃ মহিউদ্দিন, উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১১) মওলানা আব্দুল কাদির, নাঙ্গলকোট ফাযিল মাদ্‌রাসা।

১২) মওলানা শরীফ হোসাইন, অধ্যক্ষ, বড়বাম ফাযিল মাদ্‌রাসা।

১৩) মওলানা আবদুর রব, অধ্যক্ষ, পরতি ফাযিল মাদ্‌রাসা।

১৪) মওলানা শফিকুল ইসলাম, মুহাদ্দিস আটরশি কামিল মাদ্‌রাসা।

১৫) মওলানা আবুল হাসান মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, উপাধ্যক্ষ, বোরহান উদ্দিন কামিল মাদ্‌রাসা।

১৬) মওলানা মোরশেদ আলম সালেহী (গবেষক) ঢা.বি.।

মওলানা আবদুর রশীদ ফয়েজী (১৯৩৩-১৯৯৭ খ্রি.)

তিনি ১৯৩৩ খ্রি. কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলীম উদ্দীন। প্রথমে তিনি স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি গ্রামের ফোরকানিয়া মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁকে আনুমানিক সাত বছর বয়সে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান জামি'আ ইসলামিয়া মুযাফফারুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি প্রাথমিক উর্দু, ফার্সিসহ বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়ন করার পর দেবীদ্বার উপজেলাধীন রামপুর কাওমী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে নাহু-সরফের বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ে আরবী ব্যাকরণে অত্যন্ত যোগ্যতা অর্জন করেন। দিন দিন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মেধার অসাধারণ বিকাশ ঘটতে থাকে।

লেখাপড়ার আরো উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি কুমিল্লাস্থ কাসেমুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানেও অতি সুনামের সাথে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। সেখানে তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ মাধ্যমিক ও ইল্‌মে হাদীসে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইসলামী বিদ্যাপীঠ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। গভীর চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপ্তির পর তিনি প্রাইভেট মা'কূলাত বা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ চার বছর ব্যয় করে তিনি তর্কশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।

---

১. সাক্ষাৎকার: মওলানা রফিক উলণ্ঢাহ আফসারী, মুহাদ্দিস, ড্যামুড্ডা হামিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

দারুল 'উলূম হাটহাজারীতে শিক্ষাপর্ব সমাপ্তির পর আঠার শতকের শেষার্ধে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় গমনকরেন। কুর'আন ও হাদীসের আরো উচ্চতর শিক্ষা হাসিলের লক্ষ্যে প্রথমে হাদীস তারপর তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন। দু'টি বিভাগে তিনি চার বছর যাবত লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। এ সময় তিনি ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও আত্মনিয়োগ করেন। এখানে ইল্‌মী, আখলাকী, তাহযীব-তামাদ্দুনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে কিশোরগঞ্জ মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে কিছুকাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাঠদানের পর রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ বড় কাটারা আশরাফুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় মহাপরিচালক মওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (পীরজী হুজুর)-এর বিশেষ অনুরোধে সেখানে উস্তাদ নিযুক্ত হন। মানতিক, হিকমত, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষাদান করেন। এ সময় তিনি মাদ্‌রাসার জেনারেল শিক্ষা সচিব ছিলেন। এক সময় তিনি মাদ্‌রাসার সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে নিযুক্ত হন। বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার সকল হাদীসগ্রন্থ পর্যায়ক্রমে পাঠদান করেন। তাফসীরে বায়যাবী ছিল তাঁর নিয়মিত দরসের বিষয়। তিনি বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় থাকা অবস্থায় উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম মুফতিয়ে আযম মওলানা ফয়যুল্লাহ (র.)-এর খিলাফত লাভ করেন। কিছুদিন পর বড় কাটারা মাদ্‌রাসা থেকে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তিনি অব্যাহতি নিয়ে জন্মস্থান মুরাদনগর এসে নিজ বাড়িতেই মসজিদসহ একটি নতুন মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসার স্বনাম ধন্য মুতাওয়াল্লী আলহাজ্ব কাজী শাহ্ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ (সংসদ সদস্যও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) -এর অনুরোধে তিনি সর্বপ্রথম দরসে হাদীসের সূচনা করেন। এখানে ৮/১০ জন ছাত্রকে দাওরায়ে হাদীসের কিতাবাদি পড়াতে আরম্ভ করেন। অতঃপর এক সময়ে তিনি জামি'আ ইসলামিয়া মুযাফ্‌ফারুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদসি হিসেবে নিযুক্ত হন। মওলানা আবদুর রশীদ এখানে বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাব পড়াতেন বলে জানা যায়। তিনি হাদীস ও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলো হচ্ছে-

১) জযবায়ে মা'রিফাত ২) তাফসীরে বায়যাবীর উর্দূ শরাহ ৩) শরহে কারীমা ৪) কাশফুল আসরার শরহে ফান্দেনামা ৫) সলাতুত তাসবীহ (উর্দূ) ৬) সলাতুত তাসবীহ (বাংলা) ৭) তোহফাতুল মাযার ৮) তোহফাতুল মোমেনীন।

১৯৯৭ খ্রি. ৬৫ বছর বয়সে তিনি নিজ বাড়িতে মারা যান। মুরাদ নগরের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৮ ছেলে ৪ মেয়ে ও ২ স্ত্রীসহ অগণিত ছাত্র ও মুরিদ রেখে যান।[১]

মওলানা আব্দুল আউয়াল (১৯৩৩-১৯৯২ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ পয়াগাছা ইউনিয়নের মইশাইর গ্রামের অধিবাসী মওলানা আব্দুল আউয়াল ১৯৩৩ খ্রি. জুলাই মাসে এক সুভাক্ষণে তাঁর মাতুলালয় বিষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা আবুল খায়ের। তাঁর পিতামহ হাফিয আব্দুল্লাহ শুধু হাফিযই না বরং উঁচা মাপের একজন আলিম ও সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতামহ মওলানা আব্দুল আযীয প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। সুতরাং পিতৃ ও মাতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

তার স্বীয় মাতা রহীমা খাতুনের নিকট সর্বপ্রথম লেখাপড়া শুরু করেন। অতঃপর ইমদাদুল 'উলূম মাইশাইর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি নব নির্মিত উক্ত মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। ছোটবেলা থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ইমদাদুল 'উলূম মাইশাইর মাদ্‌রাসায় চাচা মওলানা আবুল কাশেম শেখজীর নিকট শিক্ষার্জনের পর তাঁর অনুমতি ক্রমে আব্দুল আউয়াল তাঁর পিতার কর্মস্থল নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে প্রতিটি শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫১ খ্রি. আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন।

---

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, *বৃহত্তর কুমিলণ্ডা জেলায় হাদীস চর্চা* (১৯০১-২০০০ খ্রি.) অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি, থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর-২০০৯ খ্রি.)।

নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দেশের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত ছিল। নোয়াখালী থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করার পর ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৫ খ্রি. কামিল পরীক্ষা দিয়ে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন:

১) মওলানা গিয়াস উদ্দীন। ২) মওলানা ফজলুল করীম। ৩) মওলানা আব্দুস সুবহান। ৪) মাওলনা মুবারক। ৫) মওলানা উবাইদুল হক। ৬) মওলানা দেলোয়ার হোসাইন। ৬) মওলানা মুহিব্বুর রহমান প্রমুখ খ্যাতনামা ওলামায়ে কিরাম।

অতঃপর ১৯৫৭ খ্রি. ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফিক্‌হ গ্রুপে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাযুল এবং তাফসীরুল কুর'আনের উপর বিশেষ রিচার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তৎকালে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার কামিল শ্রেণির শিক্ষক মণ্ডলী ছিলেন–

১) মওলানা মুফ্‌তী আমীমুল ইহসান। ২) মওলানা মুফ্‌তী দ্বীন মুহাম্মদ। ৩) মওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী। ৪) মওলানা জামীল আনসারী প্রমুখ দেশবরেণ্য মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন ও ফুকাহাগণ।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কুমিল্লা জেলার বড়শালঘর সৈয়দপুর মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর চাঁদপুর জেলাস্থ ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ হিসেবে সুখ্যাতির সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন । তাঁর পাঠদান পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের অধিক কাল তিনি ইল্‌মী খিদমত করে গেছেন। তাঁর রচিত কিতাব দু'টি হচ্ছে- ১. আল-এজ'আন ফী শারহিল ইতকান ২. আউনুল ওয়াদুদু ফী তাকবীরে আবী দাউদ।[১] ১৯৯১ ও ৯২ খ্রিব্দের পর তাঁর মাতা ও ভ্রাতার মানস্পটে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত হানে। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৯৯২ খ্রি. ৮ আগস্ট তিনি মারা যান। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দু' ছেলে, দু' মেয়ে এবং অসংখ্য ভক্ত ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান।[২]

মওলানা আব্দুল মতিন (১৯৩৪-১৯৯৭ খ্রি.)

মওলানা আব্দুল মতিন ১৯৩৪ খ্রি. কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন মোবারকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী আলী নোয়াব মজুমদার অত্যন্ত ধর্মপ্রিয় মানুষ ছিলেন।

প্রাথমিক জীবন শেষ করার পর নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন আইটপাড়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। সেখান থেকে ইল্‌মে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য মুফতিয়ে আযম মওলানা ফয়জুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেখল মহিউস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। এরপর সর্বপ্রথম তাঁর ওস্তাদ মুফতিয়ে আযম মওলানা ফয়জুল্লাহ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বহু সাধনার পর মুফতি তাঁকে খিলাফত দান করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর সর্বপ্রথম তিনি ধর্মপুর মাদ্‌রাসায় দরস দেন। এরপর আরো অনেক মাদ্‌রাসায় দ্বীনী খিদমত করেছেন। তন্মধ্যে সিঙ্গরিয়া মাদ্‌রাসা, সেনবাগ উপজেলাধীন কানকির হাট মাদ্‌রাসা ও ছাতারপাইয়া মাদ্‌রাসা ইত্যাদি অন্যতম। অতঃপর চলে যান ওলামা বাজার মাদ্‌রাসায়, সেখানে ২ বছর মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের দরস দেন। অতঃপর ফেনী জামি'আ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জামি'আ পরিচালনার দায়িত্বে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। এরপর বাড়ি এসে দারুল 'উলূম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বহুছাত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে যোগ্য আলিম হয়েছেন। যাদের পিছনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁদের কয়েকজন হলেন:

১) মওলানা মুয়াযযম হোসাইন, বরুড়া দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা।

---

১. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; মুহাম্মদ হারুন আজীজি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

২) মওলানা লোকমান আহমদ, মুহতামিম, ওয়াসিকপুর মাদ্‌রাসা, নাঙ্গলকোট।

৩) মওলানা আবদুর রহমান, মুহতামিম, আমানতপুর মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা যায়নুল আবেদীন, মুহতামিম, ওয়াসিকপুর মাদ্‌রাসা, বেগমগঞ্জ।

৫) মওলানা আব্দুল মতিন জীবনের বিরাট একটি অংশ মানুষের হিদায়েতের লক্ষ্যে ওয়ায-নসীহতের জন্য কাটিয়েছেন। সর্বস্তরের মানুষের তিনি খোদা ভীতির কথা বলতেন এবং অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য নসীহত করতেন। যেমন- সেনবাগ উপজেলাধীন পরিকোট গ্রামে মওলানা মুমতাযুল করীম-এর অনুরোধে এক যুগেরও অধিক সময় বুখারী শরীফের তাফসীর পেশ করেছেন। এছাড়াও তিনি নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন ডুবাই বাজার মসজিদে বহু বছর যাবত তাফসীর পেশ করেছেন। তাঁর তাফসীরের বিরাট পাণ্ডুলিপি এখনো তাঁর বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। এ বুযুর্গ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মোবারকপুর দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় আমরণ খিদমত করে যান। অতঃপর ১৯৯৭ খ্রি. ১৫ ডিসেম্বর রোজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।[১]

মওলানা এম.এ. মান্নান (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.)

লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় মুখপত্র, ইসলামী মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পতাকাবাহী দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, প্রবীন রাজনীতিবিদ ও জাতীয় বোধ-বিবেকের কণ্ঠস্বর আলহাজ্ব মওলানা এম.এ. মান্নান এদেশের এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা। দেশের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষত মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে। মওলানা এম.এ. মান্নান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার কেরোয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৫ খ্রি. ৯ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াছীন ছিলেন ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান মওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র.)-এর সুযোগ্য খলীফা একজন পীরে কামেল। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর মেধার অধিকারী এম.এ. মান্নান মাদ্‌রাসার শিক্ষা সমাপন করেন কৃতিত্বের সাথে। এরপর কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক হিসেবে। মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৬২ খ্রি. তিনি যোগদান করেন রাজনীতিতে এবং ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ খ্রিস্টাব্দেই তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা স্থানীয় সরকার বিষয়ক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি পাকিস্তান ইসলামী এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ খ্রি. থেকে ১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত তৎকালীন শাসক দল মুসলীম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বাংলাদেশ ১৯৭৯ খ্রি. মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মন্ত্রীসভায় শিক্ষাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী করা হয়। ১৯৮৬ খ্রি. আবারো তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়েরর মন্ত্রী করা হয়। পরবর্তীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পন করা হয়। তিনি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন একই সাথে দু'টি মন্ত্রণালয়। মওলানা এম.এ. মান্নান ১৯৮৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন জনগণনন্দিত পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব এবং ১৯৮৯ খ্রি. মহাখালী-গুলশানের মত অভিজাত এলাকায় ইরাক সরকারের আর্থিক অনুদানে প্রতিষ্ঠা করেন স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন মসজিদে গাউসুল আজম ও জামিয়াতুল মোদাররেছীন কমপ্লেক্স। বহুমুখী জীবন সংগ্রাম, বর্ণাঢ্য পথ পরিক্রমার মাঝেও সতত দেদীপ্যমান মওলানা এম.এ. মান্নান এর আলিম পরিচিতি। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও নায়েবে রাসূলের মূল দায়িত্বে অবহেলা করেননি তিনি কোন সময়েই।

একদিকে তিনি দেশের আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধির চেষ্টা জারি রেখেছেন, সাধ্যমত খিদমত করেছেন; অপরদিকে সুযোগ পেলেই ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে জাতিকে বাতলে দিয়েছেন পথের দিশা। মসজিদে গাউসুল আজমে জুমার দিনে প্রদত্ত তাঁর

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

অমূল্য ভাষণের রয়েছে বাণীবদ্ধ ক্যাসেট, যার অধিকাংশ ভাষণই সীরাতুন্নবী (স.)-এর ওপরে। প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থবদ্ধরূপ 'সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান' শিরোনামে। প্রাজ্ঞ আলিম, দক্ষ সংগঠক, সফল রাজনীতিবিদ, বহুভাষাবিদ ও অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে যেমন খ্যাত মওলানা এম. এ. মান্নান তেমনি চারিত্রিক মাধুর্যেও তিনি অনন্যাসাধারণ। সদালাপি, বন্ধুবৎসল, অতিথি পরায়ণ, উদার ও অমায়িক এ মানুষটির সান্নিধ্যে এসে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। তাঁর বদান্যতা ও উদার হস্তের দানে উপকৃত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা বিপুল। নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ী, অধ্যবসায়ী, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, অক্লান্ত কর্মীপুরুষ মওলানা এম.এ. মান্নান ২০০৭ খ্রি. মারা যান।[১]

মওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান (জ. ১৯৪৩ খ্রি.)

মওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ১০ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পদুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম চানু মিয়া এবং মাতা মোসাম্মৎ খায়েরা খাতুন। গ্রামের মক্তবে মৌলভী আব্দুল মান্নান-এর নিকট শিক্ষার সূচনা হয়। এরপর পাদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরে তিনি বামিশা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির পাঠ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ছুপুয়া ছফরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৫৭ খ্রি. ১ম বিভাগে দাখিল, ১৯৬১ খ্রি. ৭ম স্থানসহ আলিম এবং ১৯৬৩ খ্রি. ১৯তম স্থানসহ ফাযিল পাস করেন। অতঃপর তিনি ছারছিনা মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৬৫ খ্রি. কামিল (হাদীস) পাস করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

১) মওলানা নিয়াজ মাখদুম খোত্তানী, সাবেক মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা তাজাম্মুল হোসাইন, সাবেক অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা আযীযুর রহমান, সাবেক উপাধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

পড়াশুনা শেষ করে তিনি ১৯৬৫ খ্রি. কাশিনগর আলিম মাদ্‌রাসায় সুপার হিসেবে যোগদান করে ১৯ আগস্ট ১৯৬৬ খ্রি.পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি প্রভাষক হিসেবে ছুপুয়া ছফরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৮৩ খ্রি. থেকে ২০০৭ পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন-যাপন করছেন। তিনি ২০০৫ খ্রি. জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে পুরস্কৃত হন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি প্রায় ২০ বছর যাবত পদুয়া জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তাঁর কাছ থেকে অনেক ছাত্র জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) প্রফেসর ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) প্রফেসর ড. আ. ব. ম. ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী, আল-কুর'আন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) ড. আব্দুল কাদের, দাওয়া বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪) আক্রাম হোসাইন মজুমদার, আইন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৫) প্রফেসরর ড. এম. এয়াকুব আলী, আল-কুর'আন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৬) ড. মফিজুল ইসলাম, আরবী বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৭) মওলানা দেলোয়ার হোসেন, প্রভাষক, গুণবতী ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৮) মওলানা মোবারক হোসাইন ভূইয়া, অধ্যক্ষ, গুণবতী ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৯) মওলানা আবদুর রাজ্জাক, মুহাদ্দিস, ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

১০) মওলানা মোঃ আবুল কালাম, অধ্যক্ষ দেলপাড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ।

১১) মাওলনা পেয়ার আহমেদ, মুহাদ্দিস, ভাদুঘর ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

---

১. র ুহুল আমীন খান, *ইতিহাসের আয়নায়* (ঢাকা: বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন, ২০০৫), পৃ. ৪৫-৪৮

১২) মওলানা মোঃ ফয়েজ উল্লাহ চৌধুরী, প্রধান মুহাদ্দিস, ভাদুঘর ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

মওলানা আব্দুল ওহহাব (১৯৪৫-১৯৯৮ খ্রি.)

সুমহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৫ খ্রি. মার্চ মাসে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন সাতবাড়িয়া গ্রামের সদর কাযী বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আলী মিয়া। তিনি অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন। তাঁর দাদার নাম সোলাম হোসাইন। পিতার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় ১৯৫৪ খ্রি. ৯ বছর বয়সে তিনি নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশুদ্ধভাবে কুর'আন পাঠ আয়ত্বের জন্য গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মক্তবে ইলাশপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে মাত্র এক বছরে বিশুদ্ধভাবে কুর'আন শিক্ষার কাজ সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৫৯ খ্রি. মওলানা রমযান আলীর পরামর্শে মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রয়েছেন বটগ্রাম মাদ্‌রাসার মুহতামিম মওলানা আব্দুল হক। সেখানে জামা'আতে পাঞ্জাম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। জোলাই মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শেষে ১৯৬৪ খ্রি. হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে শরহে বেকায়া থেকে লেখাপড়া শুরু করে ১৯৬৯ খ্রি. অত্যন্ত সুনামের সাথে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেন। শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুল কাইয়ূম-এর নিকট বিখ্যাত হাদীসের কিতাব বুখারী সমাপ্ত করে ইল্‌মে হাদীসের সনদ হাসিল করেন। এরপর মওলানা আবুল হাসান-এর নিকট মুসলিম শরীফ শেষ করেন।

হাটহাজারী মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুল আযীয-এর নিকট তিরমিযী শরীফ পড়েন। মওলানা হামেদ-এর নিকট থেকে আবু দাউদ ও মিশকাতের সনদপ্রাপ্ত হন। তৎকলীন হাটহাজারী মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য মুহতামিম মওলানা আব্দুল ওয়াহাবের নিকট থেকে মুয়াত্তা মুহাম্মদের সনদ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে হাটহাজারী মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য মুহ্‌তামিম মওলানা আহমদ শফী-এর নিকট থেকে ইব্‌নে মাজার সনদপ্রাপ্ত হন। দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর তৎকালীন হাটহাজারী মাদ্‌রাসার মুহতামিম মওলানা আব্দুল ওয়াহহাব-এর পরামর্শক্রমে গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। কিছুদিন পর সেখানকার কোর্ট মসজিদে তিনি খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মুহাদ্দিস পদ ছেড়ে দিয়ে সেখানে একটি কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লেগে যান। পরে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলনা শামছুল হক ফরিদপুরী-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮৪ খ্রি. পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ মহামনীষী দেশ বরেণ্য আলিম মওলানা ফয়েজউল্লাহ-এর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মওলানা শাহ্ সুলতান আহমদ নানুপুরী-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রমযান মাসে জামি'আ ওবায়দিয়া নানুপুর মাদ্‌রাসা মসজিদে ৪০ দিনের ইতিকাফ করার মধ্য দিয়ে খিলাফত লাভ করেন। তাঁর নির্দেশে ১৯৮৪ খ্রি. পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্রে সমুদ্র পথে ১৫ দিন যাবত সফর করে মক্কা নগরীতে পৌঁছেন এবং ৭৫ দিন যাবত মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করে মহানবী (স.)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. পবিত্র হজ্জ পালন করে দেশে ফেরার কিছুদিন পর তাঁর পিতা মারা জান। অতঃপর তিনি নানুপরী-এর পরামর্শে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত রাণীর বাজার মাদ্‌রাসা মসজিদের ইমাম ও খতীব নিযুক্ত হন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মাদ্‌রাসা বিলীন হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন মওলানা মুযাফফর আলী তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা অনুভব করে কমিটির সদস্যদের সম্মতিক্রমে তাঁকে মাদ্‌রাসার মুহতামিম নিযুক্ত করেন। তখন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন। তাঁর চেষ্টার সুফলে মাদ্‌রাসা উলা পর্যন্ত হয়ে জামি'আ রশীদিয়া আযীযুল 'উলূম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এছাড়াও দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়েতের রাস্তা দেখান। বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি সদা সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি সবার পরামর্শক্রমে কাদিয়ানী নির্মূল করার লক্ষ্যে খতমে নবুওয়াত কমিটি গঠন করেন এবং কুমিল্লা জেলার কওমী মাদ্‌রাসাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য ওলামা ও মাশায়েখদের নিয়ে কুমিল্লা জেলা কওমী মাদ্‌রাসা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৮০ খ্রি. ইমদাদুল 'উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, ১৯৯৭ খ্রি. আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা করেন জামি'আ রাহমানীয়া

মিয়াবাজার মাদ্‌রাসা এবং মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া কোর্ট মসজিদ মাদ্‌রাসা। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মক্তব তৈরি করেন। এ মহান মর্দে মুজাহিদ ১৯৯৮ খ্রি. মারা যান।

মুফতি ফজলুল হক আমিনী (জ. ১৯৪৫-২০১২ খ্রি.)

১৯৪৫ খ্রি. ১৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আমীনপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুফতি ফজলুল হক আমিনী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ ওয়ায়েজ উদ্দিন। মুফতি ফজলুল হক আমিনী বাল্যকাল থেকেই নম্র ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধার প্রখরতা বাল্যকালেই ফুটে উঠে। যে কোন কিছু একবার দেখলেই মাথায় আটকে যেত। আর এ কারণেই ফজলুল হক আজকের মুফতি আমিনী। তিনি জামি'আ ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্‌রাসায় তিন বছর পড়াশুনা করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ খ্রি. রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামি'আ কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। সেখানে তিনি মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) ও হাফেজ্জী হুজুর (র.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরা হাদীসের সনদ লাভ করেন। এরপর ১৯৬৯ খ্রি. আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (র.)-এর কাছে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইনের উপর ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের করাচি নিউ টাউন মাদ্‌রাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আইনের উপর বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রখর মেধাশীল মুফতি আমিনীর কর্মজীবন দ্বীনী খিদমতের মাধ্যমেই সূচনা হয়। ১৯৭০ খ্রি. জামি'আ-ই-নূরিয়া কামরাঙ্গীচরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ বছরই তিনি হাফেজ্জী হুজুর (র.)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ খ্রি. তিনি ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতীবের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রি. তিনি জামি'আ কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসার ওস্তাদ ও সহকারী মুফতি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ খ্রি. লালবাগ জামি'আর ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ খ্রি. হাফেজ্জী হুজুর (র.)-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি লালবাগ জামি'আর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই মুফতি আমিনী রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ বিশিষ্ট আইনবিদ বাংলাদেশকে সোনার ন্যায় খাঁটি করার জন্য সভা-সমাবেশ ওয়ায-মাহফীল সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তিনি জনগণকে পুণর্জাগণের কাজে নিয়োজিত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলামী রাজনীতিতে রয়েছে মুফতি আমিনীর সরব পদচারনা। ১৯৮১ খ্রি. খেলাফত আন্দোলন সংগঠিত হলে তিনি মনোনীত হন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। হাফেজ্জী হুজুরের মৃত্যুর পরে তিনি অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃপুরুষের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চসহ দস্তি-মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি অন্যতম সফল সংগঠক। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের একজন সুযোগ্য নেতা ও ওলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের মহাসচিব।

মুফতি ফজলুল হক আমিনীর মেধার প্রখরতা গভীর । তিনি একাধারে হাদীস বিশারদ, আইনবিদ, তাফসীরবিদ। তাঁর জীবনে এমন এক বিস্ময়কর মেধার পরিচয় রয়েছে, যা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। তিনি ১৯৭২ খ্রি. কোন শিক্ষক ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে মাত্র ৯ মাসে আল-কুর'আন মুখস্থ করেন। যদিও শুনতে অবিশ্বাস্য অনুভব হয় তবে বাস্তব সত্য।

মুফতি আমিনী এমন এক নাম যা শুধু বাংলার মাটিতে আর আকাশের নয়। তিনি মধ্যপ্রাচ্য শান্তির জন্য বহু দেশ সফর করে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে করেন। বেশ কয়েবার হজ্জ ওমরা পালনসহ তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেন। ইরান, ইরাকের ভ্রাতৃযুদ্ধ বন্ধে ও বিশিষ্ট আইনবিদ মুফতি ফজলুল হক আমিনী লেখনীর মাধ্যমেও দ্বীনের খিদমত করেছেন।

যেমন: তাঁর বহু গ্রন্থের মাঝে অন্যতম হল:

১) দরসে বুখারী (আরবী) ২) কারবালার শিক্ষা। ৩) তরিকায়ে মুতালা'আ। ৪) ফতওয়াহ্ জামি'আ, ৪ খণ্ড, ইত্যাদি।[১]

এ বিপ্লবী সাধক, দ্বীনের মহান খাদেম ২০১২ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে লক্ষ আলেম-ওলামা, অনুরাগীদেরকে কাঁদিয়ে পরকালে গমন করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আমীন।

ড. মওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান (জ.১৯৬৩ খ্রি.)

ড. মওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলার ডাটরা শিবপুর গ্রামে ১৯৬৩ খ্রি. ১ মার্চ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট ইসলমী চিন্তাবিদ, আলিম, সমাজ সেবক, গন্ধব্যপুর (দ.) ইউনিয়ন, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুরের ৪ টার্ম চেয়ারম্যান, দীর্ঘ ১৭ বছর মানুরী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, আলহাজ্ব মওলানা 'আব্দুল হক এবং মাতা মরহুমা রাজিয়া বেগম। দাদা মরহুম মৌলভী 'আব্দুল কাদের এবং নানা মরহুম আলহাজ্ব মফিজুদ্দিন মুন্সী। মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার হাতখড়ি। এরপর ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসায় কারী সোলাইমান-এর নিকটর কুর'আন শিক্ষা লাভ করেন। তারপর মৌলভী আবুল খায়ের (রাগৈ)-এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নিজ গ্রাম ডাটরা শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তিসহ দাখিল, ১৯৭৭ খ্রি. আলিম এবং ১৯৭৯ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে বৃত্তিসহ ফাযিল পাস করেন। ১৯৭৯ খ্রি. উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কামিল হাদীস গ্রুপে ভর্তি হয়ে ১৯৮১ খ্রি. মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থানসহ কামিল পাস করেন। ১৯৮৩ খ্রি. একই মাদ্‌রাসা থেকে কামিল ফিক্‌হ গ্রুপে বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ায় যে উস্তাদদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁরা হলেন:

১) মওলানা ইয়াকুব শরীফ, সাবেক অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

২) মওলানা মুফতি হাসান আহমদ।

৩) মওলানা উবায়দুল হক, সাবেক খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

৪) মওলানা আনোয়ারুল হক কাছেমী।

৫) মুফতি সিরাজুল ইসলাম।

৬) মওলানা আশ্রাফ আলী, বর্তমান গ্রান্ড মুফতি।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ১৯৮১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৮৩ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে ৭ম স্থানসহ বি.এ. সম্মান এবং ১৯৮৪ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থানসহ এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দিক-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৫ খ্রি. ১৫ মার্চ "হযরত খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী ও রমিজ উদ্দিন মেইবুদি (র.) কাশফুল আসরার ওয়াউদ্দতুল আবরার তাফসির গ্রন্থ" বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ খ্রি. থেকে ১৮ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা মিরপুরস্থ কাজীপাড়া সিদ্দিকিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ খ্রি. থেকে ৩০ জুন ১৯৯২ খ্রি. পর্যন্ত রেডিও তেহরানে বাংলা অনুষ্ঠানের অনুবাদক, গবেষণামূলক নিবন্ধন লেখক ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর আগস্ট ১৯৯২ খ্রি. থেকে মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত ইরানিয়ান সংবাদ সংস্থা ইরনা'র উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জানুয়ারি ১৯৯৩ খ্রি. থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামী উম্মা কর্পোরেশন পরিচালিত ইসলামী একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এপ্রিল ১৯৯৩ খ্রি. থেকে ১৭ জুন ১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত ইরান কালচারাল সেন্টার ফিল্ম সেকশনে অনুবাদ ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৮ জুন ১৯৯৪ খ্রি. থেকে ১০ আগস্ট

১. আব্দুল কাইয়ূম ও এফ. আর. মানুম, *সফল যারা কেমন তাঁরা* (ঢাকা: সম্পীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৯-৭২

২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার রহমতে আলম ইসলাম মিশন পরিচালিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একমাত্র মহিলা কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১১ আগস্ট ২০০৪ খ্রি. থেকে ২০০৮ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জুন ২০০৫ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে (খণ্ডকালীন) দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

দেশ-বিদেশে বিশেষ দায়িত্ব পালন

১৯৮৪ খ্রি. থেকে ১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত নাখালপাড়া বেলাল মসজিদে জুমার নামাযের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ খ্রি. থেকে ২০০৭ খ্রি. পর্যন্ত ধারাবাহিক সাপ্তাহিক তাফসিরুল কুর'আন পেশ করেন আলুবাজার মসজিদ, কোতয়ালী, ঢাকায়। ২০০২ খ্রি. থেকে ২০০৩ পর্যন্ত মিরপুর শাহ্ আলী মসজিদে সাপ্তাহিক দরসে হাদীস পেশ করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত তেহরানে জুমার নামাযের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য- সমগ্র তেহরানে মাত্র দু'টি জুমা অনুষ্ঠিত হয় একটির ইমাম ইরানের রাষ্ট্র প্রদান বা তাঁর প্রতিনিধি। অপরটি তেহরানের পাকিস্তান স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। তেহরানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ঈদের নামাযের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণামূল প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১) মদীনা জামায়াতের হাদীয়া শরীফ। ২) ৩০ রোযার ত্রিশ দোয়া ও মাহে রমযানের জরুরি মাসা'য়িল। ৩) আত-তানভীর ফী উসূলিত তাফসীর: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ৪) তা'লীমুল কুরআন ও তাজবীদ। ৫) ইল্‌মে হাদীসের দশ নক্ষত্র (জীবন ও কর্ম)। ৬)শাহাদাতে কারবালার তাৎপর্য ও মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য। ৭) যাকাত কাকে দেবেন। ৮) আল্লাহকে পাওয়ার একশ মনযিল। ৯) ঈমামের ৭৭টি শাখা ও কবিরা গুনাহসমূহ।[১]

মওলানা আ.ন.ম. মাঈনুদ্দীন সিরাজী (জ. ১৯৭০ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার বাঙ্গড্ডা গ্রামে ২১ জানুয়ারি ১৯৭০ খ্রি. মওলানা আ. ন. ম. মাঈনুদ্দীন সিরাজী জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা মুজিবুর রহমান এবং মাতার নাম ফজিলাতুন নেসা। স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি। অতঃপর নিজ গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর বাঙ্গাড্ডা ফাযিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮৩, ১৯৮৫ ও ১৯৮৭ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাস করেন। এরপর ইল্‌মে হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮৯ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। এছাড়াও তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯০ খ্রি. এম.এ (আরবী) পাস করেন। তিনি অনেক পণ্ডিত শিক্ষকের নিকট ইল্‌মে হাদীসসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন:

স্বীয় পিতা মওলানা মুজিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, বাঙ্গড্ডা ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মওলানা মোস্তফা হামিদী, প্রধান মুহাদ্দিস, ছারছিনা কামিল মাদ্‌রাসা।

মওলানা 'আব্দুর রব, অধ্যক্ষ, ছারছিনা, কামিল মাদ্‌রাসা।

মওলানা আমজাদ হোসইন, মুহাদ্দিস, ছারছিনা কামিল মাদ্‌রাসা।

মুফতি আহমদ উল্লাহ, মুহাদ্দিস, ছারছিনা কামিল মাদ্‌রাসা।

শিক্ষা জীবন শেষে ৬ জানুয়ারি ১৯৯০ খ্রি. প্রথমে রাঙ্গুনিয়া নূরুল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক পদে যোগদান করে ২০ নভেম্বর ১৯৯১ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ২১ নভেম্বর ১৯৯১ খ্রি. থেকে ৩ নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাতকার: ড. মাওলনা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান, তারিখ: ০১-০৩-২০১২ খ্রি.।

থেকে ৩০ অক্টোবর ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত থেকে ১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি. চান্দিনা আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাবসহ তাহাবী, তাফসীরে কাশশাফ ও বায়যাবী পড়িয়েছেন। বর্তমানে তিনি বুখারী ১ম পত্র পড়ান। অধ্যাপনার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনার কাজও চালিয়ে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ১) আসমাউর রিজাল (বাংলা) ও ২) উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে ওলামায়ে কিরামদের ভূমিকা (অপ্রকাশিত)। তিনি ১৯৯০ খ্রি. থেকে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে এবং ১৯৯৮খ্রি. থেকে ঢাকা মগবাজার জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা অব্যহত রেখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ সন্তানের জনক। তাঁর নিকট থেকে অনেক ছাত্র ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে দেশ ও জাতির খিদমতে নিয়োজিত। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন:

১) মওলানা শহীদুল্লাহ, মুহাদ্দিস, রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা ইকবাল হোসাইন, রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা নূরুল আমিন, উপাধ্যক্ষ, নাঙ্গলকোট ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা এরশাদুল হক, আদিব, সিফাতলী আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

৫) মওলানা মহিউদ্দীন, প্রভাষক, বরুড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা প্রমুখ।[১]

মওলানা ফরিদ আহমদ (জ. ১৯৭১ খ্রি.)

তিনি ১ মার্চ ১৯৭১ খ্রি. কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন পেড়িয়াবাজার এলাকার গাংরাইয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মোঃ হাবীব উল্লাহ এবং মাতা মোসাঃ আয়েশা বেগম। তিনি গ্রামের মক্তবে মওলানা আমির হোসেন-এর নিকট শিক্ষার সূচনা করেন। সেখানে প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা সমাপ্ত করে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি ফুলগাঁও ফাযিল মাদ্‌রাসা, লাকসামে ২য় শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮৫ খ্রি. দাখিল এবং ১৯৮৭ খ্রি. আলিম সমাপ্ত করেন। এরপর চিওড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, চৌদ্দগ্রাম থেকে ১৯৮৯ খ্রি. ফাযিল পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯১ খ্রি. কামিল (হাদীস) সমাপ্ত করেন। এছাড়াও তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ থেকে ১৯৯৬ খ্রি. এম. এ পাস করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকদের কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা আনোয়ার উল্লাহ, অধ্যক্ষ, চিওড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা ইব্রাহীম, মুহাদ্দিস, ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা ইসমাইল, মুহাদ্দিস, ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা আলী আশ্রাফ, অধ্যক্ষ ঢালুয়া মাদ্‌রাসা প্রমুখ।[২]

মওলানা 'আব্দুল হান্নান (জ. ১৯৭১ খ্রি.)

মওলানা 'আব্দুল হান্নান বি.বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বিটঘরের ভাপুরিয়া গ্রামে ১ জানুয়ারি ১৯৭১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ 'আব্দুল মান্নান। তিনি বার আউলিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা নবীনগর হতে ১৯৮৫ খ্রি. দাখিল এবং ১৯৮৭ খ্রি. আলিম পাস করেন। এরপর ১৯৮৯ খ্রি. সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পাস করেন। পরে ১৯৯১ খ্রি. জামি'আ কাসেমিয়া মাদ্‌রাসা নরসিংদী থেকে কামিল (হাদীস) পাস করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ খ্রি. সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (ফিক্‌হ) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৪ খ্রি. বি.এ. এবং ১৯৯৭ খ্রি. এম.এ (ইস. স্টাডিজ) ১ম

১. গবেষকের সাক্ষাতকার: আ.ন.ম. মঈনুদ্দীন সিরাজী।

২. গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: মওলানা ফরিদ আহমদ।

শ্রেণিতে পাস করেন। তিনি শিক্ষাজীবনে যে সকল শিক্ষকদের নিকট থেকে হাদীসের ইল্‌ম অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) মওলানা রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী, মুহাদ্দিস, জামি'আ কাসেমীয়া মাদ্‌রাসা, নরসিংদী।
২) মওলানা মাহমুদুল হাসান মাদানী, মুহাদ্দিস, জামি'আ কাসেমীয়া মাদ্‌রাসা, নরসিংদী।
৩) মওলানা হাসান ইব্রাহীম, মুহাদ্দিস, জামি'আ কাসেমীয়া মাদ্‌রাসা নরসিংদী।
৪) মওলানা হোসাইন আহমদ, মুহাদ্দিস, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি হাদীসের জ্ঞান বিতরণের কাজে শিক্ষকতা পেশা বেছে নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯২ খ্রি. আরবী প্রভাষক পদে মেহারী উবায়দিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা যোগদান করে ১৯৯৯ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৯ খ্রি. শ্রীপুর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে অদ্যাবধি উক্ত পদ থেকে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তিনি মওলানা ছমির উদ্দীন আল এহসান সোসাইটি-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছেন এমন কয়েকজন ছাত্র হলেন- মওলানা দেলোয়ার হোসেন, মওলানা 'আব্দুল কাইয়ূম ও মওলানা কবির আহমদ।[১]

মওলানা আজিজুর রহমান (জ. ১৯৭৬ খ্রি.)

মওলানা আজিজুর রহমান কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন নাথেরপেটুয়ার অন্তর্গত হাতীমারা মিয়াজী পরিবারে ১ মার্চ ১৯৭৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মওলনা হেদায়েত উল্লাহ এবং মাতা রাজিয়া বেগম। হাতীমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর নাথেরপেটুয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯০ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম এবং ১৯৯৪ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল পাস করেন। অতঃপর দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া মাদ্‌রাসা হতে ১৯৯৬ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। এছাড়াও তিনি সরকারি কলেজ, লাকসাম হতে ১৯৯৫ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে বি.এ. এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা হতে ১৯৯৭ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে এম.এ. পাস করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে অনেক খ্যাত আলিমগণের সাহাচর্য্য পেয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) মওলানা সৈয়দ আহমদ, অধ্যক্ষ, নাথেরপেটুয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।
২) মওলানা বদিউল আলম, সাবেক অধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩) স্বীয় পিতা মওলানা এরশাদ উল্লাহ, মুহাদ্দিস, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৪) মওলানা আব্দুল হাকীম, উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৫) মওলানা ওয়াহিদুর রহমান, মুহাদ্দিস, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬) মওলানা আ.ন.ম. তাজুল ইসলাম, বর্তমান অধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত করে তিনি ১৯৯৭ খ্রি. নাথেরপেটুয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ১৯৯৮ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৯৯ খ্রি. ফুলগাঁও ফাযিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগ দান করেন এবং ২০০২ খ্রি. হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। আরবী এবং বাংলা মাধ্যমে তিনি মিশকাত, জালালাইন ও শরহে বেকায়া ইত্যাদি গ্রন্থের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি অধ্যপনা ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন।[২]

মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী (জ. ১৯৭৪ খ্রি.)

মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী ১ মার্চ ১৯৭৪ খ্রি. কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন ঠাকুরপাড়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মুহাম্মদ আলী আশ্রাফ এবং মাতা ছালেহা বেগম। ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা

১. গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: মওলানা 'আব্দুল হান্নান।
২. গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

আলিয়া মাদ্‌রাসার হেড মওলানা লাকসাম উপজেলার মওলানা আব্দুল গফুর-এর নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ঠাকুরপাড়া রামকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করে ৫ম শ্রেণিতে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ৭ম শ্রেণি পাস করেন। সেখান থেকে টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসায় ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৯৮ খ্রি. ১ম বিভাগে দাখিল, ১৯৯০ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম এবং ১৯৯২ খ্রি. ১ম বিভাগে ৮ম স্থানসহ ফাযিল পাস করেন এবং ১৯৯৪ খ্রি. ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল হাদীসে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি জামি'আ রহমানিয়া মুহাম্মদপুর মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তিনি মওলানা ওজায়ের আহম্মদ আতেকী জৌনপুরী ও মওলানা ছফিউল্লাহ, উপাধ্যক্ষ, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ ছেলের পিতা। তাঁর এ সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনে অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত শিক্ষকের সাক্ষাত লাভের সুযোগ হয়, তাঁর হাদীসের শিক্ষকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন:

১) মওলানা ইসমাঈল টুমচারী, উপাধ্যক্ষ, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা ফজলুল করিম, প্রধান মুহাদ্দিস, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা শামসুল হক, মুহাদ্দিস, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা ওয়াজীহ উল্লাহ, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫) মওলানা হারুন আল মাদানী, অধ্যক্ষ, টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৬) আল্লামা আজিজুল হক, শায়খুল হাদীস, মোহাম্মদপুর জামি'আ রহমানিয়া মাদ্‌রাসা।

৭) মওলানা কাফিল উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৮) মওলানা আলী আহম্মদ, সাবেক অধ্যক্ষ, টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৯) মওলানা ইসহাক ফরিদী, মুহতামিম, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসা।

তিনি ১৯৯৫ খ্রি. চান্দিনা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীসের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯৬ খ্রি. গল্লাই আবেদা নূর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (চান্দিনা) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৭ খ্রি. থেকে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০০২ খ্রি. থেকে চান্দিনা আল-আমিন আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অত্র মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।[১]

ড. আব্দুল কাদের (জ. ১৯৭৮ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন পদুয়া গ্রামে ১ মার্চ ১৯৭৮ খ্রি. ড. আব্দুল কাদের জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ নূরুল ইসলাম এবং মাতা অজিফা খাতুন। শিক্ষার হাতেখড়ি হয় মওলানা নূরুল ইসলামের নিকট। তারপর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অতঃপর ছুপুয়া ছফরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯২ খ্রি. কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৯৭ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থানসহ অনার্স এবং ১৯৯৮ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থানসহ মাস্টার্স পাস করেন। উল্লেখ্য তিনি মাস্টার্স পরীক্ষায় অনুষদে প্রথম হওয়ায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এছাড়াও তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৭ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল এবং ২০০২ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থানসহ কামিল পাস করেন। তার প্রসিদ্ধ শিক্ষক হলেন:

১) মওলানা হাসমত উল্লাহ, সাবেক অধ্যক্ষ, ছুপুয়া ছফরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।
২) মওলানা মাহবুবুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, ছুপুয়া ছফরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।
৩) প্রফেসর ড. আবুল কালাম পটোয়ারী, দাওয়াহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪) প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ ফয়সাল, দাওয়াহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

---

১. গবেষকের সাক্ষাতকার: মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী।

৫) প্রফেসর ড. মোস্তাফা কামাল, দাওয়াহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শিক্ষা জীবন শেষে তিনি ১ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণা কর্মও চালিয়ে যান। এ পর্যন্ত তঁর ১০টি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫টি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তিনি একই বিভাগের অধীনে "সূরা ত্বাহা ও আল-কালামে ইসলামী দাওয়াহ" শিরোনামে এম.ফিল এবং "উমাইয়া যুগে ইসলামী দাওয়াহ ও জ্ঞান চর্চা: একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১পুত্র সন্তানের জনক।[১]

শাহ্ মুহাম্মদ মাহ্মুদুর রহমান (পীরসাহেব সোনাকান্দা জ. ১৯৮১)

নাম ও পরিচিতি: শাহ্ সুফি মুহাম্মদ মাহ্মুদুর রহমান ১৯৮১ খ্রি. ১ মার্চ কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার সোনাকান্দা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার গাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আলহাজ্ব ওয়াল হাফেজ মওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.) সোনাকান্দা দারুলহুদা দরবার শরীফ ও বহুমুখী কামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাগদাদ শরীফের পীর আবু বকর ছিদ্দীক আল-কুরাইশী (র.)-এর খলিফা ছিলেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মওলানা আ.ব.ম. শামছুল হুদা (র.) সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফের দ্বিতীয় গদিনাশীন পীর এবং মাসিক হুদা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

শিক্ষাজীবন: মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান পারিবারিক শিক্ষাই তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। তাঁর আম্মাজান প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ঠ ছিলেন। এরপর তিনি নিজ বাড়ীর মাদ্রাসা সোনাকান্দা বহুমুখি কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৯৫ খ্রি. দাখিল ১৯৯৭ খ্রি. আলিম ১৯৯৯ খ্রি. ফাযিল (মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান) ২০০১ খ্রি. কামিল (হাদীস) এবং ২০০৩ খ্রি. কামিল (তাফসীর) এ প্রথম শ্রেণিতে পাস করেন।

কর্মজীবন: মওলানা মাহমুদুর রহমান ২০০৩ খ্রি. সোনাকান্দা বহুমুখি কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০৬ খ্রি. অত্র মাদ্রাসায় মুহাদ্দীস পদে পদোন্নিত লাভ করেন। বর্তমানে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদ অর্জন করে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য শাহ্ সূফি মওলানা মাহ্মুদূর রহমান সোনাকান্দা দারুলহুদা দরবার শরীফের বর্তমান গদিনাশীন পীর। তিনি ইল্মে শরী'আত এবং ইল্মে তরিকতের খিদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

রচনাবলী: ১) যিকরে সলিহীন। ২) রদ্দুল ইখতিলাফ (সম্পাদনা) ৩) রাহে জান্নাত, অনুবাদ মূলক গ্রন্থ, ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠাতা: ১) সোনাকান্দা দ্বিনীয়া মাদ্রাসা। ২) বাংলাদেশ তা'লিমী হিযবুল্লাহ (প্রতিষ্ঠা: ২০০৬ খ্রি.)। ৩) বাংলাদেশ ছাত্র কাফেলা (প্রতিষ্ঠা: ২০১১ খ্রি.)।

এই মহান সাধকের খিদমতের হাত আরো শক্তিশালী হয়ে ইল্মে হাদীস ও ইসলামের খিদমতে আরো বেশি নিয়োজিত ও তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা আল্লাহ দান করুন। আমীন।[২]

মুফতি আতাউল্লাহ (জ. ১৯৮৩ খ্রি.)

মুফতি আতাউল্লাহ ১৫ মার্চ ১৯৮৩ খ্রি. কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন আড্ডার পোম্বাইশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মোঃ আমিনুল হক এবং মাতা রহিমা খাতুন। পিতার নিকট শিক্ষার সূচনা হয়। এরপর শামছুল 'উলূম মাদ্রাসা, মহামায়া চাঁদপুরে ভর্তি হয়ে মিজান পর্যন্ত পড়েন। পরে তিনি শাহরাস্তি উয়ারুক মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ৪ বছর পড়াশুনা করেন। বরুড়া দারুল 'উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ২ বছর পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় ৫ বছর পড়াশুনা করে দাওরায়ে হাদীসসহ ইফ্তা সমাপ্ত করেন। তাঁর হাদীসের শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন-

---

১. গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: ড. আব্দুল কাদের।

২. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাত: ০৩-০৫-২০১২ খ্রি. তারিখে।

১) আল্লামা আহমদ শফী, শায়খুল হাদীস, হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা।

২) মুফতি আহমদুল হক, মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা।

৩) মুফতি আবদুস সালাম, মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ২০০৪ খ্রি. মুহাদ্দিস পদে দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, বরুড়ায় যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন। এ পেশা ছাড়াও তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা মসজিদের খতীব-এর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মিশকাত, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ পড়ান। তিনি একজন ভাল বক্তাও বটে।[১]

মওলানা আনিসুর রহমান আশ্রাফী (জ. ১৯৮৪ খ্রি.)

মওলানা আনিসুর রহমান আশ্রাফী ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খ্রি. কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন ঠাকুর গাও জোড়পুকুর পাড়ের এক সম্ভ্রান্তর মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মুহাম্মদ আশ্রাফ এবং মাতা ছালেহা বেগম। ঠাকুরপাড়া বড় মসজিদের স্বনামধন্য মুয়াজ্জিন কচুয়া জেলার হাফিয মুজিবুর রহমানের নিকট তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পুকুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে দারুল আরকাম মাদ্‌রাসায় পুনরায় ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৯৬ খ্রি. নাহবেমীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯৮ খ্রি. দাখিল ১ম বিভাগে ১ম এবং ২০০০ খ্রি. আলিম ১ম বিভাগে ৯ম স্থান লাভ করেন। সেখান থেকে ২০০২ খ্রি. লক্ষীপুর জেলাধীন টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ এবং ঐতিহ্যবাহী ঢাকা তামীরুল মিল্লাত (টঙ্গী শাখা) কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ২০০৪ খ্রি. কামিল (হাদীস) ১ম শ্রেণি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যায় কলেজ থেকে ২০০৭ খ্রি. ডিগ্রি পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১৩তম স্থান লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা মালিবাগ চৌধুরী পাড়া মাদ্‌রাসা থেকে ২০০৩ খ্রি. ১ বছর কোর্সে দাওরা হাদীস কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। এ দীর্ঘ শিক্ষা তিনি জীবনে অনেক বিজ্ঞ আলিমের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে হাদীসের প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন:

১) মওলানা ইসহাক ফরিদী, শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম চৌধুরী পাড়া মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা ড. গিয়াস উদ্দিন, মুহাদ্দিস, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা হারুন আল-মাদানী, অধ্যক্ষ টুমচর মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী, প্রধান মুহাদ্দিস, চান্দিনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫) মুফতি আনোয়ার হোসেন মোল্লা, উপাধ্যক্ষ, মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ইল্‌মে হাদীসের চর্চাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ২০০৪ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বর্তমানে বুখারী, তিরমিযী, হেদায়া, নূরুল আনওয়ার ও শরহে আকাঈদে নাসাফী ইত্যাদি গ্রন্থাদি অধ্যাপনার কাজ করেন। ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়ায-নসীহত করেছেন।[২]

মওলানা 'আব্দুল মতিন (জ. ১৯৮৬ খ্রি.)

মওলানা 'আব্দুল মতিন ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রি. বি. বাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাধীন মধুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ 'আব্দুল বারী এবং মাতার নাম জাহেরা খাতুন। শিক্ষার হাতেখড়ি স্বীয় চাচা মৌলভী 'আব্দুল হাকীম-এর নিকট। তিনি তাঁর নিকট গ্রামের মক্তবে কুর'আন শিক্ষার সবক নেন। তিনি

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাতকার: মুফতি আতাউলণ্ঢাহ।

২. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাতকার: মওলানা আনিসুর রহমান আশ্রাফী।

জেবুয়ামূড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর গড়াইবাড়ি সাঈদীয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি হিজরা নাজিরিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, লাকসামে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮১ খ্রি. দাখিল, ১৯৮৩ খ্রি. আলিম পাস করেন। পরে তিনি জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রামে ভর্তি হয়ে ১৯৮৫ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৮৭ খ্রি. কামিল (হাদীস) পাস করেন। এরপর তিনি ঢালকা নগর মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন।[১]

পরিশেষে একথা প্রতিয়মান হয় যে, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণ হাদীসের খেদমত করে হাজার হাজার ইল্‌মে হাদীসের ধারক বাহক তৈরি করেছেন, যে খেদমত কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

১. গবেষকের সাক্ষাতকার: মওলানা 'আব্দুল মতিন।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

চট্টগ্রাম বিভাগের অসংখ্য মুহাদ্দিস ইল্‌মে হাদীসের চর্চায় নিরলস ভূমিকা রেখেছেন এবং হাজারো মুহাদ্দিস তৈরি করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের সম্পর্কে প্রয়াস নেয়া হলোঃ

আমীরে শরীয়ত হযরত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) (১৮৯৫-১৯৮৭ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ আমীরে শরিয়ত মুজাহিদে মিল্লাত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) সাবেক নোয়াখালী বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে ১৮৯৫ খ্রি. দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমকি শিক্ষাঃ হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) শৈশব হতেই পিতামাতার নেক ভাগ্যবান সন্তান। চলাফেরা উঠাবসা কথাবার্তা আচার আচরণ সব কিছুতেই তার নেক ও ভাল স্বাভাব ফুটে উঠত।

ইসলামী শিক্ষার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার শিক্ষা জীবন। বিশিষ্ট আলেম বুযুর্গ একমাত্র চাচা মও. মোঃ ইউসুফ সাহেবের নিকট তিনি বিসমিল্লাহ-এর ছবক গ্রহণ করেন। কায়দা আমপারা হতে শুরু করে মাসআলা মাসায়েল এবং ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দেখাশুনা এবং এলাকায় জনগণের দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিতেন চাচা মওলানা মোঃ ইউসুফ সাহেব। নিজ সন্তানের মতই ভাতিজা-ভাতিজীদের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

যুবক হাফেজ্জী হুজুর (র.) চাচা জানের নিকট প্রাথমিক আরবী ফার্সী শিক্ষা লাভের পাশাপাশী ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিত নামক জনৈক হিন্দু শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষাঃ উচ্চ প্রাইমারী স্কুল থেকে পাস করার পর তিনি আরবী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু কোথায় কিভাবে আরবী শিক্ষা গ্রহণ করবেন, সে সিদ্ধান্ত তখনো নেননি, ইতিমধ্যে, একদিন দাদার বাড়ি বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আব্বার সঙ্গে নোয়াখালীর চৌমুহনী রওয়ানা হন। চন্দ্রগঞ্জ পৌঁছার পর পশ্চিম বাজার রাস্তা সংলগ্ন মসজিদে জনৈক উস্তাদের নিকট কতিপয় ছাত্রকে পড়াশোনা করতে দেখতে পান, পাঁচ পারার মওলানা ওসমান সাহেব তখন ঐ মসজিদে পড়াতেন। মওলানা ওসমান সাহেবকে কেন্দ্র করে কয়েকজন ছাত্রের পড়ালেখার সুন্দর দৃশ্যটি দেখে যুবক হাফেজ্জী হুজুরের মনও তার নিকট পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখনি আব্বাজানের নিকট মনের আগ্রহের কথা তিনি প্রকাশ করেন, ছেলের আগ্রহের কথা শুনে আব্বা সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

পিতার অনুমতি পেয়ে তিনি সেখানে ভর্তি হয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পড়ালেখা করলেন। মওলানা ওসমান সাহেবের মাদ্‌রাসাটি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি মাদ্‌রাসা। এক উস্তাদ এক মাদ্‌রাসা, বিভিন্ন বিষয়ের পারদর্শী শিক্ষক মণ্ডলীর অনুপস্থিতির কারণে মাদ্‌রাসাটির প্রাতিষ্ঠানিক কোন রূপ ছিল না।

অতএব হযরত হাফেজ্জী হুজুর মনে মনে আরো একটি বিদ্যাপিঠ খুঁজেতে থাকেন, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পরদর্শী উস্তাদগণের তত্ত্বাবধানে পড়ালেখার সুযোগ এবং সমন্বিত একটি অধ্যয়নের পরিবেশ থাকবে।

তৎকালে লাকসামে নবান ফয়জুন্নেসা চৌদুরানীর মাদ্‌রাসাটি ছিল কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা, সেখানকার পড়া-লেখার সুনাম সুখ্যাতির কথা শুনে মওলানা ওসমান সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে তিনি নবাব বাড়ির মাদ্‌রাসায় চলে আসেন।

খিল বাইছা মাদ্‌রাসাঃ লাকসাম মাদ্‌রাসা ছেড়ে এসে তিনি লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত খিল বাইছা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় মওলানা আব্দুর রহমান ছিলেন একজন ওলিয়ে কামেল এবং স্বনামধন্য আলেম। মওলানা আব্দুর রহমান (বড় হুজুরের) বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) উক্ত মাদ্‌রাসায় তিন বৎসর অধ্যয়নরত ছিলেন। এখানে তিনি ফার্সী ভাষায় আল্লামা শেখসাদীর গুলিস্তা ও বোস্তা, আখলাকে মুহসেনী, ইউসুফ যোলায়খাঁ প্রভৃতি কিতাব এবং নাহু ছরফের মীযান, মুনশাইব, নাহুমীর, হিদায়াতুন্নাহুসহ সংশ্লিষ্ট জামা'আতগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবনঃ পড়াশেষে তিনি তার সাথী হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) ও মওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (র.) সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেওবন্দের নকসা অনুযায়ী নতুন নতুন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তারা প্রথমে যোগ দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় ইউনুসিয়ায়। এরপর তাদের প্রচেষ্টায় বাগেরহাট ও ঢাকার বড় কাটারা, লালবাগ ও ফরিদাবাদে বড় বড় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের একক প্রচেষ্টায় প্রায় ১৮-২০ একর জমির উপর নূরীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৮১ খ্রি. তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের পর ১৯৮১ খ্রি. ২৯ নভেম্বর তিনি খেলাফত আন্দেলন নামে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন।

শিক্ষকবৃন্দঃ শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুছাইন আহমদ মাদানী (র.), আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.), আল্লামা শাইখুল আদব এযায আলী (র.) প্রমুখ।

শাগরেদবৃন্দঃ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক (র.), আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমীনী (র.), হযরত মওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই (র.), হযরত মওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী (দা.বা.), পীরে কামেল হযরত মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ (দা. বা.) প্রমুখ।

ওফাতঃ ৭ মে ১৯৮৭ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা কামরাঙ্গীরচরে নূরীয়া মাদ্‌রাসার পার্শ্বে তাঁকে সমধিস্থ করা হয়।[১]

মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (১৯০০-১৯৭৩ খ্রি.)

কুর'আন-হাদীস ও ইসলামী দর্শন ও ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক, গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট আধ্যাতিক আলিম ও দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে উপমহাদেশে যে কয়জন প্রখ্যাত মনীষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র.) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ইসলামি জ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষানীতির সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম আধ্যাত্মিক পুরোধা হিসেবেই অধিক খ্যাত।[২]

জন্মঃ তিনি ১৯০০ বর্তমানে ফেনী জেলা শহরের অদূরে সিলোনিয়া এলাকার নিজামপুর গ্রামে এক শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ আলী আজম ও মাতার রহিমুন্নেসা। তাঁর প্রপিতামহ শেখ মুনীরদ্দীন ফরাযী ছিলেন হাজী শরীয়াতুল্লাহ ফারায়িযী আন্দোলনের সমর্থক।[৩]

শিক্ষা জীবন বাল্যকালে তিনি তাঁর নানা মুন্সী মোহাম্মাদ হাতেম সাহেবের নিকট কুর'আন শরীফ শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর পিতা শেখ আলী আজম সাহেবের নিকট বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা লাভ করেন।[৪] এরপর ১৯১৪-১৫ খ্রি. আজমী নিজ গ্রামের এক নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রি. দাগন ভুঞা আযীযিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ৩বছর প্রাথমিক আরবী ফার্সি অধ্যয়ন করেন। ১৯২০-২১ খ্রি. তিনি নিজামপুরের চট্রগ্রামে বরুরহাট মাদ্‌রাসায় জামাতে সপ্তম (৭ম শ্রেণি) ও ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ শ্রেণি) পাস করেন। ১৯২২ খ্রি. তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় জামাতে পঞ্চম (৫ম শ্রেণি) বাদ দিয়ে জামাতে চাহারুমে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে জামাআতে উলা আজকের ফাজিল ২য় বর্ষ পাস করেন ১৯২৫ খ্রি.।

১৯৪৫-৪৬ এই দুই বছর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেক বিষয়ের বই, পুস্তক, বিশেষত, কুর'আন-হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।[৫]

কর্মজীবন মওলানা আজমীর কর্মজীবন শুরু হয় প্রথমে বালুয়া চৌমুহনী মাদ্‌রাসায় ১৯২৭ খ্রি. অধ্যপনার মাধ্যমে। এরপর ১৯২৮ খ্রি. থেকে ১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন।[৬]

মোট কথা মওলানা আজমী বহুমুখী গুণ গরিমার মধ্যে সূধী সমাজে তার সর্বশেষ পরিচিত ছিল একজন প্রথম শ্রেণির শিক্ষাবিদ হিসেবে। তাঁর জীবনের এক উল্লেখ যোগ্য অংশ তিনি এই শিক্ষা সংস্কারের চিন্তা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন।[৭]

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের জীবনী* (ঢাকা: ২০০৯, বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স), পৃ. ৮৫-৯৪

২. মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩

৩. এ.এস.এম আজিজুল হক আসারী (সংকলন ও সম্পাদনায়), *নূর মোহাম্মদ আজমী* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. মার্চ-১৯৮৭) পৃ. ১; ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৪. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৫. নূর মোহাম্মদ আজমী আমার জীবনী, পৃ. ৩-৫; এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকাঃ ই,ফা,,বা-১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৫২৬

৬. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮; এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী প্রাগুক্ত, পৃ-৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ ই,ফা,বা- ১৯৮৬) পৃ. ৫২৬

৭. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মওলানা আজমীঃ মওলানা আজমী শাহ্ ওলীউল্লাহর জীবনাদর্শে অনুপ্রানিত ছিলেন।[১] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার জীবনের ব্রত। তিনি বলেন ইসলামের আদর্শই আমার জীবনের আদর্শ এবং খাঁটি ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণের জন্য জন সাধারনকে উদ্বুদ্ধ করাই আমার লেখার উদ্দেশ্য। আমি মনে করি বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম নেই, অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে দুনিয়া স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হত এবং দুনিয়াতে কখনও শ্রেণি সংগ্রাম সৃষ্টি হত না।[২]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদের ধারাকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং এমনি করে ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১) যুগ সৃষ্টি নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্ঠ সমাধানের উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদের ধারাকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং এমনি করে ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) মাদ্‌রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এমন সবলোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা বিশ্বের দুয়ারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুনাবলী ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আজমী ইজতেহাদ শীর্ষক দুটি জোরালো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় ১৩৬২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। দ্বিতীয়টি আত্ম প্রকাশ করে ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় ১৯৬৫ খ্রি. মার্চ সংখ্যায়।[৩]

মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার ও মওলানা আজমীঃ তিনি নিজে ছিলেন অনেক মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কারে অসাধারণ অবদান রাখেন।[৪] ১৯২৯ খ্রি. তিনি ফেনী মাদ্‌রাসায় অন্যান্য বিষয়ের বিষয়ের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কারের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি একই উদেশ্যে "মাদারিযে আরাবিয়া-কো-নেযাম-এ-তালীম" শীর্ষক ৪৮ পৃষ্ঠার একটি উর্দু পুস্তিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন যা মাদ্‌রাসা সংস্কারের জন্য গঠিত মোয়াজ্জম উদ্দীন কমিটির ১৯৪৬ এর নিকট পেশ করেন। তারই সুপারিশে কমিটি ১৯৪৬ খ্রি. মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচীতে বাংলা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতি অর্থনীতিকে ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিষয় তালিকা ভূক্ত করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩০ খ্রি. জমিয়তুল মোদাররিসীন নামক একটি শিক্ষক সমিতি গঠন করেন।[৫] এই প্রতিষ্ঠানটি মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে এখন বিদ্যমান। যা সব সময় মাদ্‌রাসার লেকচারার সেই সময়ের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস জনাব কামালউদ্দীন ছিলেন উক্ত জমিয়াতুল মোদাররেসিনের প্রথম সভাপতি।[৬] জমিয়াতুল মোদারবিসীনের মুখপাত্র স্বরুপ তিনি ফেনী থেকে "তালীম" নামক একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৫৫ খ্রি. থেকে ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত এর সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৭]

সাংবাদিক মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীঃ তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনী শহর শাখার সভাপতি ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির একজন সদস্য ছিলেন।[৮] তিনি ১৯৩৭ খ্রি. থেকে আজাদ নবযুগ পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। এরপর মাসিক মোহাম্মদী ঢাকা, মদীনা ইসলামী একাডেমী

---

১. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

৩. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৪. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৬. এ.এস.এম. আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৭. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুত, পৃ. ১৮৯

৮. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

পত্রিকা ঢাকা, মীনার জাহান নত্ত ঢাকা, ইনসান প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক, মাসিক, ও সাময়িকীতে ইতিহাস বিষয়ক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার মূলক তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।[১]

মওলানা আজমী বৈবাহিক জীবনঃ অনেকেই হয়তো মনে করতেন যে, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী চিরমুমার ছিলেন, তিনি যে ১১-১২ বছর কাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সে খবর অনেক বন্ধু-বান্ধবদেরই জানা ছিল না। মূলত তিনি ২৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিয়ের ছয় বছর পর তাঁর গর্ভে একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন। মেয়েটি চার বছর বয়সে কাল জ্বর হয়ে মারা যায়।

আর এক বিবরণী মতে তিনি এগার বছর কাল বৈবাহিক জীবন যাপন করার পর একাকী হয়ে যান। তার স্বাস্থ্যগত কারনে তিনি স্ব ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দেন। তিনি সম্পূর্ণ খরচ বহন করে নিজেই অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেন।[২]

রচনাবলীঃ বাংলা, উর্দু ও আরবী এই তিন ভাষায় তিনি লেখনী পরিচালনা করেন। তার গুরুত্ব পূর্ণ হাদীস সম্পর্কিত রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১) হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা। বাংলা ভাষার এটাই হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে সর্ব প্রথম গবেষণা গ্রন্থ। এতে হাদীস পরিচিত, হাদীসের ইতিবৃত্ত ও হাদীসের পরিভাষা থেকে আরম্ভ করে উপমহাদেশে হাদীস চর্চা মুহাদ্দিসের জীবনালেখ্য পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি।[৩] বাংলাসাহিত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ডঃ মুহাম্মদ হোসেন এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন "আমার জ্ঞানানুসারে এরূপ হাদীস সম্বন্ধীয় পুস্তক ইহার পূর্বে রচিত হয় নাই"।[৪]

২) মেশকাত শরীফ বঙ্গানুবাদ (ব্যাখাসহ)। প্রসিদ্ধ হাদীস মেশকাত (আরব) কিতাবটির ব্যাখাসহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী। ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ৭ম খণ্ড প্রকাশের পরে। বইটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও এডিশনাল বিষয় হিসাবে পাঠ্য।[৫]

ইন্তিকালঃ ১৯৭৩ খ্রি. ১৬ আগস্ট রাত ৯টার সময় মওলানা মোহাম্মাদ আজমী নিযামপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করাহয়।[৬] মওলানা আজমী ছিলেন একজন জ্ঞান সাধক, ধর্মভীরু বিশিষ্ট আলিম। শিক্ষাসংস্কারক, গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার।[৭] মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ও অধ্যক্ষ, সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসা বলেন মওলানা আজমী সাহেব ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ইল্‌মে নবীর জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বাংলা ভাষার যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।[৮]

মওলানা ছফিউল্লাহ (১৯০৪-২০০৮ খ্রি.)

মওলানা ছফিউল্লাহ নোয়াখালী জেলার কোম্পীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর গ্রামের দ্বীনদার মুন্সী পরিবারে ১৯০৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম মানিকজান খানম। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই খুব পরহিযগার ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে পিতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গৃহশিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি তিনি গ্রামের মক্তবে মৌলভী সিরাজুল হক এর নিকট দ্বীনি ইল্‌ম অর্জন করেন। এরপর তিনি বাসনী আহসানিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর বসুরহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষা দিয়ে ১ম স্থানের অধিকারী হন। তারপর তিনি ইসলামী শিক্ষা আর্জন করার জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৩২ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম, ১৯৩৪ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল

---

১. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

৩. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৬. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৮. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

এবং ১৯৩৬ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। তিনি ছাত্রজীবনে অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন:

১. মওলানা জিয়াউল হক, সাবেক অধ্যক্ষ, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা।
২. মওলানা ইয়াইহয়া সাহসারামী, সাবেক শায়খুল হাদীস, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩. মওলানা মমতাজ উদ্দনি, সাবেক মুহাদ্দিস, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রমূখ।

তিনি ১৯৩৬ খ্রি. কলকাতার হাওড়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে ১৯৩৮ খ্রি. পর্যন্ত অবস্থান করার পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর ১৯৩৮ খ্রি. থেকে ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত শেরপুর ফাযিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৪০ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় যথাক্রমে হেড মওলানা, শায়খুল হাদীস, উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদ অলংকৃত করেন। তিনি সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাবসহ তাফসীরের কিতাবগুলো পড়িয়েছেন। ১৯৮১ খ্রি. তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনও তিনি ধামতীতেই কাটিয়েছেন। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) প্রফেসর ড. সেকান্দার আলী, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২) মওলানা হিফজুর রহমান, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩) প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪) মওলানা বদিউল আলম, মুহাদ্দিস, উত্তর বাড্ডা কামিল মাদ্‌রাসা।
৫) মওলানা শহীদুল্লাহ, প্রধান মুফতী, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬) মওলানা নূরজ্জামান, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৭) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী, মুহাদ্দিস, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্‌রাসা।
৯) মওলানা দেলোয়ার বিন মফিজ, অধ্যক্ষ, ভোলদীঘি কামিল মাদ্‌রাসা।
১০) মওলানা আব্দুল সাত্তার, মুহাদ্দিস, সোনইমুড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসা।
১১) মওলানা আবুল কালাম, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদ্‌রাসা, মহিলা শাখা, ঢাকা।

তিনি ফুরফুরার পীর মওলানা আবু বক্কর সিদ্দীক-এর হাতে বায়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। কুর'আন-হাদীসে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। এলাকার কুসংস্কার ও নানা প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। মওলানার সত্যপ্রিয়তা, তাকওয়া, পরহিযগারী এলাকার মানুষের মুখে মুখে প্রবাদে ন্যায় প্রচলিত। তিনি প্রখ্যাত সূফী ছিলেন। আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সুমধুর কণ্ঠস্বরে তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার মাঝে আধ্যাত্মিকতার চাপ ছিল। তিনি জীবনে ২ বার পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। তিনি ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ খ্রি. মারা যান।[১]

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) (১৯১৬-১৯৯৩ খ্রি.)

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) একজন খ্যাতমান হাদীস বিশারদ, কুর'আনের দক্ষ ব্যাখ্যাদাতা ও বিশ্লেষক, ফিকহ শাস্ত্রবিদ, যুগের সংস্কারক, বাতিলের স্বরুপ উদঘাটক, বিদ'আত উচ্ছেদ, সুন্নী মতাদর্শের প্রচারক, সত্য সন্ধানীদের দিশারী, সুদক্ষ ও সুফল সংগঠক, সফল আদর্শ কর্মবীর ও কামিল অলী।[২]

জন্ম ও শৈশবকাল: আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা বিভাগের অন্তর্গত হরিপুর জেলার সিরিকোট গ্রামের সৈয়্যদাবাদে সৈয়্যদ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তিনি ছিলেন রসূল (সা.)- এর সরাসরি চল্লিশতম অধঃস্তন পুরুষ।[৪]

---

১. ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা; অফিস রেকর্ড, অত্র মাদ্‌রাসা।

২. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, আলণ্ঢামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান, (কুষ্টিয়া ঃ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খ-৮ম, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর-১৯৯৯), পৃ. ৯১

৩. মুহাম্মদ জানআক মুসাযায়ী, তাযকিয়া (পাকিস্ড়ান: রিদওয়ান প্রিন্ট, তা.বি.), পৃ. ৬

৪. শাজরা শরীফ, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া* (পাকিস্ড়ান: দরবারে আলিয়া কদেরীয়া প্রিন্ট , তা. বি.), পৃ. ৩২১

শিশুকাল হতেই আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) আধ্যাত্মিক ব্যাক্তিত্বের অনুগত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চর্চা ও অনুশীলন শিশু অবস্থায়ই শুরু হয়। মাত্র দু'বছর বয়সেই তিনি মহান ওলী খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী[১] এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। এ বয়সে তিনি একবার শিশু সুলভ অভ্যাসে মায়ের দুধ পান করতে চাইলে এ মহান ওলির নিষেধাজ্ঞায় আর দুধ পান করেন নি।[২] তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় পিতার সান্নিধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ ও ক্যাপটাউনে। তিনি পিতার সাথে ১৯২৪ খ্রি. ৮বছর বয়সে ভারতের আজমীর শরীফে গরীবে নেওয়াজ খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী (র.) এর মাযার যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩]

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন: তিনি স্বীয় পিতা আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর সান্নিধ্যে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[৪] পিতার সাথে ১৯২৫ খ্রি. নয় বছর বয়সে বার্মায় (মায়ানমার) গমন করেন। ১৯২৭ খ্রি. এগার বছর বয়সে কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতিসহ হিফয সমাপ্ত করেন।

দীর্ঘ ষোল বছর সিরিকোটি (র.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বহুমুখী ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে বিদ্যা শিক্ষার স্তরগুলো ও অতিক্রম করতে সক্ষম হন।[৫] তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা বিভাগের অন্তর্গত হরিপুর শহরের রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায়। তিনি এতে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ইলমুন নাহু ওয়াছ ছরফ (ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব) ইলমুল হাদীস, ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিকহ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, ইলমুল কালাম, ইলমুল বাদী, ইলমুল মাআনী, ইলমুল বায়ান, ইলমুল ফিকহ, ইলমুল নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইলমুল নুযুল, ইলমুত তাওয়ারীখ ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৬] তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ মুফাস্‌সীরই-কুর'আন জারতুল আল্লামা সরদার আহমদ শাহ লায়ালপুরীর নিকট ধর্মীয় জ্ঞানের দরস গ্রহণ করেছিলেন। জগত বিখ্যাত আলেম হাকীমূল উম্মত আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীও ছিলেন তাঁর অন্যতম উস্তাদ। তিনি ২৭/২৮ বছর বয়সে ১৯৪৩/১৯৪৪ খ্রি. এর দিকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর মেধা দিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের খ্রি. শরী'আতের জাহেরী জ্ঞানের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।[৭]

কর্মজীবন: শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেই তিনি পাকিস্তানের হরিপুর শহরের হরিপুর রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় কুর'আন ও হাদীসের দরসে দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৮] তিনি ১৯৪২ খ্রি. সর্বপ্রথম

---

১. আলণ্ঢামা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্ড়ানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ড় প্রদেশের হাজারা জেলার হরিপুর শহরে চৌহর শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় তিনি হলেন হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত খাজা ফকীর মুহাম্মদ একজন বুযুর্গ। ৮ বছর বয়সে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। পবিত্র কুর'আনই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। পাকিস্থানের রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা তাঁর ইসলামী শিক্ষায় বৃহৎ অবদানরই স্বীকৃতি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আরবীতে ৩০ পারা দর"দ শরীফ সম্বলিত মাজমুআ-ই সালওয়াতির রসূল (স.) অদ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি ৮০ বছর বয়সে ১৩৪২ হিঃ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব ইন্ড়েকাল করেন। দ্র. এম. সেলিম, বাগে সিরিকোট (চট্টগ্রাম: খান সম্পাদিত ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪), পৃ. ৯৫

২. সম্পাদক, মাসিক তরজমান (চট্টগ্রাম: দেওয়ান বাজার প্রেস, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ও জুলাই-১৯৯৩), পৃ.১৭

৩. কাজী আব্দুল ওহাব সম্পাদিত ও গ্রন্থিত আলণ্ঢামা তৈয়্যব শাহ্ (র.) স্মারক গ্রন্থ (চট্টগ্রাম: প্রমিস কম্পিউটার এন্ড মোহনা ম্যানশন, ১ম প্রকাশ, ২১ আগস্ট, ১৯৯৪), পৃ. ২৮

৪. আব্দুল হালিম আফগানী, *তাযকিরা-ই-আওলিয়া-ই-পাকিস্ড়ান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স প্রিন্ট, ১২ জুলাই ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ০৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬. আলণ্ঢামা তৈয়্যব শাহ স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ও ৪৮

৭. এ.এ. জামেয়ুল আকতার আশ্রাফী, মহাত্বে ভরা মহান মনীষা, আওলাদে রাসূল হযরত তৈয়্যব শাহ্ (র.), মাসিক তরজুমানে সংকলিত পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, মে-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১৬; আলণ্ঢামা তৈয়্যব শাহ স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

৮. মাসিক তরজুমানে সংকলিত পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৬ ইং, পৃ. ২৮

বাংলাদেশের চট্রগ্রামে আগমন করেন। এ বছরেই চট্রগ্রামের প্রসিদ্ধ মসজিদ আন্দরকিল্লা জামে মসজিদে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৌভাগ্য হয় তারাবীর নামাযে তাঁর মুখে খতমে কুর'আন শুনায়। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে মুসল্লিগণ সীমাহীন মোহিত ও মুগ্ধ হন।[১] তিনি পিতার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের হরিপুর শহরের সিরিকোট শরীফের বৃহত্তম জামে মসজিদে ওয়াক্তিয়ানামাজের ইমামতি করতেন। ১৯৬১ খ্রি. হতে পিতার নির্দেশে এতদাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাতে ইমামতি ও খোৎবা পাঠ শুরু করেন। এ দায়িত্ব ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত পালন করেন।

মৃত্যুঃ ২৫ মে ১৯৬১ খ্রি. বৃহঃবার পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) ইহধাম ত্যাগ করলে স্বাভাবিকভাবে পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বাধিক দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে, যা তিনি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হন।[২] তিনি সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের আজাদীর পক্ষে কথা বলতেন।

ইসলামী শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক অবদানঃ তিনি ১৯৬১ খ্রি. হতে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতসমূহের তদারকির জন্য প্রতি বছরই বাংলাদেশে আসতেন। তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে শুরায়ে রহমানিয়া সংস্থার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশে এর নাম আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া রাখেন। ১৯৫৬ খ্রি. এ সংস্থার গঠনতন্ত্র রচিত হয়। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা, মসজিদ, খানকা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিক ও সুনির্দিষ্ট কাঠোমোতে পরিচালনা করার প্রয়াস পান।[৩]

তিনি একবার জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশে বলেছিলেন ধর্মীয় মাদ্‌রাসা হচ্ছে কোন দেশের বস্ত্র তৈরির কারখানার মত, যাদ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।[৪] ১৯৬৮ খ্রি. ঢাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মুহাম্মদপুর কাদিরিয়্যা তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। তার জীবদ্দশায় এটা কামিল হাদীসে উন্নীত হয়। ঢাকায় এ প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে কুর'আন, হাদীস, আক্বাইদসহ সুন্নী মাযহাবের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।[৫] নরশিংদী জেলার মাঝরা নদীর পাড়ে তৈয়্যবিয়্যা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসাসহ বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে। আর এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ তাঁর পিতা, তাঁর সাহেব জাদাদ্বয় আল্লামা সৈয়দ তাহের শাহ ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্, আল্লামা খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র.) ও সংশ্লিষ্ট এলাকার ইসলামী ব্যক্তিত্ব কিংবা তাঁর নামানুসারে করা হয়েছে।[৬]

ঢাকা কায়েৎটুলিস্থ খানকায়ে সৈয়্যদিয়্যা তৈয়্যবিয়্যা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত।[৭] ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত (১৯৮০ খ্রি. ব্যতীত) প্রতিবছরই তিনি ঢাকা ও চট্রগ্রামে জশনে জুলুসের ধর্মীয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ জুলুসে শরীক হয় লক্ষ লক্ষ নবী প্রেমিক, ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাজপথ করে তোলে উৎসবমুখর, জাগিয়ে তোলে মানুষের ঈমানী চেতানা ও ঐক্য, প্রকম্পিত হয় বাতলের হৃদয়, ধুলিস্যাত হয় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের পকিল্পনা, ধর্মীয় চেতনা ও নবী প্রেমে উদুদ্ধ হয় সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ, আকৃষ্ট হয় মানুষ ইসলামের প্রতি।[৮]

ইন্তেকাল ও দাফনঃ বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ, মহান সংস্কারক, দক্ষিণ এশিয়ার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা সৈয়্যদ তৈয়ব শাহ (র.) ৭ জুন ১৯৯৩ খ্রি. সোমবার পাকিস্তান সময় প্রায় সাড়ে নয়টায় পাকিস্তানের উত্তর-

---

১. তাজকিরা, প্রাগুক্ত, ১২ জুলাই, ১৯৯৩, পৃ. ৭

২. Daily Nawa-i-Waqt, Rawalpindi, Pakistan, 8 June, 1993.

৩. তাযকিরা, প্রাগুক্ত, ১২ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৯

৪. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৫. কাজী আব্দুল ওহাব সম্পাঃ ও গ্রন্থিত আলণ্ঢামা তৈয়্যব শাহ্ (র.) স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, ২১শে আগষ্ট, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৩৫

৬. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৮. দৈনিক কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ১৪ আগস্ট, ১৯৯৫, পৃ. ১

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হরিপুর জেলার সিরিকোট শরীফে ৭৭ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। সিরিকোটি (র.)-এর মাযারের পার্শ্বে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১]

মওলানা আফলাতুন কায়েস (জ. ১৯২৮ খ্রি.)

জন্ম পরিচয়: তিনি চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার মুছাপুর গ্রামে ১৯২৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মতিউর রহমান এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

শিক্ষা জীবন: তিনি নিজ এলাকা থেকে প্রাথমিক স্তর পরবর্তীতে দাখিল ও আলিম সন্দীপের জিয়াউল উলূম সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে আলিম পাস করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওয়বন্দ গমন করেন। তথায় পাঁচ বছর পড়াশুনা করে ১৯৫৩ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।

কর্মজীবন ও হাদীসের খেদমত: তিনি লাহোর দেবির বাজারস্থ কুন্দিগারা গলিতে অবস্থিত মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪৪-৫৬ পর্যন্ত শিক্ষকতা করে সন্দীপে আসেন। এখানে কয়েকটি মাদ্‌রাসায় কিছু দিন পাঠদান করান। তারপর ১৯৫৭ খ্রি. লক্ষীপুরস্থ রায়পুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

এখানে কামিল শ্রেণিতে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ পাঠদান করতেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র হাদীসের খেদমতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছে। বর্তমান অধ্যক্ষ আবু ছালেহ মুহাম্মদ আব্দুর মুকতাদিরও তাঁর ছাত্র।[২]

রচনাবলী: ১) মিশকাত শরীফের অনুবাদ (শেষ খণ্ড) ২) সহীহ আল-বুখারী (৩য় খণ্ড) ৩) সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা (অনুবাদ) ৪) আসমাউর রিজাল (মৌলিক) ৫) মীযানুল আখবার (অনুবাদ) ৬) সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড অনুবাদ)

মুহাদ্দিস ও গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে যেমন তিনি সমাদৃত ছিলেন তেমনি সুবক্তা হিসেবে ও সারা বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

মওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী (১৯৩২-২০০৭ খ্রি.)

হাদীস চর্চার বর্তমান যে সকল আলেম স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী অন্যতম। তিনি কর্মজীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি হাদীস চর্চায় নিয়োজিত আছেন। একাধারে তিনি হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, গবেষণা, বক্তৃতা জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও গবেষণাধর্মী পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে তিনি জামে'আ হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা-এর শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আব্দুল গফুর। তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন হরিনখাইন গ্রামে ১৯৩২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি নিজ গ্রামে জিরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখপড়া করেন। এরপর তৎকালীন সুলতান মাস্টার সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জিরি ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে জামি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গমন করেন ১৩৬৮ হি. সনে দাওরায়ে ইফতা, পরে দাওরায়ে হাদীস ও ১ বছর ফুনুনাতের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনের সকল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে নিজ জন্মস্থান চট্টগ্রামে আসার সংকল্প করলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত আলিম গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুর (র.) ইসলামাবদীকে সরাসরি নিজ মাদ্‌রাসায় আনার ব্যবস্থা করেন। মওলানা ইসলামাবদী গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিন মাস অধ্যাপনার পর ঢাকার বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এখানে তিনি দুই বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামের মওলানা

---

১. মাসিক তরজমান, প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুন-জুলাই, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১, ৮; দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রামঃ ৯ই জুন, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ.১ ও ৮

২. ড. আহসান সাইয়েদ: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

আব্দুর রহমানের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। চট্টগ্রামস্থ পটিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি তিন বছর শিক্ষকতা করেন।

তিনি নারায়নগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে ১৯৫৭ খ্রি. জামি'আ আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসার যত উন্নয়ন হচ্ছে তা সবই মওলানা ইসলামাবদীর ক্রয়কৃত জমির উপর। পর্যায়ক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি দাওরা বা টাইটেল-এ উন্নীত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বিজ্ঞ আলিম শিক্ষা লাভ করেছেন।

এরপর তিনি চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। মওলানা ইসলামাবাদী মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নবাববাড়ী জামে মসজিদে খতিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। নবাববাড়ী জামে মসজিদে খতিব থাকা অবস্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, ফরিদাবাদ জামে'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম মাদ্‌রাসা ঘোড়াশাল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামে'আ হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্‌রাসার প্রধান শায়খুল হাদীস রূপে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: মওলানা সৈয়দ আমহদ, মওলানা মুফতী নুরুল হক, শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুল ওদুদ (রহ.) সন্দীপী, মওলানা ইসমাইল সাহেব, মওলান সালেহ আহমদ হরিনখাইন, শায়খুল ইসলাম কুতুবুল আলম মওলানা হাফেজ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)। শায়খুল আদব ও ফিকাহ হযরত মওলানা ইজাজ আলী, মওলানা বশীর আহমদ প্রমুখ বিজ্ঞ উস্তাদগণের নিকট থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। দেশে-বিদেশে তাঁর অগণিত ছাত্র বিভিন্নভাবে ইল্‌মে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরহুম হযরত মওলানা হারুন ইসলামাবাদী, মওলানা সুলতান যওক, মওলানা অহিদুজ্জামান, হাফিজ জাফর প্রমুখ।

মওলানা ইসলামাবাদী ইল্‌মে হাদীসের খেদমত ও চর্চায় একাধারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান, বিভিন্ন আলোচনা,সভা, সেমিনার, সেম্পুজিয়াম, পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী লেখনীর মাধ্যমে টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা পরিচালনা করে ইল্‌মে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে: ১) মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১ ও ২য় খণ্ড, অনুদিত, ই.ফা. বা। ২) নাসাঈ শরীফ ১ ও ২য় খণ্ড, অনুদিত, ই. ফা. বা। ৩) ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ৪) মূল্যবান ভাষণ ৫) জুবদাতুল মাকামাত ৬) হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী ৭) বিসমিল্লাহর তাৎপর্য ৮) মহিলাদের চল্লিশ হাদীস ৯) কিতাবুল আছকার ১০) নবী করীম (সা.)-এর অসিয়ত ১১) হযরত উসামা (রা.) ১২) হায়াতে মালেক ১৩) হযরত আবূ হুরায়রা ১৪) হযরত খুবাইব ইব্‌ন আদী (রা.) ১৫) মাসআব ইবন ওযায়ের (রা.) ১৬) জাযেদ ইব্‌ন হারীসা ১৭) আরাফাতের মুনাজাত ১৮) বরাতে রাত বরাতের মাস ১৯) দরসে শামায়েলে তিরমীজী ২০) মোসলেহাতে তিরমীযী ২১) দরসে ইজাজী ২২) দরসে মাদানী প্রভৃতি।
মওলানা ইসলামাবাদী ইরাক, ইরান, সৌদি 'আরব এবং সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন।

ইন্তিকাল: বহুমুখীগুণের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব ২০০৭ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[১]

মওলানা আমিনুল্লাহ (জ. ১৯৩২ খ্রি.)

তিনি সাবেক নোয়াখালী (বর্তমান ফেনী) জেলায় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ আনোয়ার হোসেন। মায়ের নিকট কুর'আন শিক্ষার মাধ্যম তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি। গ্রামের মক্তবে কুর'আন শিক্ষা সমাপ্ত করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রাথমিক বিদালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি এলাকার মাদ্‌রাসায় আলিম পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯৪৭ খ্রি. আলিম পাস করেন। এরপর তিনি দ্বীনি ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা নিয়ে বরিশালে গমন করেন। সেখানে ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৪৯ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৫১ খ্রি. কামিল সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি হাদীসের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য উপমহাদেশের আযহার খ্যাত দারুল 'উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯৫১ খ্রি. থেকে ১৯৫৬ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ বছরে অন্যান্য কিতাবসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যার্তনকরেন। তিনি যে সব প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন:

১. ০৮-০৮-২০১১ খ্রি. তারিখে গবেষক তার জামাতা মওলানা ইলিয়াসের সাথে সাক্ষ্যাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

১। মওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
২। মওলানা মোঃ আহমদুল্লাহ, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৩। মওলানা আমিনুল হক, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৪। মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা।
৫। মওলানা এজায আলী আমরুহী, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা।
৬। আল্লামা ইবরাহীম, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ১৯৫৬ খ্রি. শাহতলী আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখানে তিনি প্রথমে প্রভাষক, এরপর ২য় মুহাদ্দিস এবং পরে প্রধান মুহাদ্দিসের পদ অলংকৃত করেন। দীর্ঘ ৩৭ বছর শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীসের খিদমত করে অবশেষে ৩১ আগস্ট ১৯৯২ খ্রি. তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু হাদীসের এ পণ্ডিত অবসর গ্রহণের পরও ইল্‌মে হাদীসের টানে বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি। দারুল 'উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানে ১৯৯২ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি প্রায় দীর্ঘ ১৭ বছর যাবত হাদীসের জ্ঞান বিলিয়ে দেবার কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি বয়সের ভারে ন্যুজ তারপরও দিনরাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় হাদীসের কিতাবাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যয় করেন। তিনি অযথা কারো সাথে কথা বলে সময় কাটাতে রাজি নন। নামায ও ক্লাসের সময় ব্যতীত তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বের হন না। বগুড়া মাদ্‌রাসায় যে কক্ষটিতে তিনি অবস্থান করেন সে কক্ষটি হাদীসের তাবে ভরপুর। তিনি সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাবসহ তাফসীরে জালালাইন, কাশশাফ ও বায়যাবী পড়িয়ে থাকেন। এ মনীষীর নিকট অনেক ছাত্র ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা নিয়ে দেশ-বিদেশে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন:

১। মওলানা আবু বক্কর, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর কামিল মাদ্‌রাসা।
২। মওলানা সগীর আহমদ, অধ্যক্ষ, সালেহাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসা।
৩। মওলানা জয়নুল আবেদীন, অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।
৪। মওলানা মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ, বলাখাল নেচারিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

হাফেজ মওলানা মাহমুদুর রহমান (জ. ১৯৩৩ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি: মাহমুদুর রহমান, পিতার নাম- মরহুম এ. হক। তিনি ১৯৩৩ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি থানার ধ্রুং গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: ১৯৪২ খ্রি. তিনি নাজিরহাট নাসিরুল উলূম মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম) থেকে হেফজ শেষ করেন। ১৯৮৩ খ্রি. চট্টগ্রামের হাটহাজারী মইনুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্‌রাসা (ভারত) ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্ম জীবন: কর্ম জীবন শুরুতে তিনি ১৯৫৬ খ্রি. জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদ্‌রাসা (নওয়াপাড়া) যশোর এ প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ খ্রি. তিনি সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট)-এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ খ্রি. থেকে খুলনা জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮০ খ্রি. থেকে মাদ্‌রাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে অদ্যাবধি পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র: ১) মও. গোলাম মোস্তাফা, অধ্যক্ষ, হামিদপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা। ২) মও. এম. আবু বকার, অধ্যক্ষ শাহবাদ মজিদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, নড়াইল। ৩) মও. রুহুল কুদ্দস উপাধ্যক্ষ, ডেমরা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট। ৪) মও. এ. বাসার প্রধান মুহাদ্দিস, কেশবপুর বাহারুল 'উলূম, কামিল মাদ্‌রাসা, যশোর। ৫) মও. রহমাতুল্লাহ, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

প্রতিষ্ঠাতা: ১৯৮৫ খ্রি. তিনি খুলনার খালিশপুরে মুস্তাইনুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১০ জন এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন ।[১]

১. গবেষক ০৪/০২/১০ তারিখে সরাসরি সাক্ষাত করে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

মওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (জ. ১৯৩৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আলোচক, সমালোচক গবেষক মও. আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত হাজীগঞ্জ উপজেলার সেন্দ্রা গ্রামে ১ নভেম্বর ১৯৩৯ পৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আরিফউল্লাহ।

শিক্ষা জীবন: তিনি ১৯৫৬ খ্রি. কামিল হাদীস, ১৯৮২-৮১ খ্রি. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ (অনার্স) ও এম. এ পাস করেন। ১৯৮৮ খ্রি. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এ স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: ১৯৫৬ খ্রি. শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবনে শুরু করেন। কর্মজীবনের পরমপরায় খ্রি. পর্যন্ত চাঁদপুর মাসিমপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৫৮-১৯৬০ খ্রি. পর্যন্ত চাঁদপুর মাসিমপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা হেড মওলানা, ১৯৬০-৬১ খ্রি. পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার সোনাইমুড়ি সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপার, ১৯৬৬-৭৭ খ্রি. পর্যন্ত লুধূয়া হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক,১৯৭২-৭৮ খ্রি. পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলা হামিপুর আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস, ১৯৭৬-৮৩ খ্রি. পর্যন্ত নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ, ১৯৮৮-৯৯ খ্রি. পর্যন্ত তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ, ২০০০-২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ ইন্টান্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্‌রাসা হাদীস বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক।

কর্মজীবনে তিনি ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্স ফোরাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে, কবি ফখরুল একাডেমী, খুলনা ইসলামিক ফোরাম, খুলনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ইত্তেহাদুল উম্মাহ, বাংলাদেশের কন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, উলামা যাশায়েখ বাংলাদেশ এর প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইফাবা এর জাতীয় ইসলামি পরিষদের সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ নাখালপাড়া, ঢাকা, মসজিদদুল আকবর, সায়েদাবাদ, ঢাকা-এর খতীব ছিলেন।

তিনি মিসবাহুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি করাচী (পাকিস্তান) এর এশিয়া ইসলামিক কনফারেন্স, ইরাকের বাগদাদ ইসলামি সম্মেলন, পাকিস্তানের শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৮৫ খ্রি. হজ্ব পালন, রাবিতা-ই-আলম এ ইসলামি সম্মেলন উপলক্ষে সৌদি আরব সফর করেন।

গ্রন্থবলী: ১) ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র ২) সীরাত রচনাবলী ৩) ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব ৪) ইসলামী দর্শন ৫) মানবাধিকার ও ইসলাম ৬) কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ৭) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ৮) কাদিয়ানীদের মতবাদ ও ইসলাম।

মওলানা এম. তৈয়্যেব শাহ্ (জ. ১৯৪৫ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচিতি: মও. এম. তৈয়্যেব, পিতার নাম, মরহুম আলহাজ্ব গোলাম রহমান শাহ্। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি চট্টগ্রাম জেলার ভুজপুর থানায় আজিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

শিক্ষা জীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি নিজ এলাকায় কাজীর হাট মাদ্‌রাসায় (চট্টগ্রামে)

প্রথমে ভর্তি হন ১৯৬১ খ্রি. চট্টগ্রামে হাটহাজারী মাদ্‌রাসা ভর্তি হন। ১৯৬৭ খ্রি. তিনি জামে'আতুল ''আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা (করাচী) পাকিস্তান ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাওয়ারে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৬৮ খ্রি. শাহ্‌বাদ আলিয়া মাদ্‌রাসা (নড়াইল) হেড মও. হিসেবে যোগদান করেন। কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি (নওয়াপাড়া) যশোর জামে'আ ''আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রধান মুহদ্দস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৬ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ এলাকার কাজীর হাট মাদ্‌রাসায় (চট্টগ্রাম) মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৮ খ্রি. তিনি তিনি জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদ্‌রাসা (নওয়াপাড়া) যশোর ফিরে আসেন এবং অদ্যাবধি উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

---

১. গবেষক ২/১০/২০০১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. মুফিজুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।
২) মও. গোলাম মোস্তাফা, প্রধান মুহাদ্দিস, শংকরপাড়া মহিলা মাদ্‌রাসা, নওয়াপাড়া যশোর।
৩) মও. এ.রব, প্রধান মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা মাদ্‌রাসা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. তৈয়্যেব শাহ্ আরবি ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।[১]

মওলানা ইসমাঈল টুমচরী (১৯৪৫ - ১৯৯০ খ্রি.)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেশ কয়েকজন আলিম নিজ নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জাগরণমুখী চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজে জাগিয়েছিলেন প্রাণের স্পন্দন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নতি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যারা অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন, এ ধরনের মহৎপ্রাণ গুণী মানুষের মধ্যে একজন ছিলেন মওলানা ইসমাঈল টুমচরী। তিনি লক্ষীপুর জেলার টুমচুর গ্রামের দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৪৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব মুন্সী নূর মোহাম্মদ। তাঁর প্রাথমিক তা'লীম নিজ গৃহেই শুরু হয়। পিতার নিকট এবং স্থানীয় মক্তবের পাঠ শেষ করে তিনি টুমচর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৫৭ খ্রি. দাখিলে ১ম স্থান, ১৯৬১ খ্রি. আলিমে ১ম স্থান ১৯৬৩ খ্রি. ফাযিলে ১ম স্থান লাভ করেন। এরপর তিনি ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি কামিলে (হাদীস) ৪র্থ স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ ছাত্রজীবনে তিনি সুযোগ্য ওস্তাদগণের সান্নিধ্যে কুর'আন-হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন-

১. মওলানা আশরাফ আলী, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, টুমচুর ফাযিল মাদ্‌রাসা।
২. মওলানা হাফিজুর রহমান, শিক্ষক, টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসা।
৩. মওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৪. মওলানা তাজাম্মুল হোসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৫. মওলানা আব্দুল আযীয, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

দীর্ঘদিন জ্ঞান সাধনায় অতিবাহিত করে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি টেনে তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ১৯৬৫ খ্রি. টুমচর ফাযিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬৬ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত ধামতি ইসলামীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার এবং ১৯৮১ খ্রি. থেকে জুলাই ১৯৯৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি এখানে উপাধ্যক্ষ হিসেবে হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বুখারী, মুসলিম, কাশশাফ ইত্যাদি বেশী কাছে অসংখ্য ছাত্র ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) প্রফেসর ড. সেকান্দার আলী, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২) মওলানা হিফজুর রহমান, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩) প্রফসর ড. আব্দুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
৪) মওলানা বদিউল আলম, মুহাদ্দিস, উত্তর বাড্ডা।
৫) মওলানা শহীদুল্লাহ, প্রধান মুফতী, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬) মওলানা নূরজ্জামান, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৭) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) মওলানা মহববুর রহমান আশ্রাফী, মুহাদ্দিস, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্‌রাসা।
৯) মওলানা দেলোয়ার বিন মফিজ, অধ্যক্ষ, ভোলদীঘি কামিল মাদ্‌রাসা।
১০) মওলানা আব্দুল সাত্তার, মুহাদ্দিস, সোনইমুড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসা।
১১) মওলানা আবুল কালাম, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদ্‌রাসা, মহিলা শাখা, ঢাকা।

মওলানা ছিদ্দিকুর রহমান (জ. ১৯৪৯ খ্রি.)

মওলানা ছিদ্দিকুর রহমান চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই উপজেলাধীন জোরারগঞ্জ এর অন্তর্গত হজীশরাই গ্রামে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব নূর আহমদ এবং মাতা আয়িশাখাতুন নিসা।

---

১. গবেষক ১২/০১/০৯ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

গ্রামের মক্তবে মৌলভী সিরাজুল হকের নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর গ্রাম থেকে ৪ মাইল দূরে আবুহাট কওমী মাদ্‌রাসায় ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ৪ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি মৌকারা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৬১ খ্রি. দাখিল, ১৯৬৩ খ্রি. মেধাতালিকায় ১০ম স্থানসহ আলিম এবং ১৯৬৫ খ্রি. মেধাতালিকায় ৬ষ্ঠ স্থানসহ ফাযিল পাস কনেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৭ খ্রি. ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে মেধাতালিকায় ৫ম স্থানসহ কামিল (হাদীস) পাস করেন। তাঁর হাদীসের শিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন-

১) মওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
২) মওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী, ২য় মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৩) মওলানা আব্দুল কুদ্দুস, হেড মওলানা, ছারছিনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৪) মওলানা আব্দুল করিম, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৫) মওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ১৯৬৮ খ্রি. সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রি. তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়ে অদ্যাবধি উক্ত পদে কর্মরত থেকে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ে ২ বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরুস্কার পান। তিনি ১৯৯৭, ১৯৯৮ এবং ২০০২ খ্রি. মোট তিনবার পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি ৬ কন্যা ও ১পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১। মওলানা মুসলেই উদ্দীন, সাবেক মুহাদ্দিস, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা।

২। মওলানা মুজিবুর রহমান, বর্তমান মুহাদ্দিস, সৈয়্যদপুর কামিল মাদ্‌রাসা।[১]

মুফতী ইসহাক ইসলামাবদী (জ. ১৯৬০)

জন্ম ও পরিচিতিঃ মুহাম্মদ ইসহাক। পিতা- মওলানা ইব্রাহীম খলীল ইসলামাবাদী (র.)। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বাশখালী থানাধীন ছনুয়া ইউনিয়নের মাতব্বর পাড়ায় ১২ আগস্ট ১৯৬০ খ্রি. তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ শিক্ষাজীবনের শুরুতেই তিনি মক্তবে ভর্তি হন। সাত বছর বয়সে মক্তব শেষ করে আনওয়ারুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে বাংলা, আরবী, উর্দূ, ফার্সী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর ১৪ বছর বয়সে তার পিতা মুফতীয়ে আজম মওলানা ফয়জুল্লাহ (র.)-এর পরামর্শক্রমে তাকে হামিউস্‌সুন্নাহ মেখল মাদ্‌রাসায় ভর্তি করেন। এখানে শরহেজামী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেন। তারপর হাটহাজারীতে ভর্তি হয়ে দুই বছর লেখা-পড়া করেন। অতঃপর ১৯৮২ খ্রি. চলে যান দারুল উলূম দেওবন্দ। সেখানে জালালাইন থেকে ইফতা পর্যন্ত চার বছর অধ্যয়ন করেন।

ছাত্রজীবনের কৃতিত্বঃ দেশে থাকাকালীন প্রতিটি ক্লাসে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেও তার মেধার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে দারুল উলূম দেওবন্দে। মেশকাত জামাতে তিনি সকল মেধাবী ছাত্রদের ডিঙ্গিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফলে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব দ্বারা পুরুস্কৃত করেন। দাওরায়ে হাদীসেও অত্যন্ত ঈর্ষণীয় ফলাফল লাভ করায় ফতওয়াহ বিভাগে ভর্তি সহজ হয়ে যায়। আর ফতওয়াহ্ বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মাত্র এক নম্বরের জন্য তিনি নাম্বারে আউয়াল হতে পারেননি।

শিক্ষকবৃন্দঃ হাটহাজারীতে তিনি যাদের কাছ থেকে ইল্‌মে দীন শিক্ষা লাভ করেছেন তারা হলেন- মুফতী আহমাদুল হক (র.) (পীর সাহেব হুজুর)। মওলানা হাফীজুর রহমান, শায়খুল আদব মওলানা মুহাম্মদ আলী (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদদের মধ্যে শায়েখ আব্দুল হক আজমী দা.বা.. শায়েখ মওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমী, দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, ও মওলানা আরশাদ মাদানী (দা. বা.) প্রমুখ উল্লেখ উল্লেখযোগ্য। আল্লামা

১. গবেষকের ব্যাক্তিগত সাক্ষাতকার : মওলানা মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

আনজার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) ও তাঁর বুখারীর উস্তাদ। ফতওয়াহ্ বিভাগে মওলানা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী (র.) ও দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম মওলানা মুফতী নিযামউদ্দীন তার অন্যতম উস্তাদ ছিলেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮৬ খ্রি. ইফতাহ শেষ করার পর দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মওলানা নাসীরুদ্দীন তাকে নিজ এলাকার মেশকাত পর্যন্ত মাদ্‌রাসা মাম্বাউল উলূন গোলাউটি বুলন্দ শহর এর মুদাররিস নিয়োগ করেন। শিক্ষকতার প্রথম বছরই মেশকাত শরীফ, বাইজাবী শরীফ, হেদায়া ছালেছ ও ও সিরাজীর মত কিতাব পড়ানোর গৌরব অর্জন করেন। এরপর ১৯৮৭ খ্রি. এর শেষের দিকে দেশে ফিরে ঢাকার তৎকালীন জামিয়া মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া বর্তমানের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় উস্তাদ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রথমে দেওয়ানে মুতানাব্বী, হেদায়া রাবে ও শরহে আকায়েদ প্রভৃত কিতাব অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ানোর ফলে দ্বিতীয় ফলে দ্বিতীয় বছরই উস্তাজুল হাদীস হিসাবে আবু দাউদ পড়ানোর দায়িত্ব পান। তিনি তখন থেকে অদ্যাবধি ২৩ বছর যাবত অত্যন্ত সুনামের সাথে এ কিতাব খানা পড়িয়ে যাচ্ছেন। বাইজাবী শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব তিনিই পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি আশরাফুল মাদারিস মুহাম্মদী হাউজিং-এর উস্তাজুল হাদীস ও আরো একটি মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. আহসান সাইয়েদ (১৯৬৩ খ্রি.)

জন্মঃ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার দোল্লা নদীর তীরবর্তী রামপুর গ্রামে ১৯৬৩ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা সফিক আহমদ, মাতার নাম মাহফুজা খাতুন।

প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাঃ তিনি তাঁর পিতা মওলানা সফিক আহমেদ এর নিকট প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তারপর সাতকানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় দাখিল সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে চুননি হাকীমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৭৩ খ্রি. দাখির, ১৯৭৫ খ্রি. আলিম ১৯৭৭ খ্রি. দাখিল পাস করেন। ১৯৭৯ খ্রি. চন্দনপুরা দারুল উলূম মাদ্‌রাসা হতে কামিল হাদীস পাস করেন। অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৮৪ খ্রি. আরবী বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) পাস করেন। একই বিভাগ থেকে ১৯৮৬ খ্রি. এম.এ পাস করেন। ১৯৯৮ খ্রি. পিএইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন ও হাদীস সচর্চায় অবদানঃ তিনি ১৯৮৬ খ্রি. রাঙ্গোনিয়া আলম শাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিলের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দুই বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯৮৯ খ্রি. জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কুরাইশ কলেজে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষতা করেন। একই সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে প্রফেসর পদে কর্মরত আছেন। গবেষণা কর্মের পাশাপাশি সাহিত্য জগতে তাঁর পদচারণা অত্যধিক তিনি সাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষক হিসেবেই ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত বই প্রকাশিত হয়েছেঃ

১) বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

২) হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত (গবেষণা গ্রন্থ)

মওলানা মোহাম্মদ হাসান খাঁন (জ. ১৯৫০খ্রি.)

মওলানা মোহাম্মদ হাসান খান ১ মার্চ ১৯৫০ খ্রি. লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলাধীন গ্রামে বিত্তশালী দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী বশির উল্লাহ খান এবং মাতা করিম জাহান খাতুন। স্বীয় পিতার নিকট পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষার হাতেখড়ি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ঘটে লক্ষীদর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি বদলকোট ইসলামিয়া কওমী মাদ্‌রাসায় কাফিয়া সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ ৭ বছর পড়াশুনা করে দাওরায়ে হাদীসে সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি চাটখিল ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭১ খ্রি. আলিম এবং ১৯৭৩ খ্রি. ফাযিল পাস করেন। অতঃপর তিনি কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭৯ খ্রি. কামিল (হাদীস) পাস করেন। তাঁর হাদীসের ওস্তাদদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন হলেন-

১। মওলানা আব্দুল কাইয়ুম, শায়খুল হাদীস, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।
২। মওলানা আব্দুল আযীয, শায়খুল হাদীস, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।

৩। মুফতি আহমাদুল হক, মুহাদ্দিস, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।
৪। মওলানা আহমদ শফী, মুহাদ্দিস, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।[১]
৫। মওলানা আবুল হাসান, মুহাদ্দিস, দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।
ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ১৯৬৯ খ্রি. চাটখিল আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৭৮ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি নাগপুর ফাযিল মাদ্‌রাসা, রামগঞ্জে এবং ১৯৮৩ খ্রি. থেকে ১৯৮৪ খ্রি. পর্যন্ত সাতবাড়ীয়া এম.এম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় চাকরি করেন। সবশেষে তিনি ১৯৮৪ খ্রি. শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসায় ১ম মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। তিনি সিহাহ সিত্তাহসহ তাফসীরে বায়যাবী, কাশশাফ, শরহে মী'নীল আসার, জালালাইন, মিশকাত ইত্যাদি পড়েন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বিষ্ণপুর, রামগঞ্জের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত আছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১) ড. আফাজ উদ্দনি, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২) মওলানা আবু বক্কর, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর কামিল মাদ্‌রাসা।
৩) মওলানা ওমর ফারক, অধ্যক্ষ, দাসাদী ফাযিল মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর।
৪) মওলানা আনিসুর রহমান, অধ্যক্ষ, রাজারগাঁও ফাযিল মাদ্‌রাসা, হাজীগঞ্জ।
৫) মওলানা আবু আব্দুল্লাহ মোঃ খান, উপাধ্যক্ষ, রাজারগাঁও ফাযিল মাদ্‌রাসা, হাজীগঞ্জ।
৬) মওলানা ছগীর হোসাইন, অধ্যক্ষ, ছালেহাবাদ এম.এম. কামিল মাদ্‌রাসা।[২]

মওলানা মোয়াজ্জম হোসেন (জ. ১৯৬৭ খ্রি.)

তিনি ৪ অক্টোবর ১৯৬৭ খ্রি. লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলাধীন চরলক্ষী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি রামগতি রাব্বানীয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল ও আলিম পাস করেন। চরকলাকোপা কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল এবং চর আলেকজান্ডার কামিল মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) সমাপ্ত করেন। এছাড়াও তিনি আলেকজান্ডার সরকারি কলেজ থেকে বি.এ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ সমাপ্ত করেন।

ছাত্রজীবন শেষে তিনি ১৯৮৮ খ্রি. যাদৈয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে ১৯৯৩ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রি. থেকে হীরাপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ এবং ৫ অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি. থেকে শ্রীপুর ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে তিনি ১ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মনপুরা ফাযিল মাদ্‌রাসা, কচুয়া, চাঁদপুরে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন।[৩]

মওলানা আবু ছালেহ পাটোয়ারী (জ. ১৯৬৮খ্রি.)

মওলামা আবু ছালেহ পাটোয়ারী ফেনী জেলাধীন ছাগলনাইয়া উপজেলার মচুয়া গ্রামে, ২৯ এপ্রিল ১৯৬৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের ফোরকানিয়া মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্তির পর পিতা আলহাজ্ব আবুল কাশেম পাটোয়ারীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় দাখিল পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮৫ খ্রি. দাখিল পাস করেন। এরপর ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮৭ খ্রি. আলিম, ১৯৮৯ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৯১ খ্রি. মেধাতালিয়া প্রথম স্থানসহ কামিল (তাফসীর) পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষে ১৯৯২ খ্রি. চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্‌রাসাসায় প্রধান মুফাসসির হিসেবে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি অধ্যবসায়ও চালিয়ে যান। ১৯৯২ খ্রি. নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ হতে বি.এ. (পাস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৪ খ্রি. ৬ জুন সোনাকান্দা দারুল

১. গবেষকের সাক্ষাতকার: হাফিয মওলানা মোঃ ওমর তদীয় বড় ছেলে।
২. গবেষকের ব্যাক্তিগত সাক্ষাতকার: মওলানা মোহাম্মদ হোসান খান।
৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার : মওলানা মো: মোয়াজ্জম হোসেন।

হুদা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুফাসসির পদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ খ্রি. ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মেধাতালিকায় নবম স্থান অধিকার করে কামিল হাদীস পাস করেন। ১৯৯৬ খ্রি. অনুষ্ঠিতব্য (১৯৯৪এর) মাস্টার্স প্রথম পর্ব পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ১৯৯৮ খ্রি. অনুষ্ঠিতব্য ১৯৯৫ এর মাস্টার্স শেষ পর্ব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ২০০১ খ্রি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় এম.ফিল. গবেষণায় অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ ডি.ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মুফাসসির হিসেবে কর্মরত আছেন।[১]

মওলানা মোশাররফ হোসাইন (জ. ১৯৭১ খ্রি.)

মওলানা মোশাররফ হোসাইন ১ মার্চ ১৯৭১ খ্রি. লক্ষীপুর জেলার দক্ষিণ মাগুরী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা আব্দুল মালেক এবং মাতা ফজিলুতন নেছা। মাতার নিকট কুর'আন শিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরে তিনি হাজারীবাগ ইসলামিয়া (কওমী) মাদ্‌রাসায় ২ বছর পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি টুমচর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮৫ খ্রি. মেধাতালিকায় ৯ম স্থানসহ দাখিল, ১৯৮৮ খ্রি. মেধাতালিকায় ১১তম স্থানসহ আলিম পাস করেন। এরপর তিনি ১৯৯০ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে মেধাতালিকায় ৩য় স্থানসহ ফাযিল পাস করেন। অতঃপর তিনি দ্বীনী ইল্‌মে অর্জনের উদ্দেশ্যে মরক্কো গমন করেন। সেখানে ১৯৯২ খ্রি. থেকে ১৯৯৬ খ্রি. পর্যন্ত মোহাম্মদ আল-ফাইদ বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরক্কো থেকে বি.এ. অনার্স, এম.এ. এবং এম.ফিল ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৯৮ খ্রি. বাংলাদেশে চলে আসেন। এখানে এসে ১৯৯৯ খ্রি. আলম শাহপাড়া কামিল মাদ্‌রাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে কামিল (হাদীস) সম্পন্ন করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রে মুহাদ্দিসের অবদান (১২৫০-১৪০০হি.) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা করেছেন। তিনি যে সকল শিক্ষকের কাছ থেকে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা আব্দুল মালেক, অধ্যক্ষ, কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী।
২) মওলানা আব্দুর রহমান, সাবেক মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩) প্রফেসর ড. ফারুক হামাদ, ইসলামিক স্টাডিজ, আল-ফাইদ বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরক্কো।
৪) প্রফেসর ড. আব্দুর রাজ্জাক আল-খাই, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আল-ফাইয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরক্কো।

ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ১৯৯৯ খ্রি. রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ্‌পাড়া কামিল মাদ্‌রসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর ২০০০ খ্রি. থেকে ২০০১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি খলিলুর রহমান কামিল মাদ্‌রাসা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীতে মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি ২০০১ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি শাহতলী আলিয়া মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। তিনি বুখারী, তিরমিযী ও বায়যাবী পড়ান। তাঁর কাছ থেকে অনেক ছাত্র হাদীসের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা মোস্তাকুন্নবী, আরবী প্রভাষক, ধামতী ইসলমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
২) মওলানা আবু বকর, আরবী প্রভাষক, আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মওলানা আবদুর রউফ (জ. ১৯৭৩ খ্রি.)

মওলানা আবদুর রউফ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলাধীন তাকিয়া বাজার এলাকার খালিশপুর গ্রামে ১ মার্চ ১৯৭৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ আবদুর রশিদ এবং ছালেহা বেগম গ্রামের মক্তবে মওলানা ছফি উল্লাহর নিকট আরবী ছবক নেন। পাশাপাশি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি তাকিয়া বাজার ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরে তিনি ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৯০ খ্রি. ১ম বিভাগে দাখিল, ১৯৯২ খ্রি. আলিম এবং ১৯৯৪ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল পাস করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম

১. গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ।

বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯৬ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। তিনি শিক্ষাজীবনে ওস্তাদদের শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন:

১. মওলানা নেছারুল হক, সাবেক শায়খুল হাদীস, বায়তুশ শরীফ আলিয়া মাদ্‌রাসা।
২. মওলানা আব্দুল জাব্বার, সাবেক অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরীফ আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৩. মওলানা কুতুব উদ্দীন, সাবেক উপাধ্যক্ষ, বায়তুশ শরীফ আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৪. মওলানা ফজলুল করীম, প্রধান মহ্বাদ্দিস, ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৫. মওলানা ইসমাঈল টুমচরী, উপাধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬. মওলানা ছফি উল্লাহ, মুহাদ্দিস, ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ১৯৯৭ খ্রি. ফরিদগঞ্জ হাঁসা ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক পদে যোগদান করে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রি. তিনি গোপালগঞ্জ এস কে আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করে ২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০০৬ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি দাউদকান্দি দশপাড়া হযরত কবির উদ্দীন কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন। তিনি ২০০১ খ্রি. হজ্জব্রত পালন করেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি ২ পুত্র সন্তানের জনক। তিন বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে:

১। উম্মুল মূ'মিনীন খাদিজাতুত তাহেরা (রা.)। ২। আত্ তুরফাতুত তাহের।৩। কাওয়েদুল আরাবিয়া। ৪। আন নুকতা। ৫। এসো আরবী শিখি।[১]

উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্ম থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, তাঁদের হাদীসের খেদমত ছিল নবী প্রেমে পরিপূর্ণ। এজন্য ইল্‌মে হাদীসের দরস ছাত্রদের জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১. গবেষকের একান্ড় সাক্ষাতকার: মওলানা মোঃ আব্দুর রউফ

সিলেট বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় সিলেট বিভাগের মুহাদ্দিসগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হলো:

মওলানা আতহার আলী (র.) (১৮৯১-১৯৭৬ খ্রি.)

হাফিয মওলানা আতাহার আলী ১৮৯১ খ্রি. সিলেট জিলার বিয়ানীবাজার থানাধীন গোঙ্গাদিয়া গ্রামের পীনদার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী মোঃ আব্দুল আজীজ খান ছিলেন একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে মওলানা আতহার আলী (র.) ছিলেন ৪র্থ। মওলানার পূর্ব পূরুষদের মধ্যে একজন যিনি আশিক খাঁন নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সুদূর ইরান থেকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে হিন্দুস্থান এসে পরবর্তীতে বিয়ানী বাজারের গোঙ্গাদিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।[১]

মওলানার প্রাথমিক দ্বীনি তালিম নিজ গৃহেই শুরু হয়। পিতা স্থানীয় মক্তবের শিক্ষক ছিলেন বিধায় পবিত্র কুর'আনের প্রাথমিক তিলাওয়াত সুযোগ মক্তবেই হয়।[২] এরপর উর্দু ও ফার্সীতে প্রাথমিক ইল্‌ম অর্জন করার জন্য নিজ গ্রামের এক মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এরপর তিনি আরবী ভাষায় নাহু, ছরফ ও আরবী ব্যাকরণের কিতাবাদী অধ্যয়ন করেন। মওলানা বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। যেমন- ভারতের মারাদাবাদ এষ্ট্রেটের আলিয়া মাদ্‌রাসায় ও সংযুক্ত প্রদেশের সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদ্‌রাসায়। এরপর ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে কুর'আন-হাদীসের আরও গভীর জ্ঞান লাভের পিপাসায় তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় গমন করেন। জানা যায় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) ও আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) প্রমুখের নিকট তিনি হাদীস অধ্যয়ন এর সুযোগ লাভ করেছিলেন। দীর্ঘদিন জ্ঞানের সাধনায় অতিবাহিত করে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টেনে নিজ এলাকায় ফিরে আসেন।[৩]

কর্মজীবনের শুরুতেই সিলেটের কানাহাট থানাধীন ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্‌রাসার প্রধান মুদাররিস হিসেক্ষে যোগদান করে কুর'আন হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত হন।[৪] এরপর তিনি কুমিল্লা জে.এম. জামি'আ মিল্লিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন।[৫]

মওলানা আতহার আলী (র.) কুমিল্লা জামিয়া মিল্লিয়ায় বর্তমান নাম জামি'আ আরাবিয়া কাসিমুল উলূম শিক্ষাদানরত অবস্থায় হঠাৎ একদিন স্বীয় মুর্শিদ মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ভারতের মুজাফফর নগরস্থ থানা ভোনের অধিবাসী মওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ স্কলার, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আধ্যাত্মিক সাধক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। বাংলাদেশের অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলিম তাঁর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। তিনি তার পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে কিশোরগঞ্জ চলে যান। কিশোরগঞ্জে আগমনের পর পরই মওলানার জীবনের মোড় ঘুরে যায়, সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস।[৬] প্রথমে বৌলাই সাহেববাড়ী মসজিদের পেশ ইমাম ও পরে হযরতনগর জমিদার বাড়ী মসজিদের পেশ ইমাম নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রি. কিশোরগঞ্জে ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের পেশ ইমাম নিযুক্ত হন। ইমামতির পাশাপাশি শিক্ষাদান সমাজ সেবা ও রাজনীতিসহ দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার কর্মময় জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি কিশোরগঞ্জে কাটান।[৭] জামি'আ ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, আতহারুল উলূম মাদ্‌রাসা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

---

১. শফিকুর রহমান জালালাবাদী, *হায়াতে আতহার* (করাচীঃ ডোকান প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ৩৪-৩৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* পরিশিষ্ট (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. আগষ্ট ১৯৮৫), পৃ. ০৬

৪. Muhammad Abdul Latif, *The Role of Ulama in Bengal Politics*, (1906-1947 AD), Published Ph.D Thesis, University of Dhaka, 1997, p 215.

৫. মো: আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. জানুয়ারী-২০০২), পৃ. ২৪২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২, শফিকুর রহমান জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

দারুল উলুম মাদ্‌রাসা, বড়বাজার মসজিদ, আখরা বাজার মসজিদ, নূর মসজিদ, মওলানার কর্মময় জীবনের সোনালী ফসল দ্বীনের প্রচারের জন্য তিনি মসজিদ মাদ্‌রাসাসহ অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১]

মওলানার অন্যান্য গঠনমূলক কাজ সমূহের মধ্যে একদিকে ছিল মানুষকে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে ধর্মপরায়ন করে তোলা। অপরদিকে স্থানে স্থানে মাদ্‌রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। ফলে তাঁকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জ এলাকায় একটি সুন্দর ইসলামী পরিবেশ গড়ে উঠে।[২] আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার ইসলামী সাংবাদিকতার কোন বিকল্প নেই। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইলামী সাংবাদিকতার দুর্জয় ঘাটি দৈনিক নাজাত, সাপ্তাহিক নিজামে ইসলাম ও মাসিক মুনাদী নামক পত্রিকা।[৩]

মওলানা আতহার 'আলী (র.)-এর জীবনী সংক্রান্ত লিখিত তথ্যে দেখা যায় ১৯৪৫ খ্রি. তিনি এ শহীদী মসজিদকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়া বর্তমান নাম আল-জামিয়া আল-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ নামে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো এই প্রতিষ্ঠানটি।[৪] সম্ভবত বাংলাদেশে দেওবন্দী নিসাব অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জামিয়ার পাঠ্যসূচীতেই বাংলা, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৫]

কওমী মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে এক সময় কেউ কেউ কর্মহীন বেকার মানুষ বলে ভাবতেন। মওলানার চিন্তা চেতনায় জাগ্রত হল একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। তিনি মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচীতে কারিগরি জ্ঞান, টেকনিক্যাল বিদ্যা আয়ত্বের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন: টাইপরাইটিং, সেলাই বয়ন, টেলিগ্রাফী প্রভৃতি জাগতিক বিষয়াদি শিক্ষাকে মাদ্‌রাসার পাঠ্যভূক্ত করেন। কওমী মাদ্‌রাসাতে এসব বিষয়াদি সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে সেদিন অনেকেই মওলানার এ প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন।[৬] তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইমদাদিয়ায় একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। শুধু তাই নয়, এ গ্রন্থাকারে তিনি প্রচার ও গবেষণা বিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ স্থাপন করেন।[৭]

১৯৪৭ খ্রি. পর এদেশে ছোট-বড় অনেক কওমী মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। কিন্তু এসব মাদ্‌রাসা পরিচালনায় কোন সংঘবদ্ধ ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা ছিলনা। এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা মওলানা আতহার আলী (র.) কে পীড়া দেয়। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা গতির সঞ্চার করা যায়। কিভাবে দেশের সমস্ত কওমী মাদ্‌রাসাগুলোকে একই বোর্ডের আওতাভূক্ত করেন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন সাধন করা যায়। এ জন্যে তিনি বিশেষভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। মওলানার সে প্রচেষ্টায় পরিবর্তিত রুপ ও মহৎ চিন্তা-চেতনার ফলিত ফসল হিসেবে ১৯৭৮ খ্রি. বিফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া আল আরাবিয়া নামে একটি বেসরকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড গড়ে উঠে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত হতে দেখা যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কওমী মাদ্‌রাসাসমূহকে।[৮]

মওলানা আতহার আলী (র.)-এর শিক্ষা জীবন যে সব খ্যাতিমান মনীষীর সংস্পর্শে অতিবাহিত হয়েছিল, তারা যেমন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ স্তরের পণ্ডিত ও জ্ঞান সাধক ছিলেন, তেমনি বিশ্ব পরিস্থিতির

---

১. শফিকুর রহমান জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা, পীর-মাশায়েখ* (ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৯০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৪. শফিকুর রহমান জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ ; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* পরিশিষ্ট প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬

৬. মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৭. জামিয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহী থেকে ১৯৯৬ খ্রি. প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে গৃহতি, পৃ. ১৪

৮. মওলানা আতাউর রহমান খান, *মুজাহিদে মিলণ্চাত শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা আতহার আলীর স্মৃতি* (কিশোরগঞ্জঃ মিশকাত প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* পরিশিষ্ট, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৮

ব্যাপারে ও ছিলেনন সচেতন। তাঁদের মধ্যে মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) ছিলেন ভারতের আযাদী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।[১]

মওলানা ১৯৬৯ খ্রি. সক্রিয়ভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি ১৯৭৬ খ্রি. ৫ অক্টোবর ময়মনসিংহ জামিয়া ইসললামিয়া মাদ্‌রাসায় ইন্তিকাল করেন। সেখানকার জামিয়া ইসলামিয়া প্রাঙ্গনে তাকে দাফন করা হয়।[২]

আল্লামা আব্দুল লতিফ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) (জ. ১৯১৩-২০০৮খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ১৯১৩ খ্রি. সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন ফুলতলী গ্রামে এক প্রখ্যাত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুফতী মওলানা আব্দুল মজিদ চৌধুরী (র.) ছিলেন একজন স্বনামধন্য ও বিখ্যাত আলিমে দ্বীন ও ফকীহ। তিনি অবিভক্ত ভারতের বাংলা আসামের একজন মশহুর আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন, দেশময় ছিল তার খ্যাতি। তিনি আজীবন মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাসহ দ্বীনের অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি আমলে সালেহের মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নাফসের মেহনতে উচ্চাসনে আসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ হযরত শাহজালাল (র.)-এর অন্যতম, সহচর হযরত শাহ কামাল (র.)-এর বংশের অধ্বঃস্তন পুরুষ বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত শাহ আলা বখশ (র.)-এর বংশধর। তার বংশ তালিকা হলো শাহ্ মোহাম্মদ আলা বখশ (র.) শাহ্ মোহাম্মদ এলাহী বখশ, শাহ্ মোহাম্মদ সাদেক, শাহ্ মোহাম্মদ দানেশ, শাহ্ মোহাম্মদ হিরণ, মুফতী মওলানা আব্দুল মজিদ চৌধুরী, শামছুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ।

শিক্ষাজীবনঃ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ফুলতলী মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন তাঁর বংশীয় চাচাতো ভাই মওলানা ফাতির আলী (র.)। এ সময় তিনি কারী সৈয়দ আলী সাহেবের নিকট কিরাত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পিতা গঙ্গাজল মাদ্‌রাসার সুপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারই সুযোগ্য সাগরিদ হাইলাকান্দি রাঙ্গাউটি মাদ্‌রাসার সুপার প্রখ্যাত ওলী মওলানা আব্দুর রশিদ তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তাদের নিকট ফুলতলী ছাহেবকে উক্ত মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে ১৩৩৬ বাংলায় তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৩৩৮ বাংলায় বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা ভর্তি হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সুনামের সাথে সমাপন করেন। এরপর তদীয় উস্তাদ ও মুর্শিদ আবু ইউসুফ শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর নির্দেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জনার্থে ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসায়ে আলিয়া রামপুরে ভর্তি হয়ে ফনুনাত শেষ করে ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা হাসিলের লক্ষ্যে মাতলাউল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় সুনামের সাথে অধ্যয়নের পর হাদীসের চুড়ান্ত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে ১৩৫৫ হিজরী সনে সনদ লাভ করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা খলীলুল্লাহ রামপুরী (র.) ও আল্লামা ওয়াজীহ উদ্দীন রামপুরী (র.)।

ইল্‌মে হাদীস ছাড়াও তিনি ইল্‌মে তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা হিসেবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুর'আন তিলাওয়াত তথা ইল্‌মে ক্বিরাত। এ বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন তাঁরই পীর ও মুর্শিদ হযরত আবূ ইউসুফ শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিরাতের আরো শিক্ষা গ্রহণ করেন, উপমহাদেশের বিখ্যাত কারী হযরত মওলানা হাফিজ আব্দুর রউফ করমপুরী শাহবাজপুরী (র.)-এর কাছ থেকে। শাহবাজপুরী (র.) ছিলেন হযরত ইরকসুস মিশরী (র.)-এর ছাত্র। ১৯৪৪ খ্রি. আল্লামা ফুলতলী সাহেব কিবলাহ (র.), মক্কা শরীফ গমন করে কিরআতের আরো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন শায়খুল কুররা হযরত আহমদ হিজাযী (র.)-এর কাছ থেকে। আহমদ হিজাযী ছিলেন হারাম শরীফসহ তৎকালীন বিশ্বের খ্যাতিমান-কারীগণের উস্তাদ ও পরীক্ষক। যথারীতি তিনি শায়খুল কুররা হযরত আহমদ (র.)-এর কাছ থেকে ইল্‌মে কিরা'আতের সনদ লাভ করেন ১৯৪৬ খ্রি.।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

২. প্রাগুক্ত, ৬ ; আব্দুর করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের প্রারম্ভে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ (র.) ১৯৪৬ খ্রি. বদরপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৫৪ খ্রি. গাছবাড়ি জামেউল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে ছয় বছর সুনামের সাথে পাঠদান করেন। তিনি এ সময় ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল হিসেবে গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাযাহ, ইতকান, নূরুল আনোয়ার, আকাঈদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, হিদায়া, জালালাইন প্রভৃতি উঁচু পর্যায়ের কিতাববাদী নিপুণ দক্ষতার সাথে পাঠ দান করেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সপ্তাহে দুদিন ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল জামাতে হাদীসের পাঠ দান করে গেছেন। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকতার জীবনে তার সুগভীর অনুভূতি ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন অগণিত শিক্ষার্থী।

ইল্‌মে কিরাতের খিদমতঃ হযরত ছাহেব কিবলাহ ভারতের উত্তর প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় যখন শিক্ষকতায় নিয়োজিত, তখন তার মুর্শিদ হযরত মওলানা আবূ ইউসুফ শাহ্‌ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) তাকে বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, হযরত বদরপুরী ছাহেব উলামায়ে কিরামকে কিরাত বিশুদ্ধ করার জন্য তাকীদ দিতেন। কিরাত শুদ্ধ না হলে নামায হয় না, আর নামায বিশুদ্ধ না হলে কোন ইবাদতই কবুল হয় না, তাই কিরাত শুদ্ধ করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি, উলামা সাধারনের প্রতি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ-এর এক বিশেষ নসীহত ছিল এটি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কিরাতে বদরপুরী ছাহেব সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ ছাহেব কিবলার স্বীয় মুর্শিদ বদরপুরী (র.)-এর খিদমতেই কিরা'আতের তা'লীম নিয়েছিলেন। তবে ক্বিরাতে আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ফুলতলী ছাহেবকে ইল্‌মে কিরাতের মহান খেদমতের এক গুরুদায়িত্ব আনজাম দিতে হবে। আর এজন্য তাকে অর্জন করতে হবে এই বিষয়ে আরও উচ্চতর প্রশিক্ষণ। মুর্শিদ কিবলাহর নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রথমে বিশ্ববিখ্যাত কারী শায়খ আহমদ্‌ াফফারদীর শাগরিদ মিশরীয় বংশোদ্ভুত, রঈছুল কুররা হযরত আহমদ হিজাযী (র.)-এর নিকট ক্বিরাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর অনন্য সাধারণ গুণাবলী বা বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা জীবনে ১৮ বছর বয়সে মুর্শিদ থেকে তরীকতের খিলাফত লাভ আর অন্যটি ছিল রঈছুল কুররা আহমদ হিজাযী (র.)-এর ভারত উপমহাদেশের সনদপ্রাপ্ত শীর্ষতম ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা।[১]

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ মক্কা শরীফ হতে ফিরে পুনরায় যথারীতি বদরপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষাদান শুরু করেন। একদিন হযরত ছাহেব কিবলাহ ক্লাসে ছাত্রদের দরস দেয়ার সময় সেখানে হযরত মওলানা আব্দুন নূর গড়কাপনী (র.) তাশরীফ নিলেন। সমকালীন খ্যাতনামা আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন তিনি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তাকে সমাদরে পাশে বসতে অনুরোধ করে পাঠদানে ব্যস্ত হলেন। ক্লাসের সময় শেষ হলে ছাহেব কিবলাহ তার কুশলাদি ও আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, সর্বসাধারণ তো দুরের কথা এতদঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক আলিমেরও কিরাত শুদ্ধ নয়। তাই ছাহেব কিবলাহ দরসে কিরাতের জন্য অন্তত সপ্তাহে এক ঘণ্টা সময় যেন দেন আমাদের। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ জবাবে বললেন, আমার হাতে সময় একেবারে কম, বিশেষ করে ক্লাসে ছাত্রদের পাঠদানের আগে নিজে ভালভাবে তা দেখে নিতে হয়, তাই সময় দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। এ কথার পর আব্দুন নূর ছাহেব চলে গেলেন।

পরদিন ঠিক একইভাবে উপস্থিত হয়ে এ কথারই পুণরাবৃত্তি করলে ছাহেব কিবলাহ আবারও অপরাগতা প্রকাশ করলেন। তখন হযরত আব্দুন নূর (র.) বললেন, আমি নিজে থেকে আপনার নিকট আসিনি। বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েই আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি। ফুলতী ছাহেব কিবলাহ তখন স্বীয় মুর্শিদ হযরত বদরপুরী (র.)-এর নিদের্শ কিনা জানতে চাইলে হযরত আব্দুন নূর (র.) বললেন, না, আরো বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েছি। ছাহেব কিবলাহর অনুরোধে তিনি বর্ণনা করলেন, 'স্বপ্নে হুজুর (সা.) কে দেখা গেল।

---

১. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), *দ্বীনী খিদমতে ব্যক্তিত্ব আলণ্ঢামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)* (ঢাকা; আলোর নিশান, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, ২০০৯)।

আরজ করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুর'আন শরীফের তিলাওয়াত শুনতে চাই। রাসূল তিলাওয়াত করে শুনলেন। আরজ করলাম এই কিরাত কিভাবে শিখব। তখন নবী ডান দিকে ইশারা করলেন। সেদিকে চেয়ে দেখা গেল সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আপনি।' একথা শুনার পর সাথে সাথে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ কেঁদে ফেললেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠিক আছে আমি সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ১২টার পরে নিকটবর্তী হযরত আদম খাকী (র.) (তিনশত ষাট আউলিয়ার অন্যতম।) এর মাজার সংলগ্ন মসজিদে কিরাতের দরস দেওয়ার ওয়াদা দিলাম। এভাবেই ছাহেব কিবলাহর ইল্‌মে কিরাতের খিদমতের সূত্রপাত। যখনই যে অঞ্চলে যেতেন স্থানীয় ওলামা-মুদাররিসীন কিরাত শিক্ষার জন্য জমায়েত হয়ে যেতেন। ছাহেব কিবলাহ ধৈর্য সহকারে তাদেরকে কিরাতের মশক দিতেন। ফলে সিলেট ও আসাম অঞ্চলের খ্যাতনামা আলিমগণ তাঁর নিকট থেকে বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষা করে উপকৃত হয়েছেন। পবিত্র কালামের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ত্যাগ ও কর্মের বিশালতার কথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ীতে ইল্‌মে কিরাতের দরস প্রথম চালু করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের সুবিধার্থে ছুটির অবসরকালীন রামাযান মাসকে কিরাত শিক্ষার জন্য বেছে নেয়া হয়। উপরন্ত রমাযান মাস কুর'আন নাযিলেরও মাস। প্রতি বৎসর রামাযানে ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ীতে শিক্ষার্থী আলেমদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজ খরচে বহন করতে থাকেন। পঞ্চাশ হতে একশত এভাবে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি সকলকে তা'লিম দিয়ে এবং সমগ্র কুর'আন শরীফ নিজে শুনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে তবেই সনদ প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় অন্যান্যা স্থানে শাখা কেন্দ্র অনুমোদন ও একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সদস্যদের অনুরোধক্রমে ছাহেব কিবলাহ'র ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত মওলানা মুফতী আব্দুল মজিদ চৌধুরী (র.)-এর নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট। হযরত ছাহেব কিবলাহ শুরু থেকেই এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় দপ্তর বা বোর্ড অফিস ফুলতলী ছাহেব বাড়ী থেকে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব বিল্ডিং থেকে বছরব্যাপী এর প্রস্তুতি চলে থাকে। বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে এ পর্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন বড় ছাহেবজাদা হযরত মওলানা মোহাম্মদ ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী। ছাহেব কিবলাহর তাঁর ভূ-সম্পত্তির বিশাল অংশ প্রায় ৩৩ একর এই ট্রাস্টের নামে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছেন। বর্তমানে এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রায় এক হাজার শাখা কেন্দ্র দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধশতাব্দী ধরে যারা ছাহেব কিবলাহ'র নিকট বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষা অর্জন করেছেন তারা সময়ে সময়ে বোর্ডের মাধ্যমে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হয়েছেন। সর্বশেষে ৩১ মার্চ ২০০২ খ্রি. তারিখে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েক সহস্র কারী সাহেবকে সনদ ও পাগড়ী প্রদান করেন।[১]

লতিফিয়া দারুল মুতালাআহ: কুর'আন, হাদীসসহ সামগ্রিক ইসলামিক বিষয়ে, বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার নির্ভর বিষয়াবলী নিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য ছাহেব কিবলাহ স্থান করেছন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার করেছেন। পরবর্তীতে এর নামকরণ হল লতিফিয়া দারুল মুতালা'আ। এখানে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষার দূর্লভ-দুস্প্রাপ্য কিতাবাদির সমাহার ঘটেছ। সুদীর্ঘকাল ধরে ছাহেব কিবলাহ কর্তৃক দেশ-বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত বহু মূল্যবান কিতাবে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারকে উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান গবেষণার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে তিনি চেষ্টা করে গেছেন। জ্ঞান-অন্বেষণ, গবেষণাপ্রিয় উলামা সাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তাদানের জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা। এছাড়া লতিফিয়া দারুল মুতা'আলায় যারা গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন, জ্ঞান চর্চা করবেন, সেই আলিমগণের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং গবেষণা কর্মের আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ছাহেব কিবলাহ তাঁর ভূ-সম্পত্তির একটি অংশ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন।

হাদীসের খিদমত: ইলমে কিরাতের খিদমতের পাশাপাশি তিনি ইলমে হাদীসের খিদমতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। ইলাহী কিতাব আল-কুরআনকে ভাল ও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে হাদীস শরীফ চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেই

১. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), প্রাগুক্ত।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত দু'জন হাদীস বিশারদ মওলানা খলীলুল্লাহ রামপুরী (র.) ও মওলানা ওজীহ উদ্দীন রামপুরী (র.) এর নিকট থেকে হাদীস শরীফের সনদ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ১৯৪৬ খ্রি. বর্তমান ভারতের কাছাড়ের বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে সেখানে ইলমে হাদীস শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে তিনি বৃহত্তর সিলেটের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদরাসায় প্রিন্সিপালের পদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের দারস দেন। তাছাড়া সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায়ও দরস প্রদান করেন। সেখানকার রাস্তাঘাট তেমন উন্নত না থাকায় দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পানি-কাঁদা অতিক্রম করে অনেক কষ্ট সহ্য করে সৎপুর উপস্থিত হয়ে হাদীসে নববীর দারস দিয়েছেন দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ মহান ব্যক্তিত্ব।

গাছবাড়ী ও সৎপুর ছাড়াও তিনি ইছামতি কামিল মাদরাসা এবং ফুলতলী কামিল মাদরাসায় ইলমে হাদীস শিক্ষা দেন। এমনকি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফুলতলী কামিল মাদরাসায় হাদীসে নববীর দারস দেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তিনি হাদীস বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছয়খানা কিতাব তথা বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও ইবনে মাযাহ শরীফ-এর দারস প্রদান করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানে হাদীসের দারস দানকালে নির্দিষ্ট শাগরিদগণ ছাড়াও দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর দারসে অংশগ্রহণ করে তাঁদের জীবনকে ধন্য মনে করতেন। এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের আশিকে রাসূল, তাজদারে মদীনা (র.)-এর মুহব্বতে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর। তাই তাঁর হাদীসের শিক্ষাদান এবং অন্যের হাদীস শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। উর্দু ভাষায় তিনি হাদীসের তাকরীর পেশ করতেন। বর্ণিত হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সবকিছু প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করাই ছিল তাঁর দারসে হাদীসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁর হাদীস শরীফের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই মওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গিয়েছেন। আর যাঁরা বর্তমানে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের অনেকেই তাঁর থেকে হাদীসের সনদ সংগ্রহ করেছেন। ২০০৬ খ্রি. আনুষ্ঠানিকভাবে ৮১৬ জন শাগরিদ এক সঙ্গে হাদীসে নববীর সনদ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর হাদীস শরীফের শাগরিদগণের অধিকাংশই আবার তাঁর নিকট থেকে ইলমে কিরাত ও ইলমে তাসাওউফের বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি একাধারে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, ক্বারী ও আহলে তাসাওউফের শায়েখ। অপরদিকে এই মহান ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইলমের সনদ যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর খিদমত সমকালে সীমাবদ্ধ মনে করলে ভুল হবে; বরং হাদীসে নববীর তাঁর এ খিদমত অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী আগামীতেও প্রভাব ভূমিকা রাখবে। কেননা তিনি দীর্ঘ কর্মময় জীবনে একাধিক হাদীস চর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেগুলোতে যুগ যুগ ধরে চলছে এবং চলবে হাদীসে নববীর দারস ও গবেষণা। আল্লাহর প্রিয় এ বান্দাহর হাদীসের খিদমত শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি; বরং স্বদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা দেশে। তাঁর সরাসরি নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত লন্ডনস্থ মাদরাসা দারুল হাদীস লতিফিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেও কামিল জামাত চালু রয়েছে, প্রতিষ্ঠানেও কয়েক বছর যাবত ইলমে হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাবসমূহের দারস প্রদান করা হচ্ছে।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার দরবারে সনির্বন্ধ গোজারিশ, এই শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামিলের অন্যান্য খিদমতের পাশাপাশি হাদীসে নববীর এ যুগান্তকারী খিদমতসমূহ যেন কবুল করেন, কিয়ামত পর্যন্ত যেন তা তরক্কীর সাথে অব্যাহত রাখেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকামে অধিষ্ঠিত করেন।

রচনাবলী: কর্মময় জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যে ছাহেব কিবলাহ দেশ-জাতি ও মিল্লাতের স্বার্থে তাঁর লেখনী শক্তিকেও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর প্রণীত কিতাবাদির মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে:

১) আততানভীর আলাত তাফসীর ২) মুনতাখাবুস সিয়র: ৩ খণ্ডে প্রকাশিত ঐতিহাসিক সীরাতগ্রন্থ ৩) আনওয়ারুস সালিকীন: তাসাউফ বিষয়কগ্রন্থ ৪) নালায়ে কলন্দর: হামদ, নাত, আধ্যাত্মিক বানীর কিতাব ৫) নেক আমল: দৈনন্দিন জীবনের আমল

ইন্তেকাল: আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কেবলা ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. রোজ বুধবার লাখো অনুসারী রেখ ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন।[১]

খলীফায়ে মাদনী শায়খুল হাদীস মওলানা তাজাম্মুল আলী জালালাবাদী (র.) (১৯১৪-২০০৬ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি: প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, খলীফায়ে মাদানী শায়খুল হাদীস মওলানা তাজাম্মুল আলী জালালাবাদী (লাউড়ী হুজুর) (র.)। তিনি সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা শরাফত আলী (র.)।

শিক্ষা জীবন: স্থানীয় মক্তবে আরবী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে সিলেটের দেউল গ্রাম মাদ্‌রাসায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে কামিল (টাইটেল) পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৪১ খ্রি. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। দেওবন্দের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানে ২ বছর সুনামের সাথে লেখাপড়াকালে উপমহাদেশের সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীস, কুতবুল আলম, আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) শায়খুল আদব আল্লামা এজাজ আলী (র.), আল্লামা আব্দুল আহাদ (র.), আল্লাম ইব্রাহীম বলিয়াভী (র.) প্রমুখের সাহচর্য লাভে ধন্য হন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনে হাদীসের দরস প্রদান ছিল শায়খ তাজাম্মুল আলীর (র.) নেশা ও পেশা। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময় পবিত্র হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দেন। দারুল উলূম থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানাধীন জামিয়া কাসেমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহ্ জালাল (র.) সিলেট ও বিয়ানিবাজার বাহাদুরপুর মাদ্‌রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত ৪০ বছর যশোর মণিরামপুর থানার লাউড়ী রামনগর আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। মওলানা আহমদ আলী (র.) বাশকান্দির পর (১৯৪৩-৮৩ খ্রি. পর্যন্ত) তিনি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে ২ বছর ঢাকা যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসায় সুনাম ও দক্ষতার সাথে মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী: সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের দুর্বলতার দিক নিয়ে তিনি ভাবতেন। এসব বিষয় মাথায় রেখে তিনি লেখার কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা বই, গোমর ফাক, এটা মওদুদি-জামা'আতের উপর লিখিত: এছাড়া কবিতাকারে মুনাজাতে মাকবুল, সালাসীলে তাইয়্যেবা নামক উর্দূ কিতাবের বাংলা অনুবাদ, আরো অন্যান্য বই লেখেন।[২]

প্রসিদ্ধ ছাত্র: দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকতার জীবনে অসংখ্য ছাত্র ও শাগরেদ রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা হুসাইন আহমদ বারকুচি, শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, এম.পি., মালিবাগ মাদ্‌রাসায় মরহুম কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ, সিলেট দরগাহ মাদ্‌রাসার, মুহতামিম মওলানা আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

পীরে কামেল হযরত মওলানা শায়খ শাহ্ আব্দুল মান্নান সিলেটী (র.) (জ. ১৯২৭ মৃ. তা.বি.)

নাম ও বংশ পরিচয়: মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্য নিয়ে ইলমুল ওহীর খেদমতে যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে করেছেন নিবেদতি তাঁদের মধ্যে মওলানা শাহ্ আব্দুল মান্নান অন্যতম।

জন্ম: তিনি ১৯২৭ খ্রি. হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার ঐতিহ্যবাহী গুনই (ফকির বাড়িতে) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-আলহাজ্ব শাহ্ শফিক আলী একজন পরহেজগার মুত্তাকী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মাতা-মালিকজান বিবিও ছিলেন পর্দানশীল, দীনদার ও গুণবতী মহিলা।

প্রাথমিক শিক্ষা: তিনি ৬ বছর বয়সে গুণই প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়ে ১১ বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপন করেন। পাশাপাশি মক্তবে প্রাথমিক আরবী জ্ঞানও হাসিল করেন। ১২ বছর বয়সে বানিয়াচং এল. আর হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে কয়েক বছর সুনামের সাথে অধ্যয়ন করেন।

---

১. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), প্রাগুক্ত।

২. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

আরবী শিক্ষা শুরু: পরদিন থেকে হযরত ইব্রাহীম সাহেবের তত্ত্বাবধানে আবার নতুনভাবে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ৬ মাসের মধ্যেই তিনি কুর'আন শরীফসহ অন্যান্য প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা অর্জন করেন। ইব্রাহীম সাহেব তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি দেখে উচ্চ শিক্ষা হাসিলের জন্য তাঁকে ও পরিবারকে পরামর্শ দান করেন। তখন তাঁর পরিবারের সদস্যগণ তাঁর উচ্চশিক্ষায় যাত্রার জন্য বিভিন্ন স্থানের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি বানিয়াচং যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি পারিবারিক নানা সংকটের মুখোমুখি হন। তাঁর পিতা-বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক তথা মিরাসদার হওয়ার সুবাদে মিশকাত জামাতে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তাঁকে বিবাহ করিয়ে দেন। পিতা-তাঁকে সংসার পরিচালনার ইঙ্গিত দিলে তিনি এতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় পিতা-তাঁকে পৃথক করে দেন, তবে ঘর, আসবাব, জমি কিছুই দেননি। তখন তিনি নিরূপায় হয়ে মসজিদে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হাত প্রসারিত করে দিলেন। গায়েবী আওয়াজ এল- তোমার রিজিক বানিয়াচং ও দিনারপুরের মধ্যখানে দেয়া হল, তুমি চিন্তা কর না। মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তাঁর সকল প্রয়োজন মেটাতে লাগলেন। তিনি কারো কাছে কিছুই চাননি। ১১ মাসের মধ্যে তিনি ১টি টিনের ঘর তৈরি করে নিলেন। মেহমানদারিতে এ ওলিয়ে কামিল অতুলনীয়। তাঁর বাড়িতে যে কোনো লোক পরিচিত কিংবা অপরিচিত হোক তাঁকে তিনি নাখাইয়ে ছাড়েন না। এমনকি পাশে বসে চামুচ দিয়ে নিজ হাতে মেহমানের থালায় একের পর এক খাবার তুলে দিতে থাকেন। এতে যে কোনো মেহমানই মনে করেন যে, হুযুর আমাকে খুব বেশি মহব্বত করেন।

তিনি ইল্‌মে দ্বীনের খেদমত হিসেবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের ফসল হিসেবে অসংখ্য ইল্‌মে দ্বীনের খেদমতগার ফারেগ হয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে দ্বীনের খেদমতে রত আছেন। তিনি তার পরিবারে ২৬জন আলেম ২৫ জন হাফেজে কুর'আন ও ২ জন মুফতীসহ অসংখ্য মুরীদান রেখে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন।[১] আমীন।

মওলানা উবায়দুল হক (১৯২৮-২০০৭ খ্রি.)

বংশ পরিচয়: হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদীর পিতা মওলানা জহুরুল হক, দাদা মুনশী উমীদ রেযা এবং পরদাদা আদেল রেযা। মওলানা জহিরুল হক পড়াশোনা সমাপ্ত করে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর সঙ্গে এসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং হযরত থানবীর পক্ষ থেকে খেলাফত ও বায়'আতের ইজাযতপ্রাপ্ত হন।

জন্ম: মওলানা ওবায়দুল হক সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন বারোঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ ১৯২৮ খ্রি. ২ মে।

শিক্ষাজীবন: তিনি প্রাথমিক পড়ালেখা ঘরোয়া পরিবেশে পিতার নিকট অর্জন করেন। এরপর তিনি সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে অবস্থিত মাদ্‌রাসায় গমন করে হযরত মওলানা শামসুল হক শাহবাগীর নিকট কারীমা পন্দেনামা ইত্যাদি কিতাব পাঠ করেন। মওলানা উবায়দুল হক এ মাদ্‌রাসাই দুই বছর পড়েন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র.) এর খলীফা হযরত মওলানা আতহার আলী এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর দুই বছর হবিগঞ্জের মওলানা মুদ্দাসসির আহমদ ও মওলানা মুসীর আলীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব পড়েন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন দেওবন্দ থেকে উত্তীর্ণ বিশিষ্ট আলেম। অতঃপর তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মুনশী বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত আয়ারগাঁও মাদ্‌রাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন। সর্বশেষ তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। তিনি সেখানে ১৯৪২ খ্রি. কাফিয়া জামা'আতে ভর্তি হন। হিজরী ১৩৬৪ সনে তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদ শুনে তিনি বাড়ী আসেন। এর আনুমানিক দশ-বার দিন পর তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। ইন্তিকালের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি পুনরায় দেওবন্দ তাশরীফ নিয়ে যান। সে সময় তাঁর বাড়ী থেকে দেওবন্দ পৌঁছার ভাড়া ছিল মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

হযরত মওলানা উবায়দুল হক হিজরী ১৩৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীস, ১৩৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে তাফসীর এবং ১৩৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে ফনূনাতের কিতাব- হেদায়া আখেরাইন, কাযী মুবারক, সদরা, তাসরীহ, উকদীদাস ও তাওযীহ ইত্যদি কিতাব পড়েন।

দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রতি বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হন। জ্ঞাতব্য যে, প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নাম্বার ছিল ৫০। সে বছর দাওরায়ে হাদীসে প্রায় তিনশ ছাত্রের মাঝে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

শিক্ষকবৃন্দঃ তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল ইসলাম কুতুবুল আলম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানীর নিকট পরিপূর্ণ বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ প্রথম খণ্ড অধ্যয়ন করেন। মওলানা ইবরাহীম বলিয়াবীর নিট পড়েন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম শরীফ, মওলানা এযায আলী আমরূহীর নিকট পরিপূর্ণ আবূ দাঊদ, তিরমিযী দ্বিতীয় খণ্ড, শামায়েলে তিরমিযী ও হেদায়া আখেরাইন, মওলানা ইদ্‌রীস কান্দলবীর নিকট তাফসীরে বায়যাবী ও তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর, মওলানা ফখরুল হাসানের নিকট নাসায়ী শরীফ, মওলানা আব্দুশ শুকুর দেওবন্দীর নিকট ইব্‌ন মাজাহ শরীফ, মওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেবের নিকট হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা এবং মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জলীলের নিকট জালালাইন শরীফ পড়েন।

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে এ ছাড়া আরো যাদের নিকট বিভিন্ন কিতাব পড়েছেন তাঁরা হলেন মওলানা আব্দুস সামী, মওলানা আব্দুল আহাদ, মওলানা বশীর আহমদ, মওলানা মেরাজুল হক, মওলনা মুহাম্মদ শরীফ, মওলানা আব্দুল হক হক্কানী, মওলানা মিয়াজী মুহাম্মদ সাঈদ গঙ্গোহী, মওলানা কারী মুহাম্মদ মিয়া, মওলানা ইশতিয়াক আহমদ ও মওলানা হাবীবুল্লাহ বিহারী প্রমুখ।

শিক্ষকতা ও কর্মজীবনঃ হযরত মওলানা উবায়দুল হক দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনার শেষ বছর ঢাকাস্থ বড় কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসার মুহতামিম হযরত মওলানা আব্দুল ওহাব পীরজী হুযুরের আগ্রহে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উস্তাদগণের পরামর্শে বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য আগমন করেন এ মাদ্‌রাসায় তিনি হিজরী ১৩৬৯ থেকে ১৩৭২ সন পর্যন্ত বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাঊদ শরীফ ও বায়যাবী শরীফ প্রভৃতি কিতাব পড়ান। হযরত পীরজী হুযুর এক পত্রে মওলানা উবায়দুল হকের তৎকালীন শিক্ষকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শিক্ষকতার চতুর্থ বছর হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে বছর তাঁর হজ্ব করা হয়নি। অবশেষে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী ও শায়খুল আদব হযরত মওলানা এযায আলীসহ অন্যান্য উস্তাদগণের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গমন করেন। হযরত শায়খুল আদব তাঁকে উত্তর প্রদেশস্থ শাজাহানপুরের এক মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর হযরত শায়খুল আদব তাঁকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাঁকে হযরত মুফতী শফী সাহেব প্রতিষ্ঠিত করাচীর দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় পাঠানো হয়। তিনি সেখানে শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৩ খ্রি. আবূ দাঊদ শরীফ ও হেদায়া আখেরাইন ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেন।

অতঃপর মওলানা আতহার আলী ও মুফতী শফী সাহেবের অনুমতিক্রমে উবায়দুল হককে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে নেজামে ইসলাম পার্টির রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এর অল্পদিন পরই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেয় এবং সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা দিয়ে যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে নেজামে ইসলাম পার্টির সকল তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময় মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার সিনিয়র শিক্ষকের একটি পদ খালি হয়। তাঁকে এ পদে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি তাঁর শায়খ ও উস্তাদ শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানীর অনুমতি নিয়ে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন।

তিনি ১৯৫৪ খ্রি. থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক, ১৯৪৬ খ্রি. থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত হাদীস বিভাগে লেকচারার, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত তাফসীর বিভাগে এসিস্ট্যান্ড প্রফেসর, ১৯৭৩ থেকে '৭৯ পর্যন্ত এডিশনাল হেড মওলানা এবং ১৯৮০ থেকে ২ মে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত হেড মওলনা পদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বছর ফরিদাবাদ এমদাদুল উলূম মাদ্‌রাসায় এবং ১৯৮৬ ও ৮৭ এক-দুই বছর পটিয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকে জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত দরসী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। ঢাকা আলিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ঢাকার ইসলামপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ থেকে মৃত্যু অবধি ঢাকার মাদ্‌রাসায় ফয়জুল উলূমের শায়খুল হাদীস ও মুহতামিমের শূরার সভাপতি, কুমিল্লা কাসিমুল উলূম মাদ্‌রাসার মজলিসে শূরার সভাপতি এবং হাটহাজারী মাদ্‌রাসা, পটিয়া মাদ্‌রাসা ও সিলেট দরগাহ মাদ্‌রাসাসহ আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ খ্রি. থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সম্মানিত খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[১]

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: ১) তারীখে ইসলাম (দুই খণ্ড) ২) সীরাতে মুস্তফা ৩) তাসহীলুল কাফিয়া ৪) আযহারুল আযহার শরহে নূরুল আনওয়ার ৫) নশরুল ফাওয়ায়েদ ৬) খোলাসায়ে শরহুল আকায়েদ ৭) আস-সেকায়া আলা শরহিল বেকায়া ৮) শীআ-সুন্নী এখতেলাফ ৯) শরহে শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া ১০) কুর'আন বুঝিবার পথ ১১) কুর'আন হাকীম আওর হামারী যিন্দেগী।

মৃত্যু: তিনি বিগত চৌদ্দশ আটাশ হিজরীর চব্বিশে রমযানুল মুবারক (মোতাবেক ৬ অক্টোবর' ০৭) শনিবার আজিমপুরের নিজ বাসভবনেই ইফতার করেন। ধানমন্ডিতে তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের বাসায় রাতের খাবারের দাওয়াত ছিল। তিনি সেখানে খাওয়া দাওয়া করেন। বাসায় ফেরার সময় হঠাৎ করে তিনি গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক পৌনে এগারটা গ্রীন রোডের ল্যাব এইড ক্লিনিকে তাঁকে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ধারণা মতে, তিনি পথেই পরম প্রিয়তম মহান প্রভূর নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন বেলা তিনটায় জাতীয় ঈদগাহে তাঁর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ইমামতি করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আলহাজ্জ হযরত মওলানা আতাউল হক। এরপর আজিমপুর কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২]

হযরত মওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী (জ. ১৯২৮ খ্রি.)

জন্ম: তিনি ১৯২৮ খ্রি. সিলেটের বিশ্বনাথ থানাধীন ঘড়গাঁও গ্রামে এক দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। পিতা-মরহুম জওয়াদ উল্লা এলাকার সুপরিচিত পরহেজগার ও মানবতার কল্যাণে ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। মাতা-হাবিবুন্নেছা ওরফে জয়তুন বিবি একজন গুণবতী বুদ্ধিদীপ্ত ও পরহেজগার মহিলা হিসেবে নিজ এলাকায় মহিলা সমাজে ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ছিল সকলের কাছে অনুকরণীয়।

প্রাথমিক শিক্ষা: তিনি পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন। স্থানীয় মসজিদের ইমাম মরহুম মওলানা ছানাউল্লা সাহেবের নিকট প্রাথমিক আরবী ও কুর'আনুল কারীমের ছবক গ্রহণ করেন। অতঃপর বিশ্বনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন।

দাওরা হাদীস সমাপ্ত: উচ্চ শিক্ষা হাসিলের লক্ষ্যে তিনি মওলানা রিয়াছত আলী (র.)-এর পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৪৯ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সেখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (র.), মওলানা আব্দুল আজিজ (র.), মওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ (র.), মওলানা মুফতী আহমদুল হক, মওলানা আজিজ (র.), মওলানা আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ। মাসিক মঈনুল ইসলাম নামক ম্যাগাজিনে সে সময় দস্তরবন্দী সম্মেলন সংখ্যায় উক্ত মাদ্‌রাসায় ৮০০ জন ফারেগ ছাত্রের মধ্যে ১০০ জনকে মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ বলে উল্লেখ করা হয় এবং ১০০ জনের মধ্যে মওলানা আশরাফ আলীর স্থান ২৭ তম। মেধা তালিকায় এ অবস্থান তাঁর মেধাশক্তির স্ফুরণ বলেই অনুমতি হয়।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রি. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন চারখাই নিবাসী মওলানা মছদ্দর আলী (র.)-এর নেতৃত্বে সিলেট শহরের কুদরত উল্লাহ জামে মসজিদ থেকে যে মিছিল বের হয়েছিল তিনি এ কর্মসূচির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রি. আসাম প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে তিনি বিশ্বনাথ থেকে জমিয়তে উলামায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

২. মওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, জাতীয় খতীব হযরত মওলানা উবায়দুল হক (র) স্মরণে '*আকাশ ছোঁয়া মিনার* (ঢাকা: রে প্রিন্টার্স, ২০০৮), পৃ. ৩২-৪০

কর্মজীবন: কর্মজীবনে ১৯৫০ খ্রি. থেকে ১৯৫৩ খ্রি. পর্যন্ত দারুসসুন্নাহ গলমুকাপন মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেন। তাঁর পিতার অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫৪ খ্রি. তওয়াক্কুলিয়া মাদ্‌রাসায় ৩ বছর অধ্যাপনার পর অসুস্থ পিতার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ১৯৫৮ খ্রি. পারকুল মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে ১ বছর অধ্যাপনা করেন। বিশ্বনাথ এম.এ. ই. মাদ্‌রাসার এইড বন্ধ হয়ে গেলে তিনি এলাকাবসীর সহযোগিতায় মাদ্‌রাসাটির কার্যক্রম আবার শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে এবং দ্বীন-দরদী এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এ ক্বওমী মাদ্‌রাসাটি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৫৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্‌রাসার অত্যন্ত কর্মদক্ষতা সম্পন্ন অধ্যক্ষ হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি গলমুকাপন নিবাসী হাজী আব্দুল গণী ওরফে গণী মিয়ার প্রথমা কন্যা বেগম লুৎফুন্নেছা (তুহফা)-এর সঙ্গে ১৯৫৩ খ্রি. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৮১ খ্রি. ২৮ আগস্ট তাঁর উক্ত স্ত্রী ইন্তেকালের পর সদর থানার রুস্তুমপুর নিবাসী সুরুজ মিয়ার কন্যা রহিমা বেগম (কমলা)-কে জীবন সাথী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তানাদি ১৩ জন এবং দ্বিতীয় পক্ষের ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। মহান আল্লাহ পাক দ্বীনের এ মহৎ খাদেম ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষাবিদের নেকহায়াত ও কর্মময় জীবনে অশেষ বরকত দান করুন।

হাফিজ মওলানা শায়খ তাফাজ্জুল হক (জ. ১৯৩৮ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: শায়খুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক ১৯৩৮ খ্রি. বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার সদর থানায় অবস্থিত কাটাখালি গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মওলানা নুরুজ্জামান ওরফে আব্দুন নূর একজন স্বনামধ্যন শিক্ষক ও এলাকার সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা: তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় পাঁচ বছর বয়সে। তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর পিতা-মওলানা আব্দুন নূর (র.) স্থানীয় কাটাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। শিশু তাফাজ্জুল হক দিনে পিতার হাত ধরে স্কুলে যেতেন এবং রাতে পিতা-মাতা যৌথভাবে তাকে উর্দূ কায়দা, আমপারা ইত্যাদি পড়াতেন। এভাবে স্কুলে ৫ম শ্রেণি পড়ার সাথে সাথে একই বছরে বাড়ীতে পিতার কাছে সাফেলা আউয়াল তথা ফার্সী পহেলি, উর্দু তেছরি, মাসদার ফাইয়ুজ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন।

রায়ধরে অধ্যয়নকালে তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত মওলানা মুখলিছুর রহমান (র.), মওলানা আশ্রাফ আলী তালওয়ারাই, হযরত মওলানা আব্দুল গফুর শায়খে দরিয়াপুরী, হযরত মওলানা হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব শায়েখে বানিয়াচঙ্গী।

জামিয়া ছাদিয়া রায়ধর-এর পড়াশোনা শেষ করে তিনি বাংলার সর্ববৃহৎ ইলমী মারাকাজ, জামেয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর দিকে পা বাড়ান এবং সেখানে ৪ বছর পড়াশোনার পর দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরায়ে হাদীস তথা টাইটেল (কামিল) পর্যন্ত দরসে নেজামীর যাবতীয় ফুনূনসমূহ অধ্যয়ন করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯৬০ খ্রি. টাইটেল (কামিল) পাস করেন।

তাখাসসুস করার জন্য পাকিস্তানে সফর: জামেয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী থেকে তাকমীল ফিল হাদীস কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করার পর হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর গমন করেন এবং সেখানে শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদ্রীস দেহলভী, মওলানা রসূল খানসহ তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীগণের কাছ থেকে হাদীসের উচ্চতর সনদ লাভ করার পর বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আব্দুল্লাহ দরখাস্তীর খেদমতে হাজির হয়ে তাফসীরে কালামুল্লাহ-এর জ্ঞান আহরণে ব্রত হন। সেখানে তাফসীরের বিভিন্ন দিক রিচার্স করে তার ওপর বিশেষ ডিগ্রী হাসিল করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীনের শুরুতে ১৯৬২/৬৩ খ্রি. জামিয়া সা'দিয়া রায়ধরে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং মেশকাত, জালালাইন ইত্যাদি বড় বড় কিতাবসমূহের দারস দেন। পরে তৎকালীন হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় মুহতামিম আল্লামা শাহ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সাহেবের পরামর্শে দারুল উলূম বরুড়া কুমিল্লায় অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দীর্ঘ ৩ বছর উচ্চ স্তরের কিতাবাদির দারস প্রদান করেন। ১৯৬৫ খ্রি. দিকে শেষ দিকে উত্তর ময়মনসিংহের ফুলপুর থানায় অবস্থিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা জামেয়া আশরাফুল উলূম বালিয়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সেখানেও সুনামের সাথে ৩ বছর হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ এসব বিষয়ে তা'লিম দিতে থাকেন। তারাকান্দা নামক বাজারে একটি জামে মসজিদ ও তার সংলগ্ন একটি ঈদগাহ এবং মদীনাতুল উলূম মাদ্‌রাসা তারাকান্দা প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনাবলী: তিনি একজন মৌলিক লেখক হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো হচ্ছে- লোকমান হাকিমের সতর্কবানী, একৃতেলাছুছ শাওয়ারীদ ফি ছুহবতে আল আমারীদ (আরবী রেসালা), তাহজিরুল ইখওয়ান (উর্দূ) ও ফারাইদুল আদব ফি লেছানিল আরব (আরবী) ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ ওলিয়ে কামিল, ইল্‌মে হাদীসে নিবেদিত খেদমতগারের নেক হায়াত ও কর্মমুখর জিন্দেগিতে উত্তরোত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করুন।[১]

মওলানা শফিকুর রহমান আরিফী (জ. ১৯৪৯ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: মওলানা শফিকুর রহমান সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার বারগাত্তা গ্রামের এক দ্বীনদার পরিবারে ১৯৪৯ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মরহুম ইয়াকুব আলী তফাদার।

প্রাথমিক শিক্ষা: তাঁর মাতার নিকট অধ্যয়নের হাতেখড়ি হয়। মাতার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে মহল্লার মক্তবে কুর'আন পাকের নাজেরানা শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। এলাকার নবীগঞ্জ প্রাইমারী স্কুল ও সোনাসার মডেল প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁর মাতা দারুণ সংকটে পড়লে ছেলের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

মা যেহেতু দ্বীনদার তাই একমাত্র তিনিই তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে হলেও ছেলেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাঁর পরকালের নাজাতের ব্যবস্থা করে নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। তাঁর মায়ের আশা পূর্ণ হল- ১৯৯৬ খ্রি. মার্চ মাসে মুন্সীবাজার ফয়জে আম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করা হয়। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন কুতবে আলম সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা যুগশ্রেষ্ঠ ওলী মওলানা শায়খ আব্দুল গফফার (র.) এবং শায়খুল হাদীস ছিলেন মওলানা শায়খ মকদ্দস আলী। কিছুদিনের মধ্যে তিনি এ দু'মনীষীর দৃষ্টি কেড়ে তিনে সক্ষম হন। যার ফলে মামরোখানী (র)-এর সাহচর্যও লাভ করেন।

দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত: তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৭৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম-এর দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় বোর্ডে প্রথম হয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান লাভ করতে সক্ষম হন।

কর্মজীবন: ছাত্রজীবন শেষে শায়খে মামরোখানীর নির্দেশে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ২ বছর পর তাঁকে মুহাদ্দিস পদে উন্নীত করা হয় আর এভাবে দীর্ঘ ৮ বছর কাল শিক্ষকতার পর মওলানা আতহার আলী (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল জামেয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ ১৯৮২ খ্রি. সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে যোগ দেন। সাবেক শায়খুল হাদীস সাহেবের ইন্তেকালের পর থেকে অদ্যাবধি শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

রচনাবলী: আরবী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর অনেকগুলো পুস্তক রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ইসলামের বিশ্বশান্তি, মুসলিম সমাজের পঞ্চমপর্ব, জামাতে ইসলামী ও মওলানা মওদুদীকে নিয়ে এত বিতর্ক কেন, বাংলাদেশে প্রচলিত কবর বনাম কবর দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি, জালালী মযমুয়ায়ে ওজায়েফ ও দিবা রাত্রির মাসনূন আমল, বিসমিল্লাহ (বঙ্গানুবাদ) মূল মুফতী শফী (র.) ও সাওয়ানেয়ে ইমাম আজম (র.) বঙ্গানুবাদ, হায়াতে আতহার (র.), উর্দু ও বাংলা, রিসালায়ে তাজকীরা ও তানীস (উর্দূ গ্রামার), কাওয়ায়ীদে তাজকীর ও তানীস (উর্দূ) ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকায় তাঁর লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ পাক এ বহুমুখী প্রতিভাধর আলেম ও খাদেমে মিল্লাতের নেক হায়াত ও কর্মময় জিন্দেগীতে অশেষ কল্যাণ ও বরকত দান করুন।[২]

হযরত আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম জালালাবাদী (জ. ১৯৪৯ খ্রি.)

জন্ম: তিনি ১৯৪৯ খ্রি. হবিগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী নবীগঞ্জ থানার শ্রীমতপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মরহুম মৌলবী আব্দুর রাজ্জাক দ্বীনের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং স্ব-এলাকায় গণ্যমান্য হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। মাতা-জাবেদা বেগম একজন পর্দানশীন, আল্লাহওয়ালা ও গুণবতী মহিলা।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩

২. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা: তাঁর পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ বিদ্যমান বিধায় তাঁকে শৈশব থেকেই দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তৎকালীন ওলিয়ে কামিল ফাজিলে দেওবন্দ মরহুম মওলানা রমিজ উদ্দীন ও তাঁর নানা-কুতবুল আলম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর আধ্যাত্মিক শিষ্য মরহুম মুন্সী মুফিজ খানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তান সফর: তিনি শরহেজামী জামাত শেষ করে উচ্চশিক্ষা অর্জনার্থে পাকিস্তান গমন করার প্রাক্কালে শায়খে ধুলিয়া তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন আল্লামা দরখাস্তী অথবা মুফতী মাহমুদ সাহেবের মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অতি মনোযোগের সাথে ৩ বছর অধ্যয়নের পর তাকমীল ফিল হাদীস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন: ১৯৭৩ খ্রি. তিনি দেশে ফিরে আসলে ইমামবাড়ী মাদ্‌রাসায় তাঁর প্রাণপ্রিয় উস্তাগণ এ মাদ্‌রাসায় তাঁকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বললে তিনি সৌভাগ্য মনে করে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করে তিনি আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মাদ্‌রাসা গড়ে তুলতে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭৮ খ্রি. এক শুভলগ্নে গন্ধা গ্রামের মসজিদে গণ্যমান্য মুরুব্বীদের উপস্থিতিতে একটি নিখুত বহুমুখী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের প্রথম সবক দান করা হয়। সবক শেষে শায়খে পুরানগাঁও দোয়া পরিচালনা করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় জালালাবাদী দীর্ঘ ১৮ বছর নিজ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঐতিহ্যবাহী ইমামবাড়ী টাইটেল মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও রাজনীতিকের নেক হায়াত ও কর্মমুখর জিন্দেগীতে অশেষ কল্যাণ ও বরকত দান করুন।[১]

মওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী (জ. ১৯৫৫ খ্রি.)

নাম ও বংশপরিচয়: নূরুল ইসলাম, পিতা-মরহুম মওলানা আব্দুর রহীম। জন্ম ১৯৫৫ খ্রি. জন্মস্থান- হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ওলীপুর গ্রামে।

শিক্ষাজীবন: মওলানা ওলীপুরী মাত্র পাঁচ বছরের শিশু থাকাকালেই পিতা মাতা হারিয়ে এতিম হয়ে পড়েন। যে কারণে ছাত্র জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই তাকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা: বড় বোন এর নিকট তিনি পবিত্র কুর'আনের আমপারার ছবক নেন। এর কিছুদিন পরই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পিতা মাতা বড় ভাই মওলানা আব্দুস সামাদ (র.) এবং বড় বোন ইন্তোকাল করেন। মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে পরিবারের প্রধান চার জনের ইন্তেকালে হযরত মওলানা ওলীপুরীর জীবনে দারুণভাবে বিপর্যয় ও মছিবত নেমে আসে। বিপর্যয়ের প্রথম দু'বছর আপন মাতুলালয় থেকে একটি প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করেন। তারপর কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত জামিয়া ইমদাদিয়ায় ভর্তি হয়ে সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজধানী ঢাকা সফর: উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজধানী ঢাকা এসে ঢাকার বিখ্যাত জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগ এ ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ খ্রি. সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীসের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর জামিয়া হোছাইনিয়া আরামাবাদপুর ঢাকা থেকে ১৯৭৭ খ্রি. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শায়খুত তাফসীর হযরত আল্লামা আহমদ আলী লাহুরী (র.)-এর সুযোগ্য শাগরেদ মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী (র.)-এর নিকট তাফসীরুল কুর'আন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর প্রথমে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানাধীন শাহপুর হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে কয়েক বৎসর শিক্ষাদান করেন। তারপর সদর থানার রায়ধর জামেয়া দা'দিয়ায় আরবী আদব, নাহু, মানতিক, ফিকাহ ও উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় আট বছর অধ্যাপনা করেন, অতঃপর সিলেট শহরস্থ জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সুবহানীয় ঘাটে হাদীস ও তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে এক বছর শিক্ষা দানের পর হবিগঞ্জের মাধবপুর থানাধীন মনতলা দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় এক যুগেরও অধিককাল প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০০ খ্রি. তিনি শায়েস্তাখানে 'নূরে মদীনা মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এর প্রদান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দ্বীনি

১. মুফতী মাজহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

খেদমতের সাথে সাথে ওয়াজ নসীহত দ্বারাও মুসলিম জাতিকে হিদায়েতের দিকে আনার চেষ্টা করেন। অন্যান্য বক্তাদের থেকে তার চিন্তাধারা পৃথক। তার চিন্তা হল মুসলমানের প্রাথমিক কাজ সঠিক আকিদা। তাই তিনি ইসলামী আকিদার নামধারী বাতেল ফেরকাসমূহকে সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেন এ কারণে কখনো কখনো তাকে বাতেল ফেরকার সাথে সরাসরি মুনাজারাও করতে হয়। যেমন ১৯/০৬/১৯৯৭ খ্রি. ঐতিহাসিক নেত্রকোণায় একটি মুনাজারা এবং ১৮/০৯/১৯৯৩ খ্রি. কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের আরো একটি মুনাজারা সংঘটিত হয় যাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশও দেয়া হয়েছিল। শেষ ফলাফলে তিনি হকের পক্ষে জয় লাভ করেন। তাই তার দ্বীনি খেদমত দেখে ১৩/০১/২০০৪ খ্রি. কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে ওলামা কিরাম হযরত ওলীপুরীকে খতীবে আজম উপাধিতে ভূষিত করেন। সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার ওলামা মাশায়েখ ও শ্রোতা স্বতস্ফুর্তভাবে এ খেতাব সমর্থন করেন।

রচনাজগতে মওলানা ওলীপুরী: লেখার জগতেও মওলানা ওলীপুরী একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। মাসিক মদীনা, মাসিক মঈনুল ইসলাম, মাসিক তৌহিদী পরিক্রমা ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত বই পুস্তক লিখে বিশ্ববাসীর সামনে হক বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরেছেন তন্মধ্যে কতিপয় বইয়ের তালিকা-

(১) কাদিয়ানী মতবাদ ও ইসলাম ধর্ম, (২) বিভ্রান্তির অবসান, (৩) ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান, (৪) বিশ্ব মুসলিম নিরাপত্তা ব্যবস্থা, (৫) সুন্নী নামের অন্তরালে, (৬) কার ফতোয়ায় কে কাফের? (৭) নূরে মদীনা, (৮) পরিপূর্ণ দ্বীন। এছাড়াও তার আরো বহু গ্রন্থসমূহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুক।[১]

ইসহাক আল মাদানী (জ. ১৯৫৭ খ্রি.)

জন্ম: শায়খ ইসহাক আল-মাদানী সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের বাউসী গ্রামের টিলাবাড়িতে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রি. এক দ্বীনি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- মরহুম আলহাজ্ব ইসবর আলী ও পিতামহ মরহুম আলহাজ্ব ওয়াজেদ আলী অত্র এলাকায় নিঃস্বার্থ সমাজসেবী ও ধর্মপ্রাণ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা: তিনি শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভে বাউসী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে সিলেটের সুপ্রাচীন মাদ্‌রাসা ফুলবাড়ী আজিজিয়া আলিয়ায় ভর্তি হন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ডে ১ম বিভাগে মেধাস্থান দখল করে দাখিল ও আলিম সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনিই ফুলবাড়ী মাদ্‌রাসার সর্বপ্রথম মেধাস্থান অধিকারী কৃতিছাত্র।

উচ্চ শিক্ষার জন্য সিলেট আলিয়ায় ভর্তি: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসায় ফাজিল ক্লাসে ভর্তি হন। সরকারি মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রথম বিভাগে মেধাস্থান দখল করার গৌরব অর্জন করেন। কামিল হাদীসে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব দেখে বিশেষ করে মুসলিম শরীফে একশ-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯২ দেখে ফাজিলে দেওবন্দ মরহুম ফজলে হক সাহেব তাঁকে মাদ্‌রাসায় ডেকে এনে তাঁর কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি: ১৯৭৫ খ্রি. মদন মোহন মহাবিদ্যালয় সিলেট থেকে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে মানবিক গ্রুপে কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম বিভাগে নবম স্থান লাভ করে মাদ্‌রাসা ছাত্র হিসেবে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৭৬ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "আরবী ভাষা ও সাহিত্যে" অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। ঢাকা মহসিন হলের বোর্ডার হয়ে দু'বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশীপ লাভ করেন। শায়খ ইসহাক ঐ তিনজনের মধ্যে অন্যতম।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি: ১৯৭৮ খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে শায়খ ইসহাক সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 'ডিপ্লোমা ইন এরাবিক লেংগুয়েজ' দু'বছরের কোর্স ছয়মাসে সম্পন্ন করে একশত দুটি দেশের স্কলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ৩য় মেধাস্থান অধিকার করে দেশের জন্য এক অসাধারণ গৌরব বয়ে আনেন।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৩৪৩

গ্রন্থ রচনা: শিরক ও বেদ'আত থেকে জাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে তাঁরই সংগঠন সৌদি পরিষদ ১৯৯৮ খ্রি. জাতীয় পর্যায়ে তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং একশ'টি আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করে। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও সাময়িকীতে তাওহীদ, ইবাদত, শিরক, বেদ'আত বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। 'আততাওহীদ' নামক সাময়িকীর সম্পাদনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাওহীদ ও ইসলামী আক্বিদার গুরুত্ব, ইসলামে কবর যেয়ারত ও উরুস, মসজিদে নববীর যেয়ারত ও আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জনের দশটি উপায় এ চারটি তাঁর লিখিত বিষয় ছোট পুস্তিকাকারে ছাপা হয়ে বিনামূল্যে বিতরণ হচ্ছে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ নিবেদিত প্রাণ ইসলামী শিক্ষাবিদ ও গবেষকের নেক হায়াত ও কর্মমুখর জিন্দেগীতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অশেষ কল্যাণ দান করুন।

মওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী (জ. ১৯৬১ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে বর্ণাঢ্য করে তোলার কাজে নিবেদিত প্রাণ মওলানা আশিকুর রহমান। একজন দক্ষ সংগঠন ও সমাজ-সংস্কারক হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্তমানবতার কল্যাণে সদা ব্যাকুল এ খাদিমে মিল্লাতের রয়েছে বহুমাত্রিক প্রতিভা। একজন লেখক, ইসলামী গবেষক ও রাজনীতিক হিসেবেও তাঁর রয়েছে স্বকীয় পরিচিতি। মওলানা আশিকুর রহমানের জন্ম ১৯৬১ খ্রি. জানুয়ারি মাসের এক শুক্রবার সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানাধীন ঐতিহ্যবাহী সিকন্দারপুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারে।

প্রাথমিক শিক্ষা: মওলানা আশিকুর রহমানের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁরই সুযোগ্য পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। ছাত্র জীবনে তাঁর প্রখর মেধাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোন বিষয় মাত্র তিনবার দেখে নিলে তা তার মুখস্থ হয়ে যেত। নয় বছর বয়সে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তদীয় উস্তাদ মওলানা আব্দুল হাই শায়েখে দিনারপুরী (র.)-এর অধীনে বালিধারা মাদ্‌রাসায় তাঁকে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। সেখানে তাঁর মেধাশক্তির প্রখরতা দেখে উস্তাদগণ ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে এক বছরে পড়ার সুযোগ দেন। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি একাধারে হেদায়াতুন্নাহু পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। আদব-আখলাক ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলে সহপাঠীদের শীর্ষে।

দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত: ১৯৮৩ খ্রি. তিনি কৃতিত্বপূর্ণভাবে দাওরায়ে হাদীস (কামিল) পাস করেন। মাজাহিরে উলূম সাহারানপুর মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস মওলানা জাকারিয়া (র.) খলীফায়ে আজম মওলানা শায়খ ইউনুস সাহেবের নিকট থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীনে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি বোখারী শরীফের ওস্তাদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি ও মওলানা সাখাওয়াত হোসাইন যথাক্রমে বোখারী সানি ও বোখারী আউয়াল-এর শিক্ষক হিসেবে ফরিদপুরের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইসলামিয়া শামসুল উলূম-এ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে যোগদানের তৃতীয় বছরই তিনি মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস পদে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এরপর প্রবীন আলেমে দ্বীন মওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথীর দাওয়াতক্রমে বিশ্বনাথ মাদ্‌রাসায় হাদীসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনবছর সেখানে খেদমতের পর ১৯৮৯ খ্রি. ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম মিরপুর মাদ্‌রাসায় মুহতামিম মওলানা আব্দুর রহমান ও নাজিমে তালিমাত আবুল কালাম সাহেবের অনুরোধে অত্র মাদ্‌রাসায় বোখারী শরীফের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি এলাকার আর্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯০ খ্রি. কল্যাণমূলক সংগঠন ফারুকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ গঠিত হলে মওলানা আশিকুর রহমান-এর দ্বিতীয় কার্যকালীন চেয়ারম্যান মনোনীত হন।

তিনি অদ্যাবধি ঢাকার মিরপুর মাদ্‌রাসায় ইল্‌মে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। ১৯৯১ খ্রি. দেশব্যাপী কাদিয়ানীদের তৎপরতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ঢাকায় ১৯ জন বিশিষ্ট আলেমকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুয়াত সংস্থা গঠিত হয়।

পারিবারিক জীবনঃ তিনি ৪ পুত্র সন্তানের জনক। মহান আল্লাহ পাক এ অসাধারণ প্রতিভাধর খাদেমে মিল্লাতের নেকহায়াত ও কর্মমুখল জিন্দেগীতে অশেষ বরকত দান করুন।[১]

মওলানা আবদুন নূর (জ. ১৯৬৩ খ্রি.)

জুন ১৯৬৩ খ্রি. মওলানা মোহাম্মদ আবদুন নুর হবিগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে ৭ মাইল দক্ষিণ পূর্বকাটাখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ রৌশন উল্লাহ। স্বীয় মাতার নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি । এরপর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর আশুগঞ্জ উপজেলাধীন শ্রীপুর ফাযিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮০ খ্রি. দাখিল, ১৯৮২ খ্রি. আলিম, ১৯৮৪ খ্রি. ফাযিল পাস করেন অত:পর তিনি কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৬ খ্রি. কামিল (হাদীস) পাস করেন। এছাড়াও তিনি হবিগঞ্জ রায়ঘর কওমী মাদ্‌রাসা থেকে ১ম শ্রেণিতে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। তাঁর হাদীসের ওস্তাদদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা মুখলেছুর রহমান, মুহতামিম, রায়ঘর কওমী মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জ ।
২) মওলানা ইমদাদুল হক, শায়খুল হাদীস, রায়ঘর কওমী মাদ্‌রাসা, হবগিঞ্জ।
৩) মওলানা মাকছুদুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৪) মওলানা আবদুর রাজ্জাক, মুহাদ্দিস, কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ।
৫) মওলানা আলী হোসাইন, অধ্যক্ষ, কুমিল্ল ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬) মওলানা আলী হোসাইন , উপাধ্যক্ষ, কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি ১৯৮৮ খ্রি. শ্রীপুর ফাযিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯২ খ্রি. উক্ত প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়ে অদ্যাবধি এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- বিষ্ণুপুর ভুঁইয়াবাড়ি মসজিদ ও মক্তবের প্রতিষ্ঠাতা, আল-ইসরাম সোসাইটির শরী'আ বোর্ডের সদস্য এবং বিষ্ণুপুর হাফিযিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আরবী প্রভাষক, শ্রীপুর ফাযিল মাদ্‌রাসা, আশুগঞ্জ।

২। মওলানা আবদুল কাহহার, অধ্যক্ষ, ছাপুইর আলিম মাদ্‌রাসা।

মোঃ আবু বকর, (জ. ১৯৬৭ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ মোঃ আবূ বকর, পিতা-মৌলবী আব্দুল্লাহ, তিনি সিলেট জেলাধীন, কানাইঘাট উপজেলার গোয়ালপুর গ্রামের ০১/০৪/১৯৬৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পারিবারিকভাবেই দাদা ও পিতার কাছে সম্পন্ন করেন। এরপর বাঁশপাড়ী তাহেরীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৭৯ খ্রি. কাফিয়া সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন নারায়নগঞ্জ জেলায় রূপগঞ্জ উপজেলার দেবই কাজিরবাগ আলিম মাদ্‌রাসায়, সেখান থেকে ১৯৮০ খ্রি. দাখিল পাস করেন। গাছপাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮২ খ্রি. আলিম, ফিরোজ আলী আমানিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৪ খ্রি. ফাজিল, কাতলাসিং কাদিরীয়া কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৬ খ্রি. হাদীস বিষয়ে কামিল পাস করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বি.এ. অনার্স ১৯৯০ খ্রি., এম.এ. ১৯৯১ খ্রি. সম্পন্ন করেন। ২০০৭ খ্রি. কামিল (ফিক্‌হ) তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরু ১৯৮৯ খ্রি. রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বেলদী দারুল হাদীস ফাজিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক পদে, ১৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত এপদে অধ্যাপনা করেন। এরপর মুহাদ্দীস হিসেবে যোগদান করেন, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ধামরাই, ঢাকা। সেখানে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীসহ অন্যান্য কিতাব পাঠদান করেন। ২০০২ খ্রি., কাঞ্চনপুর ইলাহিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় টাঙ্গাইলে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। সেখানে ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বেলদী দারুল হাদীস ফাজিল মাদ্‌রাসায় অত্যন্ত যাগ্যতার সাথে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[২]

---

১. মাজহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

২. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাতকার: মোঃ আবু বকর ১০/১২/২০১২ খ্রি.।

মুহসিনুল করীম (জ. ১৯৭৮ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: হাফেজ মও. মুফতি মুহসিনুল করীম, পিতা-আব্দুন নূর, উপজেলা-লাঘাই, জেলা-হবিগঞ্জ।

শিক্ষাজীবন: মুহসিনুল করীমের লেখাপড়ার হাতে খড়ি নিজ গ্রামের মক্তবে। এরপর তিনি মুড়িয়াউক স্কুলে ভর্তি হয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। স্কুল থেকে গিয়ে তিনি ভর্তি হন। কাসেমুল উলূম খড়কী মাদ্‌রাসায়। সেখানে ইবতেদায়ী ১ম থেকে নাহবেমীর (৭ম শ্রেণি) পর্যন্ত পড়েন। ৮ম শ্রেণি থেকে শরহেজামী (দশম শ্রেণি) পর্যন্ত দারুল উলূম ভাদুঘর বি-বাড়িয়া। শরহে বেকায়া হতে মেশকাত পর্যন্ত দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা থেকে সম্পন্ন করেন। হাদীসের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য পুনরায় দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত থেকে ২০০০ খ্রি.। হাদীসের এ আকাংখিত ব্যক্তির কুর'আন হিফজকরার খুব আগ্রহ জন্মে। সে আগ্রহে তিনি ভর্তি হন দারুল উলূম কানথারিয়া গুজরাট ভারত, হিফজ মাদ্‌রাসায়, ০১ (এক) বছরেই উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে হিফজ সমাপন করেন। ২০০২ খ্রি. ইফতা বিভাগে ভর্তি হন। জামি'আ মাহমুদিয়া মিরঠ ভারত।

কর্মজীবন: তিনি ২০০৩ খ্রি. জামি'আ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া বনানী, ঢাকায় শিক্ষকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি অত্র মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

রচনাবলী: তিনি ২টি বই রচনা করেন: (১) তারাবীর নামাজ ২০ রাক'আত। (২) তুহফাতুর রাজী শরহে সিরাজী।

মওলানা মুহাম্মদ বদরুজ্জামান রিয়াদ (জ. ১৯৮৭)

নাম ও বংশপরিচয়: বদরুজ্জামান রিয়াদ। পিতার নাম- মোহাম্মদ মোস্তাফা, তিনি ১৯৮৭ খ্রি. ৩০ জুন তারিখে সিলেট বিভাগের মৌলভী বাজার জেলা সদরের উত্তর কালিমাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষাজীবন: তিনি প্রথমে কেজি স্কুলে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপর ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মৌলভী বাজার টাউন কামিল মাদ্‌রাসায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। তিনি দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত মৌলভী বাজার টাউন কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করেন। এরপর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছারাছিনা দারুসছুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় এসে ২০০২ খ্রি. ভর্তি হয়ে যথাক্রমে আলিম (২০০৪), ফাযিল (২০০৬), কামিল (২০০৮), জামা'আত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি ২০০৬ সনে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। এরপরও তাঁর লেখা পড়া শেষ হয়নি। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি. এ অনার্স ও এম.এ. (ইংরেজি) ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন:

তিনি কামিল পরীক্ষার পর ১ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি. থেকে ঢাকার ডেমরায় অবস্থিত দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ০৭ জুলাই, ২০১২ খ্রি. মুহাদ্দিস পদে উন্নীত হন। আল্লাহ তাঁর নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্ম থেকে একথা বুঝা যায় যে, তাঁদের হাদীসের খেদমত ছিল নবী প্রেমে পরিপূর্ণ। এজন্য ইলমে হাদীসের দরস ছাত্রদের জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছিল।

বরিশাল বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় বরিশাল বিভাগে মুহাদ্দিসগণের অবদান অতুলনীয় নিম্নে যে সকল মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগ হাদীস চর্চায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে নিম্নে তাঁদের জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হলো:

আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব র. ১৯১৩ -২০০৮ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি: ১৯১৩ খ্রি. ঝালকাঠি জেলার বাসন্ডা (বর্তমান নেছারাবাদ) নামক গ্রামে আল্লামা নেছারাবাদী জন্মগ্রহণ করেন।

স্বীয় পীর নেছারুদ্দীন (র.) নামানুসারে রাখা নেছারাবাদ গ্রামের বাসিন্দা হিসেবেই তাঁকে নেছারাবাদী বলা হয়। নেছারাবাদীর পিতা মফিজউদ্দিন (র.) ছিলেন বাহাদুরপুরের পীর বাদশাহ মিয়ার (র.) খলীফা। পিতামহ কুরবান মুন্সী বিন আব্দুল আযীয মক্কা শরীফের জান্নাতুল মু'আল্লায় শায়িত আছেন। জনশ্রুতি অনুসারে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে আরব জাহান থেকে ১৭ জন হাদী (পথপ্রদর্শক) এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত আগমন করেন। তাঁদের একজন বরিশালে (ঝালকাঠীতে) বসতি স্থাপন করেন। নেছারাবাদী তাঁরই বংশধর। সুতরাং জন্মসূত্রেই তিনি সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

শিক্ষাজীবন: মওলানা নেছারাবাদী স্থানীয় পাঠশালা থেকে অতি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করে তারপর ভোলা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (৫ম শ্রেণি/১৯২৫-১৯২৯), ছারছিনা মাদ্‌রাসায় (১৯৩০-১৯৩৭, পঞ্চম-জামাতে উলা) এবং কলিকাতা আলিয়ায় (হাদীস শাস্ত্র পাশ ১৯৪২) স্বীয় শিক্ষাজীবনকে বিস্তীর্ণ করে দেন।

শিক্ষকতা: মওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেবের কর্মজীবন শুরু হয় ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফিরে স্বীয় পীর ও মুরশিদ শাহ সুফী নেছারুদ্দীন (র.)-এর পরামর্শে ১৯৪২ খ্রি. সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বচনভঙ্গি ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার কারণে ছাত্ররা সহজেই তাঁর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হত। তিনি ছাত্রদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান ও আদর্শবান হওয়ার লক্ষ্যে তা'লীম প্রদান করতেন। এক সময় তিনি বোর্ডিং সুপারের দায়িত্বও পালন করেন।

তিনি ছাত্রদের লেখাপড়া ও নৈতিক শাসনের পাশাপাশি ছাত্রদের চিকিৎসাও করতেন। এজন্য তিনি প্রথমে হোমিওপ্যাথিক এবং পরবর্তীতে বায়োকেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন ছারছিনা মাদ্‌রাসায় ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৭ খ্রি. স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন- ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মওলানা মোঃ আমজাদ হোসাইন (র.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. আ.র.ম. আলী হায়দার মুর্শিদী, প্রফেসর এম. এ. মালেক, প্রখ্যাত বক্তা মওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মওলানা কবি রুহুল আমীন খান, অধ্যাপক আখতার ফারুক, সুফী মোঃ আব্দুর রশীদ প্রমুখ।

ইল্‌মে মারেফাত শিক্ষা ও বাই'আত: ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছারছিনা দরবার ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)-এর সোহবতে যেতেন এবং তাঁর আলোচনা, জিকির-আযকার ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় অংশগ্রহণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)-এর কাছ থেকে চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকার সবক গ্রহণ করেন। আর কারাগারে থাকাকালীন ছারছিনার পরবর্তী পীর (ছাহেবজাদা) শাহ সূফী আবু জাফর মোঃ ছালেহ (র.)-থেকে কাদেরিয়া তরীকার সবক গ্রহণ করেন।

নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স ও ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসা: মাসিক নতুন বিকাশ-এর সম্পাদক লিখেছেন-"আল্লামা কায়েদ সাহেব হুজুর (র.) নিজ বাড়ি ঝালকাঠিতে ছোট-বড় ৪২টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্বীয় শায়খ আল্লামা নেছারুদ্দীন (র.)-এর নামে নেছারাবাদে ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্যে নেছারাবাদ সালেহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি।

শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: প্রখ্যাত জ্ঞানসাধক আল্লামা কায়েদ সাহেব জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। নারী শিক্ষার বিস্তারে নিজ বাড়িতে জিনাতুন্নেছা মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, জাতীয়

শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত ও প্রসারিত করতে ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসাসহ বেশকিছু হেফজখানা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান তাঁর উৎসাহ, উদ্যোগ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

১) জিরাইল আযীযিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ।
২) কুতুবনগর আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ঝালকাঠী।
৩) উঃ জুরকাঠী আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নলছিটি।
৪) চণ্ডিপুর বাগেরহাট আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, পিরোজপুর।
৫) জিনাতুন্নেছা আযীযিয়া (বালিকা) আলিম মাদ্‌রাসা, ঝালকাঠী।
৬) জিরাইল মফিজিয়া (বালিকা) দাখিল মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ।
৭) তিমিরকাঠী ফাতেমিয়া (বালিকা) মাদ্‌রাসা, নলছিটি।
৮) বিকনা আযীযিয়া ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা।
৯) পিপলিতা আযীযিয়া নূরানী মাদ্‌রাসা।
১০) রূপাতলী আযীযিয়া নূরানী মাদ্‌রাসা।
১১) রহমানিয়া আযীযিয়া ইয়াতীমখানা, ঝালকাঠী।
১২) গরীবে নেওয়াজ আযীযিয়া কারীমিয়া ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।
১৩) দর্জিবাড়ি আযীযিয়া ছালামিয়া মাদ্‌রাসা (মক্তব ও হেফজখানা)।

এছাড়া তিনি আর্থসামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত জিনাতুন্নেছা আলিম মাদ্‌রাসায় ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

কায়েদ উপাধী: আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (র.) তখন বয়সে তরুণ। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত নেতৃত্বে অল্প দিনের মধ্যেই জমিয়তে হিজবুল্লাহ (তৎকালীন নাম 'হিযবুল্লাহ জমইয়াতুল মুজাহিদীন') দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রি. আগেই সারা দেশের সাতশ'র অধিক শাখা-জমিআত প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় তরুণ আযীযের (আযীযুর রহমানের) ধারাবাহিক কর্মসূচী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুশি হয়ে স্বীয় মুরশিদ নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) তাঁকে কায়েদ সাহেব বা মান্যবর নেতা অভিধায় ভূষিত করেন। পীর নেছারুদ্দীন (র.) বলতেন, 'আমার কায়েদ বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ'। আজ মূল নাম বাদ দিয়ে কায়েদ সাহেব নামেই তিনি বিখ্যাত। পীরে কামেলের সেই দু'আকে আল্লাহ হয়ত কবুল করে থাকবেন।

ঐক্য আন্দোলন: কায়েদ সাহেব (র.) সম্ভাব্য সব ধরনের ঐক্যের ব্যাপারে আগ্রহী এবং উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর রচনা ও কর্ম জীবনের রেকর্ড থেকে কয়েক রকমের ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায়।

১) ইসলামের স্বার্থে গোটা ইসলামী শক্তির ঐক্য।
২) নাস্তিক্যবাদ ঠেকাতে আস্তিকদের ঐক্য।
৩) ভূখণ্ড-ভিত্তিক জাতিসমূহের পারস্পারিক ঐক্য, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে।
৪) দেশকে দুর্নীতে ও সর্বজনস্বীকৃত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের গোটা দেশপ্রেমিক জন তার ঐক্য।

রচনাবলী: কায়েদ সাহেবের চিন্তা ও দর্শনশক্তি দেখে যুগশ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ বলেছিলেন- হুজুর আপনি শুধু কালির আঁচর দিয়ে যান, জাতি তা একদিন স্মরণ করবে।

জুলফিকার আহমদ কিসমতীর মন্তব্য অনুসারে- কায়েদ সাহেব একজন দায়িত্বশীল ও বিষয় সচেতন লেখক। ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনায় তিনি অনেক অবদান রেখেছেন।

আমরা এখানে তাঁর লেখনী, বক্তব্য ও ভাষণের অংশবিশেষ উল্লেখ করলাম:

১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় ও আকায়েদ।
২) ইসলাম ও তাছাওফ।
৩) ইসলামী জিন্দেগী।
৪) ওহাবী ও মওদুদী ভ্রান্ত মতবাদ।

সংকলন:

১) খোতবাতে ছালেহিয়া।
২) ইসলামী জিন্দেগীর বুনিয়াদী চল্লিশ হাদীস।

জীবন ও জীবনী:

১) মুজাদ্দেদে আলফেছানী (র.)-এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি।
২) ইমামুদ্দীন নোয়াখালভী (র.)-এর জীবনী।

শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক:

১) হেদায়াতুল মুসলেমীন।
২) জিকরুন্নবী (দ.) [১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড]।

ভাষণ ও ভাষণ-সংকলন:

১) ইসলাম ও জিহাদ।
২) ইসলাম ও রাজনীতি।
৩) ইসরাঈলী রাষ্ট্র মুসলমান।
৪) বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্তব্য।
৫) প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ।
৬) ঈমান তত্ত্ব।
৭) শরীয়তী বিচার।
৮) মাতা-পিতা ও সন্তানের হক।
৯) দুর্ণীতির বিরুদ্ধে তিনটি ভাষণ।
১০) জিয়া সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে নাযেমে হিযুবুল্লাহ জনাব মওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান সাহেবের মতামত।

কারামাত: কারামাত বা খাঁটি ওলি আল্লাহদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে একটি শ্রেণি অস্বীকার কিংবা উপহাস করলেও কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিরাট অংশ এই কারামাতে উল্যেখ হয়ে আছে। তবে এটা সত্য যে কারামাত আল্লাহ সব ওলিকে দেন না। যাদেরকে দেন তাঁদেরকেও সমানভাবে দেন না। কায়েদ সাহেব (র.) থেকে দীর্ঘ হায়াতে অগণিত কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। এই কারামাতের কারণেও দক্ষিণবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শী।

ইন্তিকাল: অগণিত ভক্ত-অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিগত ২৮ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি. তারিখ সকাল সাতটা ১০ মিনিটে হযরত কায়েদ সাহেব কেবলা (র.) ঢাকাস্থ (ফার্মগেট) কমফোর্ট হাসপাতালে ইনতেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রজিউন)। পরদিন ২৯ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি. তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ২টায় তাঁর নামাযে জানাযা নেছারাবাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হুজুর কেবলার সুযোগ্য ছাহেবজাদা হযরত মওলানা খলীলুল রহমান নেছারাবাদী হুজুর। হুজুর কেবলাকে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নেছরাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স সংলগ্ন মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।[১]

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী (১৯১৯-১৯৯৫ খ্রি.)

জন্ম পরিচিতি: ইসলামী শিক্ষা জগতের উজ্জল নক্ষত্র আবুল খায়ের মোহাম্মদ আইয়ুব আলী ১৯১৯ খ্রি. ১ এপ্রিল পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার তেলিখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২] পিতা হাজী আব্দুল ওয়াহেদ ছিলেন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রচারক, দানশীল এবং পরহেজগার। মাতা আবিদা খাতুন ছিলেন আদর্শ গৃহিনী ও দ্বীনদার। তাঁদের ছিল তিন ছেলে। এদেরকে দ্বীনি পরিবেশে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট ছিলেন আদর্শ পিতামাতা।[৩]

শিক্ষাজীবন: বালক আইয়ুব আলীর শৈশব সংগ্রাম তেলিখালিতেই কাটে। পিতা আব্দুল ওয়াহেদের নিকট তাঁর পড়ার হাতেখড়ি। গ্রাম্য পাঠশালা হতে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী ড. আইয়ুব আলী প্রতিটি শ্রেণিতে মেধার পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি কলকাতায় গমন করেন এবং তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা আলিয়া

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ মে ১৯৯৮ খ্রি.।

৩. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

মাদ্‌রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৩৩ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা হতে প্রথম বিভাগে আলিম ১৯৬৩ খ্রি. ফাযিল পাস করেন। ১৯৩৮ খ্রি. কামিল (হাদীস) প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

জ্ঞান পিপাসু আইয়ুব আলী সাধারণ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। আজকের দিনে মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা আলিম পাস করে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়, কিন্তু তখনকার দিনে এটা ছিল কল্পনাতীত। তিনি ঢাকা বোর্ডের ১৯৪০ খ্রি. উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৩ খ্রি. তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করেন। এ পরীক্ষায় তিনি শুধু বিভাগেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেননি বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ তথা সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কালি নারায়ন স্কলারশীপ লাভ করেন এবং স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন। ১৯৪৪ খ্রি. একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন। ১৯৪৪ খ্রি. একই বিষয়ে প্রথম স্থান এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী আজীবন অধ্যপনা ও প্রশাসনিক (শিক্ষা) পদে চাকুরী করেন। তিনি এম.এ. পাস করার সাথে সাথেই ১৯৪৪ খ্রি. ২৪ আগস্ট ঢাকা কলেজে আরবী বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। মাত্র দেড় বছর চাকুরী করে এ একই খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর চাকুরীতে ইস্তফা দেন। এর প্রায় চার মাস পর তিনি হুগলিতে চলে যান। ১৯৪৫ খ্রি. ২৫ জানুয়ারি হুগলিতে রেভিন্যু অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু ধর্মভীরু পিড়ায় চাকরিটি পছন্দ হয়নি। তিনি পুত্রকে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দেন। পিতার একান্ত বাধ্যগত সন্তান আইয়ুব আলী ক্ষণকাল দেরি না করে মাত্র দশ মাসের কিছু বেশি সময় চাকুরী করে ঐ একই সনের ৩ ডিসেম্বর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ৫ ডিসেম্বর ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে আরবী বিষয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর এ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৫১ খ্রি. পিএইচ.ডি করতে মিশরে চলে যান। ডিগ্রী শেষে ১৯৫৫ খ্রি. ৩০ মে দেশে ফিরে আসেন এবং একই কলেজে পুণঃ যোগদান করেন।

তিনি এ কলেজে ১৯৫৫ খ্রি. ২০ জুন হতে ১৯৫৮ খ্রি. ৪ জুলাই পর্যন্ত তিন বছরাধিকাল। ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৮ খ্রি. ৫ জুলাই ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে তিনি রাজশাহী সরকারী মাদ্‌রাসায় প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে যোগদান করে। এখানে তিনি ১৯৫৯ খ্রি. ৩ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১১ বছর ১ মাস অত্যন্ত দক্ষতায় স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৬৯ খ্রি. ৪ আগস্ট খুলনায় দৌলতপুর সরকারী বি.এল. কলেজে ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে বদলী হন। ১৯৭০ খ্রি. ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অত্র কলেজে তাঁর চাকুরীকাল এক বছর তিন মাস।

১৯৭০ খ্রি. ২৭ অক্টোবর সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে বদলী হন। ১৯৭৩ খ্রি. ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের খেদমত করেন। ১৯৭৩ খ্রি. ২৩ জুলাই ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে বদলী হন। ১৯৭৭ খ্রি. ২৩ মে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. ৩১ মার্চ পর্যন্ত অত্র মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপ্যাল এবং পদাধিকারবলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রার হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন।[১]

মৃত্যুঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রবীন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আইয়ুব আলী ১৯৯৫ সনের ১৭ নভেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ২ টা ৩০ মিনিটের সময় ঢাকায় উত্তরাস্থ স্বীয় বাসভবনে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ১৮ নভেম্বর শনিবার বেলা ১০.৩০ মিনিটের সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দুপুর ১.৩০ টার সময় উত্তরা ৩ নং সেক্টর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবিদ আলেম ও সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। তাঁকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ২ মেয়ে, জামাতা ও নাতি-নাতনী রেখে যান।[২]

---

১. Bio-Data of Dr. A.K.M. Ayub Ali, আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ মে, ১৯৯৮ খ্রি. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

ড. মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.)

০১ মার্চ ১৯৪৪ খ্রি. ভোলার চরজংলা গ্রামে মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মোঃ আব্দুল গণি এবং মাতা মর্জিনা খাতুন। স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি। পরে তিনি তবদি আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৩ খ্রি. ১ম বিভাগে দাখিল পাস করেন। এরপর তিনি ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৭ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম, ১৯৫৯ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল এবং ১৯৬১ খ্রি. মেধাতালিকায় ২য় স্থানসহ কামিল (হাদীস) পাস করেন। পাশাপাশি তিনি এস.এস.সি. ও এইচ. এস.সি. এবং ডিগ্রীও পাস করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন-

১) মওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা আহমদুল্লাহ, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা আমিনুল হক, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা আব্দুল করিম, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ৮ আগস্ট ১৯৬১ খ্রি. ভোলা পাংগাশিয়া নেছারিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় হেড মওলানা পদে যোগদান করে ৩১ মে ১৯৬৩ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ১ জুন ১৯৬৩ খ্রি. পটুয়াখালীর নূরাইনপুর ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ৩১ মে ১৯৬৫ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিরেন । অতঃপর ১ জুন ১৯৬৫ খ্রি. তিনি ভোলার ছোট মানিকা ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৩০ জুন ১৯৬৭ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১ জুলাই ১৯৬৭ খ্রি. হতে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি বেগুনগ্রাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, বগুড়ায় অধ্যক্ষের দাযিত্ব পালন করেন। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি. থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত ১ বছর শেরপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯ জানুযারি ১৯৭৫ খ্রি. থেকে ৩১ আগস্ট ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত ভোলা বোরহান উদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ খ্রি. থেকে ৩১ জুলাই ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি কাসেমাবাদ আলিয়া মাদ্‌রাসা, বরিশালে অধ্যক্ষ হিসেবে কমরত ছিলেন। এরপর ১ আগস্ট ১৯৮৩ খ্রি. থেকে ১৭ জুন ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সৌদি আরবের রিয়াদ কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার উপর ১ বছরের প্রশিক্ষণও সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি ১৯৮৭ খ্রি. ও ২০০০ খ্রি. মোট ২ বার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। তিনি বুখারী, মিশকাত, কাশশাফ, নূরুল আনোয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠদান করতেন। তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অসংখ্য ছাত্র বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী খিদমতে নিয়োজিত এবং ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তঁদের কয়েকজন হলেন:

১) মওলানা ইব্রাহীম, অধ্যক্ষ, তজুগদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসা।
২) মওলানা রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, তজুমদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসা ।
৩) মওলানা আবদুর রব, অধ্যক্ষ, কাউনিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বরিশাল।
৪) মওলানা আল আমীন চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ, মানুরী ফাযিল মাদ্‌রাসা, ফরিদগঞ্জ।
৫) মওলানা গিয়াসউদ্দীন, অধ্যক্ষ, মানুরী ফাযিল মাদ্‌রাসা।

দ্বীনের প্রচারে তিনি লেখনী শক্তির ব্যবহারও চালু রেখেছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে-

১। আনোয়ারুল মানার (নুরুল আনোরের ব্যাখ্যা) প্রকাশিত।
২। আনোয়ারুদ দেরায়া (শরহে বেকায়ার ব্যাখ্যা)।
৩। মাবাদিউল আরাবিয়ার ব্যাখ্যা।

তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও সমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা ছাড়াও যেখানেই শিক্ষকতা করেছেন সেখানে ইমামতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি ফরিদগঞ্জ কেন্দ্রীয় জাতীয় ঈদগাহেরও খতীব ছিলেন। ১৭ জুন ২০০৪ খ্রি. এ বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মারা যান।[১]

---

১. গবেষকের একান্ড় সাক্ষাতকার: মো: মিনহাজ, তদীয় মেজ ছেলের সাথে।

মওলানা মোহাম্মদ সেকান্দার মোমতাজী (জ. ১৯৪১ খ্রি.)

জন্মঃ মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সেকান্দার মোমতাজী ইব্ন মোমতাজুদ্দীন শিকদার ১৯৪১ খ্রি. পটুয়াখালী জেলার পাঙ্গাশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী এবং পড়াশুনার প্রতি ছিল তার অত্যন্ত মনোযোগ। পাঙ্গাশিয়া মাদ্‌রাসা হতেই তার পড়াশুনা শুরু হয়। সরকারী বৃত্তিসহ তিনি অত্র মাদ্‌রাসা হতে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং ১৯৬২ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে হাদীস পাস করেন।

কর্মজীবনঃ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের দরস দেন। বর্তমানে তিনি পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনায় রত।

রচনাবলী: (১) ইমাম আবূ হানিফা (র.), (২) ইমাম শাফেয় (র.), (৩) কোরবানীর ফযিলত (৪) হযরত ওয়াইচকরণী (৫) ঈমান তত্ত্ব (৬) হযরত মনছুর হাল্লাজ (৭) হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণ।[১]

ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (জ. ১৯৪১ খ্রি.)

জন্মঃ জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৪১ খ্রি. ১ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার সূর্যমনি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ মুন্সী এবং মাতার নাম মাহমুদা বেগম।

শিক্ষা জীবন: ১৯৫৫ খ্রি. ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল পরীক্ষায় সারা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৬ খ্রি. আলেকান্দা হাই মাদ্‌রাসা হতে এস.এস. সি. পরীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৮ খ্রি. ঢাকা সরকারী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৪১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং একই বিভাগ হতে ১৯৬২ খ্রি. স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ তিনি ১৯৬২ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৪ হতে ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৮ হতে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত সহযোগী অধ্যাপক, ১৯৮০ খ্রি. হতে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান, ১৯৮০ খ্রি. সৌদি আরবের রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর এবং ১৯৮৩ খ্রি. হতে তিনি ২০০১ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যাপক পদে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেন। ২০০১ খ্রি. ১০ ডিসেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অবসরকালীন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত।

রচনাবলীঃ তিনি প্রায় ৩০টির অধিক বই রচনা করেন। যা দেশে বিদেশে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত প্রায় ১৫০টি আর্টিক্যাল দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি কুর'আন শরীফ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। যা দেশ বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলা একাডেমী হতে প্রায় ২০০টির অধিক বইয়ের রিভিউ করেন।[২] এছাড়া অন্যান্য খেদমতের সাথে তিনি জড়িত রয়েছেন।

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল (জ. ১৯৫৬ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তফা কামাল ভোলা জেলার অন্তর্গত ইলিস্যা গ্রামে ০১-০৩-১৯৫৬ খ্রি. এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মৌলবী আঃ রহমান, ছোটবেলা থেকে তিনি বিনয়ী ও অগাধ মেধার অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষাজীবনঃ ইলিষ্যা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা হতে দাখিল, আলিম, ফাজিল বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মেধা তালিকায় স্থান করেনেন। ১৯৭৩ খ্রি. ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল (হাদীস)

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

২. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বর্ষ ২য়, সংখ্যা-১, আগস্ট-২০০৩, ই.বি. বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ২২

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে বোর্ড স্টান করেন। ১৯৭৪ খ্রি. ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৭৬ খ্রি. ভোলা সরকারী কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন কৃতিত্বের সাথে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৭৯ খ্রি. তিনি মদীনা মনোয়ারা যান। ১৯৮৪ খ্রি. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে শরীয়াহ আইনে লিসান্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৭ খ্রি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন: কামিল শ্রেণিতে পড়াশুনা শেষ করেই তিনি ইল্‌মে হাদীসের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৫ খ্রি. হতে ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ভোলা বুরহানউদ্দীন আলিয়া মাদ্‌রাসা মুহাদ্দিস পথে যোগ্যতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. হতে ১৯৯১ খ্রি. পর্যন্ত ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ খ্রি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজে বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভাগীয় প্রধানসহ; বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। তার ইল্‌মে হাদীসসহ অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে সিলেবাসভূক্ত।[১] আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক হায়াত দান করুন।

ড. মোঃ সেকান্দার আলী (জ. ১৯৬৪ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: ড. মোঃ সেকান্দার আলী বরগুনা জেলার অন্তর্গত ভোড়া বেতমোর গ্রামে ০১-০৩-১৯৬৪ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ ফয়জুদ্দীন মোল্লা।

শিক্ষাজীবন: তিনি ১৯৬৯ খ্রি. ভোড়া সরকারী প্রাথমকি বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর বরগুনা আলিয়া মাদ্‌রাসাসহ অন্যান্য মাদ্‌রাসায় নিম্ন মাধ্যমিক স্তর শেষ করেন। ১৯৭৬ খ্রি. টুমচর ফাজিল মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় মাদ্‌রাসা বোর্ডে মেধায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৮ খ্রি. লক্ষীপুর আলিয়া থেকে আলিম বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান। একই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮০ খ্রি. প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা ধামতি ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) কৃতিত্বের সাথে রেজাল্ট করেন। ১৯৮১ খ্রি. তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে তিন দিনের নৌ-ভ্রমনে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

উচ্চ শিক্ষা: সৌদি আরবের আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ আল-ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী ভাষার উপর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৮৯ খ্রি. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূলুদ্দীন (হাদীস) এ বি. এ অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৯ খ্রি. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানে মাস্টার্সে ভর্তি হন। ১৯৯৩ খ্রি. তাফসীর ও হাদীসের উপর প্রথম শ্রেণিতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০০ খ্রি. পিএইচ ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর বিষয় ছিল- الامام النسائى وخدمته في علم الحديث।

কর্মজীবন: ০৩-০১-১৯৯৪ খ্রি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টিাডিজ বিভাগে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অধ্যাপক পদে অধ্যাপনায় আছেন।

হাদীসের খেদমত: হাদীসের একজন বিশিষ্ট আলেম, যিনি সর্বপ্রথম হাদীসের উপর আরবীতে বই লিখেছেন। যা আজ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে হাদীসের গবেষণা বই হিসেবে রচনাবলী:

১- جهود المحدثين في بنغلاديش ومكانتهم في القرأت الاسلامي.

২- تراجم المحدثين ومنا هجهم في الجمع والتدوين.

মওলানা সৈয়্যদ ওয়াহীদুজ্জামান (জ. ১৯৬৫)

নাম ও বংশ পরিচয়: মওলানা সৈয়্যদ ওয়াহীদুজ্জামান, পিতা: সৈয়্যদ আব্দুল মান্নান, তিনি ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার অন্তর্গত বড় খাড়দিয়া গ্রামে ১৫ এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি প্রাক-প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা নিজ পরিবার থেকেই অর্জন করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের মাদ্‌রাসায়। মওতাওয়াস্‌সিতাহ (মাধ্যমিক) শিক্ষা ১৯৭৮-৭৯ খ্রি. বেফাকুল মাদারিসুল

১. গবেষক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য প্রাপ্ত হন স্থান: ই.বি. ক্যাম্পাস-২৮/০৫/১২

আরাবিয়্যাহ (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা) থেকে প্রথম শ্রেণি, সানাবিয়্যাহ উলইয়াহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা ১৯৮২-৮৩ খ্রি. বেফাকুল মাদারিসুল আরাবিয়্যাহ (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা) থেকে প্রথম শ্রেণি। একই বোর্ড থেকে ফযিলত (স্নাতক) ১৯৮৫-৮৬ খ্রি. প্রথম শ্রেণি, দাওরায়ে হাদীস (কামিল), ১৯৮৬-৮৭ খ্রি. জামি'আ আরাবিয়া মালিবাগ, ঢাকা। ১৯৮৭-৮৮ খ্রি. তাকমীলে হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরু মুহাদ্দিস হিসেবে ১৯৮৮ খ্রি. জামি'আ আরাবিয়া মাখযানুল উলূম কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ। ১৯৮০-৯১ খ্রি. জামি'আ মাদানিয়া, রাজ ফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা, সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জামি'আ ইসলামিয়া মোস্তফাগঞ্জ, বিক্রমপুর, ১৯৯১-৯২ খ্রি. এক বছর মুহাদ্দিস পদে হাদীসের খেদমত করেন। এছাড়া দারুল উলূম মিরপুর-৬ নং সেকশন, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রি. জামি'আ ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম বাড্ডা, ঢাকা। ১৯৯২-৯৪ খ্রি. জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা-১৯৯৪-৯৭ খ্রি. সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭-২০০১ খ্রি. পর্যন্ত একই প্রতিষ্ঠানে মুহতামিম (অধ্যক্ষ) পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, মিরপুর-০৭ পল্লবী, ঢাকা শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন।

একাডেমিক দায়িত্ব: সদস্য সম্পাদনা বোর্ড; তাজবীদুস সিহাহ ও তাফসীরে তাবারী। প্রশিক্ষক ও সদস্য ইমাম সিলেকশন বোর্ড ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রতিনিধি, দ্বীনি দাওয়া বিভাগ, রিভিওয়ার, ই.ফা.বা। এমনিভাবে তিনি ইসলামিক হেলপলাইন পুরানা পল্টনের প্রধান মুফতী।

রচনাবলী: নাদরাতুল নাঈম (বিশ্বনবী (স.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ); দারুল ওয়াছিলা, (বাংলা ভাষায় অনুবাদ)।

আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসের এ নিরলস প্রচেষ্টাকারী খাদেমের নেক হায়াত ও ইল্‌মে হাদীসের আরো ব্যাপক চর্চা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।[১]

ড. মোহাম্মদ আলীউল্যাহ (জ. ১৯৭১ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচয়: মোহাম্মদ আলী উল্যাহ ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানার বদরপুর ইউনিয়নের চরপাতা গ্রমে ১৯৭১ খ্রি. ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ জালাল আহমদ।

শিক্ষাজীবন: তিনি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। নিজের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ছোট মানিকা সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল ১ম স্থান। বোরহানউদ্দিন আলিয়া থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম স্থান মেধা তালিকায় ১৮তম। নেছারাবাদ ছালেহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান। অত্র মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) ১ম স্থান ও ফিকহ ১ম বিভাগে ২য় স্থান নওগা কামিল মাদ্‌রাসা থেকে।

উচ্চশিক্ষা: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে হাদীস গ্রুপে ১ম শ্রেণিতে অনার্স সমাপ্ত করেন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় কুষ্টিয়া থেকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ ডি. বিষয় ছিল। 'ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল ও ভারতীয় আলিমগণের অবদান'।

কর্মজীবন: ১৯৯৫-১৯৯৮ খ্রি. বদরগঞ্জ বাকীবিল্লাহ কামিল মাদ্‌রাসা চুয়াডাঙ্গা উপাধ্যক্ষ হন। এ সময় কামিলে বুখারী শরীফ দরস দেন, ১৯৯৮-৯৯ বোরহানুদ্দীন কামিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে আসেন। এখানেও বুখারীসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব পড়ান। বর্তমানে তিনি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।[২]

মওলানা মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম (জ. ১৯৭৩ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়: মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম, পিতা-মুহাম্মদ ফজলুল হক, মাতা- মোসাম্মাৎ মনোয়ারা বেগম। তিনি ১৯৭৩ খ্রি. ১ ডিসেম্বর বরিশাল বিভাগের পিরোজপুরে জেলার নেছারাবাদ উপজেলার বালিহারী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

---

১. গবেষকের সাক্ষাৎকার, মওলানা ওয়াহীদুজ্জামান-এর সাথে ০৩/০৮/১২ খ্রি.

২. গবেষকের সাক্ষাৎকার, অফিস কক্ষ, ই. বি. ক্যাম্পাস, ২৮/০৫/১২ খ্রি.

শিক্ষাজীবনঃ তিনি স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষার প্রয়াস শুরু করেন। এরপর ১৯৮১ খ্রি. বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্সুন্নাত জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন, তিনি অত্র মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল (৮ম) শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৮ খ্রি. দাখিল, ১৯৯০ খ্রি. আলিম সুনামের সাথে ভালো ফলাফল অর্জন করেন। অতঃপর ছারছিনা মাদ্‌রাসা থেকে আলিম পাসের পর ঢাকার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯২ খ্রি. ফাজিল এবং ১৯৯৪ খ্রি. কামিল (হাদীস) কৃতিত্ত্বের স্টাডিজ বিভাগে বি.এ. অনার্স এবং একই বিষয়ে ১৯৯৬ খ্রি. এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ মুহতারাম জহিরুল ইসলাম সাহেব ১-৭-১৯৯৫ খ্রি. ডেমরায় অবস্থিত দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি স্ব-পদে কর্মরত রয়েছেন। তিনি নিরলশভাবে তাদরীসের মাধ্যেমে হাদীসের খেদমত করে আসছেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবন্দঃ

১) মরহুম শরীফ আব্দুল কাদের, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মরহুম আঃ রব খান, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মরহুম আমজাদ হুসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) রফিকুল্লাহ নেছারী, প্রভাষক, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৫) মওলানা হাবীবুর রহমান, হেড মুফাসসির, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৬) মাওলানা ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, অধ্যক্ষ, ঢাকা নেছারীয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৭) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮) ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯) ড. আঃ সাত্তার, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০) ড. আ.ন.ম. রইস উদ্দীন, সিনিঃ অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ (জ. ১৯৮৩ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচিতিঃ তাঁর নাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, পিতার নাম শেখ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মাতার নাম- মোসাম্মৎ আকলিমা বেগম। তিনি ১৯৮৩ খ্রি. ১ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার, কাশিয়ানী উপজেলার পাংখারচর জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষ জীবনঃ মুহতারাম আব্দুল লতিফ শেষ প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করেন। সেখানে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ৫ম শ্রেণিতে সরকী বৃত্তি লাভ করেন। এরপর থানা শহরে অবস্থিতও পিংগলিয়া সিদ্দীকিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন এবং ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি তার লেখা পড়াকে বেগবান করতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯৭ খ্রি. দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৭ম, ১৯৯৯ খ্রি. আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১১তম, ২০০১ খ্রি. ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ হয়েছেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে কামিল (ফিকহ) বিভাগে ২০০৩ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে কামিল (ফিক্‌হ) বিভাগে ২০০৩ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। এতে তাঁর লেখা পড়া শেষ হয়নি, মুহতারাম আব্দুল লতিফ শেখ ২০০৫ খ্রি. সারকারী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কামিল (হাদীস) বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে ৮ম স্থান অর্জন করেন। মুহতারাম আব্দুল লতিফ শেখ মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপশি আধুনিক শিক্ষাকেও মূল্যায়ন করেন। এ কারণে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২০০৮ খ্রি. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন পূর্বক বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৯ খ্রি. একই বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার মাধ্যমে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ মুহতারাম মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ হাদীসের খিদমতের উদ্দেশ্যে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে ২০০৪ খ্রি. ২৪ অক্টোবর ঢাকার ডেমরায় অবস্থিত দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি স্ব-পদে কর্মরত রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ

১) মরহুম আঃ রব খান, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মরহুম আমজাদ হুসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা মুফতি মুস্তফা হামিদী, উপাধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) ড. মও. সাইয়্যেদ শরাফত আলী, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৫) সুফী আ. রশিদ সাহেব, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৬) মও. রফিকুল্লাহ নেছারী, সহকারী অধ্যাপক, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৭) মও. তৈয়বুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৮) মও. লুৎফর রহমান সাহেব, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৯) মও. হাবিবুর রহমান, মুফাসসির, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

১০) মও. আবু জাফর মোঃ সালেহ, মুফাস্‌সির, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

১১) মও. আবু ইউসুফ, ফকীহ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

রচনাবলী: হাদীস সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি (৫০০ হাদীস)।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

মওলানা মুহাম্মদ শাহজালাল (জ. ১৯৮৪ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচিতি: মুহাম্মদ শাহজালাল। পিতার নাম- মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, মাতার নাম- নূর জাহান বেগম। তিনি ১৯৮৪ খ্রি. ১৮ জানুয়রি বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার পশারিবুনীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি প্রথমে তাঁর নিজ গ্রামের নূরানী মাদ্‌রাসায় তালিমুল কুর'আন বিভাগ শেষ করেন। জীবনের শুরু থেকেই মাদ্‌রাসা শিক্ষার ধারা অনুসরনের মানসে ইবতেদায়ী ৪র্থ পর্যন্ত গ্রামের মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেক শ্রেণিতেই কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করেন। অতঃপর ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণি থেকে আলিম পর্যন্ত ভান্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন ফাযিল মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করেন। এরপর তিনি শাহ জালাল বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় এসে ২০০০ খ্রি. ফাযিল শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি একই মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল ২০০২ এবং ২০০৪ খ্রি. কামিল (হাদীস) ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপরও তাঁর লেখাপড়া শেষ হয়নি- তিনি ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ২০০৭ খ্রি. কামিল (ফিক্‌হ) ডিগ্রি অর্জন করেন। মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি জেনারেল শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেন। এ জন্য তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ২০০৮ খ্রি. বি.এ. (অনার্স) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হন।

কর্মজীবন: তিনি কামিল (হাদীস) পরীক্ষার পরে ঢাকার খিলক্ষেতে অবস্থিত নাহদাতুল উম্মাহ ইংলিশ মিডিয়াম ক্যাডেট মাদ্‌রাসায় ০১ জুন ২০০৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত আরবী ও ইংরেজি মিডিয়ামে পাঠদান করেন। অতঃপর ২৪ অক্টোবর ২০০৪ তারিখ থেকে ঢাকার ডেমরায় অবস্থিত দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় দ্বিতীয় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি স্ব-পদে কর্মরত আছেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ:

১) মরহুম আমজাদ হুসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা মুফতি মুস্তফা হামিদী, উপাধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) ড. মওলানা সাইয়্যেদ শরাফত আলী, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) সুফী আ. রশিদ সাহেব, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

পরিশেষে প্রতিয়মান হয় যে বরিশাল বিভাগের মুহাদ্দিসগণের ইল্‌মে হাদীসের খেদমত দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে।

খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ

অসংখ্য মুহাদ্দিস খুলনা বিভাগে হাদীস চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের খেদমত নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মওলানা এ. করীম খান ফারুকী (জ. ১৯০৭ খ্রি.)

জন্মঃ মও. এ. করীম খান ফারুকী খুলনা জেলার বটিয়াঘাট থানার খায়রাবাদ গ্রামে ১৯০৭ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করনে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি ভারত গমন করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে তিনি হাদীস বিষয়ে (কামিল) সনদ লাভ করেন।

কর্ম জীবনঃ কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি খুলনা জেলার ইউসুফিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় হেড মও. পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৫ খ্রি. তিনি কলিকাতায় ক্যাথলিক মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আরবি এবং ইংরেজি বিষয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে অবসরকালীনে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্রঃ

১. মও. দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ।

২. মরহুম এম. মুমিন উদ্দিন.সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশ।

৩. মৌলভী মোসলেম উদ্দিন আহমদ,পীর, তালিমপুর রূপসা, খুলনা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. এ. করীম খান ফারুকী উর্দু এবং আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

ইন্তেকাল : মও. এ. করীম খান ফারুকী ১৯৭৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী (১৯১২-১৯৯২ খ্রি.)

জন্ম : মও. জহিরুদ্দীন বিহারী ১৯১২ খ্রি. বিহার প্রদেশের পাটনা জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকার মক্তবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার সুবহানিয়া মাদ্‌রাসায় (ইলাহাবাদ) ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ সুবহানিয়া মাদ্‌রাসায় (ইলাহাবাদ) মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে মও. জহিরুদ্দীন বিহারী কর্মজীবন শুরু করেন। মও.জহিরুদ্দন বিহারীর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন তিনি মও. শাহ্ এ. আজিজ (র.) মরহুম পীর,গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা এর সাথে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আখ্রি. এবং সাতক্ষীরা গুণাকরকাটিতে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন গুণাকরকাটি অবস্থান করার পর তিনি খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) হেড মও. হিসেবে যোগদান করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষাকতা করার পর খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হেড মও. হিসেবে যোগদান করেন। এর পর তিনি পুনরায় খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) ফিরে আসেন এবং হেড মও. হিসেবে যোগদান করে অবসরকালীন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. রেদওয়ানুল কারীম, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২. মও. আবু তাহের, অধ্যক্ষ, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা,গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৩. মও. আব্দুর রব,সাবেক অধ্যক্ষ, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

---

১. গবেষক ০৩/০১/২০১০ তারিখে মও. এ.কারীম খান ফার‍ুকীর সূযোগ্য পুত্র আশিক বিলণ্ডাহ-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৪.মও. আরিফ বিল্লাহ, প্রধান মুহাদ্দিস, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৫.মও. আবু সাঈদ, মুহাদ্দিস, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৬.মও. নূরুল ইসলাম, আরবি প্রভাষক, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতে: মও. জহিরুদ্দীন বিহারী উর্দু ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

ইন্তেকাল: মও. জহিরুদ্দীন বিহারী ১৯৯২ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ (১৯১২-১৯৭৭ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: মওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ ১৯১২ খ্রি. বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার ওলামাগঞ্জ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: মও. আবুল খায়ের এ. আজিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে (কামিল) হাদিস বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসার হেড মও. হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে প্রধান মুহাদ্দিস এবং উপাধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। উপাধক্ষ্য থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২. মও. রেদওয়ানুল কারীম, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩. মও. মোনাওয়ার হোসাইন, প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪. অধ্যাপক, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইবি।

৫. ড. এ. মালেক, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।

৬. ড. আলী হায়দার, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।

৭. ড. এ. এচই. এম ইয়াহইয়ার রহমান, অধ্যাপক, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. আবুল খায়ের এ.আজিজ উর্দু ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৪২ খ্রি. মও. আবুল খায়ের এ. আজিজ ওলামাগঞ্জ নেছারুল উলূম আলিম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন।

২. ১৯৬২ খ্রি. খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকাল: মও. আবুল খায়ের এ. আজিজ ১৯৭৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[২]

মওলানা মতিউর রহমান (১৯২১-২০০৯ খ্রি.)

জন্ম: মও. মতিউর রহমান ১৯২১ খ্রি. বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার গোলবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবন: মও. মতিউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ খ্রি. হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

---

১. গবেষক ১৩/ ০১/১০ তারিখে মও. জহির“দ্দীন বিহারীর সুযোগ্য পুত্র এম. আমিনুলণ্ডাহ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ০৯/০১/ ২০১১ তারিখে খুলনা মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস মও. এম. মোনাওয়ার হোসাইন এ সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

কর্ম জীবনঃ ১৯৪৯ খ্রি. মও. মতিউর রহমান, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হেড মও. পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (বরগুনা) অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ১৯৭৪ খ্রি. নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা ''মসল্লিবাদি সিনিয়র মাদ্‌রাসায়'' (পটুয়াখালী) সুপার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অবসরের আগ পর্যন্ত সুপার পদে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. আব্দুর সাত্তার, সাবেক অধ্যক্ষ, বাগেরহাট পিসি কলেজ।

২. মও. হাবিবুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, বেতমোড় ফাজিল মাদ্‌রাসা, বরগুনা।

৩. মও. আব্দুর রহিম, সাবেক অধ্যক্ষ মোড়লগঞ্জ ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

৪. মও. এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫. মও. শাহ্ সূফী এ. কাশেম রশিদ আহমদ, মরহুম পীর, আমতলী, মোড়লগঞ্জ বাগেরহাট।

৬. মও. আবু বকর এম. আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. মতিউর রহমান আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৭৪ খ্রি. তিনি মুসল্লিবাদ সিনিয়র মাদ্‌রাসা (পটুয়াখালী) প্রতিষ্ঠা করেন।
২. ১৯৬০ খ্রি. শরণখোলা মঠেরপাড় দাখিল মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. ১৯৬৪ খ্রি. রাজৈর আলিম মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকালঃ মওলানা মতিউর রহমান ২০০৯ খ্রি. ৮ মে ইন্তেকাল করেন।[১]

মওলানা আবুল কাশেম রশিদ আহমদ (১৯২২-২০০৮খ্রি.)

নাম ও জন্মঃ রশিদ আহমদ। তিনি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ আমতলী গ্রামে ১৯২২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায়, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে তিনি আলিম ও ফাজিল পাস করেন। ফাজিল পাস করার পর ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে যোগদান করেন। উক্তপদে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর তিনি আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় সহকারী, মও. হিসেবে যোগদান করেন। পদোন্নতি পেয়ে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষর পদ অলংকৃত করেন এবং ১৯৯০ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ।

২. মও. এম. সালেহ. অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩. মও. আবু বকর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মাও আবুল কাশেম রশিদ আহম্মদ আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৭৮ খ্রি. শরণখোলায় বিদ্যুতের লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্তেকালঃ এ মহান ব্যক্তি ২০০৮ খ্রি. ২২শে জুলাই ইন্তেকাল করেন।[২]

---

১. গবেষক ১০/০১/২০১০ তারিখে মও. মতিউর রহমানের সুযোগ্য পুত্র মও. মুহিবুল্লাহ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২২/০৩/ ০১২ তারিখে তাঁর সুযোগ্য পুত্র মও. নাজির আহমদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

মওলানা এম. হাতেম আলী (১৯২৭-২০০৯ খ্রি.)

নামও পরিচয়: এম. হাতেম আলী, পিতার নাম, মরহুম এ. কাদের। তিনি বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার কালমেঘা গ্রামে ১৯২৭ খ্রি. ১ জুলাই জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি নিজ থানার পাথর ঘাটা মাইনর স্কুলে ১৯৩৫ খ্রি. ভর্তি হন। উক্ত স্কুল থেকে মাইনর পাস করেন (বর্তমান ৬ষ্ঠ শ্রেণি) ১৯৩৭ খ্রি. তিনি চিংড়াখালী মাদ্‌রাসায় (পিরোজপুর) ভর্তি হন। ১৯৪০ খ্রি. তিনি ছারছিনা দারুসসুন্নাহ আলিয়া মাদ্‌রাসা ভর্তি হন। ১৯৪২ খ্রি. আলিম ও ১৯৪৩ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৪৫ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৪৫ খ্রি. আমতলী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট এ সহকারী মও. হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। উপধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় ১৯৮৭ খ্রি. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. এ. কে এম. ইউসুফ, সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।

২. মও. আব্দুস সাত্তার, সাবেক সংসদ সদস্য বাগেরহাট-৪ ।

৩. মও. বুলবুল আহমদ, সাবেক অধ্যক্ষ, পি সি. কলেজ বাগেরহাট।

৪. মও. এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, পাথরঘাটা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫. মও. আবু বকর আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, ইসলামিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

৬. মও. এ. হালিম সাবেক অধ্যক্ষ, বি. এম, কলেজ বরিশাল।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. এ. হাতেম আলী আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা:

১. তিনি ২০০৯ খ্রি. মোড়লগঞ্জ বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২. তিনি ২০০৯ খ্রি. এ. এইচ হাতেম আলী হাসপাতাল নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

ইন্তেকাল: মও. এম হাতেম আলী ২০০৯ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।[২]

মওলানা সওকাত আলী (জ. ১৯২৯ খ্রি.)

জন্ম: মও. সওকাত আলী খুলনা জেলার তেরখাদা থানার বামনডাঙ্গা গ্রামে ১৯২৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি উদয়পুর মাদ্‌রাসায় (বাগেরহাট) ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি ভারতস্থ সাহারানপুর মাদ্‌রাসায় (দিল্লি) ভর্তি হন এবং দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্ম জীবন: কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হেড মও. পদে যোগদান করেন। খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষাকতা করার পর তিনি জামে'আতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মুহতামিম (অধ্যক্ষ) পদে যোগদান করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর যাকারিয়া মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এরপর এখান থেকে তিনি আবার রায়েল মহল কওমিয়া মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রধান মুহাদ্দিস পদে হাদীসের খেদমত করেন।

---

১. গবেষক ২১/০৩/১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২০০১২ খ্রি. ডিসেম্বর মাসের দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ।

২. মও. সাব্বির আহমদ, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৩. মও. হুমায়ুন কবীর, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৪. মও. খালিলুর রহমান, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।

৫. মও. মুশতাক আহমদ, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৬. মও. এ. বাশার, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা,মনিরামপুর, যশোর।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. সওকাত আলী উর্দু এবং আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা: মও. সওকাত আলী ''জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসাটি (খুলনা) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটিতে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ৪০ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ১২ শতাধিক।

ইন্তেকাল: মও. সওকাত আলী ২০০৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মওলানা সুলতান আহমদ (জ. ১৯৩২ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: সুলতান আহমদ, পিতার নাম, মরহুম এ. লতিফ। তিনি বাগেরহাট জেলার রামপাল থানায় সোনাতুনিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩২ খ্রি. জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় (বাগেরহাট) ভর্তি হয়ে ১৯৪৮ খ্রি. আলিম এবং ১৯৫০ খ্রি. ফাজিল পাশ করেন। ১৯৫২ খ্রি. ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৫২ খ্রি. ডেমা কারামতিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় সহকারী মও. পদে যোগদান করেন। ১৯৫৩ খ্রি. সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় তিনি পদোন্নতি পেয়ে ১৯৮৫ খ্রি. উপাধ্যক্ষ হন এবং ১৯৯২ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. এম. আলী, অধ্যক্ষ, বাগেরহাট কামিল মাদ্‌রাসা বাগেরহাট।

২. মও. শরিফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, খানজাহান আলী আলিম মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

৩. মও. নূরুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা খুলনা।

৪. মও. মনিরুজ্জামান, মুহাদ্দিস, দারুল কুর'আন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৫. মও. ঈদ্রিস আলী, অধ্যক্ষ, দারুল কুর'আন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. সুলতান আহমদ আরবি, উর্দু এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

গ্রন্থাবলী: ১. ইসলামী পোশাক। ২. মানুষের বিভিন্ন গঠন প্রনালী।[২]

মওলানা শামসুদ্দীন মোহনপুরী (১৯৩৪-২০০৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: শামসুদ্দীন, পিতার নাম, আলহাজ্ব সূজী রজব আলী। তিনি যশোর জেলার মনিরামপুর থানায় মোহনপুর গ্রামে ১৯৩৪ খ্রি. ১ জানুয়ারিতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি তাঁর নিজ এলাকায় মোহনপুর বাঁধাঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। একই সাথে স্থানীয় মক্তবে পবিত্র কুর'আন শরীফ ও প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর

১. গবেষক ২৭/০১/১০ তারিখে জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা খুলনার নায়েবে মুহতামিম মও. রফিকুর রহমান এক সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২২/০৩/ ০১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

তিনি পদ্মাবিলা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (যশোর) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে তৎকালীন সরকারী নিয়মানুযায়ী ১৯৪৭ খ্রি. বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদ্‌রাসা একজন মিনেশন বেঙ্গল এর অধীনে আলিম পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ খ্রি. তিনি অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাস করেন। ১৯৫২ খ্রি. তিনি গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবন শুরুতে তিনি ১৯৫২ খ্রি. লাউড়ী রামনগর কালিম মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর-এ সহকারী মও. পদে যোগদান করেন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় সুদীর্ঘ ৪২ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৯৪ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. কে. এম. মফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা, যশোর।

২. মাও ওয়াককাস, সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ, জাতীয় সংসদ।

৩. আমিনুল ইসলাম, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. মও. রহমাতুল্লাহ, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. শামসুদ্দীন মোহনপুরী আরবি, উর্দূ ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১) ১৯৮০ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ এলাকায় একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

২) ১৯৮০ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

গ্রন্থাবলী

১) আহকামে দোয়া বা মোনাজাত মীমাংসা।

২) কালামুল কুফর ওয়ালা কাবায়ের।

৩) তোহফায়ে মোমেনীন বা ঈমানদারদের সওগাত।

৪) খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম নারী কাহিনী।

৫) হাকীকতে কুরবানী।

৬) জাওয়াহিরাল হাদীস বা হাদীস রতন।

ইন্তিকালঃ মও. শামসুদ্দীন মোহনপুরী ২০০৩ খ্রি. ৭ মার্চ ইন্তেকাল করেন।

মওলানা জিল্লুর রহমান (জ. ১৯৩৮ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ জিল্লুর রহমান, পিতার নাম, আলহাজ্ব দরিল উদ্দিন মল্লিক তিনি ১৯৩৮ খ্রি. তিনি গোপালগঞ্জ জেলার নোকড়ীচড় গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবনঃ ১৯৪৫ খ্রি. তিনি পারকুশী প্রাথমিক বিদ্যালয় (গোপালগঞ্জ) ভর্তি হন এবং ১৯৫০ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ১৯৫৯ খ্রি. জামরিল মাদ্‌রাসা (নড়াইল) ভর্তি হন। এরপর পর্যায়ক্রমে গোবরা মাদ্‌রাসা (বাগের হাট) অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৬ খ্রি. তিনি গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা (গোপালগঞ্জ) ভর্তি হন। ১৯৫৭ খ্রি. চট্টগ্রাম হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৬০ খ্রি. উদয়পুর মোলগর হাট মাদ্‌রাসায় (খুলনা) বর্তমানে বাগেরহাট জেলা সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৬ খ্রি. চন্দ্রর দিঘলিয়া মাদ্‌রাসা (গোপালগঞ্জ) সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ খ্রি. গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৬ খ্রি. তিনি জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদরাসা, নওয়াপাড়া, যশোর এ মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অদ্যাবধি মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. কুদ্দুস, প্রধান মুফতী, লালবাগ মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

২) মও. আশরাফুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. জিল্লুর রহমান আরবী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন।

মওলানা এ. মাবুদ (জ. ১৯৩৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ এ. মাবুদ, পিতার নাম, মরহুম মও. এ. মান্নান। তিনি ১৯৩৯ খ্রি. ৪ঠা এপ্রিল বাগেরহাট জেলার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নিজ এলাকার হাকিমপুর মাদ্‌রাসা থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর ১৯৭২ খ্রি. গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় ২ বছর অধ্যয়নের পর ১৯৭৪ খ্রি. চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্‌রাসা ভর্তি হয়ে ১৯৭৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস সনদ ভাল করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৭৬ খ্রি. তিনি জামে'আ ইসলামিয়া হাকিমপুর মুহাম্মাদ আলী শাহ্ দারুস্ সুন্নাহ ও এতিম খানা মাদ্‌রাসা সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ মও. এ. মাবুদ আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ

১. ১৯৯৮ খ্রি. তিনি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে লকপুর নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৯০ খ্রি. বাগেরহাট জেলার ভবনা ক্লাব জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. ১৯৯৪ খ্রি. বাগেরহাট জেলার দেয়াপাড়া গ্রামে দেয়াবাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. ১৯৯৪ খ্রি. ফকিরহাট (বাগেরহাট) চাকলী হেফজখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. ১৯৯৮ খ্রি. তিনি জাড়িয়া কওমিয়া মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. ১৯৯৯ খ্রি. সুগন্ধী হেফজখানা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা এম. এ. আউয়াল (জ. ১৯৩৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ এ. আউয়াল, পিতার নাম, মরহুম মুন্সি রইস উদ্দিন। তিনি বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার সংকোরনগর গ্রামে ১৯৪১ খ্রি. ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ এলাকার চাঁদপুর সংকরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় (রামপাল), থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর সোনতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৪ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল এবং ১৯৫৮ খ্রি. আলিম পাস করেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায়, (গোপালগঞ্জ) অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৮ খ্রি. আলিম পাস করার পর তিনি হাট হাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম) ভর্তি হন। ১৯৬০ খ্রি. তিনি সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাস করেন। ১৯৬১ খ্রি. ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ফিকাহ (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন এবং ১৯৬৬ খ্রি. হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৬৪ খ্রি. ইসলামাবাদ ফাজিল মাদ্‌রাসা রামপাল বাগেরহাট অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ খ্রি. সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় রামপাল, বাগেরহাট অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ খ্রি. গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮০ খ্রি. জামে'আ ইসলামিয়া আরবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে

১. গবেষক ২১/০৩/০১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

যোগদান করেন। ১৯৭৮ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ খ্রি. সোনাতুনিয়া আজিজিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা বাগেরহাট এর অধ্যক্ষ হিবেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৫ খ্রি. তিনি তালতলা খিলগাঁও মাদ্‌রাসা ঢাকা এর মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০১ খ্রি. তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেন। ২০০৩ খ্রি. জামে'আ 'আরাবিয়া সিদ্দিকিয়া সরঈ মাদ্‌রাসার বাগেরহাট মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অদ্যাবধি খেদমত করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. মানছুরুল হক, প্রধান মুফতি জামে'আ রহমানিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকা।

২) মও. মোস্তাফা আজাদ, মুহতামিম (অধ্যক্ষ), হাজরাবাদ মাদ্‌রাসা ঢাকা।

৩) মও. মাহমুদুল হাসান, মুহতামিম (অধ্যক্ষ), গুলশান জামে'আ 'আরাবিয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৪) মও. মোস্তাফা আহমদ, মুহাদ্দিস, জামে'আতুল ইসলামিয়াতুল 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা খুলনা।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৭৫ খ্রি. তিনি বাগেরহাট জেলায় চাঁদপুর সংকরনগর শামসুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৮৩ খ্রি. তিনি খুলনা জেলায় জামে'আ মিল্লিয়া 'আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৫০ জন।[১]

মওলানা রেদওয়ানুল কারীম (জ. ১৯৪৩ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচিতিঃ রেদওয়ানুল কারীম, পিতার নাম- মরহুম আলহাজ্জ মও. তমিজুদ্দিন। তিনি মও. রেদওয়ানুল কারীম সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার আবাদচন্ডিপুর গ্রামে ১৯৪৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন গোমনতলী ফাজিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি পাথাখালি সাতক্ষীরা ফাজিল মাদ্‌রাসা ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়ন করার পর আগদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) ভর্তি হয়ে ১৯৬৩ খ্রি. আলিম পাস করেন। ১৯৫৬ খ্রি. তিনি লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা (যশোর) থেকে ফাজিল পাস করেন। ১৯৬৭ খ্রি. ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৫৭ খ্রি. তিনি পাথাখালি ফাজিল মাদ্‌রাসা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) প্রধান মও. হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৬৮ খ্রি. হামিদপুর কামিল মাদ্‌রাসা (প্রস্তাবিত) প্রধান মুহদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্‌রাসাটি কামিল বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৯৯৬ খ্রি. গোমনতলী ফাজিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) প্রধান মও. হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ খ্রি. তিনি আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ১৯৮০ খ্রি. ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস পদ অলংকৃত করেন। ১৯৮৯ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৭ খ্রি. ৩০ সেপ্টেম্বরে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসাকেই চুক্তিভিত্তিক মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

২. মও. শারাফাত আলী, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্ সুন্নহ কামিল মাদ্‌রাসা।

৩. মও. তৈয়্যেবুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা।

৪. মও. এম. ইউসুফ আলী, প্রধান মুফতী, ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা।

৫. মও. হাবীবুর রহমান, মুফাসসির,ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা।

৬. মও. ওহিদুল আলম, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা, ।

১. গবেষক ২২/০৩/০১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৭. মও. কফিল উদ্দিন সরকার, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৮. ড. মও. এম. রুহল আমিন, দুর্বাটি কামিল মাদ্‌রাসা, গাজীপুর।

৯. মও. অব্দুর রহমান, অধ্যক্ষ, কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদ্‌রাসা কুষ্টিয়া।

১০. মও. আব্দুর রহিম, প্রধান মুফতী, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১১. মও. মুশফিকুর রহমান, মুফাসসির, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১২. মও. এম. যাকারিয়া, মুফাসসির, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১৩. মও. এম. আবু সাঈদ সাবেক সংসদ ও অধ্যক্ষ পদদ্মাবিলা ফাজিল মাদ্‌রাসা, যশোর।

১৪. মও. এম. মোস্তাফা শামসুজ্জমান, প্রধান মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১৫. মও. রবিউল বাশার, আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

১৬. মও. এম. খায়রুল বাশার, সাবেক মুহাদ্দিস,কয়রা উত্তরচর কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

১৭. ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. রেদওয়ানুল কারীম আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ২০০২ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলার আবাদচণ্ডীপুর গ্রামে আবাদচন্ডীপুর সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া হেফজুল কুর'আন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক সংখ্যা ২ জন এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৫ জন।

২. ১৯৯০ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলায় আব্দাচন্ডীপুর গ্রামে চরপাড়া জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা এম. রহমাতুল্লাহ (জ. ১৯৪৪ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচয়ঃ এম. রহমাতুল্লাহ, পিতার নাম, মরহুম মও. রহিম বখস মোল্লা। ১৯৪৪ খ্রি. খুলনা জেলার কয়রা থানার গোবরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি নিজ এলাকার গোবরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর লাউড়ী রাম- নগর কামিল মাদ্‌রাসায় (যশোর) ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পর তিনি লক্ষীপুর জেলার টুমচর ফাজিল মাদ্‌রাসায় দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাস করেন। দাখিল পাশের পর তিনি লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬৯ খ্রি. আলিম এবং ১৯৭১ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৭৩ খ্রি. তিনি গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৭৩ খ্রি. দর্শনা দারুস্ সুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ খ্রি. গাজীর দরগাহ ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৭ খ্রি. তিনি নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন, পরে পদোন্নতি লাভ করে উপাধ্যক্ষ, বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. ড.আফাজ উদ্দিন, অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

২. ম্যাজিট্রেট হেলাল উদ্দিন, নড়াইল।

৩. ডা. হাফেজ মও. কাউসার, সহকারী শিক্ষক মেডিকেল কলেজ রাজশাহী।

---

১. গবেষক ৭/০২/১২তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৪. মও. আমীরুল ইসলাম,প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা,খুলনা পাবলিক কলেজ।

শিক্ষাদানের পদ্ধতিঃ মও. এম. রহমাতুল্লাহ সাধারণত আরবি এবং বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ২০০৩ খ্রি. তিনি খুলনা জেলায় ''খুলনা মসজিদ মিশন মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা, প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১৭ জন এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন ।

২. ২০০২ সালে তিনি খুলনা জেলার খালিশপুরে ''ক্রিসেন্ট দাখিল মাদ্‌রাসা'' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ২০ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।[১]

মওলানা এ. খালেক (জ. ১৯৪৪ খ্রি.)

জন্ম পরিচয়ঃ মও. এ. খালেক, পিতার নাম মরহুম এ. লুৎফর রহমান। তিনি ১৯৪৪ খ্রি. ১ আগস্ট সাতক্ষীরা জেলার খলিল নগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ মও. এ. খালেক প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন তাঁর নিজ এলাকার শিয়ালডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সাতক্ষীরা)। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ খ্রি. প্রথম বিভাগে দাখিল পাস করেন। ১৯৬১ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ১ম বিভাগে আলিম পাস করেন। ১৯৬৩ খ্রি. লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা (যশোর) থেকে ১ম শ্রেণিতে ফাজিল পাস করেন। ১৯৬৫ খ্রি. বাহাদুরপুর কামিল মাদ্‌রাসা (মাদারীপুর) থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৭ খ্রি. সাতক্ষীরা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৬৯ খ্রি. সাতক্ষীরা কলেজ থেকে স্নাতক পাক করেন। ১৯৭০ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ খ্রি. প্রথম শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৬৯ খ্রি. সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হেড মও. পদে যোগদান করেন। ১৯৭৩ খ্রি. কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (কলারোয়া) হেড মও. পদে যোগদান করেন। ১৯৭৫ খ্রি. গোয়াল গ্রাম কামিল মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৬ খ্রি. শাহবাদ কামিল মাদ্‌রাসায় (নড়াইল) অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৭ খ্রি. আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) অধ্যক্ষ থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৭৭ খ্রি. ৩ নং বৈকারীর (সাতক্ষীরা) ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯০ খ্রি. সাতক্ষীরা সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। ২০০১ খ্রি. সাতক্ষীরা ২ আসনের সংসদ সদ্যস নির্বাচিত হন। ২০০৬ খ্রি. অধ্যক্ষ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. রহমাতুল্লাহ্ অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

২. ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

৩. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সোলায়মান, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

৪. মও. রবিউল বাশার, প্রধান মুহাদ্দিস, আগরাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

৫. অধ্যক্ষ মও. আবু সাঈদ, সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ।

শিক্ষাদানের পদ্ধতিঃ মও. এ. খালেক আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৭৫ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলায় কাথণ্ডা বাজারে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৮০ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলায় খলিল নগর গ্রামে পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১. গবেষক ৪/০২/১০ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৩. ১৯৮৫ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলায় খলিল নগর গ্রামে পূর্বপাড়া জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. ২০০৪ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলায় ''দাঁতভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন।

৫. ২০০৩ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলার খলিল নগর গ্রামে ''খলিল নগর মহিলা মাদ্‌রাসা'' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন।

৬. ২০০৩ খ্রি. সীমান্ত কারিগরি কলেজ (সাতক্ষীরা) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০০ জন।[১]

মওলানা আবুল হাসান যশোরী (১৯৪৭-১৯৯৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ মও. আবুল হাসান যশোর এর প্রকৃত নাম আবুল হাসান। তিনি স্থায়ী ভাবে যশোরে বসবাস করতেন বলে তাঁকে যশোরী বলা হয়। তিনি আবুল হাসান যশোরী তাঁর নিজ গ্রাম এলাকার ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ঘোসবিলা জুনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর মাগুরা কলেজে এইচ. এস. সি তে ভর্তি হন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ভারতে গমন করেন। রহমাতিয়া মাদ্‌রাসায় (দিল্লী) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা দেওবন্দ (ভারত) ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৪৮ খ্রি. তিনি বর্তমান গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রি. তিনি জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠা করেন। এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উক্ত মাদ্‌রাসায় মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মরহুম মও. এ. মান্নান, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
২. মরহুম মও. তাহের উদ্দিন সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, জামে'আতু ইসলামিয়াতুল 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।
৩. মরহুম মও. এ. হাকিম, সাবেক মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
৪. মও. হেলাল উদ্দিন, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
৫. মরহুম মও. সালাহ উদ্দিন, সাবেক মুহাদ্দিস, জামে'আ কুর'আনিয়া মাদ্‌রাসা, লালবাগ, ঢাকা।
৬. মও. রজব আলী, প্রধান মুহাদ্দিস, শিমুলিয়া মাদ্‌রাসা,মাগুরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. আবুল হাসান যশোরী আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

গ্রন্থাবলী

১. রাসূল (স.)-এর সুষ্টির সাক্ষ্য
২. কাদিয়ানীদের মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ
৩. মুসলমানদের শেষ রাত

প্রতিষ্ঠাতা

১. তিনি ১৯৫১ খ্রি. জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠা করেন।
২. ১৯৭৫ খ্রি. তিনি এহসানিয়া মাদ্‌রাসাটি (নড়াইল) প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. ১৯৮২ খ্রি. তিনি শামসুল উলূম মাদ্‌রাসা (লক্ষীপাশা) প্রতিষ্ঠা করেন।
৪. ১৯৮০ খ্রি. যাকারিয়া মাদ্‌রাসা (সেনহাটি, খুলনা) প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তিকালঃ তিনি ১৯৯৩ খ্রি. জুলাই মাসের ৮ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[১]

---

১. গবেষক ১৩/০১/১০ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

মওলানা মুফতী ওয়াক্কাস (জ. ১৯৪৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ ওয়াককাস, পিতার নাম, মরহুম, এম. ইসমাইল তিনি যশোর জেলার মনিরামপুর থানা বিজয় রামপুর গ্রামে ১৯৪৯ খ্রি. ১ নভেম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ১৯৬৫ খ্রি. লাউড়ী রামনগর কামিল মাদরাসা (যশোর) এ ভর্তি হয়ে ১৯৬৫ খ্রি. দাখিল, ১৯৬৭ খ্রি. আলিম ও ১৯৬৯ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। এবং ১৯৭১ খ্রি. শরীয়তপুর কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৭৭ খ্রি. সহকারী শিক্ষক হিসেবে লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা, যশোর-এ যোগদান করেন। ১৯৭৮ খ্রি. তিনি জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ খ্রি. তিনি জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ খ্রি. ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৯৩ খ্রি. জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০১ খ্রি. আবারও জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাহিত হন। ২০০৬ খ্রি. জাতীয় সংসদ সদস্য পদের মেয়াদ শেষ হলে নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর এ মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি অত্র মাদ্‌রাসায় মুহতামিমের (অধ্যক্ষ) দায়িত্বভার গ্রহণ করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. হুমায়ুন কবীর, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।

২) মও. বুরহান উদ্দিন, মুহাদ্দিস, রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৩) মও. মফিজুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।

শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ মওলানা ওয়াক্কাস আরবী, উর্দূ ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ

১) তিনি ১৯৮৭ খ্রি. মনিরামপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মনিরামপুর, যশোর প্রতিষ্ঠা করেন।

২) তিনি ১৯৯৫ খ্রি. যশোর জেলার মনিরামপুর থানায় জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থাবলী

১) শরীয়াতের দৃষ্টিতে মুসলিম পারিবারিক আইন।

২) প্রচলিত আইন বনাম ইসলামী আইন একটি পর্যালোচনা।[২]

অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান (জ. ১৯৪৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, পিতার নাম, মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ সুলতান উদ্দিন সরদার।

জন্মঃ ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ১৯৪৯ খ্রি. ১ ফেব্রুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার কাশিমাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি স্থানীয় মক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি আগরদাড়ি আমিনিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন এবং ১৯৬১ খ্রি. প্রথম বিভাগে দাখিল পাস করেন। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৬৫ খ্রি. প্রথম বিভাগে ১৩তম স্থান অধিকার করে আলিম পাস করেন। ১৯৬৯ খ্রি. ছারছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগ নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে

---

১. গবেষক ১৬/০৬/১১ তারিখে তাঁর সুযোগ্য সন্তান মও. আনোয়ারুল করিমের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে উপরোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ১/০২/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭১ খ্রি. নাজিমুদ্দীন কলেজ (মাদারীপুর) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১ম বিভাগে পাস করেন। ১৯৭২ খ্রি. ছারছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল ফিকাহ বিভাগ নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি বিভাগে অনার্স (সম্মান) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রি. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি বিষয়ে এম. এ (স্নাতকত্তোর) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থানে লাভ করেন। ১৯৭৬ খ্রি. অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ (স্নাতকত্তোর) ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ৫ম স্থান লাভ করেন। ১৯৮২ খ্রি. ঢাবি থেকে এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৪ খ্রি. কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব থেকে ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯০ খ্রি. তিনি ঢাবি থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৬৯ খ্রি. কামিল পরীক্ষায় সনদ লাভের পর ১৯৬৯ খ্রি. ১০ আগষ্ট মাদারীপুর আহমাদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে ৩য় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ১৯৭০ খ্রি. তিনি ছারাছিনা কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ খ্রি. কারমাইকেল কলেজে আরবি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ খ্রি. কবি নজরুল সরকারী কলেজে আরবি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরে চাকুরী করেন। ১৯৯১ খ্রি. ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পদোন্নতি পেয়ে ১৯৯৬ খ্রি.র ১৯ নভেম্বর সহযোগী অধ্যাপক এবং পরবর্তীতে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করে অদ্যাবধি উক্ত বিভাগে অধ্যাপনার বিষয়ে নিয়োজিত আছেন।

প্রশাসনিক অভিজ্ঞাতা

১. চেয়াম্যান, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া, ১৯৯১ খ্রি. ২০ আগষ্ট থেকে ১৯৯২ খ্রি. ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ।

২. চেয়াম্যান, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি কুষ্টিয়া, ১৯৯৬ খ্রি. ১৯ শে নভেম্বর থেকে ১৯৯৯ খ্রি. ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

৩. ডিন, থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইবি কুষ্টিয়া, ১৯৯৭ খ্রি. ১ নভেম্বর থেকে ১৯৯০ খ্রি. ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

৪. প্রক্টর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ খ্রি. পর্যন্ত।

৫. সম্পাদক, দি ইসলামিক ইউনিভাসিটি স্টাডিজ, থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইবি, কুষ্টিয়া, ভলিয়ম ৩, ৪, ৫ ও ৭

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ

- ১৯৮৭ খ্রি. সৌদি আরবস্থ রিয়াদ রাজধানী শহরে অনুষ্ঠিত ''বাদশাহ আজিজ এর অবদান, শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ।
- ১৯৯৮ খ্রি. উজবেকিস্তান এর রজধানী তাসখন্দে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত দুটি সেমিনারে যথাক্রমে ''বিশ্ব সভ্যতায় ইমাম বুখারীর অবদান'' এবং ''বিজ্ঞান চর্চায় ইমাম ফারগানীর অবদান'' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ।
- ২০০১ খ্রি. কমনওয়েলথ পসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান পদ্ধতি উন্নয়ন, শীর্ষক ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ গ্রহণ।
- ১৯৯৩ খ্রি. ৪ সেপ্টেম্বর ''বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (স.)'' সেমিনারে যশোর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান।
- ১৯৯৪ খ্রি. ২১ জুলাই ''হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আদর্শ'' সেমিনারে, কুষ্টিয়ায় কুমারখালী কলেজে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ।
- ১৯৯৩ খ্রি. ২০ জানুয়ারি ''পবিত্র শব-ই-মিরাজ'' সেমিনারে, জেলা পরিষদ হল, কুষ্টিয়ায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ।

- ১৯৯৫ খ্রি. ৬ নভেম্বর ''ছারছিনা মাদ্‌রাসা: আল্লামা নিয়াম মাখদুম খোত্তানী'' সেমিনারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলায়তন, ঢাকায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।
- ১৯৯৬ খ্রি. ১৩ ফেব্রুয়ারি ''শবে কদরের ফজিলত ও ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য'' সেমিনারে, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অংশ গ্রহণ।
- ১৯৯৪ খ্রি. ২৮ অক্টোবরে ''উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোত্তানী (র.)-এর উপমহাদেশের হিজরতের প্রেক্ষাপট ও আজকের মুসলিম বিশ্ব'' সেমিনার ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অংশ গ্রহণ করেন।
- ১৯৯৩ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর ''মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট'' সেমিনারে জেলা পরিষদ মিলানায়তনে কুষ্টিয়ায় অংশ গ্রহণ।
- ১৯৯৩ খ্রি. ২ সেপ্টেম্বর '' মদিনার সনদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উজ্জ্বল স্বাক্ষর'' সেমিনারে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে কুষ্টিয়া অংশ গ্রহণ করেন।
- ১৯৯৩ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর ''মহানবী (স.) দৈনন্দিন জীবন ও আমার'' সেমিনারে ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অংশ গ্রহণ করেন।
- ১৯৯৪ খ্রি. ''মহানবী (স.)-এর আদর্শই সকল সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান'' সেমিনারে ইবি, কুষ্টিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

গবেষণামূলক প্রকাশনা

১) ''মহানবী (স.) বিপ্লবের ধারা'' প্রকাশিত প্রবন্ধ (রিভিউকৃত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ''অধ্যাপক আব্দুল গফ্‌ফার, সম্পাদিত শ্বাশত নবী, নামক প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত।

২) একটি অর্থবহ ও তথ্যবহুল হাদীস, প্রকাশিত পুস্তিকা ১৯৮৫ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

৩) ''রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শই সমস্যাবলীর একমাত্র'' পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) উপলক্ষে ই.বি রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯৯৪ খ্রি. ইবিতে কেন্দ্রীয় সেমিনারে পঠিত।

৪) 'আল্লামা নিয়ায মাখদূম: বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অবদান, The Islamic University Studies, Vol-07, No-01, 1998 খ্রি. ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (১৯৪৯-২০১০ খ্রি.)

শিক্ষক, লেখক ও গবেষক, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ১ অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রি. চুয়াডাঙ্গা জেলার খসকররা ইউনিয়নের কাবিলনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোফাজ্জল মণ্ডল। জনাব আবু সাঈদ ওমর আলী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন সংগ্রাম কাবিলনগর তাসুক কররা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে। এপর কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্‌রাসা, এরপর পাবনা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে ১৯৬৭ খ্রি. কামিল পাস করেন। এরপর কুষ্টিয়া কলেজ হতে আই. এ কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ হতে বি.এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ পাস করেন।

হরিনাকুণ্ডু থানার পাশ্ববর্তী পারদখলপুর কে. বি. একাডেমীতে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর শিক্ষকতা করেন। আবুজর গিফারী কলেজে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অধীনে ১০ মাস, এরপর সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজে পৌনে দুই বছর অধ্যাপনা করেন, "সাপ্তহিক হক-কথা" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা করেন। এরপর তিনি যোগ দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে। এখানে সহকারী পরিচালক হিসেবে দু বছর, উপ-পরিচালক হিসেবে দু' বছর, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে ১৪ বছর ৬ মাস এবং ২৮ শে জুন ১৯৯৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি ইসলামিক বিশ্বকোষ বিভাগ এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি আবু-জরগিফারী কমপ্লেক্স জামে মসজিদের খতিবও ছিলেন। এছাড়া তিনি ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা নামাজে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ইমামতি করতেন।

তিনি অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ওয়াজ নসিহত এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান বিতরণের কাজে নিয়োজিত

রয়েছেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমেও কুর'আন-হাদীসের চর্চা করেন। এ পর্যন্ত ১৫টি অনুদিত; দুটি শিশু কিশোর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও দেশের উল্লেখযোগ্য জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বকোষের বিভিন্ন খণ্ডে অনেকগুলো মৌলিক ও অনুদিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৯০ খ্রি. রেডিও টিভিতে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর কুর'আন-হাদীসের আলোকে অনেক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

তিনি অনেক মক্তব, মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর রচিত অনুদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযেগ্য হলো:

১) ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, অনুদিত, ই.ফা.বা।

২) মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল, অনুদিত, ই.ফা.বা.।

৩) ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড, অনুদিত, ই.ফা.বা।

৪) নাবীয়ে রহমত, অনুদিত, ই.ফা.বা।

৫) সীরাত-ই-রাসূল আকরাম (সা.), অনুদিত, মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? এ গ্রন্থে তিনি বুঝতে চেয়েছেন মুসলমানদের পতনের ফলে শুধুমাত্র মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই সমগ্র মানবজাতী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, ২০১০ খ্রি. রমযানে ইহদম ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মওলানা এম. মোনাওয়ার হোসাইন (জ. ১৯৫০ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: এম. মোনাওয়ার হোসাইন, পিতার নাম, মরহুম মৌলভী এ. মজিদ মোল্লা।

জন্ম: মও. এম. মোনাওয়ার হোসাইন ১৯৫০ খ্রি. বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার ওলামাগঞ্জ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: ১৯৬২ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ এলাকার বালিতা বুনিয়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ওলামাগঞ্জ আলিম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যায়নের পর ''টুমচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায়'' (লক্ষীপুর) ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৬৯ খ্রি. দাখিল পরীক্ষায় মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে ১ম বিভাগ, ১ম স্থান অধিকার লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৭৩ খ্রি. ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ খ্রি. তিনি ধামতি আলিয়া মাদ্‌রাসা (কুমিল্লা) থেকে হাদীস বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৭৫ খ্রি. ধামতি আলিয়া মাদ্‌রাসায় (কুমিল্লা) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৭ খ্রি. তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৮ খ্রি. শিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে মদীনায় গমন করেন এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি নিম্ন লিখিত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১. আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স।

২. معهد الثانوبية কোর্স।

৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্য লিসান্স (বি.এ অর্নাস) কোর্স।

৪. মকাস্থ রাবেতা আলেমে ইসলামী-এর অধীনে ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করেন। এরপর নয়াটুলা কামিল মাদ্‌রাসায় (ঢাকা) মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মস্থ ল নির্ধারিত হয়। ১৯৮৫ খ্রি. চট্টগ্রামে জামে'আতুল কুরানিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৭ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ফিরে আসেন এবং অদ্যাবধি উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়) খুলনা শাখার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

২) মও. আব্দুর রউফ, উপাধ্যক্ষ সিদ্দিকিয়া দারুল কুর'আন কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা ।

৩) মও. নাজমুল সউদ, মুহাদ্দিস, তামিরুল মিল্লাত কালিম মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৪) মও. এম. মোস্তাফা শামসুজ্জামান, প্রধান মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫) মও. এম. নূরুল ইসলাম, প্রধান মুফতী, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৬) মও. মোহাম্মদ আলী, অধ্যক্ষ, বাগেরহাট কামিল মাদ্‌রাসা।

৭) এম. আব্দুস সালাম, প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৭৮ খ্রি. সন্ন্যাসী বাজার বাগেরহাট ''সন্ন্যাসীবাজার জামে মসজিদ'' প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৮৪ খ্রি. তিনি নিজ এলাকায় ওলামাগঞ্জে '' বায়তুননূর মসজিদ'' প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. ১৯৯৫ খ্রি. খুলনা জেলায় মিউনিসি প্যাল ট্যাক্স রোডে একটি মসজিদ কমপ্লেক্স মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. ২০০৭ খ্রি. নিজ এলাকায় ওলামাগঞ্জ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. ২০০৭ খ্রি. বাগেরহাট জেলার মংলা থানায় (دار العلوم الموزدية) নামক একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা হাসান মুহাম্মদ মূসা (জ. ১৯৫২ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ হাসান মুহাম্মদ মুসা, পিতার নাম, মরহুম এম. হোসাইন। তিনি ১৯৫২ খ্রি. ফেনী জেলার ছনুয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ এলাকায় ছুনুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ১৯৬৮ খ্রি. ফেনী জেলার অন্তর্গত ফাজিলপুর ওয়ালিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৯ খ্রি. ফেনী জেলার অন্তর্গত বিরিনচী সুফিয়া নূরিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭৪ খ্রি. বর্তমান দাখিল ও ১৯৭৬ খ্রি. বর্তমান আলিম পাশ করেন। ১৯৭৮ খ্রি. ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল এবং ১৯৮০ খ্রি. হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮০ খ্রি. ১ জুন ফেনী জেলার অন্তর্গত বিরিনচী সুফিয়া নূরিয়া সিনিয়র মৌলভী হিসেবে যোগদান করেন ১৯৮২ খ্রি. ফেনী জেলার অন্তর্গত পাঠানগর আমিনিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ খ্রি. ফেনী জেলার অন্তর্গত হাসানপুর দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৭ খ্রি. কেশবপুর বাহারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা (যশোর) মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৭ খ্রি. যশোর জেলার অন্তর্গত যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। অদ্যাবধি তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. মেছবাউদ্দিন, অধ্যক্ষ উত্তর ফাজিলপর মাদ্‌রাসা, ফেনী।

২) মও. মোশাররফ হোসেন, অধ্যক্ষ, শাহতলী আলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

৩) মও. বাহারুল ইসলাম, প্রধান মুহাদ্দিস, ঝিনাইদহ কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) মও. সাখাওয়াত হোসেন, মুহাদ্দিস, যমোর আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৫) মও. মহিবুল্লাহ, প্রধান মুহাদ্দিস, ঝিকরগাছা কামিল মাদ্‌রাসা, যশোর।

---

১. গবেষক ৭/০২/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: মও. মূসা আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা:

১) ১৯৭৯ খ্রি. তিনি ফেনী জেলার অন্তর্গত "ছুনুয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

২) ১৯৮৫ খ্রি. তিনি ফেনী জেলার অন্তর্গত চাঁনপুর গ্রামে "বায়তুস সালাম" জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩) ১৯৮৫ খ্রি. জুন মাসে ফেনী জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে "চাঁনপুর আদর্শ মাদ্‌রাসা" প্রতিষ্ঠা করেন।

৪) ১৯৯২ খ্রি. ফেনী জেলার অন্তর্গত "ছনুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা" প্রতিষ্ঠা করেন।

৫) ২০০৪ খ্রি. আগষ্ট মাসে ফেনী জেলার অন্তর্গত ছনুয়া গ্রামে নিজ জমিতে "ছনুয়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা আবু ইউসুফ এম.এ. বারী ওয়াদুদী (জ. ১৯৫৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: এম. এ. বারী ওয়াদুদী, পিতার নাম, মরহুম মুন্সি ফকির আহমদ।

জন্ম: মও. আবু ইউসুফ এ. এ. বারী ওয়াদুদী ১৯৫৩ খ্রি. ১ আগস্ট যশোর জেলার কেশবপুর থানার আগারহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নিজ এলাকার ভারত ভাইনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি কেশবপুর থানায় নবাযনপুরের নিউ স্কীম জুনিয়ার মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এরপর তিনি নওয়াপাড়া জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় তিন বছর অধ্যয়নের পর তিনি বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১ বছর অধ্যয়নের পর তিনি চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাওরা হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন লাভ করার পর যশোর আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আলিম, ফাজিল ও ১৯৮১ খ্রি. সাতক্ষীরা কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে সনদ লাভ করেন। ১৯৭৩ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা, ভারত থেকে ইফতাহ বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি নওয়াপাড়া যশোর জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় ২ বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি জামে'আ এজাজিয়া দারুল উলূম কওমিয়া (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ABGK ফাজিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. ইবরাহীম খলিল, মুহাদ্দিস, দড়টানা মাদ্‌রাসা, যশোর।

২) মও. রফিকুল ইসলাম, মুহতামিম (অধ্যক্ষ), বকচর মাদ্‌রাসা, যশোর।

৩) মও. হেফাজুদ্দিন, অধ্যক্ষ, আন্দুলিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: মও. আবু ইউসুফ এম. এ. বারী ওয়াদুদী আররী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা: ১৯৭১ খ্রি. তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলায় খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থাবলী

১) ইসলামের দৃষ্টিতে পাগড়ী বাঁধার বিধান

২) আহকামে কুরবানী ও মাসায়েলে জবাহ

৩) ফতোয়ায়ে রাসূল (সা.)

৪) জিকিরের বয়ান ও মউতের মুরাকেবাহ[২]

---

১. গবেষক ০৯-০২-২০১১ খ্রি. তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২৫/১০/২০১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

মওলানা আনোয়ারুল করীম (জ. ১৯৫৪ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: আনোয়ারুল করীম, পিতার নাম, মরহুম মও. আবুল হাসান যশোরী।

তিনি ১৯৫৪ খ্রি. ২ মার্চ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার ভবানীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবন: মও. আনোয়ারুল করীম নিজ এলাকার ভবনীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। উক্ত বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ''জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলুম (রেলস্টেশন, যশোর) মাদ্‌রাসা'' হেফজ বিভাগে ভর্তি হন। হেফজ শেষ করার পর তিনি চট্টগ্রাম মানুপুর মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম) ভর্তি হন এবং ১৯৮০ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: ১৯৮১ খ্রি. তিনি জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন, যশোর) মাদ্‌রাসায় সাধারণ শিক্ষক পদে যোগদান করেন এর পর পদোন্নতি পেয়ে প্রধান মুহাদ্দিস এবং বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসা মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে অদ্যাবাধি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. আবু যর, মুহাদ্দিস,জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন, যশোর) মাদ্‌রাসা, যশোর।

২. মও. মাহফুজুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, চুয়াডাঙ্গা।

৩. মও. মিজানুর রহমান, প্রধান মুহাদ্দিস, কাশেমে উলূম মাদ্‌রাসা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

৪. মও. মুজিবুর রহমান, মুহাদ্দিস, কাশেমে উলূম মাদ্‌রাসা, ঝিনাইদহ।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. আনোয়ারুল করীম আরবী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রধান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা: তিনি ১৯৮৮ খ্রি. ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার ভবানীপুর গ্রামে ''ভবানীপুর হাসানিয়া মাদ্‌রাসা'' প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা এম. আব্দুর রাজ্জাক মিয়া (জ. ১৯৫৫ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: এম. আব্দর রাজ্জাক, পিতার নাম, মৌলভী এম. হোসাইন আলী মিয়া।

জন্ম: মও. এম. আব্দুর রাজ্জাক, মিয়া ১৯৫৫ খ্রি. পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার চালীতাবুনিয়া গ্রামে এক সাম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নিজ এলাকার ছোট হাজ্জী দাখিল মাদ্‌রাসায় (পিরোজপুর) ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭২ খ্রি. দাখিল পাস করেন। দাখিল পাসের পর তিনি মোকামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় (বরগুনা) ভর্তি হয়ে ১৯৭৪ খ্রি. আলিম ও ১৯৭৬ খ্রি. ফাজিল সনদ লাভ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ফিকহ বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: ১৯৭৯ খ্রি. ২৫ ডিসেম্বর খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুফতী হিসেবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। পদোন্নতি লাভের মাধ্যমে বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসাতেই উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

২) মও. এম. মোস্তাফা শামসুজ্জামান,প্রধান মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসায়।

৩) মাও ডি. এস নূরুল ইসলাম, প্রধান মুহাদ্দিস, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৪) মও. রবিউল বাশার, প্রধান মুহাদ্দিস, আগরদাড়ি কামিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

---

১. গবেষক ১৬/০৬/০১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে উপরোক্ত বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. এম. আব্দুর রাজ্জাক মিয়া সাধারণত আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ ১৯৯৫ খ্রি. তিনি খুলনা জেলায় সামাদিয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসাটি, প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসাটিতে শিক্ষক সংখ্যা ২ জন এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০ জন।[১]

মওলানা নূরুল হাসান (জ. ১৯৬০ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ নূরুল হাসান, পিতার নাম, মরহুম রশিদ হাওলাদার। তিনি ১৯৬০ খ্রি. ১ জানুয়ারিতে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার খণ্ড কাটা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবনঃ মও. নূরুল হাসান শিক্ষা জীবনের শুরুতে নিজ এলাকার মক্তবে পবিত্র কুর'আন শিক্ষা গ্রহণ করার পর আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭৬ খ্রি. দাখিল, এবং ১৯৭৮ খ্রি. আলিম এবং ১৯৮০ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৮২ খ্রি. ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮২ খ্রি. তিনি বাগেরহাট কামিল মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) এ আরবি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. ড. আব্দুর রহমান, প্রবাসী লন্ডন।

২. মোশাররফ হোসাইন, অধ্যক্ষ আন্তজার্তিক ক্যাডেট মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৩. মও. এ. মালেক আরবি প্রভাষক, গুলিশাখালী ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

৪. মও. মোজাম্মেল হোসাইন, উপাধ্যক্ষ, মংলাবন্দর ফাজিল মাদ্‌রাসা,বাগেরহাট।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. নূরুল হাসান আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ তিনি ১৯৯৯ খ্রি. শেষের দিকে বাগেরহাট জেলার নতুন জেলখানা সংলগ্ন এলাকার খারদ্বার কারিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক একজন এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০ জন।[২]

মওলানা আব্দুস সালাম কাসেমী (জ. ১৯৬১ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ মও. আব্দুস সালাম কাসেমী, পিতার নাম,মরহুম গিয়াসউদ্দিন। তিনি ১৯৬১ খ্রি. ১২ আগষ্ট সাতক্ষীরা জেলা কলারোয়া থানার কলারোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ তিনি পাইকগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলনা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি ঝাওডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন।

উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় (চট্টগ্রাম) ভর্তি হন। ১৯৮২ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় (ভারত) থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন। ১৯৮৪ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা (ভারত) থেকে ফাজিল ও ১৯৮৬ খ্রি. হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৮৭ খ্রি. সামটা ফাজিল মাদ্‌রাসা (যশোর) এ হেড মও.পদে যোগদান করেন। ১৯৮৯ খ্রি. আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (সাতক্ষীরা) মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অদ্যাবধি মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. কামরুল ইসলাম,আরবি প্রভাষক, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

---

১. গবেষক ৭/০২/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২১/০৩/ ২০১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. মও. মাহফুজুর রহমান, আরবি প্রভাষক, আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

৩. মও. জুলফিকার, আরবি প্রভাষক, আগদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. আব্দুস সালাম কাশেমী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১.১৯৮৭ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলার বড়ালি গ্রামে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৮৯ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলায় '' বড়ালি মসজিদ'' নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

ড. আব্দুল জলীল (জ. ১৯৬২ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচয়ঃ ড. আব্দুল জলীল, তাঁর পিতার নাম মৌঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল, তিনি ১ জুন ১৯৬২ খ্রি. নিজ গ্রাম খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার লক্ষীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ তিনি নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর প্রথম কওমী মাদ্‌রাসা গওহরডাঙ্গায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর লালবাগ জামি'আ কুর'আনিয়া আরাবিয়া হতে দাওরা-ই হাদীস প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী হলেনঃ হযরত মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মুফতী আব্দুল মুঈয, মওলানা হেদায়েত উল্লাহ, মওলনা আজিজুল হক প্রমুখ।

এরপর তিনি বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে এম.এম. প্রথম শ্রেণি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা।"

কর্মজীবনঃ চাকুরী জীবনে তিনি জামি'আ কাসেমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা নরসিংদী মুহাদ্দিস হিসেবে ৪ বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর থেকে অদ্যাবধি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৯৩ খ্রি. মিসর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ইমাম ওদায়ী প্রশিক্ষণ, ১৯৯৯-২০০০ এ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সৌদীআরব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ হলো- ড. এরশাদ উল্লাহ, রুহুল আমীন রুকন, মোঃ ফজলুল করিম। তিনি মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ মিরপুর-১২ এর খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং পূর্ব গোরান শাহী জামে মসজিদ ঢাকা এর খতিব ছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে সভা-সমিতিতে এবং পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে ইলমে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন। তিনি হাদীস চর্চার উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম খুলনা জেলার লক্ষীখোলায় দারুল উলূম আল-আহসানিয়া নামক একটি কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনাবলীঃ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১) বুখারী, মুসলিম ও ইব্‌ন মাজাহ শরীফের অনুবাদ (সম্মিলিত) ২) তাফসীরে তাবারী ও ইব্‌ন আব্বাস (সম্মিলিত) অনুবাদ গ্রন্থ ৩) কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব ৪) আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা। এছাড়া ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রায় চারশতাধিক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[২]

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সোলায়মান (জ. ১৯৬৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ মুহাম্মদ সোলায়মান, পিতার নাম, মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ সুলতানুদ্দিন সরদার। তিনি ১৯৬৩ খ্রি. ১ আগস্ট সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার কাশীমাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকায় মক্তবে। মক্তবে শিক্ষা সমাপনীর পর নিজ এলাকার হেফজ খানায় ভর্তি হন এবং হেফজ শেষ করেন। হেফজ শেষ করার পর তিনি আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৭৫ খ্রি. তিনি মেধাবৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উর্ত্তীণ হয়ে মাদ্‌রাসা বোর্ড এর অধীনে দাখিলের সনদ

১. গবেষক, ৩১/০৩/১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষকের সাথে সরেজমিনে সাক্ষাতকার ১৭-৮-২০১১ খ্রি. তারিখে।

লাভ করেন। দাখিল সনদ লাভের পর ১৯৭৭ খ্রি. প্রথম বিভাগে মেধাবৃত্তিসহ আলিমের সনদ লাভ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে মেধাবৃত্তিসহ ১ম বিভাগে ফাজিলের সনদ ভাল করেন।১৯৮১ খ্রি. মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে কামিল (হাদীস) বিষয়ে সনদ লাভ করেন। ১৯৮৩ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৮৪ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আরবি বিভাগে থিসিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান লাভ করে এম. এ (স্নাতত্তের) সনদ লাভ করেন। ১৯৮৫ খ্রি. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ (ইসলামিক স্টাডিজ) বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন। ২০০০ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি সনদ লাভ করেন। পিএইচ.ডি তে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল '' রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পত্র ও চুক্তি বিশ্লেষণ।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবন শুরুতে তিনি ২৭-১২-১৯৮৬ খ্রি. ইবি, কুষ্টিয়ায় কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম ও খতীব হিসেবে যোগদান করেন এবং উক্ত পদে ২৬-০৫-১৯৯২ সন পর্যন্ত বহাল থাকেন। তিনি পেশ ইমাম ও খতীব থাকাকালীন অবস্থায় আরবি বিভাগে খণ্ডকালিন প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৯২ খ্রি. ২৭ শে মে দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রভাষক পদ থেকে তিনি ২৭-১১-১৯৯৪ খ্রি. সহকারী অধ্যাপক ০৫-০৮-২০০০ খ্রি. সহযোগী অধ্যাপক এবং ০১-০৮-২০০৪ তারিখে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রশাসনিক অতিজ্ঞতা

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর সাদ্দাম হোসেন হলের হাউস টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৩. সভাপতি, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ২০০৯ খ্রি. ৮ মার্চ থেকে অদ্যাবধি।

গবেষণামূলক প্রকাশনা

১. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مميزاتها রাসানুলন্নাবিয়্যি (স.) ওয়া বা'দু মুমায়্যিযাতিহা, ১৯৯৩ খ্রি. জানুয়ারী মাসে ঢা.বি আরবি বিভাগের ম্যাগাজিন ''আল-মাজাল্লাতুল-'আরাবিয়্যাহ'' তে প্রকাশিত হয়।

২. ''রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট'' দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পার্ট-এ ভলিয়ম ৩ ১, ১৯৯৪ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

৩. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل وأهميتها فى الدعوة ''রাসাইলুন্নাবিয়্যি (স.) ইলা হিরাকল ওয়া আহমিয়্যাতুহা ফিদ-দা'ওয়াহ'' ১৯৯৮ খ্রি. জুন মাসে দি ইসলামিক ইউনিভাসির্টি স্টাডিজ' পার্ট-এ ভলিয়ম ৭, -১ এ প্রকাশিত হয়।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ''ইসলামী বিশ্বকোষ এর একজন মৌলিক লেখক ও অনুবাদক। উক্ত বিশ্বকোষ তাঁর ৭টি মৌলিক ও ১০টি অনুদিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা জ্ঞানঃ তিনি মাতৃভাষা বাংলা, আরবি উর্দু ও রেজি ভাষার পারদর্শী।[১]

মওলানা এ. গণি (জ. ১৯৬৫ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়ঃ এ. গনি, পিতার নাম, মরহুম বাসের গাজী। তিনি ১৯৬৫ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার শ্রীফলকাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকার মক্তবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর শ্রীফলকাটি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর চট্টগ্রাম হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্‌রাসা ভর্তি হন এবং ৯ বছর অধ্যয়নের পর ১৩৯৬ হি. তে তিনি দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

১. গবেষক ৮/১১০/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৯৭ হি.তে তিনি জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলুম রেলস্টেশন মাদ্‌রাসা, (যশোর) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত মাদ্‌ররাসায় কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ মাদ্‌রাসা, বংশীপুর, সাতক্ষীরায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। অদ্যাবধি তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিসসহ মুহতামিম (অধ্যক্ষ) পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. কামাল উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক, পারুলিয়া মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

২. মও. হাফিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ মাদ্‌রাসা সাতক্ষীরা।

৩. মও. রিরাজুল ইসলাম, আরবি প্রভাষক, গোমানতলী সিনিয়র মাদ্‌রাসা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

শিক্ষাদানের পদ্ধতিঃ মও. এ. গণি আরবি এবং উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।[১]

মওলানা রবিউল বাশার (জ. ১৯৬৬ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ রবিউল বাশার, পিতার নাম, মরহুম এ. লতিফ। তিনি ১৯৬৬ খ্রি. ১ ফেব্রুয়ারিতে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানায় পারুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ তিনি তাঁর নিজ এলাকার ''সরকারি গারুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে'' প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর কুমিল্লা জেলার ভাটেয়হাট হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা থেকে হেফজ শেষ করেন। হেফজ শেষ করার পর তিনি ১৯৭৫ খ্রি. আগরদাড়ি আমিনিয়া মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন এবং ১৯৭৮ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পাশ করেন। দাখিল পাশ করার পর তিনি ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় আলিমে ভর্তি হয়ে ১৯৮০ খ্রি. আলিম ও ১৯৮২ খ্রি. ফাজিল পাশ করেন। ১৯৮২ খ্রি. ঢাবিতে আরবি সাহিত্য বিষয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৮৭ খ্রি. স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৮৯ খ্রি. স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮৯ খ্রি. আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। এবং অদ্যাবধি উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. কামরুল ইসলাম, আরবি প্রভাষক, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রসা।

২. মও. মাহফুজুর রহমান, আরবি প্রভাষক, আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সাতক্ষীরা।

৩. মও. মাহফুজুর রহমান, আরবী প্রভাষক, আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. রবিউল বাশার আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতাঃ ১৯৯৬ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলার পারুলিয়া গ্রামে ''পারুলিয়া আদর্শ হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা এম. আখতারুজ্জামান (জ. ১৯৬৭ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ আখতারুজ্জামান, পিতার নাম, বদরুল ইসলাম গাজী। তিনি ১৯৬৭ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ নিজ এলাকার জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর জয়নগর আমিনিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন এবং ১৯৭৯ খ্রি. দাখিল পাস করেন। দাখিল করার পর তিনি ছারছিনা দারুস্ সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮১ খ্রি. আলিম, ১৯৮৩ খ্রি. ফাজিল পাস করেন ফাজিল পাশ করার পর তিনি রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম) ভর্তি হন এবং ১৯৮৫ খ্রি. ফিকাহ (কামিল) বিষয়ে লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮৭ খ্রি. চট্টগ্রাম আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতী হিসিবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

---

১. গবেষক ৩১/০৩/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) এম. আশরাফুল আলম, অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, ইবি।

২) ড. মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি।

৩) গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, সহযোগী, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

৪) ফরিদ উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চবি।

৫) রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ চবি।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. এম. আখতাজ্জামান আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা: ২০০০ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলার ''সাতক্ষীরা আদর্শ মহিলা মাদ্‌রাসা, প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

মওলানা ডি এস নূরুল ইসলাম (জ. ১৯৬৯ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচিতি: নূরুল ইসলাম, পিতার নাম, আহমেদ হোসেন ঢালী। তিনি খুলনা জেলার উত্তর মদিনাবাদ গ্রামে ১৯৬৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি ১৯৭৮ খ্রি. নিজ এলাকার মক্তবে ভর্তি হন। মক্তবের শিক্ষা সমাপনীর পর ১৯৭৯ খ্রি. কালনা আমিনিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় (খুলনা) ভর্তি হয়ে ১৯৮৬ খ্রি. দাখিল এবং ১৯৮৮ খ্রি. আলিম পাস করেন। আলিম পাসের পর তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৯০ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৯২ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন। তিনি ১৯৯৪ খ্রি. সরকারী সোহারাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ২০০০ খ্রি. বি. এল কলেজ খুলনা থেকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: তিনি ১৯৯২ খ্রি. ২৫ অক্টোবর সহকারী সুপার হিসেবে খান. এ. সবুর মহিলা মাদ্‌রাসায় (খুলনা) যোগদান করেন। এরপর তিনি ২০০১ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (খুলনা) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. হাবিবুল্লাহ, সহকারী শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা, সরকারী করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা।

২. মও. ওবায়দুল্লাহ, সহকারী মৌলভী,খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৩. মও. এ. কালাম, আরবি প্রভাষক, শ্যামনগর ফাজিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি: মও. ডি. এস.নূরুল ইসলাম আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

গ্রন্থ রচনা: তিনি মু'আল্লিমুল মুবতাদী (معلم المبتدى) নামে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

প্রতিষ্ঠাতা: ১৯৯২ খ্রি. তিনি খুলনা জেলার খান এ সবুর মহিলা মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

মওলানা এম. নূরুল ইসলাম (জ. ১৯৭০ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: এম. নূরুল ইসলাম, পিতার নাম, মরহুম আনোয়ার উদ্দিন লস্কর। তিনি ১৯৭০ খ্রি. ৯ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: মও. এম. নূরুল ইসলাম প্রাথমিক শিক্ষা প্রহণ করেন কুড়িকাহুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (সাতক্ষীরা) থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর প্রতাপনগর এ.বি.এম. ফাজিল মাদ্‌রাসা (সাতক্ষীরা) ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৩ খ্রি. দাখিল, ১৯৮৫ খ্রি. আলিম এবং ১৯৮৭ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৮৯ খ্রি. খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে (কামিল) হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন। তিনি অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৯৩ খ্রি. ফিকহ বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

---

১. গবেষক ৩১/০৩/০১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ০৪/০২/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

কর্ম জীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৯০ খ্রি. খুলনা জেলার বৈটেঘটা থানার ফুলবাড়ী আলিম মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৬ খ্রি. সাতক্ষীরা মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় বর্তমানে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১) মও. এম. জাকির হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), বগুড়া সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

২) মও. এ. মুমীন, অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা আদর্শ মহিলা মাদ্‌রাসা।

৩) মও. বদরুল আলম, অধ্যক্ষ, দূর্গারিপুর ফাজিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মও. এম. নূরুল ইসলাম আরবি এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১) ১৯৯৫ খ্রি. তিনি সাতক্ষীরা জেলার প্রতাপনগরে বায়তুল আমান নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২) ২০০০ খ্রি. তিনি Ideal Social Organization নামে একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংস্থাটির কাজ হল দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।[১]

ড. মোঃ আকতার হোসেন (জ. ১৯৭৪ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: মোঃ আকতার হোসেন, পিতার নাম, মরহুম ফৈমুদ্দীন গাজী। তিনি ১৯৭৪ খ্রি.র ১লা অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার দেউলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি নিজ এলাকার একটি মক্তবে ভর্তি হন। মক্তব্যের শিক্ষা সমাপনীর পর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৯ খ্রি. দাখিল পরিক্ষা ১ম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৯১ খ্রি. মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীন আলিম ও ১৯৯৩ খ্রি. ফাজিল প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯৯৭ খ্রি. তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ অধীন আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন। ১৯৯৭ খ্রি. উক্ত বিভাগ থেকে মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন। ২০০৪ খ্রি. ইবি -এর অধীনে তিনি এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ''الموضوعات فى سنن ابن ماجه: دراسة تحليلية نقدية ২০০৮ খ্রি. তিনি ইবি-এর অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পিএইচ.ডি ডিগ্রীতে তাঁর গবেষণার শিরোনাম ''আল্লামা শাওকানী (র.): ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান।''

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ২০০২ খ্রি. ৩১ ডিসেম্বর হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি উক্ত বিভাগে পদোন্নতি পেয়ে ২০০৪ খ্রি. ৩১ ডিসেম্বর সহকারী অধ্যাপক এবং ২০০৮ খ্রি. ২১ অক্টোবরে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন।

গবেষণামূলক প্রকাশনা

১. বিবাহের ওয়ালীমা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও দেশীর প্রচলন, ২০০৬ খ্রি. এপ্রিল-জুন মাসে ইফাবা গবেষণা পত্রিকা, ৪৫বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যাতি প্রকাশিত হয়।

২. ইসলামী শরীয়াতে তাকলীদ: দলীল ভিত্তিকবিশ্লেষণ, ২০০৮ খ্রি. জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ৪৮ বর্ষ সংখ্যা, ইফাবা গবেষণা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৩. دى ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ জার্নাল- ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় গৃহিত। سنن ابن ماجة ومننزلتة الكتب الستة

৪. আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল ১১তম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় গৃহীত। ترجمة أبي داود ومنزلتة ستة بين الكتب الستة

১. গবেষক ৩১/০৩/১২ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৫. الوسيلة وانواعها ومشروعتها على ضوء القران والسنة দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ জার্ণাল ১৩তম খণ্ড, ২য় সংখ্যায় গৃহীত।

৬. الوضع في الحديث وجهود العلماء فى مقاومته The Journal of the IIER-2006, গৃহীত।

৭. সুনানু ইবনে মাজার মাওদু প্রসংগ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'' ইফাবা গৃহীত।[১]

ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান (জ. ১৯৭৪ খ্রি.)

জন্ম: ১৯৭৪ খ্রি. ১ জানুয়ারিতে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার বাগুয়াড়ী [২] গ্রামে এক সাম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আনছার আলী ও মাতার নাম খন্দকার ছালেহা বেগম। তাঁর পিতামহ সৈয়দ জুলফিকর আলী এলাকার একজন শিরাবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন: শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নিজ এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন, এরপর তিনি ১৯৮২ খ্রি. বাগুয়াড়ী সিনিয়র মাদ্‌রাসা ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৮ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাস করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা থেকে তিনি ১৯৯০ খ্রি. আলিম ও ১৯৯২ খ্রি. ফাজিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেন। ১৯৯১-৯২ সেশনে তিনি বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে অর্নাস (সম্মান) পরীক্ষায় শতকরা ৮৩% নম্বর পেয়ে বিভাগ ও অনুষদে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৯৫ খ্রি. মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে বিভাগ ও অনুষদে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন এবং মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ 'চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুহাম্মদ বিন জামে'আ সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত العلوم والشرعية واللغة العربية কোর্সে অংশ গ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এছাড়া তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত الدورة التدريبية للعلوم اللغة العربية والثقافة الاسلامية কোর্সে অংশ গ্রহণ করে Excellent সীপ অর্জন করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ২০০১ খ্রি. ১২ এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় আল- হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি পদোন্নতি পেয়ে ২০০৩ খ্রি. ৮ আগস্ট সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ২০০৮ খ্রি. ৩১ মে পদোন্নতির মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যাপক পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

এম. ফিল ডিগ্রী অর্জন: তিনি ২০০৩ খ্রি. এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। গবেষণার শিরোনাম ''মওলানা মুহাম্মদ আলী শাহ্ ইরানী (র.) ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান''। এছাড়া তিনি ২০০৮ খ্রি. পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'আল-আল্লামা ইউসূফ বিন্‌নূরী ওয়া খাদামতুহু ফি ইলমিল হাদীস''।

ভাষা জ্ঞান: তিনি মাতৃভাষা বাংলা ইংরেজি, আরবি ভাষার পরাদর্শী ও উর্দু ফার্সি ভাষার Wording Knowledge.

গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা

১. Manakib: Abdullah ibn wamar (R.) His contribution to ilmil Hadith (Arabic) তিনি প্রবন্ধটিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর ইল্‌মুল হাদীসে তাঁর অবদানের কথা আরবি ভাষায় বর্ণনা করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) ছিলেন মুকাসসিরূন তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণকারী সাহাবীদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০টি ।

---

১. গবেষক ১১/১০/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. বাগুয়াড়ী যশোর জেলার অভায়নগর উপজেলার ৭ শুভরাড়া ইউনিয়নের একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম। জনবহুল অধ্যষিত এই এলাকাটিতে বিখ্যাত দরবেশ হযরত খান জাহান আলী আগমন করেন এবং এ এলাকার জনকল্যাণের জন্য একটি দীঘি খনন করেন যা খান জাহান আলী দিঘী নামে পরিচিত।

২. Manakib: Abdullah ibn masud (R.) His contribution ilmil Hadith (Arabic). এই প্রবন্ধে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ (র.)-এর হাদীসে নববীতে তাঁর অবদানের কথা আরবী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) ছিলেন মুতাত্তয়াসসিতুন তথা মধ্যম স্তরের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি সর্বমোট ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৩২ হি. খ্রি. তিনি মদিনায় মতান্তরে কূফায় ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর এর অধিক।

৩. Torzomatu Jabir ibn Abdullah (R.): His contribution to Hadisiun Nabuby (Arabic). এই প্রবন্ধে হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর হাদীসে নববীতে তাঁর অবদানের কথা আরবি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) ছিলেন মুকাসসিরূন তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫৪০ টি। ৭৪ মতান্তরে ৭৮ হি. খ্রি. ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. Torzmatu Belal ibn reban: His contribution to Hadith (Arabic). এই প্রবন্ধে বিলাল ইবন রিবাহ-এর হাদীসে তাঁর অবদান আরবি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত বিলাল ইবন রিবার (রা.) ছিলেন মকিললূন তথা স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তিনি সর্বমোট ৪৫ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৭৪ হি. খ্রি. তিনি কূকায় ইন্তেকাল করেন।

৫. Torzomatu imam Abu Daud and his contribution to ilmil Hadith (Arabic). এই প্রবন্ধে ইমাম আবু দাউদ (রা.)-এর ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদানের কথা আরবি ভাষার বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রা.) ছিলেন সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়নকারী প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে একজন।

৬. Asma Binte Abu Bakkor: Her contrioin to Sunnah (Arabic). এই প্রবন্ধে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর সুন্নাহ এর প্রতি তাঁর অবদানের কথা (আরবি) ভাষার বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা). ছিলেন মুসলিম মাতা হযরত আয়শা (রা.)-এর বৈমাত্রীর বোন।

Torzomatu Abi Bakkor: His contribution to Hadisun Nababi (Arabic) : যা এই প্রবন্ধে হযরত আবু বরক (রা.)-এর হাদীসে নববীতে তাঁর অবদান আরবি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবু বরক (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং প্রথম আশাররায়ে মুবাশ্শারা। তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন।

৭. Torzomatu wmar ibn khattab his contribution to ilmil Hadith (Arabic). এই প্রবন্ধে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান সর্ম্পকে আরবি ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।

৮. পাক-ভারতে হাদীস চর্চায় বানুরী (র.)-এর অবদানের উপর প্রবন্ধ রচনা করেন।[১]

মওলানা এম. মোস্তাফা শামসুজ্জামান (জ. ১৯৭৫ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: এম. মোস্তাফা শামসুজ্জামান, পিতার নাম, মরহুম আবু মোতালেব। তিনি খুলনা জেলার কয়রা থানার বামিয়া গ্রামে ১৯৭৫ খ্রি. ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: তিনি তাঁর নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করা পর ঘুগরাকাঠি ফাজিল মাদ্‌রাসা (খুলনা) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি নকশা ডি. এফ. দাখিল মাদ্‌রাসা (কয়রা) ভর্তি হন এবং ১৯৮৯ খ্রি. দাখিল পাশ করেন। দাখিল পাশ করার পর তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯১ খ্রি. আলিম, ১৯৯৩ খ্রি. ফাজিল এবং ১৯৯৫ খ্রি. হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৬ খ্রি. খুলনা বি.এল কলেজ থেকে প্রাইভেট স্নাতক ও ১৯৯৯ খ্রি. প্রাইভেট ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১. গবেষক ১০/১০/০৯ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

কর্মজীবনঃ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৯৭ খ্রি. ঝিনাইদহ কামিল মাদ্‌রাসায় আরবি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ খ্রি. সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মও. আনোয়ারুল ইসলাম, আরবি প্রভাষক, শ্যামনগর ফাজিল মাদ্‌রাসা সাতক্ষীরা।

২. মও. জিয়াউর রহমান, আরবি প্রভাষক,শ্যামনগর ফাজিল মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

৩. মও. আবু সাঈদ, আরবি প্রভাষক, রইসপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিঃ মও. এম. মোস্তফা শামসুজ্জামান আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন।

গ্রন্থবলী

১. সহজ নাহু ও তারকীর শিক্ষা।

২. এসো আরবি ব্যাকরণ শিখি।[১]

মওলানা মুহাম্মদ আযাদ হুসাইন (জ. ১৯৮৩ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ মুহাম্মদ আযাদ হুসাইন, পিতা-মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ, মাতা-মোসাম্মৎ রহিমা বেগম, তিনি খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার মধ্য বানিয়াখালী গ্রামে ১৯৮৩ খ্রি. ০১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের বানিয়াখালী ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা থেকে আরম্ভ করেন। এরপর ১৯৯৭ খ্রি. আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পাস করেন। অতঃপর তাঁর মেধাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি অত্র মাদ্‌রাসা থেকে আলিম, ফাযিল ও কামিল (তাফসীর) কামিল (হাদীস) কৃতিত্বের সাথে অর্জন করেন। এরপরও তার লেখা-পড়া শেষ হয়নি তিনি ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ কওমী মাদ্‌রাসা থেকে সুনামের সাথে তাখাস্‌সুফ ফিল হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ তিনি ২০০৫ খ্রি. ২২ আগস্ট ঢাকার ডেমরাস্থ দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। পাশাপাশি তিনি ০১-০৯-২০০৫ তারিখ বাইতুর রহমত জামে মসজিদ (দনিয়া, ঢাকা-১২৩৬) ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদান করেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দঃ

১) মরহুম আমজাদ হুসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা

২) মওলানা মুফতি মুস্তফা হামিদী, উপাধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা

৩) ড. মওলানা সাইয়্যেদ শরাফত আলী, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা

মওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী (জ. ১৯৮৪ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ মুহাম্মদ ওসমান গণী। পিতা- মৌলভী মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মাতা- মরহুমা শাহিদা বেগম, তিনি ১৯৮৪ খ্রি. মে মাসের ১০ তারিখে বৃহত্তর রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়ে জেলার সদর উপজেলা অটোয়ারি সদরে গিরাগাঁও গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ তিনি প্রাথমিক জীবনে দানবীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর গিরাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করেন। মির্জাপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনো করেন। মূলত মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা শুরু করেন ৮ম শ্রেণি থেকে। তিনি লক্ষীপুর ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় দাখিল ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ৮ম শ্রেণিতে মেধা বৃত্তি লাভ করেন। একই

১. গবেষক ৩০/০৩/১১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। তিনি আরো নিশ্চিত হয়েছেন যে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর নাম বর্ণনা করলেও কোন কপি জমা নেই।

মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষা দিয়ে ১৯৯৯ খ্রি. প্রথম বিভাগ লাভ করেন। এরপর তিনি বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রাণকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় আলিমে ভর্তি হন। ২০০১ খ্রি. আলিম জামাতে ১ম শ্রেণিতে ১৯তম হন। ছারছিনা থেকে ২০০৩ ফাযিল ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান ও ২০০৫ খ্রি. কামিল হাদীস বিভাগে ১ম শ্রেণিতে ১০ম এবং ২০০৭ খ্রি. তাফসীর বিভাগের ১ম শ্রেণি লাভ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি ২০০৭-০৯ পর্যন্ত ঢাকার জামেয়া রহমানিয়া সাতবাড়ী মুহাম্মদপুর থেকেই ইফতা বিভাগে অধ্যয়ন করে ১ম শ্রেণিতে মুমতাজ হন। এর সাথে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি ঢাকায় বি.এ. (অনার্স) এ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন।

কর্মজীবনঃ তিনি দিনাজপুরী হুজুর ছারছিনা জামেয়ায়ে নেছারিয়া দ্বীনিয়ায় ২ বছর খেধমত করেন। এরপর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক পদে ২০০৭ খ্রি. থেকে আপন মহীমায় কুর'আন, হাদীসের সৌরভ বিতরণ করে আসছেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দঃ

১) মরহুম আঃ রব খান, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মরহুম আমজাদ হুসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মওলানা মুফতি মুস্তফা হামিদী, উপাধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) ড. মও. সাইয়্যেদ শরাফত আলী, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইল্‌মে হাদীস চর্চায় খুলনা বিভাগের অবদান স্মরণীয়। দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মুহাদ্দিসগণের খেদমত বিস্তৃত হয়ে আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে আলিয়া ও কওমী মাদ্‌রাসা। এছাড়া কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হাদীসের ব্যাপক খেদমত পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিম্নে যে সকল বিভাগে হাদীসের ব্যাপক খেদমত হয়েছে সে সকল বিভাগের প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহে পরিচিতি ও হাদীসের খেদমত শুরুর তারিখসহ অন্যান্য তথ্যাবলী আলোচনা করা হলো। প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশে দুই শ্রেণির মাদ্‌রাসা বিদ্যমান। (১) সরকার পরিচালিত মাদ্‌রাসা (২) দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসারী কওমী মাদ্‌রাসা।

(১) সরকার কর্তৃক পরিচালিত আলিয়া মাদ্‌রাসা বলতে যে সকল মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক পরিচালিত হয়। তারা সরকার থেকে অনুদান ও বেতন পান। অবশ্য পূর্ণ সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা ৩টি। (১) মাদ্‌রাসায়ে-ই-আলিয়া ঢাকা। (২) সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা। (৩) বগুড়া মোস্তফারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

ঢাকা বিভাগের আলিয়া মাদ্‌রাসা

আলিয়া মাদ্‌রাসা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস

আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রাচীন ও সুদীর্ঘ। ১৯৭৬ খ্রি. মোল্লা মাজেদুদ্দিন কলিকাতায় বসবাস করতেন।[১] তিনি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ও মোল্লা নিজামুদ্দীন (দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক) এর শিষ্য ছিলেন।[২] এরপর মুসলমানদের ইচ্ছা অনুযায়ী ১৭৮০ খ্রি. অক্টোবর মাসে কলিকাতা শহরের বৈঠকখানার (শিয়ালদা স্টেশন) একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদ্‌রাসার উদ্বোধন করা হয়। দরসে নিজামীয়ার রীতি অনুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিষয় প্রবর্তন করা হয়। মাদ্‌রাসা ব্যয় নির্বাহের সকল দায়িত্ব গভর্ণর নিজেই গ্রহণ করেন।[৩]

এটিই পরবর্তীকালের স্বয়ংসম্পূর্ণ আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাথমিক রূপ। এই মাদ্‌রাসায় দরসে নিজামীয়ার পাঠ্যসূচি ১৭৯০ খ্রি. পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর পাঠ্যসূচি নতুনভাবে পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়। ১৯২৭ খ্রি. কলিকাতার ওয়েলেসলী স্ট্রীটের পার্শ্বে গোল তালার (বর্তমান হাজী মহসীন স্কয়ার) এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে এ মাদ্‌রাসা স্থানান্তরিত করা হয়। এর নামকরণ করা হয় কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা।[৪] ১৭৯০ খ্রি. পর্যন্ত উহার পাঠ্যতালিকা সাধারণত: দরসে নিযামিয়া অনুসারেই থাকে। যাতে হাদীসের মেশকাত শরীফ ও তাফসীরের জালালাইন ও বায়যাবী শরীফ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর ইহার পাঠ্যতালিকা থেকে হাদীস ও তাফসীরকে বাদ দেয়া হয় এবং ১৯০৮ খ্রি. পর্যন্ত ১১৮ বৎসর কাল এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে।[৫]

১৯০৯-১০ খ্রি. কলিকাতা ও হুগলী মাদ্‌রাসায় আর্লকমিটির মানে নতুন শিক্ষানীতি ও পাঠ্য বিষয় চালু করা হয়। পূর্বে মাদ্‌রাসায় সর্বমোট ৮টি ক্লাস চালু ছিল। আর্লকমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এখন হতে সর্বমোট ১১টি ক্লাস চালু করা হলো। (ছয়টি জুনিয়র ও পাঁচটি সিনিয়র)। সিনিয়র ক্লাসের সর্বোচ্চ আরো তিনটি ক্লাস টাইটেলের জন্য প্রবর্তন করা হয়। টাইটেল ক্লাস পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সমমানের। অতএব টাইটেল ক্লাসসহ মাদ্‌রাসায় সর্বমোট ক্লাস চৌদ্দটি হলো। টাইটেল ক্লাসের হাদীস ও তাফসীর বিভাগের উদ্বোধন করা হয় ১৯০৯ খ্রি.।[৬] পরবর্তীকালে এই মাদ্‌রাসার মডেল অনুযায়ী যে সকল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে আলিয়া ধারার হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৭] বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের

---

১. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস* (ঢাকা: ই.ফা.বা. আগস্ট-২০০১), পৃ. ৩২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১ম খ, পৃ. ৩৬; ড. মোহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

৬. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, মোস্ড়ফা হার ন অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২

৭. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

আমলে ১৮৭৪ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার মডেলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি মাদ্‌রাসা জামা'আতে উলা বা বর্তমান ফাযিল পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার পর বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ এইসব মাদ্‌রাসা ছিল মুসলমানদের জন্য স্থাপিত প্রথম সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা নামে এ তিনটি মাদ্‌রাসা এতদঞ্চলে চার দশক (১৮৭৪-১৯১৫) ধরে হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।[১]

কালক্রমে মাদ্‌রাসা শিক্ষা পরিব্যপ্তি লাভ করে এবং ১৯১৫ খ্রি. মাদ্‌রাসায় নিউস্কিম[২] পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী যারা হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষা পাস করে তারা সাধারণ শিক্ষার ম্যাট্রিকুলেশন এর সমমান সনদ অর্জন করেন। ১৯৪৭ খ্রি. পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদ্‌রাসা একজামিনেশন, ক্যালকাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত।[৩] ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় প্রিন্সিপ্যাল জিয়াউল হক ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় এর বিরাট লাইব্রেরীসহ এটা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত এটার সদরঘারেটর নিকট ঢাকা মুসলিম গভঃ হাই স্কুলের ডাফরিন নামক ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং ১৯৬০ খ্রি. বক্‌সী বাজারে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়।[৪]

মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৪৮ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনে মাদ্‌রাসার আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রি. ঢাকায় বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারী ও সরকার অনুমোদিত সকল মাদ্‌রাসা এ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ খ্রি. থেকে মাদ্‌রাসায় দাখিল এর পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়।[৫]

১৯৭১ খ্রি. পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ নামকরণ করে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরে যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌সারা শিক্ষার পরিবর্তন আনা হয়।[৬] উল্লেখ্য যে, দাখিল স্তরকে ১৯৮৫ খ্রি. থেকে এস.এস. সি. আলিম স্তরকে এইচ. এস. সি. সমমান দেয়া হয়। ফাযিল শ্রেণিকে বি. এ. সমমান এবং কামিল শ্রেণিকে এম.এ. সমমান ধরা হয়। দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে মানবিক ও বিজ্ঞান শাখা চালু আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ফাযিল ও কামিল শ্রেণিকে সর্বক্ষেত্রে বি.এ. ও এম.এ ডিগ্রীর সমমনা ধরা হয় না। এসব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আলিয়া মাদ্‌রাসা বলা হয়।[৭]

স্তর বিন্যাস কর নিম্নরূপঃ

এবতেদায়ী (সমাপনী) ৫ বছর

৮ম (জেডিসি)	২ বছর
দাখিল	২ বছর
আলিম	৩ বছর
ফাযিল	২ বছর
কামিল	২ বছর

মোট ১৭ বছর

---

১. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

২. নিউস্কীম বা রিফর্মড মাদ্‌রাসা স্কীম ছিল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা জাত্যাভিমানে আচ্ছন্ন, ইংরেজি শিক্ষা বর্জনকারী ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ড় বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। নিউস্কীম পদ্ধতির প্রধান র"পকার ও প্রবর্তক ছিলেন শামসুল উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ এম.এ.আই.ই.এস (১৮৭২-১৯৫৩) তিনি কার্যক্রম শুর" করেন ১৯০৬ খ্রি. থেকে।

৩. মুহাম্মদ আহসান উলণ্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্র. ২৯২

৫. মুহাম্মদ আহসান উলণ্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬. প্রাগুক্ত।

৭. মোহাম্মদ আব্দুশ শুকুর, ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা, *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা* (ময়মনসিংহ: জেলা পরিষদ, ১৯৮৭), পৃ. ১৯-২০

আলিয়া ধারার মাদ্‌রাসাসমূহ দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিলের পাঠ্যসূচিতে হাদীস অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে কামিলে চারটি বিভাগ প্রচলিত রয়েছে, এগুলো হলো:

১) কামিল হাদীস বিভাগ।

২) কামিল তাফসীর বিভাগ।

৩) কামিল ফিক্‌হ বিভাগ।

৪) কামিল আদব (আরবী সাহিত্য) বিভাগ।[১]

১৯৮৫ খ্রি. থেকে কামিল শ্রেণিতে কামিল হাদীস বিভাগ, কামিল ফিক্‌হ বিভাগ, কামিল তাফসীর বিভাগ, কামিল আদব বিভাগ, মুজাব্বিদ-এ-কামিল নামে মোট পাঁচটি বিভাগ বা গ্রুপের প্রবর্তন করা হয়।[২]

ঢাকা বিভাগে হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা অনেক প্রাচীন নগরী। ঢাকা ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরব মণ্ডিত। যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার নবীনতম স্বাধীন রাষ্ট্র শষ্য, শ্যামলা বাংলাদেশ হিমালয়ান উপমহাদেশে ২০৩৪° ১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তটে হাজার কালের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা দেশের কেন্দ্রবিন্দু বা প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে।[৩] এ ব-দ্বীপের ইতিহাস জীবনের ক্রমবিকাশের ছন্দে, তার ক্রমশ অগ্রগতির বিচার আমাদের কাছে নাটকীয়ভাবে প্রতিভাত। চারদিকে পানি এরপর অরন্যের নানা রকমের গাছপালা ক্রমান্বয়ে পাখি, সরীসৃপ, নানা রকমের স্তন্যপায়ী জীব-জন্তু এবং সবার শেষে মানুষ। এরপরই মানুষের কথা, মানুষ বসতির কথা। সভ্যতার ধারা ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।[৪] এরই ক্রমবিকাশের ছন্দে বৃহত্তর ঢাকা জেলায়ও হাদীস চর্চা ও ইসলামের আগমনের ইতিহাস সমৃদ্ধ।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় কে কখন ইসলামের দাওয়াত[৫] পৌঁছায় এবং কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা সূচনা করেছিলেন তার কোন সঠিক তথ্য আমাদের কাছে না থাকলেও সপ্তম শতাব্দীতে না হলেও অল্প কিছুদিন পরেই সমগ্র বাংলায় ব্যাপক ইসলাম প্রচার ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা সূচনা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃহত্তর ঢাকা জেলায় কখন কিভাবে কাদের মাধ্যমে হাদীস চর্চা ও বিকাশ লাভ করে এর সঠিক কোন তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া না গেলেও সমকালীন কতিপয় গবেষণার আলোকে উক্ত বিষয়ের ধারা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার ইতিহাসকে দু'পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হলো। প্রথমত: বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার সূচনাকাল। দ্বিতীয়ত: বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার বিকাশ।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার হাদীস চর্চার সূচনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আরব দেশসমূহে ইসলামের দাওয়াত ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'ঈ ও তাবে-তাবে'ঈগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত শ্রম-সাধনার ফলে প্রথম যুগেই ইসলাম তথা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা সূচনা পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল, পূর্বে চিন, পূর্ব-দক্ষিণে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা বর্মীয় তথা সমগ্র মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[৬] খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে কয়েকজন

---

১. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অফিস রেকর্ড।

২. প্রাগুক্ত।

৩. আহমেদ মির্জা খবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৭

৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫. দাওয়াহ শব্দটির অর্থ আহ্বান, কোন ব্যক্তি নিজস্ব উদ্দেশ্যে বা মতবাদের দিকে অন্যকে বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঙ্গত উপায়ে পদ্ধতিগত আহ্বান করাকে তথা মেনে নিতে প্রভাবিত করা, দিক-নির্দেশনায় সর্বময় প্রচেষ্টাকে দাওয়া বলা হয়। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে সে ধরনের আহ্বান করা হলে তাকে বলা হয় ইসলামী দাওয়াহ। দ্র. ড. আহমদ গালোশ, *আদ্‌দাওয়াতুল ইসলামিয়া* (কায়রো: দার‌ুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৯-১০

৬. দাওরাহ হাদীসের ছাত্রবৃন্দ সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

ধর্ম প্রচারক হযরত মামুন ও হযরত মোহায়মিন (রা.)-এর নেতৃত্বে ইসলাম তথা কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমন করেন। দ্বিতীয়বার হযরত হামেদুদ্দীন, মুর্তজা, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব (র.) একই উদ্দেশ্যে একটি অভিযান নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন।[১]

সে সময় আরব ও মধ্য এশিয়ার অনেক পীর[২] দরবেশ ও সূফী[৩] ইসলাম ধর্ম তথা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৪] এখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ী দরবেশ ও সূফী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত তথা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বহন করে আনেন।[৫] তারা হলেন সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী।[৬] চট্টগ্রামে, সৈয়দ সুলতান মাহী সাওয়ার, প্রথম ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহস্থান গড়ে ইসলাম প্রচার করে। তিনি ১০৪৭ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলাসহ বর্দ্ধমান জেলার মদনপুরে ইসলামরে প্রচার করেন। তিনি ১০০৫ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। বাবা আদম শহীদ প্রথমে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে পরে বগুড়ায় ইসলাম তথা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। এ ছাড়াও বিশেষ করে শাহ নি'য়ামাতুল্লাহ বুতশীকন (র.), হযরত সূফী মোঃ দায়েম (র.), হযরত মওলানা শাহ্ আব্দুর রহীম (র.) ইব্রাহীম দানেশ মন্দ (র.), কাশ্মীরে শাহ্ (র.), খাজা চিশতী (র.), মওলানা সূফী নজমুদ্দীন (র.), নি'য়ামাতুল্লাহ শাহ্ (র.), হযরত নূরী শাহ্ (র.), বাবা বাহারাম শাহ্ (র.), হযরত মাসুদ শাহ্ (র.), হযরত মুহাম্মদ শাহ্ (র.), কাবুল শাহ্ (র.) শাহ্ ইরানী (র.) প্রমুখ মনীষীগণ বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার সূচনায় বিশেষভাবে অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের উপর নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার (র.)

তাঁর পূর্ণনাম হযরত মীর শাহ্ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার (র.)। বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার তথা কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদানের কথা স্মরণ করলে যে নামটি প্রথমে মনে হয় সেটি শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার (র.)। তিনি শাহ্ সুফী শায়খ তৌফিকের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। প্রায় ৩৬ বছর মুর্শিদের খেদমত এবং ইসলাম তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনার পর স্বীয় পীর কর্তৃক বাংলায় ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হন। বাংলার অধিবাসীরা তখন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক ছিলেন। তিনি সমুদ্র পথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। প্রথমেই তিনি উপকূলীয় অঞ্চল সন্দীপে অবতারণ করেন। সেখানে কিছুদিন কুর'আন ও হাদীসের খেদমত ও ইসলাম প্রচার করেন। এরপর তিনি ইসলাম তথা কুর'আনর ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামনগর গ্রামে আগমন

---

১. দাওরাহ হাদীসের ছাত্রবৃন্দ সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২. পীরঃ শব্দটি ফারসী, আরবীতে শায়খ বলা হয়। অর্থ মুরব্বী ও উস্‌ড়াদ, ইসলামের আমলী শিক্ষা তথা কুর'আন-সুন্নাহর ইল্‌ম হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে আলণ্ডাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির অধীন নফসকে যিনি ভস্মীভূত করার দীক্ষা দেন, ইসলামী পরিভাষায় তাকে পীর বা শায়খ বলা হয়। দ্র. মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.), *তাসাউফ তত্ত্ব* (ঢাকাঃ শান্ড়্ধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২৮

৩. সূফীঃ মানুষের মধ্যে যারা আলণ্ডাহর অধিকতর নিকটবর্তী তারাই সূফী নামে পরিচিত। ইসলামে সূফীবাদকে বলা হয় আত-তাসাউফ। তাসাউফ শব্দটি সূফী হতে উৎপন্ন। সূফী অর্থ পশম, তাসাউফ অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। মরমী তত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামী পরিভাষায় তিনি সূফী নামে অভিহিত। দ্র. নুর‍ল হোসেন খন্দকার, *শাহ সুলতান র‍মী* (ঢাকাঃআদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৮৭), পৃ. ১৫

৪. মোঃ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্‌ড়ানে ইসলাম* (ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৯৮), পৃ. ১৬-২০

৫. ড. মোঃ বেলাল হোসেন, ফেরদাউস আলম সিদ্দীকী, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমনঃ ধারা ও প্রকৃতি* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫), পৃ. ৭৯

৬. বায়েজীদ বোস্‌ড়মীঃ তাঁর পূর্ণ নাম সুলতানুল আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন, খলীফায়ে ইলাহী আলণ্ডামা হযরত বায়েজীদ বোস্‌ড়মী (র.)। তাঁর মৃত্যু হয় তাঁর জন্মস্থান বোস্‌ড়াম শহরে। সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রি.। বোস্‌ড়াম শহরে তাঁর কবর বিদ্যমান। দ্র. ড. এনামুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৪-১৪৫

করেন।[১] সে সময় বলরাম নামে এক হিন্দু রাজা হরিরামনগরে রাজত্ব করতেন। তিনি কালিদেবীর উপাসনা করতেন। সেখানের মন্দিরে ছোট-বড় মাঝারী বহু মূর্তির মাঝখানে কালি-কারলীর এক বিরাট মূর্তি স্থাপিত ছিল। শাহ্ সুলতান হরিরামনগরে পৌঁছায়ে রাজার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে পৌঁছেই তিনি উচ্চ-স্বরে আজান-ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। আযানের আশ্চর্য মহিমায় মন্দিরের মূর্তিগুলো একের পর এক ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এ অলৌকিক ঘটনার কথা অনতিবিলম্বে রাজার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি ভীত হয়ে দরবেশকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের ভূমিকা অবতীর্ণ হলেন। রাজা দরবেশকে নগর থেকে বহিষ্কার করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সেনাবাহিনী তাঁর কিছুই করতে পারল না। অবশেষে রাজা বলরাম নিজেই দরবেশের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাজা নিহত হওয়া ছাড়া দরবেশের কোন ক্ষতি করতে পারলেন না। রাজার মন্ত্রী দরবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হরিরমনগরে অবস্থানকালে হযরত বলখী বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থান গড়ের অত্যাচারী খত্রিয় শাসক পরশুরামের কথা জানতে পেরে সেখানে গমন করেন।[২] এখানে নানাবিধ ঘটনাসহ ইসলাম প্রচার তথা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

বাবা আদম শহীদ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সকল মনীষীগণ আগমন করেন। বাবা আদম শহীদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলায় আগমনকারী সূফী মুজতাহিদগণের অন্যতম। তিনি কখন এ দেশে এসেছেন তা জানা যায়নি। তিনি বিক্রমপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। বাংলা ও আসামে যে সমস্ত কাহিনী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সবার মনে বেদনার সঞ্চার করে। তাহল বাবা আদম শহীদের শাহাদাতের কাহিনী। তিনি একটি ছোট-খাট সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলার মাটিতে আস্তানা গাড়েন। তিনি হিন্দু জমিদার বা সামন্ত রাজাদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই তার মিশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অমুসলিমদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অপরাধে হিন্দু রাজা বা সামন্ত রাজারা মুসলমানদের উপর নানাবিধ নির্যাতন শুরু করেন। একদা রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে গরু কোরবাণীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ যাত্রীর মুখে তাকে নির্যাতনের কাহিনী শুনে বিক্রমপুর পরগনার আব্দুল্লাহপুরে উপস্থিত হন।

এখানে ইসলাম প্রচার করত যেয়ে বল্লাল সেনের সঙ্গে তার অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ শাহাদত বরণ করেন।[৩] এরপরও ইসলাম প্রচারের কাজ থেমে থাকল না। তাঁর অনুসারীরা ইসলাম তথা কুর'আন-হাদীস শিক্ষার কাজ চালু রাখেন।

আর অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম লাভ করলেন শহীদ উপাধি। দরবেশ শাহাদাত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হলো। সমগ্র এলাকায় ইসলামের বিজয় লাভ করল।[৪] আব্দুল্লাহপুরে দরবেশের মাজার অবস্থিত। মাজারের অদূরে "আদম শহীদের মসজিদ" নামে একটি জীর্ণ মসজিদও দেখা যায়। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে উৎকীর্ণ উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৮৮৮ হিজরী খ্রি. কাপুর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।[৫] এ শিলালিপি থেকে অন্তত এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৪৮২ খ্রি. পূর্বে বাবা আদম শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরই দরগাহ এবং দরগাহ সংলগ্ন মসজিদ নির্মিত হয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকশ বচর পর এসব মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। তিনি ১১৮৯ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। অত্র অঞ্চলে তাঁর বহু অনুসারী

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯; দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৬

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত।

৩. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ৪৬-৪৭; আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৬; দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫. ড. এনামুল হক, A History of Sufism in Bengal. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১; দেওয়ান নূরুল আনওয়ার হেসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

রয়েছে। তারা পরবর্তীতে ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

মওলানা শাহ্ সূফী নজমুদ্দীন (র.)

মৌলানা শাহ্ সূফী নজমুদ্দীন (র.) তিনি ঢাকা অঞ্চলের একজন সূফী সাধক দরবেশ ও কামিল পীর ছিলেন। তিনি কখন কোথা হতে ঢাকায় এসেছিলেন তার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি ঢাকা এলাকায়ও একজন ইসলাম ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা প্রচারক হিসেবে পরিচিত।[১]

খাজা চিশতী বেহেশতী (র.)

ঢাকা অঞ্চলের একজন সূফী সাধক ও কামিল পীর ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম খাজা শরফুদ্দীন (র.) তাঁর মাজার হাইকোর্টের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। তিনি চিশতিয়া তরিকার[২] অনুসারী ছিলেন। তিনি কখন এদেশে আসেন তা জানা যায় না। তবে মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে ইসলাম ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন বলে জানা যায়।[৩]

কাশ্মীরী শাহ্ (র.)

বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে যে কয়জন আল্লাহর ওলীর আগমন ঘটে তাঁর মধ্যে কাশ্মীরী শাহ্ (র.) অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউনুস। কাশ্মীরী শাহ্ তাঁর কুনিয়াত বা উপাধী।[৪] তিনি কাদেরিয়া তরীকার[৫] অনুসারী ছিলেন। তিনি ঢাকা অঞ্চলের ইসলাম প্রচার ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী ছিলেন। সম্ভবত তিনি ১৩৪৩ হি. ইন্তিকাল করেন।[৬]

হযরত মৌলানা শাহ্ আব্দুর রহীম (র.)

ঢাকা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল মনীষীগণ ইসলাম প্রচার ও কুর'আন হাদীসের বাণী প্রচারে ব্রত ছিলেন মওলানা সাহেব তাদের অন্যতম। তিনি একজন সূফী সাধক হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। তাঁর মাজার লক্ষ্মীবাজার মিঞা সাহেবের ময়দানে অবস্থিত। তিনি ১০৭৪ হি. জন্মগ্রহণ করেন।[৭] তিনি শুধু একজন একজন দরবেশ ছিলেন না, সমাজ সংস্কারকও ছিলেন বটে। চট্টগ্রামের শাহ্ সূফী আমানাত আব্দুর রহিমের পরবর্তী খলিফা, হযরত সূফী মোহাম্মদ দায়েম শাহ্ আব্দুর রহীমের পরামর্শে পাটনায় গিয়ে শাহ্ মুনায়েম থেকে কুর'আন-হাদীস, ইসলামী দর্শন, 'ইল্‌মে তাসাউফ এক কথায় মুসলিম ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র হজ্জ ব্রতও পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৮৫ হি. ইন্তিকাল করেন।[৮]

---

১. দেওয়ান নূর‍ল আনওয়ার হেসেন চৌধুরী সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

২. পাক-ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম চিশতিয়া তরীকার প্রচার শুর‍ ও সম্প্রসারিত হয়। ভারত বিখ্যাত সুফী সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) পাক ভারত ও বাংলাদেশে চিশতিয়া তরীকার প্রবর্তক। পারস্যের সিজিস্থান প্রদেশের সঞ্জয় শহরে ১১৪২ খ্রি. এবং ৫৭০ হিজরী সনে সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদের এ উপমহাদেশ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে কয়জন আলণ্ডাহর ওলী অবদান রেখেছেন তার মধ্যে গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) অন্যতম। খাজা চিশতি বেহেশতী ঢাকা শহরের একজন দরবেশ ছিলেন। তার মাজার হাইকোর্টের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। দ্র. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৩. দেওয়ান নুর‍ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৪. তিনি মূলত: কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তাকে কাশ্মীরী শাহ্ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

৫. কাদেরিয়া তরীকা: বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১ রমজান ৪৭১ হিজরী জিলান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবূ সালেহ মুছা জঙ্গী। সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকাভুক্ত সূফী-সাধকদের পর ভারত বাংলা ও এ উপমহাদেশে কাদেরিয়া তরীকার প্রচলন বাংলাদেশের সূফী-সাধকদের মধ্যে সৈয়দ মোঃ ইউনুস কাশ্মীরী শাহ্ কাদেরিয়া অনুসারী ছিলেন। তিনি ১৩৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সূফী তরীকার ন্যায় এ তরীকার মুরেদানরাও জিকির করে থাকেন। দ্র. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৭১

৬. দেওয়ান নুর‍ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

হযরত সূফী মোহাম্মদ দায়েম (র.)

তিনি কখন ঢাকায় আসেন তা জানা যায় না। তবে তিনি চট্টগ্রামের শাহ্ আমানাতের শাগরিদ ছিলেন।[১] এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁর মাজার ঢাকার আজিমপুর নিজ খানকার পার্শ্বে অবস্থিত। সূফী দায়েম তাঁর খানকাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী দর্শন, কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান বিতরণ করেন। তার খানকায় সব সময় ইসলামী দর্শন ও কুর'আন-হাদীসের দরসে মুখরিত থাকত। তিনি তার ছাত্র ও শাগরিদের খানকায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এভাবে তিনি অত্র এলাকায় কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান বিতরণ করে এলাকার জ্ঞান পিপাসু সকল মানুষের নিকট বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ বুতশিক (র.)

তাঁর নাম শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন[২] (র.)। তিনি কখন কিভাবে ঢাকায় আসেন এর সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যতদুর জানা যায় পূর্ব বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্বে তিনি ঢাকা অঞ্চলে আসেন। তিনি ইসলাম প্রচার ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের মানসে ঢাকায় একটি খানকা স্থাপন করেন। খানকাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ও তার আশে-পার্শ্বে সকল অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন, কোথায় লেখাপড়া শেখেন এসব কিছু জানা যায় না। তবে এটা সত্য যে বাংলাদেশে প্রথম থেকে যারা ইসলাম প্রচার তথা কুর'আন-হাদীসের বাণী প্রচার করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

বর্তমান ঢাকা মহানগরীর পুরানো পল্টন এলাকায় দিলকুশাবাগে শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকনের মাজার অবস্থিত।[৩] তাঁর মাজারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি মসজিদ বির্দমান।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার বিকাশ

পূর্বে হাদীস শাস্ত্রের সূচনা কালের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে হাদীস চর্চার বিকাশ তথা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রীক। বিশেষ করে কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তার ঘটে ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে একজন ধর্ম প্রচারক-ই-একজন শিক্ষাবিদের ভূমিকা পালন করেন। যেখানে শিক্ষাবিদরা আগমন করেছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে শিক্ষাগার। এরই পরম্পরায় হযরত উমর (রা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে যে সকল মনীষীগণ এ দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন তারা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, খানকাহ ইত্যাদি স্থাপন করেন বলে জানা যায়। কেননা তৎকালীন সময় আরব, ইরাক, ইরান, মিশরসহ আরব রাষ্ট্রগুলোতে কুর'আন-হাদীস শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। আর এদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তারা মূলত: কোন না কোন দেশ থেকে এসেছিলেন বিধায় তারাই একমাত্র হাদীস শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবীদার। এরমধ্যে বিশেষ করে মওলানা তকী উদ্দীন আরাবী, শায়খ

---

১. বুতশিকন: অর্থ প্রতিমাভঙ্গকারী। দরবেশের আঙ্গুলের ইশারায় মূর্তি ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে এ কুনিয়াতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকে এ এলাকায় আসেন। ইসলাম প্রচারে চেষ্টা করলে তিনি বাঁধার সম্মুখীন হন। স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে উৎপীড়ন করতে থাকে। একদিন তিনি তাঁর খানকায় ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এমন সময় হিন্দুরা দেব মূর্তি বিসর্জনের জন্য বুড়িগঙ্গায় যাওয়ার পথে তাঁর আস্ড়নার সামনে আসেন, সঙ্গে ঢাক- ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোরগোল করে তাঁকে বিরক্ত করে। দরবেশের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায় তিনি শোরগোলকারী শোভাযাত্রার লোকদের দিকে তাকিয়ে দেব মুর্তিগুলোর দিকে আঙ্গুলির ইশারা করেন। ফলে দেবমুর্তিগুলো মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রিরা এ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বিশিষ্ট হিন্দুদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তাদের অনেক শাহ্ নিয়মাতুলণ্ঢাহ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্র. দেওয়ান নুর"্ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

২. দেওয়ান নূর"্ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩. দেওয়ান নূর"্ল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সম্পাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ মানেরী প্রমুখ মণীষীগণ বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চার বিকাশে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হযরত শাহ্ মাখদুম গজনবী তাঁর ১৭জন সহচরসহ পশ্চিম বঙ্গের মোঙ্গলকোটে শাহ্ তুরকান শহীদ বগুড়ায়, শাহ্ তকীউদ্দীন আরবী রাজশাহী জেলার মহীসন্তষ এলাকায় সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। আর সে সময় যেহেতু কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিলনা, বরং ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল; সুতরাং এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, সে সব মাদ্‌রাসাসমূহে কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক শিক্ষাই চালু ছিল। এরপর ১২০২ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে বহু মসজিদ-মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয় এবং কুর'আন-হাদীসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

১২৭০ খ্রি. তোঘলোকীয় শাসনামলে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা দিল্লী থেকে তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। সেখানে তিনি উচ্চমানের মাদ্‌রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বহু জ্ঞান পিপাসু শিক্ষকের সমাগম ঘটে। ফলে সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষা ও হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি জীবনের শেষ অবধি সেখানে হাদীস, তাফসীর ও ইসলমে মা'রেফাতের শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী ছিলেন। সোনারগাঁয়ে এ হাদীস চর্চা কেন্দ্র বহু কৃতীমান হাদীস বিশারদের জন্ম দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া মানেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর চতুর্দশ শতাব্দীতে তথা ১৩০৩ খ্রি. হযরত শাহ্জালাল (র.) তাঁর ৩৬০ জন সহচরসহ পূর্ব বঙ্গে দ্বীন প্রচার ও ইল্‌মে দ্বীনের বিশেষ করে কুর'আন-হাদীস শিক্ষা বিস্তারে আগমন করেন। এ শতাব্দীর অন্যান্য ধর্ম প্রচারকরা হলেন, সৈয়দ আহমদ কেল্লাহ শহীদ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল প্রখ্যাত আলিম মওলানা আতা দিনাজপুরে শেখ আখি সিরাজুদ্দীন তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রস্থল গোড় ও পাণ্ডুয়ায় শাহ্ বদর উদ্দীন আল্লামা চট্টগ্রামে, সৈয়দ রেজা ইয়ামিনী উত্তর বঙ্গে হযরত রাসতি, শাহ্ কুমিল্লা ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে কুর'আন-হাদীস শিক্ষা সম্প্রসারের কাজ করেন। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে খানজাহান আলী ও তাঁর সুযোগ্য শীর্ষবর্গ যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। এতদ্ব্যতীত শেষ জনুরুদ্দীন বাগদাদ চিচিল শাহ্ গাজী শেখ হুছামুদ্দীন মানিকপুরী ও বদরে আলম শাহেদী এ শতাব্দীর খ্যাতিমান কুর'আন-হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার প্রচারক।

এরপর ষষ্ঠদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাহ্ মুয়াজ্জম দানেশ মান্দ রাজশাহী এলাকায়, শাহ্ জামাল উদ্দীন জামালপুরে খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশত বেহেশতী ঢাকায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। উল্লেখ্য, এ সময় সম্রাট শেরশাহ এ দেশে ইসলাম তথা কুর'আন-হাদীস শিক্ষা সম্প্রসারণে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে মোঘল শাসনামলে ইসলাম খান, শায়েস্তা খান, ইসলাম ও কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক শিক্ষা ধারা চালু করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। এরপর হাজী মহসীন উদ্দীন, সাইয়্যেদ নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া, কেরামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে এদেশে কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে বিপুল অবদান রাখেন।

যুগে যুগে উলমায়ে কিরামের সর্বদা প্রচেষ্টায় এ দেশে ইসলামের শ্বাশত বাণী ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফলে বর্তমানে প্রায় সহস্রাধিক মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কুর'আন ও হাদীসের গবেষণার কাজ চলছে। অভিসন্দর্ভের এ পর্যায়ে বৃহত্তর ঢাকা জেলার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের উপর আলোচনা করা হলো:

মওলানা তকীউদ্দীন আল-আরাবী (র.)

তিনি কোন সময় বাংলাদেশে আসেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে তার ছাত্র শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী ১২৯১ খ্রি. পরলোক গমন করেন।[১] এ থেকে অনুমীয় হয় যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। সম্ভবত: তিনি আরব দেশ

১. M.R. Tarafdar, Husain Shahi Bengal, p. 229, Calcutta review, vol. vii, p. 198; উদ্ধৃত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১, পৃ. ১৫

থেকে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমন করেন। তিনি রাজশাহী জেলার মাহীসুন বা মাহীসন্তোষে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[১]

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মওলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাটি বাংলাদেশের প্রথম মাদ্‌রাসা। যেখানে আরবী ও কুর'আন-হাদীসসহ ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে সোনারগাঁয়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সূফি, আলিম শায়খ শরফুদ্দীন-এর পিতা ইয়াহইয়া মানরীর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মাদ্‌রাসা থেকেই এ দেশে প্রথম হাদীস চর্চা বিকাশ লাভ করে।

ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন পরহেজগার খোদাভীরু প্রতিথযোশা, উচ্চ স্তরের ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন আলেম ছিলেন। ফলে অতি অল্প সময়ে তাঁর সুনাম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা মাহীসন্তোষ প্রতিষ্ঠিত তাঁর মাদ্‌রাসায় কুর'আন-হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সমবেত হতে থাকে। তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন, কোথায় ইন্তিকাল করেছিলেন, বাংলাদেশে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছিলেন কি-না এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র.)

বাংলাদেশে যে সকল খ্যাতিমান সাধক, ইসলাম প্রচারক ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তৎকালীন জ্ঞান অনুশীলনের কেন্দ্র রাশিয়ার বুখারা প্রদেশে জন্ম গহণ করেন। তিনি বুখারাতেই তিনি হানাফী মাযহাবের আইনবীদ আলিম ও ফকীহ ছিলেন। শুধু তাই নয়, তার ছিল হাদীস শাস্ত্রের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য। এ ছাড়া রসায়ন শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানেও তার বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবান (১২২৮-১২৮১খ্রি.) এর রাজত্বকালে রাশিয়ার বুখারা প্রদেশ হতে আনুমানিক ১২৬০ খ্রি. ভারতের দিল্লীতে আগমন করেন।[২]

তার ব্যবহার, ইসলাম প্রচার, হাদীসের শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ ও তারপর আধ্যাতিকতায় মুগ্ধ হয়ে দিল্লী বাসিরা তাঁর প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তিনি অতি অল্প সময় ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মানুষের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তাঁর বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা দেখে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবান (১২৬৫-১২৮৭) ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা করেন।[৩] সে কারণে সুলতান তাঁকে সোনারগাঁও যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে সোনারগাঁও যাওয়ার মনস্থ করেন। সোনারগাঁও যাওয়ার পথে তিনি শায়খ ইয়াহইয়া মানেরীর আতিথীয়তা গ্রহণ করেন। তিনি বিহারের মানের নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। শায়খ ইয়াহইয়া মানেরীর এক পুত্র ছিল শরফুদ্দীন।[৪] শরফুদ্দীনের মেধা ও জ্ঞান পিপাসা দেখে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী এবং তরুণ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার জ্ঞান সাধনা ও তাসাউফ সাধনায় মুগ্ধ হয়ে যান। বিধায় পিতা-পুত্রকে সন্তুষ্টচিত্তে আবু তাওয়ামার জ্ঞান সাধনা ও তাসাউফ সাধনায় মুগ্ধ হয়ে যান। বিধায় পিতা-পুত্রকে সন্তুষ্টচিত্তে আবু তাওয়ামার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়মা (র.) বালক শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৭০ খ্রি. সোনারগাঁও আগমন করেন।[৫]

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

২. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৩. এখানে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবান (১২৬৫-১২৮৭), অন্য মতে তিনি সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ (১২১০-১২৩৬)।

৪. জন্ম ১২৬৩ খ্রি.।

৫. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ কখন সোনারগাঁও আসেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। নুজহাতুল খাওয়াতির নামক উর্দূ গ্রন্থে উলেণ্ঢখিত হয়েছে যে, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ দিলণ্ঢীর সুলতান সামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের শাসনামলে (১২১০-১২৩৬ খ্রি.) সোনারগাঁয়ে আসেন। ড. মুহাম্মদ ইসহাক তাঁর রচিত "ইল্‌মে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশে অবদান" গ্রন্থে নুজহাতুল খাওয়াতিরে উলিণ্ঢখিত মতটি সমর্থন করেন। কিন্তু এ মতটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ গ্রন্থখানি সম্প্রতিককাল লিখিত ও ভারতের হায়দারাবাদ লেকে প্রকাশিত। যা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসমমির্থ মতামতে অবতীর্ণ। "মানাকিবুল আসাফিয়া" বর্ণনা মতে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৬৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন এবং

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও আগমন করে অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কুর'আন-হাদীসের ও ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য সোনারগাঁও-এ একটি মাদ্‌রাসা ও একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে এ মানের মাদ্‌রাসা বাঙলার কোথাও স্থাপিত হয়নি। বাংলা বহির্বিশ্ব হতে বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, সাধক সোনারগাঁয়ে আসতে থাকে। অচিরেই এ অঞ্চল কুর'আন-হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় এ সময় বহু স্থান থেকে অনেক খ্যাতনামা মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। আবু তাওয়ামাহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সোনারগাঁয়ে হাদীস, তাফসীরসহ ইসলামী নানা বিষয়ে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন। এ হিসেবে শায়খ তাওয়ামাকে বাংলাদেশে হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়। এখানেই আবু তাওয়ামার সর্ব প্রথম সহীহান অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর শিক্ষা দান শুরু করেন। এরপর এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকাইদসহ ইসলামী শিক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করে। অবশ্য তার পূর্বে মাহিসুনে মওলানা তকী উদ্দীন আরাবী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তা এতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। সোনারগাঁয়ের এ মাদ্‌রাসা বাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তা, আকীদা ও বিশ্বাস সংশোধনে ও কুর'আন-হাদীস অনুযায়ী যথার্থ ইসলামী সমাজ গঠনে যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর শাগরিদ মাখদুমুল মুলুক মানেরই গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দেন। মাখদুম মানেরই উস্তাদের খেদমতে দীর্ঘ ২২ বছর কাল অবস্থান করে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করেছিলেন। ১৮০ পংক্তিযুক্ত 'মাছনবী বলামে হক' তাঁর ফিক্‌হশাস্ত্র নামে একটি কাব্য গ্রন্থ।

এভাবে বাংলাদেশে হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষা-সাধনা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে আবূ তাওয়ামাহ ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[১] সোনারগাঁয়ে এ অসাধারণ পণ্ডিত মুহাদ্দীস, মুফাস্‌সির, আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও কামিল ওলীর মাজার রয়েছে।

শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী (র.)

শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী ১২৬৩ খ্রি. বিহারের 'মানের' শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী। তিনি বিহারের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। শরফুদ্দীন বাল্যকালেই ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শীতা লাভ করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সাথে শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলার সোনারগাঁওয়ে আগমন করেন। সেখানে তিনি অধ্যায়ন ও গবেষণার এত তন্ময় থাকতেন যে, বাড়ীর চিঠিপত্র পড়ার অবসর পেতেন না। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি একদিন সযত্নে রক্ষিত চিঠিগুলো পড়তে শুরু করলে একটির মধ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত উস্তাদ আবু তাওয়ামার কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ইসলামী জ্ঞান ও স্বপ্নের রুপায়ন দেখতে পান এবং নিজ কন্যার সাথে তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। শায়খ মানেরী ছিলেন তৎকালীন বাংলার ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের উজ্জ্বল রত্ন।[২] তিনি জন্মভূমির আহ্বানে ১২৯৩ খ্রি. সোনারগাঁও ত্যাগ করেন। তিনি ১৩৮১ খ্রি. পরলোকগমন করেন।

মাত্র ছয়-সাত বছরে তিনি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সঙ্গে সোনারগাঁও আসেন। ড. সগীর হাসান মাসুমী এ মত সমর্থন করেন। এ মতানুসারে শায়খ আবু তাওয়ামাহ শরফুদ্দীন ও বালক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৭০ খ্রি. সোনারগাঁও আসেন। দ্র. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২১; দেওয়ার নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্প: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮; ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

২. দেওয়ার নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-১০০

ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা

মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

ঢাকা আলিয়া বাংলাদেশের সর্ব প্রথম সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা। বড় লাট বিচক্ষণ ইংরেজ গভর্ণর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজনের বিবেচনায় ১৭৮০ খ্রি. অক্টোবর মাসে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠান করেন।[১] মওলানা মাজদুদ্দীন ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার পরই ১৭৮০ খ্রি. অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট একটি ভাড়া বাড়িতে দারসে নিজামীয়া রীতি অনুযায়ী এই মাদ্‌রাসার ক্লাসসহ সকল কার্যক্রম শুরু করেন।[২] ১৮২৭ খ্রি. এ প্রতিষ্ঠান কলিকাতার মুসলিম এলাকা ওয়ালেসলি স্ট্রিটের পাশে গোল তালার বর্তমান হাজী মহসীন স্কোয়ার এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে এ মাদ্‌রাসাকে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩]

তৎকালে ভারত উপমহাদেশে আলিয়া ধারার কোন কামিল মাদ্‌রাসা ছিল না। ফলে এতদাঞ্চলের ছাত্ররা হাদীসের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা করতেন। কামিল হাদীস বিভাগের জন্য এ মাদ্‌রাসা খুবই বিখ্যাত ছিল।[৪] এ মাদ্‌রাসা কলিকাতা থেকে ঢাকা স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগেরপর সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ ছাড়া আর সমুদয় বিভাগ, আসবাবপত্র, লাইব্রেরি, অফিস রেকর্ড ঢাকা শহরে স্থানন্তরিত করা হয়।[৫] সে সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ছিলেন জিয়াউল হক।[৬] ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় সংরক্ষিত ব্রিটিশ আমলের সেই আলমিরা, বইপত্র, আসবাবপত্র, এখনও অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে।[৭] তৎকালীন অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মওলানা জিয়াউল হক ও এ.ডি.পি. আই খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ স্থানান্তর সম্ভব হয়েছিল।[৮]

স্থানান্তর করার পর মাদ্‌রাসার নতুন নামকরণ করা হয় "মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা"। তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা শহরের লক্ষিবাজারস্থ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গনেও ডাফ্রিন মুসলিম হোস্টেলে এ মাদ্‌রাসা চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ খ্রি. ঢাকা শহরের বকশী বাজার এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে এ মাদ্‌রাসা স্থানান্তর করা হয়।[৯]

বর্তমানে এ মাদ্‌রাসা বাংলাদেশের অন্যতম কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিচিত। এটি সম্পূর্ণ সরকারী মাদ্‌রাসা, এ মাদ্‌রাসার কামিল হাদীস বিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যুগ যুগান্তরে যাঁরা এ মাদ্‌রাসায় হাদীস শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই দেশ বরেণ্য আলিম ও প্রথম সারির হাদীস বিশারদ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ সকল মুহাদ্দিসদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) মওলানা আলী আজম, ১৯১৯ খ্রি. থেকে ১৯৬৪ খ্রি.।

২) মওলানা আব্দুর রহমান আল-কাশগড়ী, ১৯১২ খ্রি. থেকে ১৯৭১ খ্রি.।

৩) মওলানা আব্দুল্লাহ নদবী, ১৯০০ খ্রি. থেকে ১৯৭২ খ্রি.।

---

১. রিপোর্ট অব দা মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি, ১৯৪৬, পৃ.৪; ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২. মওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮০), পৃ. ৪৩

৩. মওলানা মুহীদ্দীন খান ও সম্পাদনা পরিষদ, *মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা: অতীত ও বর্তমান*, *মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া* ১৩৮১, পৃ. ৫-৭।

৪. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৫. মওলানা আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ১১৫-১১৬; মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

৬. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২; محمد سكندر على بن محمد الدين ملا، جهود المحدثين في بنغلاديش ومكانتهم في التراث الإسلامى، (داكا: ١/١٢/٢٥٩) ص. ١٥٩.

৭. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৮. মওলানা মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯. মওলানা আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬, ১৩৩

৪) মওলানা যাফর আহমদ ওসমানী, ১৮৯২ খ্রি. থেকে ১৯৭৪ খ্রি.।

৫) মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এহসান, ১৯১৬ খ্রি. থেকে ১৯৭৪ খ্রি.।

৬) মওলানা মুমতাযুদ্দীন আহমদ, ১৮৮৯ খ্রি. থেকে ১৯৭৪ খ্রি.।

৭) মওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী, ১৯৩৫ খ্রি. থেকে ১৯৭৮ খ্রি.।

৮) মওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী, ১৯১৭ খ্রি. থেকে ১৯৯৩ খ্রি.।

৯) মওলানা এ. কে. এম. আয়ুব আলী, ১৯১৯ খ্রি. থেকে ১৯৯৫ খ্রি.।

১০) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, জন্মঃ ১৯২৮ খ্রি.।

১১) মওলানা ওবায়দুল হক, ১৯২৮ খ্রি. থেকে ২০০৭ খ্রি.।

মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার বহু কৃতি ছাত্র কর্মজীবনে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, আলিম তথা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এদের মধ্যে উপরোল্লেখিত মওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক (সাবেক উপাচার্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া) ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ড. তাহের আহমদ। দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম ও ড. মুহম্মদ সোলায়মান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য আবু বকর রফীক আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক খতীবী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ, ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী, মাসিক মদীনার সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দীন খান, ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালী, মাদ্‌রাসা আলিয়া ঢাকার হাদীস বিভাগের ছাত্র। ড. মওলানা অধ্যাপক এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে কামিলের অন্যান্য সকল বিভাগ রয়েছে। এ মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি ও অসংখ্য দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন প্রফেসর সিরাজউদ্দিন আহমদ।[১]

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, মীরহাজারীবাগ, ঢাকা (স্থাপিত-১৯৬৩ খ্রি.)

ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-দক্ষিণ উপকণ্ঠে যাত্রাবাড়ী সংলগ্ন মীরহাজারীবাগে ১৯৬৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় তা'মীরুল মিল্লাহ কামিল মাদ্‌রাসা। প্রথম দাখিল মাদ্‌রাসা হিসেবে একটি টিনসেড ঘরে এ মাদ্‌রাসার জন্ম হয়।[২] প্রখ্যাত আলিম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) ও অধ্যাপক গোলাম আযম এ মাদ্‌রাসায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।[৩] তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্ট মূলতঃ মাদ্‌রাসাটি পরিচালনা করে। প্রথম থেকে অদ্যাবধি মাদ্‌রাসা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্ট।[৪]

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে জমি দান করেছিলেন বর্তমান মুতাওয়াল্লী হাফেজ আলাউদ্দীনের পিতা মরহুম নূর মুহাম্মদ। প্রতিষ্ঠা লাভের পরই মাদ্‌রাসাটি দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এ মাদ্‌রাসা ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৪ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল 'হাদীস' বিভাগ-এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্‌রাসাটি বোর্ডের কেন্দ্র হিসেবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে ১৯৯৭ খ্রি.।[৫] শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান চাপে তা'মীরুল মিল্লাতে মীরহাজারীবাগস্থ ক্যাম্পাসের খোলা হয়েছে আরও দুটি শাখা। এরমধ্যে একটি স্থাপিত হয়েছে ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি. রাজধানীর ঢাকা উত্তর প্রান্তে টঙ্গী পৌরসভার

---

১. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

২. তা'মীর—ল মিলণ্ডাত কামিল মাদ্‌রাসা, বার্ষিকী-২০০০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩. মুহাম্মদ আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪. প্রাগুক্ত।

৫. অফিস রেকর্ড, তা'মীর—ল মিলণ্ডাত কামিল মাদ্‌রাসা; মোঃ আহসান উলণ্ডাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

কাছাকাছি ঢাকা-গাজীপুর মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এ ক্যাম্পাসটি তা'মীরুল মিল্লাত টঙ্গী শাখা নামে পরিচিত। এখানে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত সকল শ্রেণি চালু আছে।

নারী সমাজকে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজধানীর সায়েদাবাদের সামান্য পূর্ণ পার্শ্বে গোলাপবাগ মাঠের সন্নিকটে ২০০০ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসার মহিলা শাখা। এ তিনটি শাখার সম্মিলনে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা। বর্তমান মীরহাজীরবাগস্থ মূল ক্যাম্পাসে ৪,০০০ জন, টঙ্গী শাখায় ৩,০০০ জন এবং মহিলা শাখায় ১,০০০ জন ছাত্রী। সর্বমোট তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্‌রাসায় প্রায় ৮,০০০ জন শিক্ষার্থী একই সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে পড়াশোন করছে। এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদেরকে পড়ানোর কাজে নিয়োজিত আছেন প্রায় ১২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।[১] এখানে অধ্যক্ষ[২] পদে কর্মরত আছেন মওলানা মুহাম্মদ যয়নুল আবেদীন। এ প্রতিষ্ঠানে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেন মওলানা আবু নো'মান মুহাম্মদ রফীকুর রহমান, মওলান সালিহ আহমদ, মওলানা আ. ন. ম. হেলাল উদ্দীন, মওলানা এ. কে. এম. আব্দুর রশীদ, মওলানা মিজানুর রহমান, মওলানা মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মাদানী প্রমুখ।[৩]

কামিল হাদীসহ সকল শ্রেণির ক্ষেত্রে এ মাদ্‌রাসা অতি অল্প সময় সমগ্র বাংলাদেশে অভুতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করে। আধুনিক সিলেবাস, সুদক্ষ পরিচালনা, প্রয়োজনীয় ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণসহ সব মিলিয়ে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা দেশে শিক্ষাঙ্গন সংশ্লিষ্টদের জন্য অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৪] সাথে সাথে বাংলাদেশে আলিয়া ধারার যে সকল মাদ্‌রাসা দক্ষ মুহাদ্দিস ও আলিম সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে তন্মধ্যে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসার স্থান অন্যতম।[৫]

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (স্থাপিত-১৯৯০ খ্রি.)

অবস্থান: ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ডেমরা থানাধীন ডি.এন. ডি. প্রেজেক্টের ভিতরে সারুলিয়া বাজার ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মধ্যবর্তী স্থানে শুকুরসী গোরস্থান সংলগ্ন প্রায় তিন একর জমির ওপর নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদ্‌রাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকাল: ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) : ১ জানুয়ারি ১৯৯০ খ্রি.।
দাখিল (মাধ্যমিক) : ০১ জানুয়ারি ১৯৯২ খ্রি.।
আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক): ০১ জুলাই ১৯৯৪ খ্রি.।
ফাযিল (স্নাতক) পাস : ০১ জুলাই ১৯৯৬ খ্রি.।
ফাযিল (স্নাতক) অনার্স : ০১ জুলাই ২০১০ খ্রি.।
কামিল (স্নাতকোত্তর) : ০১ জুলাই ২০০৪ খ্রি.।

পাঠ্যক্রম: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সিলেবাসসহ আরবী ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরবীতে ৩০০ নম্বর (নাহু-ছরফ-আদব) এবং ইংরেজিতে ২০০ নম্বর (ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র) পড়ানো হয়। এ জন্যে আরবী ও ইংরেজি বিষয়ে নিজেদের রচিত পুস্তক অতিরিক্ত পড়ানো হয়। বিশুদ্ধ কুর'আন তেলাওয়াতের জন্য তা'লীমুল কুর'আন বিভাগের অধীনে নূরানী পদ্ধতিতে কুর'আন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিভাগ, ফাযিল শ্রেণিতে পাস কোর্সসহ আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এ

---

১. মোঃ আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

২. এ যাবতকাল তিনজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেছেন:

ক) মওলানা আবুল মুকাররিম মুহাম্মদ মুসলিম খ) মওলানা সাঈদ আহমদ গ) মওলানা মুহাম্মদ যয়নুল আবেদীন

৩. তা'মীর—ল মিলণ্ঢাত কামিল মাদ্‌রাসা (টঙ্গী শাখা) বার্ষিকী ২০০৬, পৃ. ২১-২৩

৪. মোঃ আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৫. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; মাদ্‌রাসা বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল, *মাদ্‌রাসা বার্ষিকী* ১৯৯৮, পৃ. ১৪

দুটো বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং কামিল শ্রেণিতে হাদীস বিভাগ চালু হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন পালনের জন্যে সহজ ফিক্‌হ ও সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক নির্ধারিত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশনা বিভাগঃ লেখা লেখির মাধ্যমে ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এ মাদ্‌রাসার রয়েছে একটি শক্তিশালী প্রকাশনা বিভাগ। এর অধীনে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছেঃ

১) মাসিক বিকাশ।

২) বার্ষিকী।

৩) শিক্ষা সফর স্মারক।

৪) স্মৃতি স্মারক।

৫) দেয়ালিকা (বাংলা, আরবী, ইংরেজি)।

প্রকাশনা বিভাগের আওতায় এ ছাড়াও আছেঃ

❖ বর্ষিক কার্যক্রম।

❖ একাডেমিক ক্যালেন্ডার।

শিক্ষাস্তর ও বিভাগঃ হাফেজী, ইবতেদায়ী, হাফিজে কুর'আনদের জন্য তাখসীসী জামায়াত, দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান), আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান), ফাযিল বি. এ. (পাস কোর্স), ফাযিল বি. এ. অনার্স ইন আল-কুর'আন এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৪ বছর মেয়াদী), কামিল এম.এ. (হাদীস) (২ বছর মেয়াদী)

শাখা প্রতিষ্ঠানঃ ০১. দারুননাজাত মহিলা মাদ্‌রাসা।

০২. নেছারিয়া হেফজ খানা।

০৩. সালেহিয়া ইয়াতিমখানা।

শিক্ষক-কর্মচারী : ১০২ জন।

ছাত্র সংখ্যা : প্রায় ৪০০০

একাডেমিক ভবনঃ সুবিশাল আধুনিক মানসম্মত পাঁচ তলা একাডেমিক ভবন

ছাত্রাবাস ভবনঃ ২টি পাঁচতলা ভবন সহ অন্যান্য মোট ১৫টি।

বর্তমান অধ্যক্ষঃ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক।

বিশেষ খতমঃ অত্র মাদ্‌রাসার একটি অন্যতম আকর্ষণ হল বিভিন্ন কিতাব খতম। নিবেদিত শিক্ষকগণ অধ্যক্ষের তত্ত্বধানে ক্লাস টাইম ছাড়াও সকালে, বিকালে এবং রাতে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে এসব কিতাব পাঠদান সমাপ্ত করে থাকেন। এসব খতমের মধ্যে রয়েছে বুখারী, তিরমিযী, মেশকাত ও জালালাইন শরীফ। এসব খতমের দরস শেষে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত ও কল্যাণ কামনা করে ভাবগম্ভীর পরিবেশে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[১]

মিছবাহুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা (স্থাপিত-১৯৭৫ খ্রি.)

টি.এন্ড টি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

রাজধানী ঢাকা শহরে প্রাণকেন্দ্রে মতিঝিল টি.এন্ড.টি কলোনীতে মিছবাহুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। এ মাদ্‌রাসাটি ১৯৭৫ খ্রি. স্থাপিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অসামান্য সুখ্যাতি অর্জন করে যাচ্ছে। ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৭ ও ২০০১ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল হাদীস বিভাগ সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ, কম্পিউটার বিভাগ ও হিফযুল কুর'আন বিভাগ রয়েছে। এ মাদ্‌রাসা সার্বিক উন্নয়নে মওলানা মুহাম্মদ শাহ্ জাহান মাদানী বহুবিধ অবদান রাখেন। তিনি দীর্ঘদিন এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কামিল বিভাগ সমৃদ্ধ করণে যথেষ্ট

১. গবেষকের সরাসরি সংগ্রহ অফিস রেকর্ড, দারুননাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ মাদ্‌রাসার বর্তমান এম.পিও ভূক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ২৮ জন। অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৫ জন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ জন। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৫৫২ জন। এদের মধ্যে ছাত্রী ১৯ জন। বিগত বছরগুলোর মত এ বছরও কামিল হাদীস বিভাগ অষ্টম স্থান অধিকারসহ ১৫ জন প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমান অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ শাহ্ জাহান মাদানী, মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন মাদানী। বর্তমান মাদ্‌রাসার গভর্ণিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ লুৎফর রহমান। ইসলামী শিক্ষা ও কুর'আন হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এ মাদ্‌রাসাটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[১]

জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী (স্থাপিত-১৯৭৬ খ্রি.)

নরসিংদী জেলার সদর থানার অন্তর্গত শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে পুরানপাড়া এলাকায় ১৪ একর জমির উপর এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭৬ খ্রি. ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী' গাবতলী মাদ্‌রাসা। রাসূল (সা.)-এর বাণী انا علی قاسم والله یعطی অনুসারে সৈয়্যদ কামালউদ্দীন জাফরীর প্রস্তাব মতে সর্বসম্মতিক্রমে মাদ্‌রাসাটির নামকরণ করা হয় জামেয়া কাসেমিয়া।

কালের সাক্ষী হিসেবে এখানে রয়েছে সুদৃশ্য সুবিশাল এক গাবগাছ। এ গাবগাছের নামানুসারে নতুন গড়ে উঠা এলাকা মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পরিচিতি অর্জন করেছে গাবতলী বলে। আর স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের কাছে জামেয়া কাসেমিয়া গাবতলী মাদ্‌রাসা বলেই পরিচিত। এ মাদ্‌রাসা ১৯৭৯, ১৯৮২, ১৯৮৫ ও ১৯৮৯ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল পরীক্ষাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। হযরত মওলানা সৈয়দ কামাল উদ্দীন জাফরী এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি জামেয়া কাসেমিয়ার হাল ধরেছিলেন, আজও তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

উল্লিখিত উপযুক্ত স্টাফবৃন্দের নিয়োগপত্র ৫ জুলাই ১৯৭৬ হতে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেখান থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬৫ জন, কর্মচারী ১৩ জন, আবাসিক স্টাফ ১২ জন, ডাইনিং স্টাফ ৭ জন ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮১৪ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ১৩১৪ জন, ছাত্রী ৫০০ জন। আবাসিক ছাত্র ৪৫৭ জন, অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ১৩৫৭ জন। ইয়াতীম খানা ১০০ জন, হেফয খানা ২০ জন, বার্ষিক কার্যকাল ২২৮ দিন।

জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চারজন উপাধ্যক্ষ বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা হলেন, হাফেজ মুহাম্মদ ফায়জুল্লাহ বড় হুজুর, আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ রফিউদ্দীন, আ.ন.ম. রফীকুর রহমান আল-মাদানী, মাহমুদুল হাসান আল-মাদানী। এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীস চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন শায়খ হাফেজ কাজী ইব্রাহীম। হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আল-আজহারী।

এ মাদ্‌রাসটি কামিলে দুটি শাখা বিদ্যমান রয়েছে। একটি হল বালক শাখা অপরটি বালিকা শাখা। এ মাদ্‌রাসা হতে কামিল হাদীস বিভাগ থেকে পাস করে বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তারা সকলেই নিরলস ভাবেই হাদীস চর্চা করেছেন।[২]

শ্রীপুর, ভাংনাহাটি রহমানয়িা কামিল মাদ্‌রাসা শ্রীপুর, গাজীপুর (স্থাপিত-১৯৪৯ খ্রি.)

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ভাংনাহাটি গ্রামে এ মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। শ্রীপুর উপজেলাধীন ভাংনাহাটির অধিবাসী ক্বারী মমতাজ উদ্দীন (র.) ১৯৪৯ খ্রি. এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসাটি ১৯৯৫ খ্রি. কামিল হাদীস বিভাগ সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্‌রাসার ক্রমোন্নতির সার্বিক উন্নয়ের ক্ষেত্রে বিধানে মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ক্বারী মমতাজ উদ্দনি এর নাতী মওলানা শাব্বীর আহমদ মমতাজী বহুবিধ অবদান রাখেন। তিনি দীর্ঘকাল এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কামিল হাদীস বিভাগ

১. অফিস রেকর্ড, মিছবাহুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা, টিএন্ডটি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

২. অফিস রেকর্ড, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী।

সমৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। মূলত: বহু দূর দুরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এ মাদ্‌রাসায় আগমন করে। এ মাদ্‌রাসায় প্রায় ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কামিল হাদীস বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া করে। এর জমির পরিমান প্রায় ৪০ বিঘা। বর্তমান এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুহাদ্দিস হলেন মুহাম্মদ আলী ফরাযী।[১]

দুর্বাটি মদীনাতুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা, গাজীপুর (স্থাপিত-১৯৪৮ খ্রি.)

গাজীপুর জিলার কালীগঞ্জে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। কালীগঞ্জ থানাথীন দূর্বাটি নিবাসী ক্বারী মুহাম্মদ শফীউল্লাহ ১৯৪৮ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসা ১৯৫২, ১৯৫৫, ১৯৬১ এবং ১৯৭০ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল হাদীস বিভাগ সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্‌রাসার ক্রমোন্নতি বিধানে চাঁদপুরে ফরিদগঞ্জ নিবাসী মওলানা আব্দুস সালাম বহুবিধ অবদান। তিনি সুদীর্ঘকাল এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কামিল হাদীস বিভাগ সমৃদ্ধকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। মূলত: দূর-দুরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় আগমন করে। এখানকার কামিল হাদীস শ্রেণিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনা করে থাকে। বিগত চার বৎসর ১৯৯৫-১৯৯৮ খ্রি: এ মাদ্‌রাসার কামিল শ্রেণির বাৎসরিক গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩২ জন। এ ধরনের ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশের মাদ্‌রাসাসমূহে খুবই দুর্লভ। ১৯৯৯ খ্রি. থেকে এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ঝালকাঠি নিবাসী ড. মওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ। বর্তমানে অধ্যক্ষ ও প্রধান মুহাদ্দিস পদ শুন্য।

মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মানিকগঞ্জ (স্থাপিত-১৯৫৩ খ্রি.)

ঢাকা আরিচা মহাসড়কের দক্ষিণ দিকে মানিকঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে পশ্চিম দাশরা গ্রামে মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা" অবস্থিত। ১৯৫৩ খ্রি. এ শহরের মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মোঃ হিরুন আলী ব্যাপারী এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৫ খ্রি. এ মাদ্‌রাসাটি কামিল হাদীস বিভাগের সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। সে সময় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তিনি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুসের[২] প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ মাদ্‌রাসাটি কামিল খুলতে সক্ষম হন। মাদ্‌রাসাটি এক পঁচিশ শতক জমি থাকলেও মাত্র ২৩ শতক সরকারী জমির উপর বর্তমান ক্যাম্পাস অবস্থিত। এ মাদ্‌রাসায় বর্তমান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে মওলানা মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন ও মওলানা আমিনুর রহমান। বর্তমান অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ মুছা। তিনি ১৯৯১ খ্রি. থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানিকগঞ্জ এটি একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা।[৩]

বর্তমান এ মাদ্‌রাসার দাখিল থেকে কামিল হাদীস বিভাগ পর্যন্ত শ্রেণিগুলোতে কমবেশি হাদীস চর্চা করে আসছে। বিশেষ করে কামিল বিভাগ থেকে অধ্যয়ন করে বহু ছাত্র বিভিন্ন এলাকায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে এ মাদ্‌রাসাটি অত্র অঞ্চলের হাদীস চর্চার প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ ০৮টি মাদ্‌রাসার তথ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ইল্‌মে হাদীস চর্চায় নিয়েজিত উল্লেখযোগ্য মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

২) মহাখালী দারুল উলূম হোসাইনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৩) নয়াটোলা এ ইউ এন কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৪) উত্তরা বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৫) হাজী মরণ আলী ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৬) মিশন মদীনাতুল উলূম বালক কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

---

১. অফিস রেকর্ড, শ্রীপুর, ভাংনাহাটি রহমানিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাজীপুর।

২. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ অফিস রেকর্ড, দুর্বাটির মদীনাতুল উলুম আলিম মাদ্‌রাসা।

৩. প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৯৫ খ্রি. বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তৎকালীন মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা ফজুলুর রহমান তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন।

৭) মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৮) শাহ্ আলী (র.) কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৯) মশরীখোলা আহসানিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, নারিন্দা, ঢাকা।

১০) মিশন মদীনাতুল উলূম মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

১১) দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা (টাঙ্গাইল)।

১২) দেওয়ানঞ্জ কামিল মাদ্‌রাসা (জামালপুর)।

১৩) হযরত নগর এইউ কামিল মাদ্‌রাসা (কিশোরগঞ্জ)।

বৃহত্তর কুমিল্লায় প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা

ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা, দেবিদ্বার (স্থাপিত- ১৯২০ খ্রি.)

কুমিল্লা দেবিদ্বার উপজেলাধীন ধামতীতে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। দেবিদ্বার উপজেলাধীন পদ্মকুট নিবাসী ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলীফা সূফী মওলানা আজীম উদ্দীন ১৯২০ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এতদঞ্চলে কোন মাদ্‌রাসা ছিল না। অধিকন্তু ধামতী ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনুন্নত, ইসলামী শিক্ষায় পিছিয়ে এবং হিন্দু জমিদার প্রভাবিত এলাকা। মওলানা আজীম উদ্দীন এ অঞ্চলে কুর'আন হাদীসের আলো বিকিরণে নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে এ মাদ্‌রাসাকে ক্রমে সমৃদ্ধ করে তোলেন।[১] ১৯৩৪, ১৯৪১ ও ১৯৬৬ খ্রি. এখানে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) শ্রেণি চালু করা হয়। এখানে ১৯৬৮ খ্রি. পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। ১৯৬৭ খ্রি. সিহাহ সিত্তা পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় নোয়াখালীর টুমচর নিবাসী অসাধারণ প্রতিভাবান মুহাদ্দিস মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈলকে। কামিল চালু করার পর দূর-দুরান্ত থেকে আগত ও স্থানীয় হাদীস শিক্ষার্থীদের পদচারণায় এ মাদ্‌রাসা মুখরিত হয়ে উঠে। মওলানা ইসমাঈল আমৃত্যু এখানে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। কালক্রমে এ মাদ্‌রাসা কুমিল্লা তথা সমগ্র বাংলাদেশে অনন্য খ্যাতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এ মাদ্‌রাসার ফলাফল অতীব প্রশংসনীয়। এ মাদ্‌রাসার ছাত্র ১৯৭২ খ্রি. কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় ২য়, ১৯৭৩ খ্রি. ৩য় ও ৫ম, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ খ্রি. ১ম, ১৯৭৭ খ্রি. ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৯৮২ খ্রি. ২য় স্থান অধিকার করে। ১৯৮৮ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে 'শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। এখানে কুতুবখানায়ে ছিদ্দীকিয়া নামে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে, যা বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য কিতাব দ্বারা সমৃদ্ধ।[২] মওলানা আজীম উদ্দীন মৃত্যু পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ পদে সমাসীন হন তাঁরই তৃতীয় পুত্র প্রখ্যাত 'আলিম মওলানা 'আব্দুল হালীম। তিনি ৩০-০৪-২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন এবং ০১-০৭-২০০৬ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন মওলানা আবুল বাশার মোঃ আব্দুর রহীম। মওলানা ইসমাঈল টুমচরীর মৃত্যুর পর থেকে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে ছিলেন চাঁদপুর জেলার কচুয়া নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করীম। বর্তমানে মুহাদ্দিস হিসেবে আছেন মওলানা আব্দুল মান্নান এবং ২য় মুহাদ্দিস মওলানা ওয়াজীহ উল্লাহ। মাদ্‌রাসার ক্রমোন্নতি বিশেষত: কামিলের শিক্ষাগত মান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম ও মুহাদ্দিস ফজলুল করীম যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়া সত্বেও বহু ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় আগমন করে। বিগত কয়েক বছরের হিসাব মতে এখানকার কামিল বাৎসরিক গড় ছাত্র সংখ্যা ৯১ জন। ১৯৬৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্‌রাসা থেকে বের হয়েছে বহু মুহাদ্দিস ও আলিম। কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার, বরুড়া, দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলার মাদ্‌রাসাসমূহের প্রায় সকল অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস এ মাদ্‌রাসারই কৃতিছাত্র। এ মাদ্‌রাসার কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের বর্তমান অবস্থান হলো-[৩]

১) প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলী, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২) প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক, আরবী বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩) ড. মোঃ অলি উল্লাহ, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪) মওলানা ইদ্রীস আলী, অধ্যক্ষ নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা।

৫) মওলানা হিফজুর রহমান, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ কামিল মাদ্‌রাসা।

৬) মওলানা দোলোয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ, ভোলদীঘি কামিল মাদ্‌রাসা।

৭) মওলানা শরীফ মোঃ আবু হানিফ, উপাধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৮) ড. মোঃ রহীমুল্লাহ, দাওয়া বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

---

১. অফিস রেকর্ড: ধামতী ইসলামীয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা।

২. এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *সীরাতে আজীম* (কুমিলণ্ডা: খানকা-ই-ছিদ্দীকিয়া, ধামতী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৯

৩. সাক্ষাতকার: মাওলনা শামসুল হক, উপাধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৯) মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী, প্রধান মুহাদ্দিস, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্‌রাসা।

১০) মওলানা শহীদুল্লাহ, প্রধান মুফতী, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১১) মওলানা আব্দুস সাত্তার, মুহাদ্দিস, সোনইমুড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১২) মওলানা মোঃ নুরুজ্জামান, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর কামিল মাদ্‌রাসা।

১৩) প্রফেসর ড. রুহুল আমিন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪) মওলানা মোঃ শাহজাহান, অধ্যক্ষ, মিসবাহুল 'উলূম কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

১৫) মওলানা মোঃ আবুল কালাম, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন কামিল মাদ্‌রাসা মহিলা শাখা, ঢাকা।

১৬) মওলানা মুখলেছুর রহমান, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন এতিমখানা কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা, মুরাদনগর (স্থাপিত-১৯৪০ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চার আদর্শ প্রতিষ্ঠান সোনাকান্দার দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসা। ১৯৪০ খ্রি. সোনাকান্দা পীর মওলানা আব্দুর রহমান হানাফী সর্ব প্রথম হাফিযিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা হিসেবে এ মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে ১ একর ১১ শতক জমি প্রতিষ্ঠানটির জন্য দান করেন। বর্তমানে জমির পরিমাণ ১৬ একর ৩২ শতক। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার সোনাকান্দা গ্রামে মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। সর্বপ্রথম শিক্ষক নিয়োগ করেন বর্তমান চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার পাঁচই নিবাসী হাফিয আব্দুল কাদেরকে। চার বছর যাবত ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা হিসেবে চলতে থাকে। ১৯৪৪ খ্রি. পার্শ্ববর্তী ধনপতিখোলা গ্রামের মওলানা আলী আকবরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ওল্ড স্কীম সিলেবাস অনুযায়ী শ্রেণি ভিত্তিক ধারাবাহিক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর মাদ্‌রাসা আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে আগাতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রি. ওল্ড স্কীম জুনিয়র তথা দাখিল পরীক্ষার মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়। ১৯৫৭ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসায় সিনিয়র ক্লাস তথা আলিম মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়। সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা দানেরও অনুমতি লাভ করে। এ সময় জালালাবাদ রেঞ্জ ইনস্পেক্টর মৌলভী শেখ মোহাম্মদ মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মাদ্‌রাসার ভবিষ্যত উজ্জ্বল দেখে জামাতে উলা তথা ফাযিল শ্রেণি খোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর পীর সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর অদম্য উৎসাহে এবং দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতায় ১৯৬০ খ্রি. ফাযিল খোলা হয় এবং সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১-৩-১৯৬৩ খ্রি. কামিল খোলার অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি ফোর টাইটেল মাদ্‌রাসায় পরিণত হয়েছে। মাদ্‌রাসায় ৫ তলা ১টি, ২ তলা ১টি, টিনসেড ৫টি ভবন রয়েছে যার মধ্যে ৫টি সমৃদ্ধ হোস্টেল। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বেতন ও খাওয়া এবং অতিদরিদ্রদেরকে কিতাবও ফ্রি দেয়া হয়। মাদ্‌রাসার বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। এ মাদ্‌রাসা হতে পাস করা কৃতিছাত্ররা দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা বিভাগসহ বিভিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত থেকে দেশ ও জাতির খিদমত করে যাচ্ছেন।

এ মাদ্‌রাসার কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের বর্তমান অবস্থান

১) মওলানা মোঃ মোসলেহ উদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, ফুলপুর কামিল মাদ্‌রাসা, ময়মনসিংহ; ২) মওলানা মোঃ অলি উল্লাহ, সহ. অধ্যাপক, ইস. শিক্ষা দারুল ইহসান বিশ্ব্যবিদ্যালয়, ঢাকা; ৩) মওলানা মুজিবুর রহমান, মুহাদ্দিস, সৈয়দপুর কামিল মাদ্‌রাসা; ৪) মওলানা মোঃ হামিদুর রহমান, আদিব, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা; ৫) মওলানা আব্দুল হান্নান, অধ্যক্ষ, শ্রীপুর ফাযিল মাদ্‌রাসা, বি.বাড়িয়া; ৬) মওলানা বুরহান উদ্দীন, অধ্যক্ষ, চর সুবুদ্ধি ফাযিল মাদ্‌রাসা, নারায়নগঞ্জ; ৭) মওলানা মোঃ তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, ঘোড়াশাল ফাযিল মাদ্‌রাসা, মুরাদনগর; ৮) মওলানা মোঃ সাঈদুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, সাহেবাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসা, বড়িচং; ৯) মওলানা মোঃ মোসলেহ উদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, নবীয়াবাদ আলিম মাদ্‌রাসা, মুরাদনগর; ১০) মওলানা মোঃ হাবীবুর রহমান, অধ্যক্ষ, মেহারী উবায়দিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, বি.বাড়িয়া; ১১) মওলানা আবু ছালেহ পাটোয়ারী, মুফাস্‌সির, ইসললামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১২) মওলানা আব্দুল মোত্তালিব, অধ্যক্ষ, তালশহর কারিমিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, বি.বাড়িয়া; ১৩) মওলানা মাহমুদুর রহমান, অধ্যক্ষ (বর্তমান), সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা।

যে সকল বুযুর্গানে দ্বীন এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন তাঁদের কতিপয় হচ্ছেন– আল্লামা আব্দুল হাই ছিদ্দিকী (র.), আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (র.), শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (র.), শাহ্ সূফী হাতেম আলী

বাগদাদী (র.), প্রফেসর আব্দুল খালেক ছতুরাভী (র.), মওলানা আব্দুল গাফ্ফার (র.), ছোট শালঘর, মওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন দেবীপুরী (র.), মওলানা আজীম উদ্দীন (র.) ধামতী, মওলানা আব্দুল মজিদ, অধ্যক্ষ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, শাহ্ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.), ছারছিনা, মওলানা মুফতী মোহাম্মদ হোসাইন দিলালপুরী, মওলানা শামছুল হক, ছারছিনার বর্তমান পীর সাহেব শাহ্ মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ, প্রমুখ।

কুতুবখানা

মাদ্‌রাসার ছাত্রদের ফ্রি কিতাব প্রদানের জন্য এবং কুর'আন-হাদীসের শিক্ষাদানের সুবিধার্তে আব্দুর রহমান হানাফী একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে অনেক তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ১৫/২০ লক্ষ টাকার কিতাব রয়েছে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু বকর মোহাম্মদ শামছুল হুদার এবং একনিষ্ট খাদেম ও বিশিষ্ট খলীফা হাজী আব্দুস সাত্তার এটিকে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে পরিণত করেছেন। বর্তমান অধ্যক্ষও পীর সাহেব শাহ্ সূফী মোঃ মাহমুদুর রহমান কুতুবখানার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী উদ্দ্যোগ নিয়েছেন। যেমন- ফতওয়ার কিতাব, ইখতিলাফী বিষয়াবলীর সমাধানে উক্ত কুতুবখানার সহায়তায় কিতাবাদী রচনা করে যাচ্ছেন।

এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে যে সকল ওলামায়ে কিরাম মুহাদ্দিস হিসেবে খিদমত করেছেন তাঁরা হলেন- মওলানা ছিদ্দিকুর রহমান (ধনুসাড়া, চৌদ্দগ্রাম), মওলানা মোহাম্মদ ইয়াহইয়া (চৌদ্দগ্রাম), মওলানা ফজলুল করিম নকশবন্দী (নেয়াখালী), মওলানা ফজলুল বারী (মীরশরাই, চট্টগ্রাম), মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন (ঢাকা), মুফতী মাকছুদুর রহমান (চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), মওলানা আব্দুল আউয়াল (চান্দিনা), মওলানা আলী আজম (লাকসাম, কুমিল্লা), মওলানা মুহিববুল্লাহ (সৈয়দপুর, কুমিল্লাহ), মওলানা মোহাম্মদ আলী (মুযাফ্ফর গঞ্জ), মওলানা ছালে আহমদ (লাকসাম), মওলানা রাহে উদ্দীন (হবিগঞ্জ), মওলানা হোছাইন আহমদ ভূঁইয়া (চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), মওলানা মুসলেহ উদ্দীন (হবিগঞ্জ) এবং বর্তমানে মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত হিসেবে কর্মরত আছেন মওলানা মোঃ আনিছুর রহমান, ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা।[১]

ইসলামিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা (স্থাপিত-১৯৬২ খ্রি.)

অবস্থান: কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে চকবাজারে আমীর মাহমুদ দীঘির পশ্চিম পাড়ে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত।

- প্রতিষ্ঠাকাল: কুমিল্লা শহরস্থ বিশিষ্ট ধর্মনারাগী আব্দুস সালাম ১৯৬২ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
- সরকার অনুমোদন: এ মাদ্‌রাসার দাখিল, আলিম, ফাজিল এর সরকারী মঞ্জুরী একত্রেই হয়। ১৯৬৭ খ্রি. কামিল (হাদীস) চালু করে সরকারী অনুমোদন লাভ করে ১৯৯৪ খ্রি.।
- হাদীস চর্চায় এ মাদ্‌রাসার ভূমিকা: যারা কামিল হাদীসকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে অবদান রাখেন তন্মধ্যে মুহাদ্দিস মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান (১৯৪১-১৯৯১) অন্যতম।

প্রতিয়মান হয় যে, এ মাদ্‌রাসা থেকে বহু মুহাদ্দিস ও আলিমে দ্বীন বের হয়েছেন। যাঁদের অনেকেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা তথা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত। ১৯৯৮ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা পুরস্কার লাভ করে।[২]

চান্দিনা আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (স্থাপিত ১৯৮৪ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা সদরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে চান্দিনা বাজারের উপর সাতবাড়িয়া নিবাসী বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলহাজ্জ মোঃ মনিরুজ্জামান অত্র এলাকায় ইল্‌মে হাদীসের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ খ্রি. ২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন মাস্টার আবূ ইউসুফ আলহাজ্ব খোরশেদ আলম,

---

১. অফিস রেকর্ড, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা; মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২১৫; দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুন ২০০৫, পৃ. ২৩

২. গবেষকের সরজমিনে জরীপ: অফিস রেকর্ড।

এ.বি.এস. সিরাজুল ইসলাম, আলী আশরাফ এবং আলহাজ্জ মোঃ মোবারক হোসেন ভূইঁয়া প্রমুখ। এ মাদ্‌রাসা ১৯৮৬ খ্রি. দাখিল ও আলিম, ১৯৮৮ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৯০ খ্রি. কামিল (হাদীস)-এর সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উত্তরোত্তর এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকেও এটি জেলার মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসা চান্দিনা উপজেলায় শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা এবং একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ১ হাজারের অধিক। বিগত ৫ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার কামিল শ্রেণির বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১০৫ জন। বর্তমানে কামিলের ছাত্রসংখ্যা ১০৮ জন। শিক্ষক ৩২ জন, কর্মচারী ৯ জন, লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ২ হাজারের অধিক। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার কারণে এখানে দাখিল ও আলিমে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। মাদ্‌রাসায় ত্রিতল ভবন ১টি এবং টিনসেড ভবন ২টি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৩১-০৮-১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন চান্দিনা উপজেলার বদরপুর নিবাসী মওলানা মোস্তাফা কামাল। কামিল হাদীস বিভাগ চালুকরণ তথা মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নতি সাধনে চান্দিনা উপজেলার লেংড়ামুড়ী নিবাসী মওলানা হুমায়ুন কবিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ০১-০৯-১৯৮৬ খ্রি. থেকে ৩০-১১-২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত এখানে শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-১১-২০০৩ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন লাঙ্গলকোট উপজেলার বাঙ্গাড্ডা নিবাসী মওলানা আ.ন.ম. মাঈনুদ্দীন সিরাজী। বর্তমানে এখানে প্রধান মুহাদ্দীস হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লার ঠাকুর পাড়া নিবাসী বিশিষ্ট আলিম মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রফী এবং ২য় মুহাদ্দিস হিসেবে আছেন চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুর নিবাসী মওলানা আলী আশ্রাফ মোল্লা। অত্র প্রতিষ্ঠানটি ইল্‌মে হাদীসের বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।[১]

এ বিভাগে সর্বমোট প্রসিদ্ধ চারটি মাদ্‌রাসার যাবতীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করেছি।

১. অফিস রেকর্ড- চান্দিনা আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

চট্টগ্রাম বিভাগের আলিয়া মাদ্‌রাসা

জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (স্থাপিত- ১৯৫৪ খ্রি.)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠানকাল

কুতুবুল আলম সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকটি (র.) ইসলামী শিক্ষায় গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৫৪ খ্রি. মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন, তবে অনুষ্ঠানিকভাকে পাঠদান শুরু হয় ১৯৫৪ খ্রি.।

সরকারী অনুমোদন ও বিভাগসমূহঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানে ইবদেতায়ী প্রথম শ্রেণি থেকে ফাজিল জাম'আত পর্যন্ত সরকারীভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত হয় ১৯৬২ খ্রি.। কামিল জামা'আতে তিনটি বিভাগ রয়েছেঃ

১) কামিল হাদীস (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৭২)।

২) কামিল ফিক্‌হ (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮৫)।

৩) কামিল তাফসীর (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৬)।

মাদ্‌রাসা একটি ফাত্ওয়া বিভাগ ও একটি বিশাল মাকতাবা রয়েছে যাতে রয়েছে অমূল্যবান গ্রন্থসমূহ। (প্রায় ৫০০০)।

এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক অনার্স বিভাগ চালু হয় ২০১০ খ্রি.

মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিসবৃন্দঃ

অত্র মাদ্‌রাসায় দেশ ও বিদেশ থেকে আগত বহু মুহাদ্দিসগণের পদাচারণা হয়েছেঃ

১) মওলানা আব্দুল হামীদ (ভারত)।

২) মওলানা আব্দুল আওয়াল (মীরশরাই)।

৩) শায়খুল হাদীস ওবায়দুল হক নাঈম।

৪) হাফিজ মওলানা সুলায়মান আনসারী।

৫) মওলানা লিয়াকত আলীসহ প্রমুখ।

মাদ্‌রাসার হাদীসের গড় ছাত্র সংখ্যাঃ ২০০-২৫০ জন

উল্লেখ্য বর্তমানে এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন, আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরী (দা. বা.) অত্র মাদ্‌রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করে দেশ ও বিদেশে বহু আলেমে দ্বীন খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন।

ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা (স্থাপিত- ১৮৯৬ খ্রি.)

পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল থেকে উপমহাদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতার যথাযথ সংরক্ষণ এবং কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের বিশ্বনন্দিত আদর্শ ও গুণাবলী ছাত্রদের বাস্তাব জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে আদর্শবান, যোগ্য, চরিত্রবান, দেশ প্রেমিক ও আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ এক অনিন্দ্য মানব কাফেলা গড়ে তোলার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে ১৮৯৬ খ্রি. চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার উপকণ্ঠে বর্তমান উপজেলা পরিষদের পশ্চিমে ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল মান্নান-এর পার্শ্ববর্তী কেওড়ারচর গ্রামের বিশিষ্ট আলিম ও পীর মওলানা আব্দুল মজিদ, ফরিদগঞ্জ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা নামকরণ করা হয়। এক সময় মাদ্‌রাসাটি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৫ খ্রি. দাখিল ও আলিম, ১৯৪৫ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৬৩ খ্রি. কামিল শ্রেণির সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। মোট জমির পরিমাণ ৩.১৪ একর। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর গড় সংখ্যা কামিলে ৪০/৫০ জনসহ প্রায় ৬০০ জন। শিক্ষক ২৫ জন এবং কর্মচারী ১০ জন। অবকাঠামোর মধ্যে ৩টি ৩ তলা ভবন ৩৭ কক্ষ বিশিষ্ট ১০০ ছাত্র ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রাবাসও আছে। এখানে পরবর্তীতে ফিক্‌হ গ্রুপ চালু হয়।

বর্তমানে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন ড. মওলানা মাহ্‌বুবুর রহমান ও উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন লাকসাম উপজেলার মওলানা এইচ. এম. আনোয়ার মোল্লা। এছাড়ও যাঁরা বিভিন্ন সময় মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁরা হলেন– মওলানা আব্দুল আউয়াল, মওলানা আলী আজম, লাকসাম, মওলানা আবু বকর ছিদ্দীক, লাকসাম, মওলানা আব্দুল মতিন, নোয়াখালী, মওলানা এ. কে. এম. খায়রুল্লাহ, ফরিদগঞ্জ, মওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী, কুমিল্লা, মওলানা মনিরুজ্জামান, মনোহরগঞ্জ, বর্তমান মুহাদ্দিস হলেন মওলানা মমিনুল ইসলাম, হাইমচর, কামিল চালু করার পর দূর-দূরান্ত থেকে আগত ও স্থানীয় হাদীস শিক্ষার্থীদের পদচারণায় এ মাদ্‌রাসায় মুখরিত হয়ে উঠে। কালক্রমে এ মাদ্‌রাসা অত্র এলাকায় তথা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় অনন্য খ্যাতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এ মাদ্‌রাসা ফলাফল খুব প্রশংসনীয়। ২০০১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উক্ত মাদ্‌রাসার গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য বই রয়েছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত এবং দূর্গম এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বহুছাত্র এ মাদ্‌রাসায় আগমন করে বিগত পাঁচ বছরের হিসেবে মতে এখানকার কামিলের বাৎসরিক গড় ছাত্র ৬০ জন। ১৯৫৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্‌রাসা থেকে বের হয়েছে বহু আলিম। যাঁদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস শিক্ষা তথা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। মওলানা এম. এ. মান্নান, সাবেক অধ্যক্ষ, মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক ও সাবেক ধর্ম মন্ত্রী।

১) মওলানা আব্দুস সালাম, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা জয়নুল আবেদীন, অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৩) মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪) প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী, দাওয়াহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।[১]

শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর (স্থাপিত-১৯০১ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার শাহতলীতে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। শাহতলী নিবাসী বিশিষ্ট দানবীর ও ধর্মানুরাগী ছমীরুদ্দীন ১৯০১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২, ১৯৪৯ ও ১৯৬৪ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। বিগত চার বছরে এখানকার কামিলে বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০/৩৫ জন। কুমিল্লা জেলার নিবাসী মওলানা আব্দুল হামীদ, ফেনী জেলার গজারিয়া নিবাসী মওলানা রুহুল আমীন, ফেনী সোনাগাজী নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। ১৯৯৭ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত আছেন মওলানা আবুল কালাম, নোয়াখালী। মাদ্‌রাসটি ১.৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ৯৫০ ফুট দীর্ঘ ৭ কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন ১টি, ৮০ ফুট দীর্ঘ ৩ কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি, ৬০ ফুট দীর্ঘ ৩ তলা ছাত্রাবাস ১টি যাতে ১০০ জন ছাত্র থাকতে পারে। বর্তমানে এখানে ছাত্র-ছাত্রী আছে ৬৫ জনসহ মোট ৭৫০ জন। বিগত পাঁচ বছরে এখানকার কামিলের বাৎসরিক গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০/৩৫ জন। মাদ্‌রাসায় ১টি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে সেখানে হাদীসের মোট বইয়ের সংখ্যা ৩২০০টি।

মাদ্‌রাসা থেকে অনেক ছাত্র ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইল্‌মে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

১) মওলানা জয়নুল আবেদনী, অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।
২) মওলানা আবু বকর, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর কামিল মাদ্‌রাসা।
৩) মওলানা সগীর আহমদ, অধ্যক্ষ, সালেহাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসা।
৪) মওলানা আব্দুল মান্নান, অধ্যক্ষ, লতফগঞ্জ ফাযিল মাদ্‌রাসা।
৫) মওলানা মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ, বলাখাল নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।
৬) মওলানা মোঃ শরীফ শাহজালাল, সাবেক উপাধ্যক্ষ, সৈয়দপুর কামিল মাদ্‌রাসা।[২]

---

১. অফিস রেকর্ড, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, সাক্ষাতকার: মওলানা এ. এম. এম. মোস্তফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, উক্ত মাদ্‌রাসা; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০১।

২. সাক্ষাতকার: মওলানা মোঃ মোশারফ হোসেন, উপাধ্যক্ষ, শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসা; অফিস রেকর্ড, শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসা।

ফরাযীকান্দি উয়েসীয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা, মতলব (স্থাপিত-১৯৪৯ খ্রি.)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যুগে মানুষ নিজের অবস্থানকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন উয়েসী তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রম, সাধনা ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ফরাযীকান্দিতে ১০৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন "নেদায়ে ইসলাম নামক ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সেবা সংস্থা। প্রথমেই তিনি শিক্ষা ও গবেষণার গুরুত্বারোপ করেন। তাই ১৯৪৯ খ্রি. ওয়াইস আল-কারনী (র.)-এর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় ফরাযীকান্দি উয়েসীয়া মাদ্‌রাসা।[১] প্রতিষ্ঠাতার পৃষ্ঠপোষকতায় এ মাদ্‌রাসা ক্রমোন্নতি লাভ করে। ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল-এর সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে।[২] ইল্‌মে হাদীস শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদীস) খোলা হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে তা বেশি দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।[৩] ফরাযীকান্দি নিবাসী বিশিষ্ট আলিম মওলানা শায়খ মনসুর আহম্মদ এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর মাদ্‌রাসার শিক্ষাকার্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। তিনি ১৯৭৩ খ্রি. অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৯ খ্রি. এ মাদ্‌রাসায় কামিল ফিক্‌হ বিভাগ চালু হয়।[৪] পুনরায় ১৯৯৬ খ্রি. কামিল (হাদীস) চালু করা হয়। মওলানা শায়খ মনসুর আহম্মদ ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষর পদে কর্মরত ছিলেন। ২০০৪ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন চান্দিনা নিবাসী মওলানা হুমায়ূন কবির ভূঁইয়া। এ মাদ্‌রাসায় বর্তমান জমির পরিমাণ ৫ একর ২ শতক। মোট ছাত্র সংখ্যা কামিল (হাদীস) গড় ছাত্রসংখ্যা ৩০/৩৫ জনসহ প্রায় ৫০০ জন। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ৪৬০০টি। এখানে ৪০০ ছাত্রের ধারণ সম্পন্ন একটি ছাত্রাবাস আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি ইল্‌মে হাদীস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।[৫]

এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কামিল মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১) সুবহানিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম)।
২) ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম)।
৩) নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম)।
৪) দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম)।
৫) বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম)।
৬) আল-জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, (ফেনী)।
৭) কারামাতিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (নোয়াখালী)।
৮) নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (নোয়াখালী)।

---

১. আল-ওয়াইসিয়া স্মরণিকা ৯১, আল-ওয়াইসিয়া, ফরাযীকান্দি, চাঁদপুর, পৃ. ১৫

২. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩. আল-ওয়াইসিয়া স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫. অফিস রেকর্ড, ফরাযীকান্দি উয়েসীয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা, মতলব।

বরিশাল বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা

ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ জামেয়া-ই-ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা (স্থাপিত-১৯১৫ খ্রি.)

অবস্থান: পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার, স্বরপকারী বাজার সংলগ্ন ছারছিনা গ্রামে অবস্থিত অত্র মাদ্‌রাসা।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল: শাহ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (র.) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯১৫ খ্রি. মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫২ সালে তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবূ জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.) মাদ্‌রাসাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত অবিচল আস্থা, নিরলস প্রচেস্টা এবং খুলুছিয়াতের মাধ্যমে উপমহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠতম দ্বীনী প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেতে সক্ষম হন।

সরকারী অনুমোদন: ১৯৭২ খ্রি. প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় এবং মঞ্জুরী লাভ করে। এ কমিটির প্রেসিডেন্ট হন জনাব এ. কে. এম. ফজলুল কহ সাহেব। ১৯৪৪ খ্রি. শেরে বাংলা তার মন্ত্রিত্বকালেরই এ মাদ্‌রাসাকে হাদীসের দরস দেওয়ার অনুমতি দেন। বলা বাহুল্য বৃটিশ বাংলার মধ্যে কলিকাতা মাদ্‌রাসার পরই এ মাদ্‌রাসার স্থান।

হাদীস চর্চায় এ মাদ্‌রাসা ভিন্ন দেশের মুহাদ্দিস: অত্র মাদ্‌রাসায় বিশ্ব বরণ্য মুহাদ্দীসগণ এখানে হাদীসের খেদমত করেন। তারা হচ্ছেন, তুর্কিস্থান থেকে আগত মওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (র.) প্রিন্সিপ্যাল মওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (র.) গোল্ড মেডেলিস্ট কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা। মওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী (দেওবন্দ)। মওলানা আব্দুল আউয়ার (ফখরে বাঙ্গাল)।

ছারছিনা মাদ্‌রাসার একাডেমিক তথ্যাবলী

১) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার তারিখ: ১৯১৫ খ্রি. ১ জানুয়ারি।

২) প্রথম স্বীকৃতি: ০১-০৬-১৯৪২ খ্রি. থেকে স্মারক সংখ্যা ১২০৩ এম.পি (৪) তাং ১৯-০৯-১৯৪৩ খ্রি.

৩) পঠিত কোর্স দাখিল : সাধারণ ও বিজ্ঞান। আলিম : সাধারণ। ফাজিল: সাধারণ
কামিল: হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আদব

৪) প্রথম এম.পিও-০১-০৯-১৯৮৫

৫) জমির পরিমান- ২০.৫৩ একর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনারত এ মাদ্‌রাসার ছাত্র:

১) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সাবেক। ভিসি. ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২) মরহুম প্রফেসর ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান, ইবি. কুষ্টিয়া।

৩) প্রফেসর ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইবি. কুষ্টিয়া।

৪) প্রফেসর ড. ফারুক আহমদ, ইবি, কুষ্টিয়া।

৫) প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. আবু বকর হোসাইন, ইবি, কুষ্টিয়া।

৬) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন ইবি, কুষ্টিয়া।

৭) প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ সোলায়মান, ইবি, কুষ্টিয়া।

৮) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ইবি, কুষ্টিয়া।

৯) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আশ্রাফ আলী ইবি, কুষ্টিয়া।

১০) প্রফেসর ড. ইদ্রিস আলী, ইবি, কুষ্টিয়া।

১১) প্রফেসর ড. আর. এম. আলী হায়দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩) প্রফেসর ড. মোঃ আনছার উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪) প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬) ড. গোলাম রাব্বানী, সহযোগী অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

১৭) ড. মোঃ মাসউদ আল মাহদী, সহযোগী অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

১৮) ড. আ.হ.ম. নুরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

১৯) ড. কাউসার মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

২০) ড. মুহাম্মদ অলিউল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

এমনকি দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

এছাড়া বিভিন্ন মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দীসসহ হাজার হাজার কুর'আন, হাদীসের খাদিম অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে ইসলাম প্রচার প্রসারে নিয়োজিত। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকজন:

১) মরহুম মওলানা মোঃ আব্দুল কাদের (সাবেক অধ্যক্ষ) ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

২) মরহুম আব্দুর রব খান (সাবেক অধ্যক্ষ) ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) মরহুম আমজাদ হোসাইন (সাবেক অধ্যক্ষ) ছারছিনা ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৪) ড. সৈয়দ শরাফাত আলী (বর্তমান অধ্যক্ষ) নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢা.বি.।

৫) ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী (অধ্যক্ষ) নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৬) মওলানা আবূ ছালেহ, অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা।

৭) মওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, অধ্যক্ষ, ঝালকাঠি, এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসা।

৮) মওলানা আ.খ.ম. আবূ বকর ছিদ্দীক, অধ্যক্ষ, দারুন্নাজাত, সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৯) ড. নজরুল ইসলাম আল মারুফ, অধ্যক্ষ, মহাখালী মজিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

১০) মওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাঈদী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুর'আন ও সাবেক এম.পি.।

১১) মওলানা মোঃ মোরশেদ আলম সালেহী, (গবেষক) ঢাবি. খতীব শাহজাদপুর জামে মসজিদ, গুলশান, ঢাকা।

আরো হাজার হাজার আলিমে দ্বীন অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। যারা মুহাদ্দীস, প্রভাষকসহ বিভিন্ন খেদমতে নিয়োজিত।[১]

ঝালকাঠি এন. এস. কামিল মাদ্‌রাসা (স্থাপিত-১৯৫৬ খ্রি.)

অবস্থান: ঝালকাঠি সদরে, সন্ধা নদীর তীরে, বাসন্ডা গ্রামে এক মনরোম পরিবেশে অত্র মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাকাল: ছারছিনা শরীফের বিশিষ্ট খলীফা ও ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ অন্যায়ের প্রতিবাদীকণ্ঠম, আধ্যত্মিক জগতের সাধক আল্লামা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব) হুজুর এ মাদ্‌রাসা ১৯৫৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারী অনুমোদন: দাখিল ১৯৬১ খ্রি. আলিম ১৯৬৬ খ্রি. ফাজিল ১৯৭১ খ্রি. কামিল (হাদীস) ১৯৮৬ খ্রি. এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ২০১০ খ্রি.। বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসার অবস্থান বাংলাদেশে হাতে গনা কয়েকটি মাদ্‌রাসার মধ্যে অন্যতম।

হাদীসের খেদমত: অত্র মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মাদ্‌রাসাসহ উচ্চপদে খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তন্মধ্যে কয়েকজন:

১) ড. আহমদ আবুল কালাম, অধ্যাপক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

১. গবেষকের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ।

২) ড. মোহাম্মদ আবূ জাফর খান, সহযোগী অধ্যাপক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩) ড. মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, অধ্যাপক, ইবি, কুষ্টিয়া।

৪) ড. মোঃ শহিদুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৫) মওলানা মোঃ মোরশেদ আলম সালেহী (গাবেষক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও খতীব শাহজাদপুর জামে মসজিদ, গুলশান, ঢাকা।

৬) মওলানা মাহমুদুল হাসান, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও খতীব, রাইফেল্‌স স্কয়ার মার্কেট জামে মসজিদ।

এছাড়া অসংখ্য অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, হেড মুহাদ্দীস, প্রভাষক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বাংলাদেশের সর্বত্র।

বোরহান উদ্দীন কামিল মাদ্‌রাসা (ভোলা) (স্থাপিত-১৯২১ খ্রি.)

অবস্থান: ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় বিদ্যাপিঠ ভোলা জেলার বোরহান উদ্দীন উপজেলায় অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল: নদী মাতৃক এলাকায় দ্বীপের মাঝে সকল মানুষের মাঝে কুর'আন হাদীসের জ্ঞান বিতরণের জন্য আশিকে রাসূল মৌ: আঃ জলিল ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ১০-০৩-১৯২১ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারী অনুমোদন: ১৯২৯ খ্রি. মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় এবং ১৯২১ খ্রি. থেকেই হাদীসের দরস শুরু হয়।[১]

করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (বরগুণা)

অবস্থান: বরগুনা জেলার অন্তর্গত করুণা নামক স্থানে অবস্থিত অত্র মাদ্‌রাসাটি।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল: করুণা মোকামিয়া পীরে কামেল মরহুম আলহাজ্ব হযরত মওলানা মোঃ হাসান (র.) নিজ বাড়ীতে মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৭৯ খ্রি. হাদীসের দরস শুরু করেন। ১৯৮০ খ্রি. হতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অত্র অঞ্চলের একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা ছিল বিধায় এখান হতে হাজার হাজার ছাত্র হাদীস অধ্যয়ন করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক জায়গায় তাদের স্থঅন করে নিয়েছে।

হাদীসের খেদমত: উক্ত মাদ্‌রাসার হাদীসের দরস দিয়েছেন।

১) মওলানা মোঃ আবূ ইউসুফ বামনা ২) মওলানা মোঃ এ.টি.এ. আব্দুস সাত্তার বেতাগী

৩) মওলানা মোঃ হাফেজ আব্দুল আজিজ, সুবিধখালী।

এ সকল সুযোগ্য মুহাদ্দীস থেকে শিক্ষা অর্জন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ইল্‌মে হাদীসের খেদমতে আছেন। যেমন:

১) ড. মোঃ সেকান্দার আলী, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২) মওলানা মাহমুদুল হাসান ফেরদাউস, তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া আরো বহু অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস প্রভাষক বিভিন্ন স্থানে দ্বীন ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত আছেন।[২]

উক্ত বিভাগে প্রসিদ্ধ চারটি মাদ্‌রাসার যাবতীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করা হলো। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) আহসানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চরমোনাই, (বরিশাল)।

২) দারুল উলূম নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, (বরগুনা)।

৩) পটুয়াখালী ওয়ায়েজিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (পটুয়াখালী)।

৪) পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (পটুয়াখালী)।

---

১. অফিস রেকর্ড: বোরহান উদ্দীন কামিল মাদ্‌রাসা (ভোলা)।

২. অফিস রেকর্ড: করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বরগুনা।

খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্‌রাসা

১) **খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা:** খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খ্রি.। হাদীস বিভাগ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতী লাভ করে ১৯৬৬ খ্রি.। হাদীস বিভাগসহ মাদ্‌রাসাটিতে ফিকাহ (১৯৮৬), তাফসির (১৯৯২,) আদব (২০০২) এই চারটি বিভাগ আছে। অত্র মাদ্‌রাসায় গড় হাদীসসের সংখ্যা ৭০ জন।

২) **নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা:** নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৯৫ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসায় গড় হাদীসসের ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন।

৩) **দারুল কুর'আন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা:** দারুল কুর'আন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ২০০১ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসায় গড় ছাত্র সংখ্যা ৩৫/৪০ জন।

৪) **আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল আলিয়া মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা:** আগরদাড়ি আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সাতক্ষীরা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৮৯ খ্রি.। হাদীস বিভাগের গড় ছাত্র সংখ্যা ৩৫/৪০ জন।

৫) **সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্‌রাসা:** সাতক্ষীরা আলিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসাটি প্রাতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৯৬ খ্রি. আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীস বিভাগ খোলা থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত হাদীসের গড় ছাত্র সংখ্যা ৪০/৪৫ জন।

৬) **বাগেরহাট আলিয়া মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট:** বাগেরহাট আলিয়া মাদ্‌রাসা,বাগেরহাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৬০ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ২০০৫ খ্রি., হাদীস বিভাগ খোলা থেকে অদ্যাবধি হাদীস ছাত্র সংখ্যা গড়ে ৫০/৫৫ জন।

৭) **আমতলী ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট:** আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯২৩ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৯৬ খ্রি.। হাদীস বিভাগে প্রতিবছর গড় ছাত্র সংখ্যা ৫০/৬০ জন।

৮) **যশোর আমিনিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা:** যশোর আমিনিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৮৭ খ্রি.। মাদ্‌রাসাটিতে বর্তমানে হাদীস বিভাগসহ চারটি বিভাগ আছে: ফিকাহ (২০০৮ খ্রি.), আদব (২০০৮ খ্রি.), তাফসির (২০০৮ খ্রি.), মাদ্‌রাসাটির হাদীসের গড় ছাত্র সংখ্যা ৪০/৪৫জন।

৯) **কেশবপুর বাহারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা:** কেশবপুর বাহারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা যশোর, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৮৪ খ্রি.। বর্তমান উক্ত মাদ্‌রাসায় ফিকাহ (১৯৮৬ খ্রি.), আদব (১৯৮২ খ্রি.) বিভাগসহ মোট তিনটি বিভাগ আছে। অত্র মাদ্‌রাসায় হাদীস বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি গড় ছাত্র সংখ্যা ৬০/৭০ জন।

১০) **লাউড়ী রামনগর আলিয়া মাদ্‌রাসা :** লাউড়ী রামনগর আলিয়া মাদ্‌রাসা যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৮৯ খ্রি.। অত্র মাদ্‌রাসায় হাদীস বিভাগ চালু করা থেকে অদ্যাবধি গড় ছাত্র সংখ্যা ৩০/৩৫ জন।

১১) **গাজীপুর রউফিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা:** গাজীপুর রউফিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা যশোর, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ খ্রি. এবং হাদীস বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৯৪ খ্রি.। মাদ্‌রাসাটিতে হাদীস বিভাগের গড় ছাত্র সংখ্যা ২৫/৩০ জন।

উক্ত বিভাগে সর্বমোট ১১টি প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসার তথ্যাবলী ও হাদীসের খেদমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা:

১) মাগুরা সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

২) কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদ্‌রাসা।

৩) ঝিনাইদহ কামিল মাদ্‌রাসা।

রংপুর বিভাগের প্রসিদ্ধ কামিল মাদ্‌রাসা

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় রংপুর বিভাগে অসংখ্য কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) বড় রংপুর কারামাতিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, (রংপুর)।

২) ধাপ সাতগড়া বায়তুল মুকাররম কামিল মাদ্‌রাসা, (রংপুর)।

৩) নূরজাহান কামিল মাদ্‌রাসা, (দিনাজপুর)।

৪) সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, (ঠাকুরগাঁও)।

সিলেট বিভাগের প্রসিদ্ধ কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় সিলেট বিভাগে অসংখ্য কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, (সিলেট)।

২) শাহ্‌জালাল জামে'আ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, (সিলেট)।

৩) মৌলভীবাজার টাউনহল কামিল মাদ্‌রাসা, (সিলেট)।

৪) ইসামতী কামিল মাদ্‌রাসা (ঝকিগঞ্জ)।

৫) বাদে দেওরাইল ফুলতলি কামিল মাদ্‌রাসা (ঝকিগঞ্জ)।

৬) সতপুর কামিল মাদ্‌রাসা (বিশ্বনাথ)।

৭) বুড়াইয়া কামিল মাদ্‌রাসা (ছাতক)।

৮) ফতেহপুর কামিল মাদ্‌রাসা (ছাতক)।

৯) দারুস্‌সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (সিলেট সদর)।

রাজশাহী বিভাগের প্রসিদ্ধ কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় রাজশাহী বিভাগে অসংখ্য কামিল (হাদীস) মাদ্‌রাসা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মাদ্‌রাসার নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা (রাজশাহী)।

২) দারুস্‌সালাম কামিল মাদ্‌রাসা (রাজশাহী)।

৩) পাবনা ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (পাবনা)।

৪) সরকারি মুস্তাফাবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (বগুড়া)।

৫) নামাযগড় গাউসুল আযম কামিল মাদ্‌রাসা (নওগাঁ)।

৬) জয়পুরহাট সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (জয়পুরহাট)।

৭) কড়ই নুরুলহুদা কামিল মাদ্‌রাসা (জয়পুরহাট)।

হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

হাদীস চর্চার কেষত্রে কওমী মাদ্‌রাসার ভূমিকা অতুলনীয় নিম্নে কওমী মাদ্‌রাসার পরিচয়, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলোঃ

কওমী মাদ্‌রাসার পরিচয়

কওমী মাদ্‌রাসার শাব্দিক অর্থ হলো জাতীয় মাদ্‌রাসা।[১] কওমী মাদ্‌রাসা বলতে সমাজ বা কওমী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্‌রাসাকে বুঝায়।[২] ব্যবহারিক অর্থে ইসলামী আকীদাহ, চিন্তা-চেতনা, ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারের প্রয়োজনে মুসলিম উম্মাহর স্বীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের আর্থিক সাহায্য সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কওমী মাদ্‌রাসা। একে দরসে নিজামী মাদ্‌রাসাও বলা হয়।[৩] এ জাতীয় মাদ্‌রাসা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠে। ফলে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত, স্তর ভিত্তিক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইত্যাদির কোন একক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়না। কওমী মাদ্‌রাসায় সরকারী কোন অর্থও বরাদ্দ দেয়া হয় না। সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানে এসব মাদ্‌রাসা পরিচালিত হয়ে থাকে। মাদ্‌রাসার স্তর ও পাঠ্যসূচী নির্ণয় করে থাকেন শিক্ষকমণ্ডলী।[৪] এ সকল কওমী মাদ্‌রাসার সিলেবাস এমনভাবে প্রণীত যা দ্বারা ছাত্রগণ কুর'আন, হাদীসের জ্ঞানে বিজ্ঞ হতে পারে।[৫] বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০০টি কওমী মাদ্‌রাসা আছে।

কওমী মাদ্‌রাসার ইতিহাস

মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত রাখা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের মুকাবিলায় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করা কুর'আন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানদের জীবন গঠনের মহান উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ মওলানা কাসিম নানুতুবীর[৬] ১৮৩২-১৮৮০ খ্রি. নেতৃত্বে ভারতের উপর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ শহরে এক নিভৃত পল্লীতে ১৮৬৬ খ্রি. ৩০ মে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ নামক বিখ্যাত মাদ্‌রাসা যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত।[৭] এ প্রতিষ্ঠানটি বিনির্মাণে যে সমস্ত আকাবির হযরত নানুতুবীকে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন-হাজী আবিদ হুসাইন, মওলানা যুলফিকার আলি, মওলানা ফযলুর রহমান, মওলানা ইয়াকুব নানুতুবী ও মওলানা রফীউদ্দীন (র.)। প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানুতুবী (র.) সহ তাদের সকলকে এক কথায় আকাবিরে সিত্তাহ বা ছয় মুরব্বী বলা হয়[৮] একই বছর ৯ নভেম্বর রজব মাস ১২২৩ হি. একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সাহারানপুর জেলা শহরে জামেয়া-ই-মাজহারুল উলূম নামে আরেকটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামেয়া-ই-মাজহারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন হযরত মওলানা সাদাত আলী তিনি ১৮৬৯ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[৯]

---

১. মোঃ আব্দুল করিম, ময়মসিংহ জেলায় ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০২), পৃ. ১৭৪; ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশে, জুন-২০০৪) পৃ. ৩৫২

২. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

৩. ড. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

৫. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আমাদের দেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা, মাসিক মাদ্রাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (ঢাকাঃ ইকরা প্রেস, ডিসেম্বর, ১৯৯৬), পৃ. ৭

৬. মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতুবী ১২৪৮হি. সাহারনপুর জেলায় নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি ১২৯৭ হি. দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন।

৭. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮২), পৃ. ১৫: মুহাম্মদ আশরাফ আলী নিযামপুরী, *দারুল উলুম দেওবন্দ ছে দারুল উলুম হাটহাজারী তক্* (চট্টগ্রাম: নূর মুহাম্মদ একাডেমী, ১৯৯৫). পৃ. ৩৩: ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

৮. মওলানা ইসহাক ফরিদী, *কওমী মাদ্‌রাসার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ই.ফা.বা. নভেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৬২

৯. মওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া, *তারীখই মাজাহের* (সাহারানপুর ঃ তা.বি.), পৃ.৫

মওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানুতবীর অনুপ্রেরণায় দেওবন্দের দেওয়ান মহরল্লার ছাতা মসজিদের ইমাম আবিদ হোসাইন এলাকার বুযুর্গদের নিকট থেকে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিছু দান গ্রহণ করেন। মওলানা মোল্লা মাহমুদকে ১৫ টাকা বেতনে ১ম শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্‌রাসা শুরু করা হয়। ১৮৬৬ খ্রি. ৩০শে মে আরবী মাদ্‌রাসা নামে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার যাত্রা শুরু হয়। এ মাদ্‌রাসার ১ম ছাত্র ছিলেন মোঃ মাহমূদ হাসান। যিনি পরবর্তীতে শায়খুল হিন্দ উপাধি পান। বছরের প্রথমে ২১জন ছাত্র ভর্তি হয়। বছরের শেষ পর্যন্ত ৭৮ জনে উন্নীত হয়। দিনে দিনে এ মাদ্‌রাসার ইল্‌ম ও আমলের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র একযুগ পরে ১৮৮৯ খ্রি. দেওবন্দ আরবী মাদ্‌রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার রুপান্তরিত ও উন্নীত হয়।[১] এ জাতীয় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা তৎকালীন বুযুর্গানে দীনের অনেকেরই কাশফ ছিল, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বর্তমানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া দ্বীনের হিফাজত সম্ভব নয়। তাই তারা বিপুল পরিমানে এ জাতয়ি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা অব্যাহত রাখেন। এরই ফলশ্রুতিতে ছয় মাস পর দারুল উলূমের নিসাব, আদর্শ, কর্মনীতিও এর পৃষ্ঠপোষকতায সাহারানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাজাহিরুল উলূম মাদ্‌রাসা। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে তথা মীরাঠ, কানপুর, থানাভবন, মুরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে আরো মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয। ১৯৩৭ খ্রি. পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায় যে, তখন কেবল ভারতেই এ পদ্ধতির অন্ততঃ এক সহস্র দীনী মাদ্‌রাসা ছিল। এ ভাবেই দারুল উলুম থেকে ফারিগ উত্তীর্ণ আলিমগণ শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশ-বিদেশে এই কারিকুলামের অনুসরণে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু করেন। ফলে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে অসংখ্য কওমী মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে।[২]

বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা

বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা আসে দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনা থেকে[৩] বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ দেওবন্দ ও সাহারানপুর থেকে ইল্‌ম হাসিল করে দেশে ফিরে এসে আপন পরিমন্ডলে বেসরকারীভাবে এক একটি ছোট-বড় মাদ্‌রাসা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রভাবে এরুপ অসংখ্য মাদ্‌রাসা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে উনবিংশ শতাব্দীতে উঠেছিল।[৪] বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরনে স্থাপিত সর্বপ্রথম কওমী মাদ্‌রাসা হল মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।[৫] চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ ১৯০১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। এতে দাওরায়ে হাদীস চালু হয় ১৯০৮ খ্রি.। এটিই বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন মাদ্‌রাসা।[৬] ফলে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী এবং দেওবন্দ থেকে আগত শিক্ষার্থীগণ মিলিত হয়ে দেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট এলাকা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত পৌছায়। বিংশ শতাব্দীর ৩/৪ দশকে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠে। মওলানা আতাহার আলী বি-বাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কিশোরগঞ্জ এসে ১৯৫৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন কিশোরগঞ্জ জামেয়া ইমদাদিয়া মাদ্‌রাসা[৭] মওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর[৮] মওলানা মোঃ শামসুল হক ফরিদপুরী[৯] প্রমুখ প্রতিভাধর ব্যক্তি ও প্রথম জীবনে বি. বাড়িযা ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসায়

---

১. মওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকাঃ শান্ড়িধারা প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১০১: ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাস্ড়র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

২. মওলানা ইছহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৫. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪: মাওরানা ইছহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮: ড. আলী আহমদ, দারুল উলুম মঈনুল ইসলামঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংস্কার আন্দোলন।

৬. জামেয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, স্থাপিত ১৯৪৫

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

হাদীসের দরস দেন। পরবর্তীতে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুর, মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, পীরজী হুজুর প্রমুখের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ঢাকার বড় কাটারায় একটি মাদ্‌রাসা এবং লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ খ্রি. জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া[১] নামে প্রথমে দুটি কওমী মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়।[২]

ঢাকায় লালবাগ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসা আন্দোলনের নতুন যুগের সুচনা হয়। লালবাগ মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা শেষ যোগ্য ছাত্ররা দেওবন্দ গিয়ে পড়াশুনা শেষ করে আসতেন। আর দেশে ফিরেই কোন না কোন মাদ্‌রাসা, মসজিদের সাথে যুক্ত থেতে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং নতুন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা দিকে মনোনিবেশ করতেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোর প্রায় সবগুলোতেই কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে[৩] ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৪৪৩টি কওমী মাদ্‌রাসা ছিল। তম্মধ্যে প্রায় ৫১টি মাদ্‌রাসায় ছিল দাওরায়ে হাদীস বিভাগ।[৪]

১. মওলানা মুহাম্মদ গোলাম মোস্ড়ফা, লালবাগ জামেয়া একটি যুগান্ড়কারী ইতিহাস (ঢাকাঃ আল-জামেয়া স্মরণিকা, ১৯৯৩), পৃ. ১১২

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

৩. মোঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

ঢাকা বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

১৯৭১ খ্রি. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় ব্যাপকভাবে আলিয়া মাদ্‌রাসার ন্যায় কওমী মাদ্‌রাসাও গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে ঢাকা শহরে প্রসিদ্ধ দুটি মহিলা মাদ্‌রাসাসহ ১৯টি মারহালাতুত তাকমীল বা মাস্টার্স ডিগ্রী মানের কওমী মাদ্‌রাসা আছে[১]। এ পর্যায়ে ঢাকার শীর্ষ স্থানীয় কওমী মাদ্‌রাসার বিবরণ তুলে উপস্থাপন করা হলো:

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-আরাবিয়া, ইসলামপুর, ঢাকা (স্থাপিত- ১৯২০ খ্রি.)

১৯২০ খ্রি. মোতাবেক (স্থাপিত-১৯২০ খ্রি.) ঢাকা নবাবদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মওলানা আশরাফ আলী থানবী এ মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসাটি নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতে থাকে। দীর্ঘদিন ইহা নবাব বাড়ীর গেটের দোতালায় চলতে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ক্রমেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাব বাড়ীর প্রাঙ্গন থেকে মাদ্‌রাসাটি ইসলামপুর আমপট্রির পিছনে শাহাজাদা লেনে নব নির্মিত বিশাল দালানে স্থানান্তর করা হয়।[২] তৎকালে ঢাকা শহরে এটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন মাদ্‌রাসা ছিল না। এ মাদ্‌রাসা কুর'আন-হাদীস শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জল অবদান রাখে। এ মদারাসা থেকে তৈরি হয় বহু মুহাদ্দিস ও আলিম। কালক্রমে এ মাদ্‌রাসা স্বীয় ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে।[৩] মরহুম খাজা মৌলভী আব্দুর রশীদ সাহেবের অনুরোধেও হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ইশারায় মওলানা ইসহাক বর্ধমানী ১৯২৫ খ্রি. উহাতে হাদীসের দরস দিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য মধ্যসময়ে উহাতে কিছুদিন হাদীসের শিক্ষাদান বন্ধ ছিল; পুণরায় তা চালু হয়। ময়মনসিংহ অধিবাসী মওলানা আশিকে মুসতাক এ মাদ্‌রাসার মুহতামিম এবং ময়মনসিংহ নিবাসী মওলানা মাহমুদুল হাসান শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত।[৪]

আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসা বড় কাটরা, ঢাকা (স্থাপিত-১৯৩৬)

এ মাদ্‌রাসাটি পুরান ঢাকার চক বাজারের দক্ষিণে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পীরজী হুজুর মওলানা আব্দুল ওহ্‌হাব, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ ও মুফতী মোহাম্মদ আলী ছাহেবের সমবেত চেষ্টায় ১৯৩৬ খ্রি. এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ সালেহ হাদীস শিক্ষা আরম্ভ হয়।

জিঞ্জিরায় প্রসিদ্ধ চামড়ার ব্যবসায়ী মরহুম খান বাহাদুর হাফেজ মোহাম্মদ হোছাইন সাহেব এর জন্য শাহী আমলে নির্মিত বড় কাটরা বিল্ডিংটি দান করেন। কাটরা বিল্ডিং সংলগ্ন এর ৪ বিঘা খরিদা ও বনানীতে ১৪ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে।

অত্র মাদ্‌রাসায় সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কুর'আন পাক হাফেজ ও কির'আত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। মাদ্‌রাসার লাইব্রেরিতে অনেক মূল্যবান কিতাব রয়েছে। এই মাদ্‌রাসাটি পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা। প্রতিষ্ঠা হতে ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুর ইহার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে পীরজী হুজুরের আওলাদগণ এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করছেন।[৫]

অত্র মাদ্‌রাসাটি ইলমে হাদীস চর্চায় বিশেষ মারকাজ বলা চলে। হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও মুফতী বের হয়ে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা মসজিদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা (স্থাপিত-১৯৫০ খ্রি.)

ঢাকা শহরের লালবাগে লালবাগ কিল্লার নিকটে লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। পাকভারতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও পীর হযরত মওলানা যফর আহমদ ওসমানী[৬] ১৮৯২ খ্রি.১৯৭৪খ্রি., মুফতী

---

১. বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান অভিসন্দর্ভ।

২. অফিস রেকর্ড, জামেয়া ইসলামিয়া আল-আরাবিয়া, ইসলামপুর, ঢাকা

৩. গবেষকের সরেজমীনে জরিপ।

৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আল-আরাবিয়া, ইসলামপুর, ঢাকা।

৫. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

৬. প্রাগুক্ত।

দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন[১] ১৮০০ খ্রি.- ১৯৭৪ খ্রি., মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী[২] ১৮৯৮ খ্রি.-১৯৬৯ খ্রি., মওলানা হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর[৩] ১৮৯৫ খ্রি.-১৮৮৬ খ্রি., মওলানা সাহেব প্রমুখ খ্যাতনামা আলিমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মোতাবেক ১৯৫০ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বৎসরই দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়[৪] মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম এবং তিনি এখানে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন[৫]

এরপর মওলানা হিদায়েতুল্লাহ ১৯০৮ খ্রি. ১৯৯৬ খ্রি. ১৯৬৮-১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত এবং মওলানা হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৩-১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৬ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি ১৯৯৯ খ্রি. এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন বিশিষ্ট আলিম মওলানা ফজলুল হক আমিনী এম.পি.।[৬]

উল্লেখ্য ১৯৬৩ হতে তথায় নিয়মিতভাবে দাওরায়ে তাফসীর বিভাগও খোলা হয়। এখানকার হেফযখানা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে সাধারনত এক হতে তিন বৎসরের মধ্যেই ছাত্রদের হেফয শেষ করানো হয়[৭]

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা হিদায়াতুল্লাহ ও মওলানা হাফেজ্জী হুজুরসহ আরো যাঁরা এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন তাদের মধ্যে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান, মওলানা আব্দুল মুজিদ, ১৯১৮ খ্রি.১৯৯৭ খ্রি. মওলানা সালাহ উদ্দীন ১৯২২ খ্রি.-১৯৯৭ খ্রি. ও মওলানা 'আব্দুল মুঈয ১৯১৯ খ্রি.১৯৮৪ খ্রি.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুহতামিম মওলানা ফজলুল হক আমিনী নিজেই শায়খুল হাদীসের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানে প্রতি বছর প্রায় ৭০/৮০জন ছাত্র দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করে থাকে।[৮]

অত্র প্রতিষ্ঠানে ইল্‌ম শিক্ষা দানের সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বহুবার বাদ মাগরিব ছাত্র শিক্ষকদের যৌথ সভা হয়।[৯] বর্তমান মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুফতী আবুল হাসানাত।[১০]

জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ ঢাকা (স্থাপিত-১৯৫৬ খ্রি.)

নাম ও অবস্থান: পুরো নাম-জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা।

কুতুবে আলম-শাইখুল মাশায়েখ হযরত মওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর নামানুসারে এর নাম করন করা হয়। রাজধানী ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে ফরিদাবাদ মহল্লায় প্রায় সাড়ে পাঁচ বিঘা জমির উপর এ প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা:

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মুজাহিদে মিল্লাত শায়খে কামেল হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। পরিচালনার দায়িত্বও তিনি পালন করেন। কিন্ত পরবর্তীতে তাঁর অসুস্থতার কারনে তাঁরই পরামর্শক্রমে বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এই জামিয়ার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করে দীর্ঘদিন এটি পরিচালনা করেন। বিশিষ্ট দানবীর জনাব কবীর উদ্দীন মোল্লা সাহেব কর্তৃক ওয়াক্‌ফকৃত সাড়ে পাঁচ বিঘা জমির উপর

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।

৪. মওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সমাজ সংস্কারক আলণ্ঢামা শামসুল হক ফরিদপুরীর জীবনী, পৃ.১১১-১১৩।

৫. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৬. মওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯৮।

৭. মোহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৮. মওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮।

৯. মোহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

১০. মওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৯৮।

এই খালেস দীনি প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপিত হয় । প্রতিষ্ঠাকালে ক্ষুদ্রাকার থাকলেও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে জামিয়াররূপ বৃহদাকার ধারণ করে এবং সারাদেশে এর সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

জামিয়া ইসলামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা (স্থাপিত-১৯৬৯ খ্রি.)

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা একটি খাঁটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত তিন যুগ ধরে ইসলামী শিক্ষার প্রচার -প্রসারে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি প্রশংসনীয় ভুমিকা পালন করে আসছে। এ পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্র জামি'আ থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশ বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। বেসরকারী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু কেবলমাত্র ধর্মপ্রান মুসলমানদের দু'আ ও প্রাণখোলা সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়, সে জন্য জামিয়া সম্পর্কে সকলের জানার আগ্রহ রয়েছে। তাই এখানে জামিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো:

প্রতিষ্ঠাকাল:

১৯৬৯ খ্রি. প্রথম দিকে ঢাকা পৌরসভার পূর্ব প্রান্তে দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী এলাকার বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জনাব রহমআলী সাহেব অত্র এলাকার মুসলিম সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্যে নিজস্ব সম্পত্তি থেকে কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতঃ একটি গৃহ নির্মান করে হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের তত্তাবধানে ফুরকানিয়া মক্তব এবং হিফজখানা চালু করেন। ১৯৭০ খ্রি. প্রথম দিকে যুগশ্রেঠ বুযুর্গ হাফিজুল হাদসি আল্লামা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী (র.) এর প্রেরণায় ফুরকানিয়া মক্তবটি একটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসায় পরিণত হয়ে বর্তমানে দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছে ।

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং দেশের আনাচে- কানাচে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভুমিকা পালনের সুবাদে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। জামি'আর শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হয় প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এসব শিক্ষা প্রতিষ্টানের সিলিবাস, শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্রীয় পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় জামিয়ার নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হয়। দোচালা টিনের ঘর বিশিষ্ট একটি ছোট মাদ্‌রাসাকে কঠোর শ্রম ত্যাগ ও জীবনের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে আজ এত বিশাল মহীরূপে পরিনত করেছে যিনি তিনি জামিয়ার সুযোগ্য মহাপরিচালক, শাইখুল হাদীস আল্লামা মাহমুদুল হাসান সাহেব দা.বা। বস্তুতঃ জামিয়ার সম্মানিত মহাপরিচালকের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দক্ষতার বদৌলতেই জামিয়া ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী আজ সর্বশ্রেণীর আলেম উলামা ও মহান কর্মবীরকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং তাঁর দক্ষ পরিচালনায় জামিয়া যাত্রাবাড়ী ও অধিভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ফলে ফুলে সুশোভিত করুন।[১]

খাদিমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, মিরপুর, ঢাকা (স্থাপিত-১৯৮৫)

ঢাকা শহরের মিরপুর ১৩-তে অবস্থিত দরসে নেযামী দেওবন্দ মাদ্‌রাসার অনুসরণীয় ইল্‌মে হাদীস চর্চার বিশাল এক মারকায, খাদিমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা। অত্র প্রতিষ্ঠানটি অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মরহুম মুহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর, মৃত-১৯৮৬)। যার খেদমতে বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়।

উক্ত মাদ্‌রাসায় হাদীসের দরস শুরু হয়-২০০৪ খ্রি.। প্রতি বছর হাদীসের গড় ছাত্র প্রায় ৮০ জন। মাদ্‌রাসাটি মুহতামিম ও শাইখুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আল্লামা ইমরান মাজহারী (জ.-১৯৬১)। এছাড়া হাদীসের দরস দিচ্ছেন, শেখ ইবরাহীম খলীল (জ.-১৯৬৩), শেখ মাকসুদুর রহমান (জ.-১৯৬৪)।

এভাবে অত্র মাদ্‌রাসা থেকে প্রতি বছর হাদীসের উপর ডিগ্রী নিয়ে দেশ বিদেশে বহুস্থানে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।[২]

জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা (১৯৮৮ খ্রি.)

দারুল উলূম দেওবন্দ, তথা আকাবিরের চিন্তা-চেতনা ও মন মানসিকতার আলোকে রাসূল (স.)-এর যোগ্য উত্তরসূরী এবং দেশ ও জাতির সার্বিক নেতৃত্ব প্রদানে উপযোগী প্রতিনিধি সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের একটি

১. গবেষক সরাসরি মাদ্‌রাসা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, ২০/০৪/২০১২ খ্রি.।
২. গবেষক সরাসরি মাদ্‌রাসা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, ৩০/০৮/২০১২ খ্রি.।

বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা সামনে রেখে হযরত আল্লামা নূর হোছাইন কাসিমী সাহেব (জামি'আ মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম) কর্তৃক ১৫ এপ্রিল ১৯৮৮ খ্রি. রোজ শুক্রবার জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা স্থাপিত হয়। তারপর ৯ জুন ১৯৮৮ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার ইফতিতাহে বুখারীর মাধ্যমে ১৪০৮-০৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষের (প্রথম শিক্ষাবর্ষ) কার্যক্রম শুরু করা হয়।

আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে তখন থেকে সুযোগ্য আসাতিযায়ে কিরামের দ্বারা ইবতেদায়ী থেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ শ্রেণি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ পরিচালিত হয়ে আসছে। আর তাঁরই মেহেরবানীতে বিগত ১৪০৮-০৯ হি. বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামি'আর ছাত্রগণ দাওরায়ে হাদীসে ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান এবং ফযীলত জামাতে ৩য় স্থান অধিকারসহ সকল জামাতই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এভাবে জামি'আ মাদানিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই দেশবাসী ও শিক্ষানারাগীদের নেক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

জামি'আর সিলেবাসের মূল ভিত্তি

১) কুর'আন মাজীদ, আহাদীসে নববী, তাফসীর, ফিকহ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), কালাম শাস্ত্র (ধর্মতত্ব) আখলাকে (চরিত্র দর্শন), সীরাত ও ইতিহাস, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকাহ, তাজবীদ ইত্যাদি।

২) ভাষা ও সাহিত্য (আরবী ও বাংলা) বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র), নাহু (ব্যাকরণ আরবী ও বাংলা) ছরফ (শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র), রচনা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য।

৩) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদ এর অধ্যায়ন।

৪) প্রয়োজনীয় গণিত শাস্ত্র ও ইংরেজি ভাষা চর্চা।

৫) আধুনিক বিজ্ঞান।

জামি'আর বর্তমান বিভাগসমূহ

১) মক্তব বিভাগ, ২) হিফয বিভাগ, ৩) কিতাব বিভাগ ৪) ছাত্র প্রশিক্ষণ বিভাগ।

ক) ছাত্র পাঠাগার, খ) মাসিক দেয়াল পত্রিকা গ) সাহিত্য মজলিস ঘ) সাপ্তাহিক বক্তৃতা মজলিস

ঙ) বিষয় ভিত্তিক তারবিয়ত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৫) ফত্ওয়াহ ও ফারায়েয বিভাগ ৬) কুতুবখানা (মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি) ৭) লিল্লাহ বোর্ডিং

৮) আবাসিক ছাত্রাবাস; ৯) খেদমতে খালাক বা সমাজ সেবা বিভাগ।[১]

ঢাকা বিভাগের রয়েছে আরো শত শত ইল্‌মে হাদীস চর্চার কওমী মাদ্‌রাসা। যেখানে নিরলশভাবে হাদীস চর্চার খেদমত অব্যাহত। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নাম নিম্নরূপঃ

১) জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম, ফরিদাবাদ, ঢাকা।

২) জামি'আ নূরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

৩) আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম, মাদানীনগর, ঢাকা।

৪) আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল-আহলিয়া দারুল উলূম-বনশ্রী, ঢাকা।

৫) জামি'আ আশরাফিয়া মাদ্‌রাসা, শ্যামপুর, ঢাকা।

৬) মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা।

৭) জামি'আ ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম, সাভার, ঢাকা।

৮) জামি'আ রহমানিয়া, মাদারটেক, নন্দীপাড়া।

৯) জামি'আ ইসলামিয়া নূরিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর।

১০) দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

---

১. গবেষকের সরাসরি জামি'আ মাদানীয়া আরাবিয়া অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ ২১/০৩/২০১২ খ্রি.।

১১) জামি'আ রশিদিয়া আশরাফিয়া মাদ্‌রাসা, কাপাসিয়া, গাজিপুর।

১২) আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।

১৩) দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

১৪) জামি'আ আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ।

১৫) জামি'আ আরাবিয়া মারকাযুল উলূম, কাঁচপুর, নারায়ানগঞ্জ।

১৬) আল-জামি'আল আল-ইসলামিয়া দারুল উলূম, মাদানী নগর, ঢাকা।

১৭) সৈয়দপুর জামি'আ ইমদাদিয়া, সিরাজদি খান।

১৮) দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, রিকাবী বাজার, (মুন্সিগঞ্জ)।

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, বাংলাদেশ (স্থাপিত-১৯৯১ খ্রি.)

প্রতিষ্ঠাতার নামঃ মুফতী আব্দুর রহমান চট্টগ্রাম, ফটিক ছড়ি (বয়স প্রায় ৯০ বছর) দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত থেকে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেন। এরপর তিনি কর্মজীন, পটিয়া জামিয়া মাদ্‌রাসায় দীঘদিন-এর খেদমত করেন। এরপর ১৯৯১ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন বসুন্ধরা ইসলামিক রিচার্স সেন্টার বাংলাদেশ। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য মাদ্‌রাসার খেদমতে আছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য জামিয়াতুল আবরার ঢাকা, জামিল মাদ্‌রাসা বগুড়া। অত্র ইসলামিক সেন্টারের হাদীসের ছাত্রের গড় সংখ্যা প্রায় ২৫০।

মুহাদ্দিসবৃন্দঃ মুফতি আরশাদ (চট্টগ্রাম); মুফতি জামাল উদ্দিন (চট্টগ্রাম); মুফতি এনামুল হক কাশেমী (চট্টগ্রাম); মুফতি সোহাইল (চট্টগ্রাম); মুফতি মাহমুদ (চট্টগ্রাম); মুফতি জাফর (সৈয়দপুর); মুফতি রফিকুল ইসলাম (হবিগঞ্জ)।

বিভাগসমূহঃ دورة حديث ;الاقتصاد الاسلامى ;تجويد والقراءات ;الفقه الاسلامى ;علوم القرآن ;علوم الحديث

অত্র ইসলামী রিসার্চ সেন্টার ইল্‌মে হাদীস চর্চায় বাংলাদেশে বিশেষ ভুমিকা পালন করে আসছে।[১]

জামিয়া মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া বিটিসিএল কলোনী, বনানী, ঢাকা, (স্থাপিত-১৯৯৪ খ্রি.)

জামি'য়ার অবস্থানঃ ঢাকার বনানীস্থ বিটিসি এল কলোনীর স্যাটেলাইট অফিস সংলগ্ন কোলাহলমুক্ত সম্পুর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে জামিয়া মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়ার অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকালঃ উল্লেখিত স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তার প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ খ্রি. মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

শিক্ষা প্রকল্পঃ এ প্রকল্পে বর্তমানে তিনটি বিভাগ রয়েছে:

(১) মক্তব বিভাগ।
(২) হিফজ বিভাগ।
(৩) কিতাব বিভাগ।

সেবা প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের কয়েকটি বিভাগ রয়েছে।

(১) ফত্ওয়াহ বিভাগ।
(২) গণপ্রশিক্ষণ বিভাগ।
(৩) দাওয়াত ও তাবলিগ বিভাগ।
(৪) আর্তমানবতার সেবা বিভাগ।

জামিয়ার পরিকল্পনাসমূহ

তাবাসসুম ফিল হাদীস এটিও দাওরায়ে হাদীস ও ত্রান ছাত্রদেরকে হাদীসের খুটিনাটি ব্যাপারে পারদর্শী করে তুলতে দুই বছর মেয়াদী একটি বিশেষ কোর্স । এ কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্ররা মুহাদ্দীস সনদ লাভ করবে। তাবাস্‌সুম ফিত তাফসির, তাবাস্‌সুম ফিল ফিকাহ।[১]

১. গবেষক সরাসরি মাদ্‌রাসা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, ০৩/০৬/২০১২ খ্রি.।

জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, মিরপুর, ঢাকা (স্থাপিত-২০০০ খ্রি.)

ঢাকা রাজধানীর মিরপুর-১ এ ২০০০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা। অত্র মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা মুফ্‌তি দেলওয়ার, যিনি অদ্যাবধি মুহতামিম হিসেবে দায়িত্বরত। মাদ্‌রাসাটিতে ২০০৮ খ্রি. হাদীসের দরস দেওয়া শুরু হয়।

হাদীস বিভাগের গড় ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৫/৩০ জন। শাইখুল হাদীস হিসেবে ২০০৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আল্লামা মামুনুর রশিদ (জ. ১৯৬৫)। এছাড়া হাদীসের আরো খেদমতে আছেন আল্লামা নাজমুদ্দিন সাহেব (জ.-১৯৬৩)।

উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে হাদীসের উপর উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে বাংলাদেশের বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে খেদমতে নিয়োজিত আছেন।[২]

১. গবেষক সরাসরি মাদ্‌রাসা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, ০৪/০৮/২০১২ খ্রি.।

২. গবেষকের একান্ড় সংগ্রহ।

বৃহত্তর কুমিল্লার প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

কওমী মাদ্‌রাসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

কওমী মাদ্‌রাসার শাব্দিক অর্থ হল জাতীয় মাদ্‌রাসা। ব্যবহারিক অর্থে ইসলামী আকীদা, চিন্তা, চেতনা, ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারের প্রয়োজনে মুসলিম উম্মাহর স্বীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের আর্থিক সাহায্য-সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কওমী মাদ্‌রাসা। একে দরসে নিজামী মাদ্‌রাসাও বলা হয়। এ সকল কওমী মাদ্‌রাসার সিলেবাস এমনভাবে প্রণীত যা দ্বারা ছাত্রবৃন্দ কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানে বিজ্ঞ হতে পারে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সঠিক ও নিখুঁত মতাদর্শে গড়ে ওঠে।[১] বাংলাদেশে দারুল 'উলূম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে স্থাপিত সর্বপ্রথম কওমী মাদ্‌রাসা হল– মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ প্রক্রিয়ায় আরো অসংখ্য মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছে বলে পরিসংখ্যানে পরিলক্ষিত হয়।[২] বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্‌রাসার মধ্যে জামি'আ আরাবিয়া কাসিমুল উলূম কুমিল্লা, দারুল 'উলূম বরুড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। নিম্নে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্‌রাসাসমূহের বিবরণ ও ইল্‌মে হাদীসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল 'উলূম, কুমিল্লা (স্থাপিত: ১৮৮৫ খ্রি.)

আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় ব্রিটিশ ভারতের কুমিল্লা একটি অগ্রসর এলাকা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু সে শিক্ষায় সুযোগ ও সুফল হিন্দু সমাজের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। এ এলাকার মুসলমানেরা অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকারই শুধু হয়নি, শিক্ষা দীক্ষার আলো থেকেও ছিল দারুনভাবে বঞ্চিত। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ ছিল দারুনভাবে সীমিত বলে একদিকে হিন্দু সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার সুযোগের মারাত্মক সীমাবদ্ধতার কারণে মুসলিম সমাজে শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি ছিল। উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার মহান পথিকৃত, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা কাসেম নানুতভী (র.) ১৮৬৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা। দেওবন্দের অনুকরণে গড়ে তুলতে থাকেন অসংখ্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ও নিভৃত জনপদে। ফলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার কালো পর্দা ও পরাধীনতার গ্লানী যা মুসলমানদেরকে এতদিন ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে তাওহীদ ও রিসালাতের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনকে শোষণ-বঞ্চনা ও নির্মমতায় দুর্বিসহ করে তুলেছিল তা ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করে ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে। এ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কুমিল্লা শহরে নওয়াব হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী ১৮৮৫ খ্রি. পুরাতন নেসাব মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। ১৯১৮ খ্রি. জামি'আ মিল্লিয়া নামে হাই মাদ্‌রাসায় রূপান্তরিত হয়। সৈয়্যদবাড়ী মসজিদের পাশে মসজিদের ওয়াক্‌ফ ভূমিতে গড়ে উঠা জামি'আ মিল্লিয়া কুমিল্লা শহরে সত্যিকারার্থে প্রথম বেসরকারি বা কওমী মাদ্‌রাসা। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরবর্তীতে ইসলামী রাজনীতির সফল কাণ্ডারী ও বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান মওলানা আতাহার আলী (র.) 'জামি'আ মিল্লিয়া'-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি কুমিল্লা ছেড়ে কিশোরগঞ্জ চলে যান। পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলার বিশিষ্ট আলিম 'ফখরে বাঙ্গাল' মওলানা তাজুল ইসলাম (র.) জামিয়া মিল্লিয়া-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত: তিনিও আশানুরূপ অগ্রগতিতে ব্যর্থ হয়ে কুমিল্লা ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে সেখানে 'জামি'আ ইউনুসিয়া' নামে একটি বড় ধরনের মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে কুমিল্লা জেলার বিশিষ্ট আলিম মওলানা আলা-উদ্দীন আল-আযহারী (র.) জামি'আ মিল্লিয়া'র দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুদিন জামি'আ মিল্লিয়াকে টিকিয়ে রাখেন। ১৯৩৯ খ্রি. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সামরিক প্রয়োজনে কুমিল্লা শহরের অধিকাংশ স্কুল

১. সাক্ষাতকার: মওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, মেহারী উবায়দিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

২. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'আমাদের দেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা' মাসিক মাদ্‌রাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (ঢাকা: ইকরা প্রেস, ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫

কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় 'জামি'আ মিল্লিয়া'র শিক্ষা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করে তখন ১৯৪৪ খ্রি. মওলানা জাফর তার দু'মহান পূর্বসূরীর ফেলে যাওয়া প্রতিষ্ঠান 'জামি'আ মিল্লিয়াকে নতুন ব্যবস্থাপনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ বাড়ির জামে মসজিদ সংলগ্ন ওয়াক্‌ফ ভূমির উত্তর ও পশ্চিম ভিটিতে ছাউনি ও তরজার বেড়াযুক্ত ঘরে নব উদ্যোগে 'জামি'আ মিল্লিয়া' আবার ইসলামী শিক্ষার আলো বিকিরণ করতে শুরু করে। মসজিদ সংলগ্ন যে স্থানে মাদ্‌রাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছিল উক্ত জমি মসজিদের ওয়াক্‌ফ ভূমি হওয়ায় সেখানে মাদ্‌রাসার নিজস্ব স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫১ খ্রি. লাকসাম রোডের পাশে বর্তমান স্থানটি মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মওলানা জাফর-এর নামে ক্রয় করা হয় এবং সে বছরই মাদ্‌রাসাটি নিজস্ব স্থানে একটি টিনের ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়।[২] বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহ্‌তামিম মওলানা কাসেম নানূতভী (র.)-এর নামানুসারে কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা নামে নতুন পরিবেশে নিজস্ব ভূমিতে মাদ্‌রাসাটি নবযাত্রা শুরু করে। পরে ১৯৮৫ খ্রি. মাদ্‌রাসাটিকে দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ে উন্নীত করা হলে প্রতিষ্ঠানটিকে 'জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলূম নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। ১৯৮৫ খ্রি. কাসেমুল 'উলূম এতিমখানা নামে একটি এতিমখানা ও মাদ্‌রাসার সাথে সংযুক্ত হয়। 'জামিয়া মিল্লিয়া'র সিকি শতাব্দীর ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে বক্ষে ধারণ করেই ১৯৫১ খ্রি. থেকে 'জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল 'উলূম' কুমিল্লা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে।[৩]

জামি'আর বর্তমান শিক্ষা কাঠামো

জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল 'উলূমের বর্তমান শিক্ষা কাঠামো মূলত: দুটি স্তরে বিভক্ত-

ক) কিতাব বিভাগ; খ) হিফয বিভাগ

উক্ত প্রতিষ্ঠানে ইল্‌মে হাদীসের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। যা হাদীস চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখে।

জামি'আ ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া (উজানী মাদ্‌রাসা), কচুয়া (স্থাপিত -১৯০১ খ্রি.)

হাদীসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার মুসলিম উম্মাহর ঈমান আকীদা, তাহযীব-তামাদ্দুনের সংরক্ষণ এবং ইল্‌মের জন্য নিবেদিত প্রাণ একদল মুহাদ্দিস ও মুজাহিদ তৈরির উদ্দেশ্যে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের মাধাইয়া হতে ১৫ কি. মি. দক্ষিণে এবং চাঁদপুর-কুমিল্লা রোডের কালিয়াপাড়া হতে ১৩ কি. মি. উত্তরে পাখি ডাকা, ছায়া ঘেরা সবুজের সমারোহে নিভৃত পল্লীর ঐতিহাসিক উজানী গ্রামে সুলতানুল আউলিয়া আলহাজ্জ মওলানা কারী ইব্‌রাহীম ১৯০১ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। জামি'আ ইসলামিয়া উজানী মাদ্‌রাসা। যা বর্তমানে জামি'আ ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া (উজানী মাদ্‌রাসা) নামে পরিচিত। কারী ইব্‌রাহীম জঙ্গল কেটে মাদ্‌রাসাটি কিরাত বিভাগ দিয়ে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এর পরিচিতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে মৌমাছির মত ছাত্ররা ছুটে আসতে থাকে। ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এখানে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের দাওরায়ে হাদীস মাদ্‌রাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কারী ইব্‌রাহীম মাদ্‌রাসার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তাঁর দু' ছেলে মওলানা ইসমাঈল ও মওলানা আমিনুল হক, মওলানা সেকান্দার আলী, জাফুয়া, বরুড়া, মওলানা মাজহারুল হক সিংঘাড্ডা, চান্দিনা, মওলানা আবুল বারাকাত, পাঁচপুকুরিয়া, কচুয়া ও মওলানা হেফাজ উদ্দীন, সাতবাড়িয়া, রহিমানগর, কচুয়া মুহতামিমের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮২ খ্রি. থেকের অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) জামি'আর মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন কারী ইব্‌রাহীমের সুযোগ্য পৌত্র বর্তমান পীর মোঃ মোবারক করিম এবং বর্তমান নাযেমে তালিমাত হিসেবে আছেন মওলানা আব্দুর রহমান।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

৩. মওলানা হার‍ুনুর রশিদ, জামি'আ পরিচিতি, রাহবার স্মরণিকা ১৪৭২ হি. জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল 'উলূম, কুমিলণ্ডা, পৃ. ১১

এখানে ১৯৮৩ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। এ মাদ্‌রাসায় এ পর্যন্ত যাঁরা শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন– মওলানা আব্দুল ওয়াহীদ, আলগি, মহামায়া, মওলানা ওয়ালী উল্লাহ হোসাইনী, সন্ধীপ এবং মওলানা আব্দুল মবিন, বরুড়া। বর্তমান শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন মওলানা শরীফ শাহ্‌জালাল ও মওলানা মোঃ মবিন এবং মুহাদ্দিস হিসেবে আছেন মওলানা রশিদ আহমদ, মওলানা মাহমুদ হাসান কাসেমী, মওলানা আব্দুল্লাহ, মুফতি নোমান, মওলানা সেরাজুল হক, মওলানা মিজানুর রহমান ও মওলানা মোঃ তৌহিদুল ইসলাম।[১]

উচ্চ মাধ্যমিকঃ এ স্তরে নাহু, সরফ, ফিক্‌হ, উসূল ফিক্‌হ, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র ও আরবী ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।

সিয়াহ সিত্তাহ / উচ্চ মাধ্যমিকঃ এ স্তরে ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, অলংকার শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়।

তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) স্নাতকোত্তরঃ এ স্তরে ইল্‌মে হাদীসের সিহাহ সিত্তাহ নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ কিতাবটি যথা: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাসহ মোট ৯টি কিতাব পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত ৫টি স্তরের শিক্ষাকে মোট দশ বছরে সমাপ্ত করা হয়।

জামি'আর শিক্ষা পদ্ধতি

ভারতের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "দারুল 'উলূম দেওবন্দ"-এর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে "বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ" (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড) অনুমোদিত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী জামি'আ ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়ার শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত। এতে বর্ণ পরিচয় হতে শুরু করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, ইল্‌মে কিরাত ও তাজবীদসহ মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়।

আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া দারুল 'উলূম বরুড়া, কুমিল্লা (স্থাপিত-১৯০৯ খ্রি.)

বাংলার প্রখ্যাত বুযুর্গ, বিশিষ্ট 'আলিম মওলানা কারী ইব্‌রাহীম-এর নির্দেশ ও পরামর্শে তাঁরই অন্যতম খলীফা মওলানা আফতাব উদ্দীন আরো কতিপয় দ্বীনদার লোকের সহযোগিতায় আল্লাহর উপর ভরসা করে ১৯০৯ খ্রি. কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বরুড়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে 'ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা' নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এ মাদ্‌রাসাটি ধীরে ধীরে "দারুল 'উলূম বরুড়া" নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্‌রাসাটি বরুড়ার বর্তমান কাঁচা বাজারে অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে হিন্দুদের মন্দির ও পূজা মণ্ডপের বিভিন্ন রকম আওয়াজ ছাত্রদের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে পাঠান পাড়ার বিশিষ্ট দানবীর খোদা বখশ ভূঁইয়া-এর ওয়াক্‌ফকৃত ১৯ শতাংশ জমিতে (বর্তমান মসজিদের দক্ষিণ পূর্বদিক পুকুর সংলগ্ন) মাদ্‌রাসাটি স্থানান্তর করা হয়। উত্তরোত্তর মাদ্‌রাসাটি মক্তব, হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগের স্তর অতিক্রম করে ১৯৪০ খ্রি. মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীসের সূচনার মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘদিনের অভিযাত্রার পূর্ণতা অর্জন করে। যা বর্তমানে আল জামি'আতুল ইসলামিয়া দারুল 'উলূম বরুড়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাচীন বড় মাদ্‌রাসাসমূহের একটি।[৩]

পাঠ্যসূচির মূল ভিত্তিঃ কুরআন, হাদীস, তাফসীর-ফিক্‌হ, আকাঈদ, কালাম, সীরাত, তারীখ, উসূলুত তাফসীর, উসূলুল হাদীস এবং উসূলুল ফিক্‌হ, ফারায়েয, তাজবীদ ইত্যাদি। এছাড়া সরফ, মানতিক, হিকমত, বালাগাত, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ এবং প্রয়োজনীয় গণিত ও ইংরেজি।

শায়খুল হাদীসবৃন্দ[৪]

১) মওলানা কুরবান আলী, বাঘমারা, বরুড়া। ২) মওলানা মুহাম্মদ আলী, নাগাইশ, বরুড়া। ৩) মওলানা দেলওয়ার হোসাইন, ফেনুয়া, লাকসাম। ৪) মওলানা আশরাফ আলী, ধনুয়াখোলা, আদর্শ সদর। ৫) মওলানা মুফতি ইউসুফ ইসলামাবাদী। ৬) মওলানা মুফতি আব্দুল ওয়াহব, বেলভুজ, বরুড়া (বর্তমান)।

---

১. সাক্ষাতকার: মওলানা আব্দুর রহমান, নাযেমে তালিমাত, জামি'আ ইসলাম ইব্রাহীমিয়া, উজানী, কচুয়া।

২. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬

৪. সাক্ষাতকার: মুফতী আবু তামিম মোঃ ইলিয়াস, মুহাদ্দিস, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া দারুল 'উলূম, বরুড়া।

বাংলাদেশে এ প্রাচীনতম মাদ্‌রাসটি তাঁর জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত শত শত 'আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মুফাসসির-মুহাদ্দিস, মুফতি, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মুবাল্লিগ তৈরি করেছে। এ মাদ্‌রাসার ফারিগ ছাত্রগণ তাদের কর্মজীবনে গৌরবজনক কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এবং নিজ নিজ অঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে মাদ্‌রাসার সুনাম সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছেন।

বিশিষ্ট কয়েকজন হচ্ছে–[১]

১) মওলানা ইউসুফ, মুহাদ্দিস, দারুল 'উলূম বরুড়া ২) মওলানা উবাইদুল হক, মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম ৩) মওলানা কারামত আলী, মুহাদ্দিস, দারুল 'উলূম বরুড়া ৪) মওলানা কুরবান আলী, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম বরুড়া ৫) মওলানা মোঃ আবু মুসা, মুহাদ্দিস, রামপুর কাসেমুল 'উলূম মাদ্‌রাসা দেবিদ্বার ৬) মওলানা নোমান, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম বরুড়া ৭) মওলানা আবু তামিম মোঃ ইলিয়াস, মুহাদ্দিস, দারুল 'উলূম, বরুড়া ৮) মুফতী আতাউল্লাহ, মুহাদ্দিস, দারুল 'উলূম বরুড়া ৯) মুফতি আবুল হাসান, মুহাদ্দিস কাসেমুল 'উলূম মাদ্‌রাসা ১০) মওলানা ছানাউল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামি'আ আহমদিয়া কচুয়া ১১) মওলানা ছফি উল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামি'আ আহমদিয়ার কচুয়া ১২) মওলানা মুজাম্মিল হক, মুহাদ্দিস, মহামায়া, চাঁদপুর মাদ্‌রাসা ১৩) মওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, শায়খুল হাদীস, বারিধারা, ঢাকা ১৪) মওলানা সোলাইমান নোমানী, শায়খুল হাদীস, কামরাঙ্গীরচর মাদ্‌রাসা ১৫) মওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, জামি'আ ইমদাদুল 'উলূম ফরিদাবাদ ১৬) মওলানা ছানা উল্লাহ, শায়খুল হাদীস পীরজঙ্গী মাদ্‌রাসা, ঢাকা ১৭) মওলানা দেলওয়ার হোসাইন, শায়খুল হাদীস, দারুল 'উলূম বরুড়া, প্রমুখ।

জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রহ্মণবাড়িয়া (স্থাপিত- ১৯১৫ খ্রি.)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে প্রাণকেন্দ্র কান্দিপাড়ায় এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। ভারতে ইউ.ডপ'র মুজাফ্‌ফর নগরস্থ বগড়া গ্রামের অধিবাসী মওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ ইউনুস ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আগমন করে ১৯১৫ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন স্থানীয় ধর্মানুরাগী ও সমাজহিতৈষী মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, আব্দুল কাদির মুনশী, আব্দুল ওহাব মুনশী, আব্বাস খান, হোসেন আলী, আকরাম আলী, ইমামুদ্দীন ও আলতাফ আলী ভূঁইয়া। ১৯০৭ খ্রি. স্থাপিত একটি ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসাকে বৃহৎ রূপে সম্প্রসারণ করে ১৯১৫ খ্রি. এ মাদ্‌রাসার কার্যক্রম শুরু হয়। সূচনালগ্নে এ মাদ্‌রাসার নাম ছিল বাহরুল 'উলূম। মওলানা ইউনুসের মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে মাদ্‌রাসার নতুন নামকরণ করা হয় জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া। প্রথম দিকে কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে মওলনা মুহাম্মদ ইউনুছ নিজেই এ মাদ্‌রাসা পরিচালনা করতেন। ১৯২৩ খ্রি. কুমিল্লার শাহতলী নিবাসী মওলানা আব্দুল কাদিরকে এখানকার মুহতামিম পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি সাত বছর এ পদে কর্মরত থেকে মাদ্‌রাসার উন্নতি বিধানে অবদান রাখেন। অতঃপর ১৯৩০ খ্রি. এ মাদ্‌রাাসর মুহতামিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তৎকালীন উদীয়মান মুহাদ্দিস মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী। তাঁর সাথে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। অন্য দু'প্রতিভাবান আলিম মওলানা আব্দুল ওহ্‌হাব ও মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী যোগদান করার সাথে সাথেই এখানে দাওরায়ের হাদীস চালু করেন।

উল্লিখিত আলিমদ্বয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় এ মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীসসহ অন্যান্য শ্রেণি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। ক্রমে দূর-দূরান্ত থেকে হাদীস শিক্ষার্থীরা এখানে আগমন করতে শুরু করে। অতএব ১৯৩৫ খ্রি. মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও তাঁর সাথীদ্বয় মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ও মওলানা আব্দুল ওহ্‌হাব তিনজনই একত্রে ঢাকা গমন করে বড়কাটারা আশরাফুল 'উলূম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতঃ তথায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

এরপর উক্ত সালে এ মাদ্‌রাসায় যুগপৎ মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন বিখ্যাত আলিম মওলানা তাজুল ইসলাম। তিনি এ মাদ্‌রাসার শিক্ষাধারার পূর্বেকার দূর্বার গতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর সময়ে দাওরায়ে হাদীসসহ মাদ্‌রাসার সর্বস্তরে প্রভুত গতি সঞ্চারিত

---

১. প্রাগুক্ত।

২. হাফিয মোহাম্মদ নূর-উজ্জামান, ফখরে বাঙ্গাল আলণ্ঢামা তাজুল ইসলাম (র.) ও সাথীবর্গ (ঢাকা: ই. ফা. বা., ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৭-২৯

হয়।[১] মওলানা তাজুল ইসলামের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই বিশিষ্ট ছাত্র মওলানা রিয়ায়ত উল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পর মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদোনা নিবাসী মওলানা সিরাজুল ইসলাম। তিনি ২০০৭ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে আছে মুফ্‌তি নুরুল্লাহ। এখানকার বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১২ শতাধিক, শিক্ষক এবং কর্মচারীর সংখ্যা অর্ধশত। বিগত পাঁচ বছরের হিসাব মতে এ মাদ্‌রাসার দাওরায়ে হাদীসের গড় ছাত্রসংখ্যা ৮০ জন। এ মাদ্‌রাসা হতে বহু ছাত্র দাওরায়ে হাদীস পাস করে বের হয়েছেন। যাদের অধিকাংশই হাদীস শিক্ষাদান তথা ইসলামের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন–[২]

১) মওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী, সাবেক অধ্যক্ষ, বি.বাড়িয়া কলেজ। ২) মওলানা আব্দুর রশীদ, মুহাদ্দিস, মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। ৩) মুফতী হাফিজ মেঃ আব্দুল হান্নান, মুহাদ্দিস ভাদুঘর জামি'আ সিরাজিয়া।

উল্লেখ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসহ বৃহত্তর সিলেট জেলার প্রায় সকল মাদ্‌রাসার মুহতামিম, শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস জামি'আ ইউনুসিয়ার ছাত্র।

আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা, কচুয়া (স্থাপিত-১৯২৫ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন তুলপাই নিবাসী কারী আহমদ উল্লাহ ছিলেন উজানীর কারী ইব্রাহীমের ছাত্র। সরকার কচুয়াকে থানা ঘোষণা করে এখানে কিছু সরকারি অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এক পর্যায়ে সরকারি অফিসের কিছু লোক তাঁদের কুর'আন শিক্ষা দানের জন্য কারী আহমদ উল্লাহকে বললে তিনি তাঁদেরকে কুর'আন শিক্ষা দেয়ার কাজ আরম্ভ করে বিষয়টি কারী ইব্রাহীমকে জানালে তিনি সেখানে ১টি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ দেন। তাঁর মতে কাজী আব্দুস সোবহানের বাড়িতে ১৯২৫ খ্রি. ইল্‌মে কিরাতের মাদ্‌রাসা চালু করা হয়। বাংলাদেশের সকল জেলা হতে ইল্‌মে কিরাতের পিপাসু ছাত্ররা এসে সহীহ কুর'আন শিক্ষা করে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এভাবে ২০ বছর অতিবাহিত হয়।

অতঃপর ১৯৪৪ খ্রি. কারী আহমদ উল্লাহ এলাকাবাসীদের নিয়ে মাদ্‌রাসাটি কাজী আব্দুস সোবহানের বাড়ি হতে কচুয়া বাজারের উপর বর্তমান স্থানটিতে স্থানান্তর করেন এবং ইল্‌মে কিরা'আতের সাথে দরসে নেযামীর ক্লাস চালু করেন। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ১টি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন। কারী আহমদ উল্লাহ ১৯২৫ খ্রি. থেকে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত মাদ্‌রাসার পরিচালনা ও মসজিদের ইমামতীর দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন এবং মাদ্‌রাসাটিকে জামা'আতে পাঞ্জম পর্যন্ত উন্নীত করেন। তারপর তাঁর ছেলে মওলানা এরশাদ উল্লাহ ১৯৭১ খ্রি. থেকে ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিমের দায়িত্বে থেকে মাদ্‌রাসাকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত করেন। এরপর ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) মুহতামিমের দায়িত্বে আছেন মওলানা এরশাদ উল্লাহর বড় ছেলে মওলানা আবু হানিফ। বর্তমান জমির পরিমাণ ২ একর। দাওরায়ে হাদীস খোলার পর থেকে বর্তমান অবধি শায়খুল হাদীস ছিলেন পর্যায়ক্রমে ১৯৯৪ খ্রি. থেকে ১৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত উপজেলার ডুমুরিয়া নিবাসী মওলানা আবু বকর, ১৯৯৭ খ্রি. থেকে ১৯৯৯ খ্রি. পর্যন্ত উজানী নিবাসী মওলানা শরীফ শাহ জালাল এবং ১৯৯৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) বরুরচর নিবাসী মওলানা আব্দুল বর।[৩]

শিক্ষা বিভাগসমূহ: হিফজুল কুরআন বিভাগ; মক্তব বিভাগ; কিতাব বিভাগ।

শিক্ষক ও কর্মচারী: জামি'আর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির জন্য মোট ২৭ জন শিক্ষক এবং ৭ জন কর্মচারী রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মুহাদ্দিস ৮ জন।

---

১. হাফিয মুহাম্মদ ইসহাক, এলহামী এই জামিয়া ও কিছু কথা, মাদ্‌রাসা বার্ষিকী ১৯৯৮, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পৃ. ৪৩-৪৫; ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

২. অফিস রেকর্ড, জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৩. অফিস রেকর্ড: জামি'আ ইসলামিয়া আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা মাদ্‌রাসা।

প্রসিদ্ধ ছাত্রঃ

১) মুফতী মওলানা নোমান, মুহাদ্দিস, জামি'আ রহমানিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২) মওলানা খোরশেদ আলম, মুহাদ্দিস, আমলাপাড়া মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ।

৩) মওলানা আবু হানিফ, বর্তমান মুহতামিম, অত্র মাদ্‌রাসা।

৪) মওলানা জাকির হোসাইন, শায়খুল হাদীস, জামি'আ নূরীয়া, কচুয়া।

৫) মওলানা হোসাইন আহমদ, মুহাদ্দিস, জামি'আ আশরাফিয়া বড় কাটারা, ঢাকা।

৬) মওলানা নুরুজ্জামান, মুহাদ্দিস নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা।

জামি'আ সিরাজিয়া দারুল 'উলূম ভাদুঘর, বি.বাড়িয়া (স্থাপিতঃ ১৯৯৭ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলাধীন হরষপুর নিবাসী হাফিয মওলানা এমরান ছিলেন জামি'আ ইউনুসিয়ার শিক্ষক। তিনি তাঁর হাতেগড়া কিছু সংখ্যক ছাত্র দ্বারা একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান চিন্তা ভাবনা করেন, যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্নধর্মী হবে। কোন প্রকার যাকাত, ফিত্‌রা, সাদকা, কাফ্‌ফারা এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা হতে মুক্ত হয়ে তাওয়াক্কুলের উপর চলবে এবং প্রতিষ্ঠানে ইল্‌মের পাশাপাশি আমলের উপর গুরুত্ব থাকবে বেশি। এ উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি বি.বাড়িয়ার বিশিষ্ট আলিম জামি'আ ইউনুসিয়ার মুহতামিম মওলানা সিরাজুল ইসলাম ওরফে বড় হুজুরের পরামর্শক্রমে হুজুরের নিজবাড়ি ভাদুঘরে ১৯৮৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। জামি'আ সিরাজিয়া দারুল 'উলূম ভাদুঘর। মাদ্‌রাসাটি দারুল 'উলূমের সাথে মিল রেখে বড় হুজুরের নামে নাম করণ করা হয়। তবে প্রতীকি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মওলানা সিরাজুল ইসলামকে ধরা হয়। হাফিয মওলানা এমরানকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন মওলানা আব্দুল হান্নান, মওলানা রফিকুল ইসলাম, মওলানা মূসা ও মওলানা আবু সাঈদ কাসেমী।

প্রথম বছরেই ইবতেদায়ী থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ১৩৩ জন ছাত্র ভর্তি করানো হয়। পরবর্তী বছর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৬ জনে উন্নীত হয়। প্রতি বছর ক্রমান্নয়ে নাহবেমীর জামা'আত থেকে বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৯৩ খ্রি. মিশকাত জামা'আত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ২০০৪ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। এখানকার সকল ছাত্র আবাসিক থাকে। বর্তমানে দাওরায়ে হাদীসে ৮ জনসহ মোট ছাত্র ৪০০ জন। শিক্ষক ১৯ জন এবং কর্মচারী ৪ জন। এখানকার লাইব্রেরিতে ইল্‌মে হাদীসের ৭০০ বইসহ মোট ১২০০ শতাধিক বই আছে। ৬০ শতক জমির উপর মাদ্‌রাসার মূল ভবন অবস্থিত।

খতমে বুখারী উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা হাফিয মওলানা এমরান মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৯৫ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) মুহতামিমের দায়িত্বে আছেন বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদোনা নিবাসী মওলানা মনিরুজ্জামান সিরাজী এবং দাওরা হাদীস খোলার পর থেকে তিনিই শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৯৮ খ্রি. থেকে ২০০৩ খ্রি. নাযেমে তা'লিমাত ছিলেন বি. বাড়িয়ার ভাটপাড়া নিবাসী মওলানা মোঃ ইকবাল হোসাইন এবং ২০০৩ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) উক্ত দায়িত্বে আছেন মওলানা আবু সাঈদ।

বিভাগসমূহঃ নূরানী বিভাগ; হিফয বিভাগ; কিতাব বিভাগ; সাহিত্য বিভাগ

দেওবন্দের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত জামি'আ সিরাজীয়া দারুল 'উলূম ভাদুঘর মাদ্‌রাসাটি বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে ইল্‌মে হাদীস প্রচার-প্রসারে প্রভূত অবদান রেখে যাচ্ছে। এ মাদ্‌রাসা থেকে এ পর্যন্ত অনেক ছাত্র বের হয়ে ইল্‌মে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন–

১) মওলানা নাছিরুদ্দীন, মুহাদ্দিস, সৈয়দাবাদ মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা ফখরুদ্দীন, মুহাদ্দিস, দারুল আরকাম মাদ্‌রাসা, বি.বাড়িয়া।

৩) মওলানা হাফিয আব্দুল বাতেন, মুহতামিম জামি'আ মুহম্মদীয়া মিরপুর ১১ ও খতীব মিরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।

৪) মওলানা আব্দুল মান্নান, মুহাদ্দিস, অত্র জামি'আ।

৫) মওলানা আরিফ বিল্লাহ, মুহাদ্দিস, অত্র জামি'আ।

৬) মওলানা হিদায়াতুল্লাহ সিরাজী, (পৌত্র বড় হুজুর) মুহাদ্দিস ও নাযিমে তালীমাত শামছুল উলূম মাদ্‌রাসা, উত্তরা, ঢাকা।

৭) মওলানা হেলালুদ্দীন, মুহাদ্দিস, অত্র জামি'আ।

৮) মওলানা ইব্রাহীম, মুহাদ্দিস, খতমে নবুওয়াত মাদ্‌রাসা।

৯) মওলানা আসাদুজ্জামান, মুহাদ্দিস, খতমে নবুওয়াত মাদ্‌রাসা।

১০) মওলানা হাফিয বশীর আহমদ, মুহাদ্দিস, কাতিয়া মাদ্‌রাসা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

১১) মওলানা মারগুবুর রহমান, মুহাদ্দিস, কুলিয়ারচর মাদ্‌রাসা, কিশোরগঞ্জ।

১২) মওলানা আখতার হোসাইন, মুহাদ্দিস, কুলিয়ারচর মাদ্‌রাসা, কিশোরগঞ্জ।[১]

আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া তাজুল 'উলূম তাহাফফুযে খতমে নবুওয়াত, বি.বাড়িয়া (স্থাপিত-১৯৮৭ খ্রি.)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার কান্দিরপাড়া এলাকাটি ছিল কাদিয়ানী আদর্শিত। তারা এখানে ১টি মসজিদ নির্মাণ করে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করতে থাকে। তাদের কার্যক্রম ভাইরাসের মত মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে নিজেদের ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার জনগণ তা প্রতিরোধ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালায়। কিন্তু এতে তারা ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় প্রখ্যাত আলিম মওলানা সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর) জনগণকে সাথে নিয়ে ঐ মসজিদ থেকে কাদিয়ানীদের উৎখাত করে ১৯৮৭ খ্রি. তার পাশে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে নামকরণ করেন। "তাহাফফুযে খতমে নবুওয়াত।" মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার সময় যারা প্রতিষ্ঠাতাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা হলেন– হাফিয ইদ্রীস, মওলানা হোসাইন আহমদ, মওলানা মোবারক উল্লাহ এবং আবুল কাসেম প্রমুখ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমবর্ধমান হারে মাদ্‌রাসার ছাত্র বৃদ্ধি হতে থাকে। যার ফলে ২০০১ খ্রি. এখানে কওমী মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণি দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়।

মাদ্‌রাসার বর্তমান জমির পরিমাণ ১৮ শতক। অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা দাওরায়ে হাদীস ২৮ জনসহ মোট ৫৪০ জন। সবাই আবাসিক। বিগত পাঁচ বছরের দাওরায়ে হাদীসের গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ জন। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১৮ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৬ জন। অবকাঠামোর মধ্যে ২ তলা বিল্ডিং ১টি এবং টিনসেড বিল্ডিং ৪টি। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ৩০০০ টি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম ছিলেন নাছির নগর উপজেলার ধরমণ্ডল নিবাসী মওলানা নুরুল ইসলাম। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মুহতামিম হিসেবে আছেন বরুড়া উপজেলার হরষপুর নিবাসী মওলানা হাফিয এমরান। তিনি একই সাতে শায়খুল হাদীসের দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯৮৭ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) নাযেমে তা'লিমাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নবীনগর উপজেলার মওলানা হাবীবুর রহমান।

কিতাব বিভাগঃ এ বিভাগ হচ্ছে জামি'আর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এখানে প্রাথমিক স্তর থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত মোট ১০ বছর বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়। এ মাদ্‌রাসা থেকে প্রতি বছর ২৫/৩০ জন ছাত্র দাওরায়ে হাদীস পাস করে বের হচ্ছে। যারা ইল্‌মে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) মওলানা নূরুজ্জামান, মুহাদ্দিস, খতমে নবুওয়াত মাদ্‌রাসা।

২) মওলানা এনামুল হক, মুহাদ্দিস, দয়াপুর মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

৩) মওলানা রফিকুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, খতমে নবুওয়াত মাদ্‌রাসা।[২]

আল-বাতুল মহিলা মাদ্‌রাসা, মোড়াইল, বি. বাড়িয়া (স্থাপিত-১৯৯৭ খ্রি.)

ইসলামী শিক্ষাকে পুরুষের সমান গুরুত্ব দিয়ে আসছে। মা শিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হবে। তাই নারীদেরকে ইল্‌মে হাদীসসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম নিবাসী মওলানা হারুন

১. অফিস রেকর্ড: জামি'আ দারুল 'উলূম ভাদুঘর।

২. অফিস রেকর্ড: আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া।

ইসলামাবাদী (র.) ১৯৯৭ খ্রি. বি. বাড়িয়া সদর উপজেলার মোড়াইল নামক স্থানের কলেজ পাড়ায় ৮ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। আল-বাতুল মহিলা মাদ্‌রাসা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত প্রতীকি মুহতামিম ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা মওলানা হারুন ইসলামাবাদী। অতঃপর ২০০৩ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) মুহতামিম হিসেবে আছে জেলাধীন চান্দিনা উপজেলার পাঁচ পুকুরিয়া নিবাসী মওলানা মাহফুজুল হাসান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ মাদ্‌রাসা পরিচিতি চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে যায় ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমান হারে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছাত্রীদের চাহিদার আলোকে ২০০৩ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়।

বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যা দাওরায়ে হাদীস শ্রেণিতে ৪৫ জনসহ মোট প্রায় ৩৫৪ জন। বিগত পাঁচ বছরে দাওরায়ে হাদীসের গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০/৩৫ জন। দাওরায়ে হাদীস খোলার পর থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে আছেন বি. বাড়িয়া জেলার বিয়াল্লিশ শহর নিবাসী মওলানা মিজানুর রহমান।[১] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত অনেক ছাত্রী এ মাদ্‌রাসা থেকে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করে আদর্শ জাতি গঠনে অবদান রেখে চলেছে। বি. বাড়িয়া অঞ্চলে নারী শিক্ষা প্রসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স (স্থাপিত-১৯৯৭ খ্রি.)

কুমিল্লা শহরে বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও ইতিপূর্বে মহিলাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে কুমিল্লার ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগণ দীর্ঘদিন যাবত মেয়েদের জন্য একটি মহিলা মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে আসছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে কুমিল্লা শহরে সচেতন দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিশেষত শহরের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাসেমুল 'উলূম ও রাণীবাজার মাদ্‌রাসাসহ অন্যান্য মাদ্‌রাসার বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরাম, শহরের ইমাম সাহেবগণ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহে ১৯৯৭ খ্রি. সরকারী মহিলা কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্‌রাসা। ইসলামী ও আধুনিক সুশিক্ষা সম্বলিত উন্নত কারিকুলামে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মহৎ উদ্দেশ্য এ প্রতিষ্ঠানটি কুমিল্লা শহরে সর্বপ্রথম। ভাড়া বাড়িতে ছাত্রী সংকুলান না হওয়ায় মাদ্‌রাসার নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আল্লাহর এক বিদ্যানুরাগী ধর্মপ্রাণ বান্দা মাদ্‌রাসার জন্য ৩৬ শতক জমি দান করেন। এ জমিতে একটি মসজিদ, একটি নূরানী ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ও অত্র মহিলা মাদ্‌রাসাটি পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্‌রাসার বর্তমান ছাত্রী ২৯০ জন, শিক্ষক ২৩ জন এবং মুহাদ্দিস ১০ জন। মাদ্‌রাসায় ২০০৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। দাওরায়ে হাদীস খোলার পর থেকে অদ্যাবধি ২০১২ খ্রি. শায়খুল হাদীস পদে নিয়োজিত আছেন মওলানা আশরাফ আলী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন মওলানা মুতাহের হোসেন এবং নাযেমে তলিমাত হিসেবে আছেন মুফতি মহিউদ্দীন মাসুম।[২]

মাদ্‌রাসার আদর্শ

আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্‌রাসা বিশ্ববিখ্যাত মাদ্‌রাসা দারুল 'উলূম দেওবন্দের সিলসিলা ভুক্ত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শ ভিত্তিক মেয়েদের বৃহত্তর ও প্রসিদ্ধ একটি দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র।

১. অফিস রেকর্ড: আল-বাতুল মহিলা মাদ্‌রাসা, বি. বাড়িয়া।

২. সাক্ষাতকার: মুফতি মহিউদ্দীন মাসুম, নাযেমে তালিমাত, আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্‌রাসা।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

হাদীস চর্চায় চট্টগ্রাম বিভাগ অসংখ্য মাদ্‌রাসা ব্যাপক খেদমত অব্যাহত রেখেছে তন্মধ্যে থেকে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহের তথ্যাবলী আলোচনা করা হলোঃ

দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী

অবস্থানঃ বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যতদূর জানা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রি. স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম শহরের ১২ কিলোমিটার উত্তরে দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা। এ মাদ্‌রাসার ১ম মুহতামিম মওলানা হাবীবুল্লাহসহ মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ, মওলানা ছূফী আজিজুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ। এরা সবাই মিলে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ মহৎ ব্যক্তিদের প্রথম দুজন দারুর উলূম দেওবন্দের কৃতি ছাত্র এবং শেষের দু'জন চট্টগ্রাম মোহাসেনিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র হলেও দেওবন্দের ইল্‌মের সাথে তাদের পরিচয় ছিল। তখন আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী কঠোর নিয়মনীতির ফলে এরাও কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রথম জীবনে মাদ্‌রাসার আনুষ্ঠানিক সুশিক্ষার আওতায় না এনে তা কি করে সম্ভব। তাই তারা প্রথমে স্ব স্ব এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু ছাত্র নিয়ে মাদ্‌রাসার প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করেন। একই চিন্তা-চেতনা নিয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে কাজ করতে থাকেন। অবশেষে সময়ের স্রোত তাদের অভিন্ন কর্ম উদ্দীপনাকে একীভূত করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা।[১]

মুসলিম সমাজের অধঃপতনের এ চরম যুগ সন্ধিক্ষণে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা এবং দেশীয় আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষিত হক্কানী আলিমদের প্রচেষ্টায় এদেশের মুসলমানদের কুরআন-হাদীস ও দ্বীন শরী'আতের সহীহ 'ইলম শিক্ষা দানের নিমিত্তে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল 'উলূম দেওবন্দের অনুকরণে 'দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রি. ১৪ এপ্রিল থেকে এ মাদ্‌রাসার নিমতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই মাদ্‌রাসার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হতে শুরু করে।

দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার অনুকরণে এ বিপুল সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ মাদ্‌রাসাকে উম্মুল মাদারিস বা মাদ্‌রাসার জননীরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সে সময়ের বিপুল সংখ্যক মাদ্‌রাসার অনেকগুলোই অদ্যাবধি টিকে আছে। কিছু কিছু মাদ্‌রাসাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ বলা যেতে পারে।

হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্‌রাসাঃ চট্টগ্রাম জেলার কৈ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্‌রাসা ১৯০৭ খ্রি.।
জিরির 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়াঃ চট্টগ্রাম জেলার জিরির গ্রামে 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রি.।
'আল জামেয়া নাছিরুল ইসলাম'ঃ চট্টগ্রাম জেলার নাজির হাটের প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ খ্রি.

আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়া (স্থাপিত-১৮৮২ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় অবস্থিত। দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার আনাচে কানাচে প্রায় ২-৩ হাজার কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে জামেয়া ইসলামিয়া জমীরিয়া কাসেমুল উলূম, পটিয়া, এসব মাদ্‌রাসার শীর্ষে অবস্থান করছে। কারো কারো মতে পটিয়া মাদ্‌রাসা অনেক ক্ষেত্রে হাটহাজারী মাদ্‌রাসাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হাটহাজারী মাদ্‌রাসার

১. অত্র মাদ্‌রাসার প্রথম মুহতামিম মওলানা হাবিবুলণ্ঢাহ ১৮৭৯ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে মওলানা ছূফী আজিজুর রহমানের পরামর্শে হাটহাজারী বাজারের ফকির মসজিদের পাশে মিঠা হাটায় ১৮৯৯ খ্রি. স্থানান্ড়র করেন। কিন্তু সেখানে এ মাদ্‌রাসা বেশিদিন চলতে পারেনি। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে যোগ দেন মওলানা আব্দুল হামিদ। ফলে মওলানা চতুষ্ঠয়ের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি মহাসড়কের পাশে বর্তমান মাদ্‌রাসার অবস্থানে মরহুম গুলবদন জমাদারের স্ত্রী-পুত্রদের দেয়া জমিতে ১৯০১ খ্রি. স্থায়ীভাবে দার"ল 'উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের অর্ধশতাব্দীর প্রভাবে যখন গ্রামে গঞ্জ নতুন নতুন মসজিদ মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেছিল, তখন হাটহাজারী মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষক পীর কামেল হযরত মওলানা জমির উদ্দীন (১৮৭৮-১৯৪০ খ্রি.) তাঁর কতিপয় প্রিয়ভাজন ছাত্রকে পটিয়া সদরে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।[১] তার উদ্দেশ্য ছিল নিবিড় পল্লীর চেয়ে অধিকতর শহর এলাকায় ইলমে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে আধুনিকতার নামে কুসংস্কারে নিমজ্জিত লোকদের হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করা।

প্রায় তিন দশক পূর্বে পটিয়া অনতিদূরে 'জিরি নামক পল্লীতে একটি কওমী মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেছিল মওলানা আহমদ হাছান (১৮৮২)-এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে বহু কৃতি ছাত্র তৈরি করেছিলেন। তারাও পল্লীর চেয়ে শহরের দিকে ইসলামী শিক্ষার আলো পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। তিনি প্রথমে পটিয়ার আশপাশের পরিচিতি আলিমদের নিকট মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পটিয়ায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জায়গা পাওয়া তখন খুবই কষ্টকর ছিল। তথাপি মৌলবী ঈসা, মওলনা আহমদ, মওলানা হামিদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ধাপে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে প্রথমে পটিয়া সদরের দক্ষিণে ১৩৫৭ হি. তুফান আলী মুন্সীর মসজিদে 'কাসেমুল 'উলূম' নামে একটি মাদ্‌রাসা কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠা করে কিছু ছাত্রকে সূরা ফাতিহার সবক দিলেন।[২] কিছুদিন পর মৌলবী ঈসা, কারী মুসলেম ও মৌলবী আমজাদকে কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে মাদ্‌রাসার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নিশ্চিত করা হয়। কিছুদিন উক্ত মসজিদেই মাদ্‌রাসার কাজ চলে। বর্তমান পটিয়া মাদ্‌রাসার উত্তর পাশের যে দোকানগুলো আছে সেখানেও একটি খালি ঘরে কিছুদিন মাদ্‌রাসার কার্যক্রম চালা হয়। অতঃপর পটিয়া শহরের মনু মিঞা নামক জনৈক দীনদার ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পটিয়া মাদ্‌রাসার বর্তমান স্থানে আড়াই গণ্ডা জমি খরিদ করা হয়। উক্ত জমিতেই প্রথমে ২৭ হাত লম্বা একটি কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করে পটিয়া মাদ্‌রাসাকে স্থায়ী রূপদান করা হয়।

মাদ্‌রাসার ঘর স্থায়ী হওয়ার ওলামা কিরামের অনুরোধে মওলানা আজিজুল হক জিড়ি মাদ্‌রাসা থেকে পটিয়া মাদ্‌রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তিনি জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূমের সাথে জমীরিয়া শব্দ যোগ করেন। বুযুর্গানে দ্বীনের দু'আ এবং প্রতিষ্ঠাতা আলিমদের অসাধারণ শ্রম ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বার মাদ্‌রাসাটি কুঁড়েঘর থেকে সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। সেখানে সূরা ফাতিহা বা মক্তবের শিক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছিল, অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম প্রবর্তন করা হয়।

বর্তমানে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া বাংলাদেশের একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১ম শ্রেণি থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত স্বাভাবিক শিক্ষা ধারার সাথে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ইসলামী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চালু করা হয়েছে। জামেয়ার তাজবীদ ও হিফ্‌য বিভাগদ্বয় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য দু'টি আধর্ম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। জামেয়ার পরিচালনাধীন উন্নতমানের একটি কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি তিব্বিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহ:

- নাসিরুল ইসলাম নাজিরহাট (বড় মাদ্‌রাসা)।
- জামিয়া আরাবিয়া কাসিমুল মাদ্‌রাসা।
- জামিা ইসলামিয়া (মাইজদি)।
- জামিয়া যিন্ নূরাইন (চাটখিল)।
- জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া (চৌমুহনী)।
- দারুল উলূম উলামা বাজার (ফেনী)।
- জামিয়া ইব্রাহিমীয়া (উজানী)।
- জামিয়া ইসলামিয়া ইউনসিয়া (কান্দিপাড়া)।

---

১. মওলানা রফিক আহমদ, *মাসিক আত্-তাওহদি বিশেষ সংখ্যা*, ১৯৮৭, পৃ. ৫

২. মওলানা আব্দুল হালীম বোখারী, মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম পটিয়া, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, *মাসিক আত-তাওহীদ বিশেষ সংখ্যা* (চট্টগ্রাম: জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল 'উলূম পটিয়া, ১৯৮৭), পৃ.৯

বরিশাল বিভাগে প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় বরিশাল বিভাগের কওমী মাদ্‌রাসার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নিম্নে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহের তথ্যাবলী আলোকপাত করা হলো:

চরমোনাই কওমিয়া মাদ্‌রাসা (স্থাপিত-১৯৯৮ খ্রি.)

অবস্থান: বরিশাল জেলার অন্তর্গত চরমোনাই নামক স্থানে অত্র মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল: চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম পীর ইছহাক (র.)-এর দ্বীন প্রচারের পাশাপাশি দুটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, একটি সরকারী অপরটি কওমী, ১৯৯৮ খ্রি. দরসে নিজামীর কারিকুলাম অনুযায়ী এখানে হাদীসের খেদমত শুরু হয়।

হাদীসের খেদমত: এ মাদ্‌রাসার হাদীসের খেদমতের জন্য সবচেয়ে বেশি শ্রমদেন মোহতামিম মওলানা নুরুল হুদা ফরায়েজী এছাড়া যারা এ মাদ্‌রাসায় হাদীসের দরস দিয়েছেন।

১) মওলানা আব্দুল হক সাহেব (চট্টগ্রাম) ২) মওলানা তোজাম্মেল হোসেন (বরিশাল) ৩) মওলানা মজিবুর রহমান (পটুয়াখালী) ৪) মওলানা আব্দুল কাদের (ঝালুকাঠি) ৫) মওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান ফরিদী (মাদানী)[১]

জামেয়া আরাবিয়া মঈনউদ্দীন (বরিশাল সদর)

অবস্থান: বরিশাল শহরে বাজার রোড এলাকায় অবস্থিত অত্র মাদ্‌রাসা।

প্রতিষ্ঠাতা: আত্মভোলা মানুষদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করার লক্ষে এবং হাদীস কুর'আনের আলো সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়ার জন্য আলহাজ্ব সৈয়দ কাওছার হোসাইন এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

হাদীসের খিদমত: এখানে সিহাহ সিত্তাহ এর দরস দেয়া হয়। বর্তমানে যিনি এ মাদ্‌রাসার পরিচালনার দায়িত্ব আছে তার নাম মওলানা আব্দুল মাজিদ তালুকদার। দীর্ঘদিন ধরে সুযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে এখানে হাদীসের দরস দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকার তালবে ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। যে সকল মুহাদ্দিসগণ এ মাদ্‌রাসায় হাদীসের দরস দেন তাদের নামের তালিকা:

১) মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জলর হোসাইন (বরিশাল) ২) মওলানা মুহাম্মদ আলী আহম্মেদ (গোপালগঞ্জ) ৩) মওলানা মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন (ভোলা) ৪) মওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন খান (বরিশাল)

এভাবে বহু মুহাদ্দীস হাদীসের খেদমত করে আসছেন, এখান থেকে বের হয়ে শত শত মুহাদ্দীস বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় কেউ বা মসজিদে কুর'আনী হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।[২]

আল জামি'আ আল ইসলামিয়া আল মাহ্‌মুদিয়া বরিশাল (স্থাপিত- ১৯৭৪ খ্রি.)

মাদ্‌রাসাটি বরিশাল শহরে অবস্থিত। এর আদি নাম ছিল আল মাদ্‌রাসা আল মাহমুদিয়া। ১৯৮৩ খ্রি. এর নতুন নাম রাখা হয়। সৈয়দ মাহমুদ মুস্তফা আল মাদানী ১৯৪৭ খ্রি. মাদ্‌রাসা টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ খ্রি. এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ঝালকাঠি নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ নেছারউদ্দীন (জ. ১৯১৮ খ্রি.) ছিলেন। এখানকার প্রথম মুহাদ্দিস ও মুহতামিম। এখানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক পটুয়াখালী।[৩]

আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া আল মাহমুদিয়া, বরিশাল (স্থাপিত-১৯৪৭ খ্রি.)

এ মাদ্‌রাসা বরশিাল শহরে অবস্থিত। আদি নাম ছিল আল মাদ্‌রাসা আল মাহমুদিয়া। ১৯৮৩ খ্রি.-এর নতুন নাম রাখা হয়। সৈয়দ মাহমুদ মুস্তফা আল মাদানী ১৯৪৭ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ খ্রি. এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ঝালকাঠি নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ নেছারউদ্দীন (জ. ১৯১৮ খ্রি.) ছিলেন এখানকার প্রথম মুহাদ্দিস ও মুহতামিম। এখানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক পটুয়াখালী।

---

১. অফিস রেকর্ড: চরমোনাইত কওমিয়া মাদ্‌রাসা।

২. অফিস রেকর্ড: জামেয়া আরাবিয়া মঈনউদ্দীন।

৩. ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

সিলেট বিভাগের কওমী মাদ্‌রাসা

দারুল উলূম দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা, কানাইঘাট, সিলেট (স্থাপিত-১৯০৪ খ্রি.)

এ মাদ্‌রাসা সিলেটের কানাইঘাট থানা সদরস্থ বড় বাজার এর নিকট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯০৪ খ্রি. এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। এখানকার শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করছেন আল্লামা মুশাহিদ। এছাড়াও অসংখ্য মাদ্‌রাসা রয়েছে যা হাদীস চর্চার খেদমতে রয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মাদ্‌রাসাসমূহের নাম নিম্নে দেয়া হলো:

- জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর।
- জামিয়া কাসিমুল উলূম (দরগা)।
- জামিয় তওক্কুলিয়া (রেঙ্গা)।
- জামিয়া মুহাম্মদিয়া (বিশ্বনাথ)।
- জামিয়া মাদানিয়া (কাজির বাজার)।
- জামিয়া হোসাইনিয়া (গহরপুর)।
- জামিয়া ফয়জেআম (মুন্সীবাজার)।
- দারুল উলূম (মৌলভী বাজার)।
- জামিয়া লুৎফিয়া (হামিদনগর)।
- জামিয়া ইসলামিয়া (কাতিয়া)।
- জামিয়া আরাবিয়া (উমেদনগর)।
- মাদরাসায়ে নূরে মদীনা (শায়েস্তাগঞ্জ)।
- জামিয়া কাসিমুল উলূম (বাহুবল)।
- জামিয়া আরাবিয়া দারুল কুরআন (হবিগঞ্জ)।
- জামিয়অ ইসলামিয়া (আজিমগঞ্জ)।

খুলনা বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় খুলনা বিভাগের কওমী মাদ্‌রাসা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহের তথ্যাবলী আলোকপাত করা হলোঃ

১। **জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, খুলনাঃ** জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, খুলনা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ খ্রি. এবং দাওরায়ে হাদীস খোলা হয় ১৯৭৯ খ্রি.। প্রতি বছর গড়ে অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ছাত্র দাওরায়ে হাদীসের পাস করে বের হয় প্রায় ৩০ জন।

২। **ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ কওমী মাদ্‌রাসা, বংশীপুর, সাতক্ষীরাঃ** ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ কওমী মাদ্‌রাসা বংশীপুর সাতক্ষীরা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ খ্রি. এবং দাওরায়ে হাদীস খোলা হয় ১৯৯৫ খ্রি.। মাদ্‌রাসায় হাদীস বিভাগ চালু থেকে এ পর্যন্ত গড় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র সংখ্যা ২০/২৫ জন।

৩। **জামে'আ 'আরাবিয়া সিদ্দিকিয়া কওমী মাদ্‌রাসা, সরুই, বাগেরহাটঃ** জামে'আ আরাবিয় সিদ্দিকিয়া কওমী মাদ্‌রাসা, সরুই বাগেরহাট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ খ্রি. এবং দাওরায়ে হাদীস খোলা হয় ২০০৩ খ্রি.। মাদ্‌রাসায় গড় হাদীসের ছাত্র সংখ্যা ১৫/২০ জন।

৪। **জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, যশোরঃ** উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খ্রি. এবং দাওরায়ে হাদীস খোলা হয় ১৯৫১ খ্রি.। অত্র মাদ্‌রাসার গড় হাদীসের ছাত্র সংখ্যা ২০/২৫ জন।

৫। **জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানী নগর মাদ্‌রাসা মনিরামপুর, যশোরঃ**

জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ খ্রি. এবং উক্ত খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। অত্র মাদ্‌রাসায় গড় ছাত্র সংখ্যা ১৫/২০ জন।

৬। **জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল ইসলাম কওমী মাদ্‌রাসা, যশোরঃ** জামে'আ 'আরাবিয়া মহিউল কওমী মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দাওরায়ে হাদীস খোলা হয় ১৯৭১ খ্রি.। অত্র মাদ্‌রাসায় গড় হাদীসে ছাত্র সংখ্যা ৩০/৩৫ জন।

এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মাদ্‌রাসাসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- জামিয়া আশরাফুল উলূম, (খালিশপুর)
- জামিয়া মদীনাতুল উলূম, (রায়ের মহল)
- জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলূম (শজিয়াড়া)
- জামিয়া হালীমিয়া উদয়পুর, (মোল্লার হাট)
- জামিয়া এজাজিয়া দারুল উলূম (রেলষ্টেশন)
- জামিয়া কোরআনিয়া, পৌর গোরস্তান কওমী মাদ্‌রাসা
- কাসিমুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসা
- ইদরীস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা (আল্লাহর দরগা)

রাজশাহী বিভাগের প্রসিদ্ধ কওমী মাদ্‌রাসা

হাদীস চর্চায় রাজশাহী বিভাগে অসংখ্য কওমী মাদ্‌রাসা রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসার নাম দেয়া হলোঃ

- জামিয়া ইসলামিয়া, শাহ্ মাখদুম (দরগাপাড়া)
- জামিয়া নিজামিয়া দারুল উলূম, (বেতুয়া)
- উসমানিয়া হোসাইনিয়া (বাখরাবাজ)
- কাসিমুল উলূম জামিল মাদ্‌রাসা
- ইসলামিয়া আজিজিয়া আনওয়ারুল উলূম (হিলী)
- নিউ টাউন মাদ্‌রাসা
- জামিয়া হুসাইনিয়া মদীনাতুল উলূম
- জামিয়া কারীমিয়া নুরুল উরূম (জুম্মাপাড়া)
- তাঁতীপাড়া জাতিউল উলূম মাদ্‌রাসা
- চরিতাবাড়ী জমিয়ত তা'লীমুল কোরআন
- জামিয়া আরাবিয়া দারুল হিদায়া (পৌরশা)
- উত্তরদেশী রাই ফয়জুল উলূম হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা
- জামিয়া আরাবিয়া
- ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া দারুস সালাম
- জামিয়া ইসহাক্বিয়া ইসঃ (রামপুর)[১]

১. *আন্-নূর ডায়েরী*, প্রকাশকাল ২০১১ খ্রি.

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ক্বওমী ও আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও মাদ্‌রাসার নামসমূহঃ

আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিসগণের নাম

বাংলাদেশে শহস্রাধিক আলিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে, প্রতিটি মাদ্‌রাসায় একজন শায়খুল হাদীস অর্থাৎ প্রধান মুহাদ্দিস থাকে নিম্নে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহের নাম ও প্রধান মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

- প্রধান মুহাদ্দিস মওলানা মুহাম্মদ শাহ্ জাহান মাদানী, মেছবাহুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মওলানা আব্দুল লতিফ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (ঢাকা)
- প্রধান মুহাদ্দিস আনিছুর রহমান আশ্রাফী, সোনাকান্দা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস মওলানা মাহবুবুর রহমান, মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস মোস্তাক আহমদ, কাদিরিয়া তয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস আব্দুর রশীদ, মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস হেলাল উদ্দীন, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, মীরহাজারীবাগ, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস মোয়াজ্জম হোসেন আল আজহারী, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী শাখা, ঢাকা
- প্রধান মুহাদ্দিস কাজী ইব্রাহীম, জামি'আ কাসিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, নরসিংদী
- প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মওলানা রফিকুল ইসলাম, ঝালকাঠি এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসা (বরিশাল)
- প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মওলানা লুৎফর রহমান, ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা (বরিশাল)
- প্রধান মুহাদ্দিস সুলাইমান আনসারী, জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
- প্রধান মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা
- প্রধান মুহাদ্দিস মুজিবুর রহমান, সৈয়দপুর কামিল মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা
- প্রধান মুহাদ্দিস মুমিনুল ইসলাম, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর
- প্রধান মুহাদ্দিস আবুল কালাম, শাহতলী কামিল মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর
- প্রধান মুহাদ্দিস এম. মনোয়ার হোসাইন, খুলনা কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা
- প্রধান মুহাদ্দিস মওলানা নুরুল হাসান, বাগেরহাট কামিল মাদ্‌রাসা, খুলনা
- প্রধান মুহাদ্দিস আব্দুল হাই, ফুলপুর কাজিয়া কান্দা কামিল মাদ্‌রাসা, ময়মনসিংহ
- প্রধান মুহাদ্দিস মওলানা হাসান মুহাম্মদ মূসা, যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, যশোর

কওমী মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীসগণের নাম[১]

সমগ্র বাংলাদেশে দাওরায়ে হাদীস মাদ্‌রাসা হাজারেরও বেশি। প্রতিটি মাদ্‌রাসায় একজন হাদীসের বিশেষজ্ঞ থাকেন যাকে শায়খুল হাদীস বলে। নিম্নে শায়খুল হাদীসদের নাম ও মাদ্‌রাসার নাম দেয়া হলোঃ

ঢাকা বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা মাহ্‌মুদূল হাসান, জামি'আয়ে মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, জামি'আয়ে ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা কাযী মু'তাসিম বিল্লাহ, শরইয়্যাহ মালিবাগ।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা নূর হোসেন কাসেমী, জামি'আ মাদানিয়া, বারিধারা।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আব্দুল বারী, জামি'আ আশরাফিয়া সাইন বোর্ড।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা দেলোওয়ার হুসাইন, আকবার কমপ্লেক্স, মিরপুর।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমরান মাজহারী, খাদিমুল ইসলাম, মিরপুর-১৩।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রহমান সাহেব, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা ইয়াহইয়া মাহমুদ, আযমিয়া দারুল উলূম রামপুরা।
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মওলানা বশীর আহমদ, জামি'আ ইমদাদিয়া সিরাজদিখান (মুন্সিগঞ্জ)
- মুফতী আব্দুস সাত্তার ক্বাসিম, জামি'আ হাজী সাইজুদ্দীন কুতুব আইল (নারায়ণগঞ্জ)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক, দারুল উলূম দেওভোগ, (নারায়ণগঞ্জ)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা আলতাফ হোসেন, জামি'আ আবু বকর মক্কী নগর (নারায়ণগঞ্জ)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মওলানা হুসাইন আহমদ, জামি'আতুস সুন্নাহ (মাদারীপুর)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন, জামি'আ ইসলামিয়া গওহরডাঙ্গা

সিলেট বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া, জামি'আ কাসিমুল উলূম দরগা (সিলেট)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুকাদ্দাস আলী, জামি'আ ফয়জেআম মুন্সীবাজার, (সিলেট)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা খলিলুর রহমান, জামি'আ লুৎফিয়া হামিদ নগর (মৌলভী বাজার)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক, জামি'আ আরাবিয়া উমেদ নগর (হবিগঞ্জ)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবীবুর রহমান, জামি'আ মাদানিয়াকাজী বাজার (সিলেট)

চট্টগ্রাম বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা আহমদ শফী (দা. বা.) মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
- শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মাওলানা আহমাদুল্লাহ, আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া, পটিয়া
- শায়খুল হাদীস আল্লামা সুলতান যাওক নদভী, জামি'আ দারুল মা'আরিফ (চট্টগ্রাম)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী নুরুল্লাহ, জামি'আ ইউনুসিয়া কান্দিপাড়া

১. গবেষকের একান্ড় সংগ্রহ।

বারিশাল বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা উবায়দুর রহমান, জামি'আ মাহ্‌মুদিয়া (বরিশাল)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী শাব্বীর আহমদ, জামি'আ হাজী উমর (বরিশাল)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মওলানা মুহিউদ্দীন, জামি'আ ইসলামীয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্‌রাসা, (ভোলা)

খুলনা বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মওলানা রফিকুর রহমান, জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম (খুলনা)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমদাদুল্লাহ ক্বাসেমী, জামি'আ মাদানিয়া, মাদানী নগর (খুলনা)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা ইয়াহইয়া, মদীনাতুল উলূম মাসনা, মনিরামপুর, (যশোর)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মওলানা হাসিবুল্লাহ, জামি'আ কুর'আনিয়া, পৌর গোরস্তান ক্বওমী মদ্‌রাসা (মাগুড়া)

রাজশাহী বিভাগ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী শাহাদাত আলী, জামি'আ ইসলামিয়া, শাহ্ মাখদুম দরগাপাড়া (রাজশাহী)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রহমান, কাসিমুল উসূম জামিল মাদ্‌রাসা (বগুড়া)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মওলানা আব্দুর রাজ্জাক, জামি'আ হুসাইনিয়া মদীনাতুল উলূম (সিরাজগঞ্জ)
- শায়খুল হাদীস আল্লামা মওলানা আবুল কালাম ক্বাসিমী, জামি'আ আরাবিয়া, (নীলফামারী)

Dhaka University Institutional Rep

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে মুহাদ্দিস কর্তৃক রচিত ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১ম পরিচ্ছেদ : মুহাদ্দিস কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা

২য় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রকাশনা কর্তৃক হাদীস চর্চা

১ম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিস কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা

ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিশরসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে হাদীসের খেদমত ব্যাপক পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে বাংলাদেশেও হাদীস চর্চায় একেবারে পিছিয়ে নেই। নিম্নে বিভিন্ন ভাষায় হাদীসের মৌলিক অনুবাদ ভিত্তিক চর্চা যে সকল মুহাদ্দিস করেছেন তাঁদের পরিচয় এবং প্রকাশিত বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলো:

আনওয়ার-এ মুহাম্মদী (أنوار محمدى) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী লিখিত এই উর্দু বইটি ১৮৩৬ খ্রি. কলকাতা মুনশী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। লেখক তিরমিযী শরীফের[১] শামাইল এ- তিরমিযী, (شمائل الترمذي) অংশের ব্যাখ্যা করে 'আনওয়ার-এ মুহাম্মদী নামে অভিহিত করেন। এটি বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় লিখিত হাদীস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।[২] এর প্রথমে একটি ভূমিকা ও শেষে সূচিপত্র রয়েছে। 'শামাইল এ-তিরমিযী' অংশটি এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাঠ্যভুক্ত ছিল। এর কোন কোন শব্দ কঠিন ও দুর্বোধ্য হওয়ায় হাদীসের মর্ম অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মওলানা কারামত 'আলীর সহজ-সরল ভাষায় লিখিত এই বইটি কষ্ট নিরসনে সহায়ক। এ বইয়ের একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজিমুদ্দীন কালেকশনে সংরক্ষিত আছে। যারা সত্যিকারভাবে 'শামাইল-এ-নবী' সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, এই বইটি তাঁদের জন্য বেশ উপকারী হবে।

মওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী ১৮০০ খ্রি. জৌনপুরের মুল্লাটোলা মহল্লার এ সম্ভ্রান্ত সিদ্দিকী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি মওলানা আহমদুল্লাহ আমামী এবং শাহ্ 'আব্দুল আযীযের নিকট হাদীস এবং মওলানা সাখাওয়াত 'আলী জৌনপুরী, মওলানা কুদরুতুল্লাহ রুদলবী ও মওলানা আহমদ 'আলী চিড়িয়াকোটীর নিকট অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন।[৩] এ ছাড়া সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট থেকে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পীরের আদেশে বঙ্গে দ্বীন ও 'ইল্ম দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি বোটে সফরকালেও ইসলামী শিক্ষাদানকার্য জারী রেখেছিলেন। বাংলা ও আসামে প্রায় একান্ন[৪] বছর যাবত ইসলাম প্রচার করেন এবং বিদ'আত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূল উৎপাটনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মওলানা কারামত 'আলীর সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরকালে হাফিয 'আবদুল আউওয়ালের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রি. চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে।[৫] মওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী জীবনে বহু বই-রচনা করেন। তন্মধ্যে ৪১টি বইয়ের নাম সীরাত এ- কারামত 'আলী জৌনপুরীতে উল্লেখ আছে। এসব বইয়ের আলোচনা যতটুকু সম্ভব পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

মওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী উত্তর বঙ্গের রংপুরে ১৮৭৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। রংপুর শহরের মুনশী পাড়ায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মিনহাজুল মুমিনীন-মিন আহাদিসি সায়্যিদিল্ মুরসালীন (منهاج المؤمنين من أحاديث سيد المرسلين) (আরবী ভাষায়)

মৌলবী মুহাম্মদ ইকরামের ২৪ পৃষ্ঠার এই 'আরবী পুস্তিকাটি ১৮৯৩ খ্রি. সংকলিত হয় এবং ১৮৯৮ খ্রি. দিল্লীর মুজতবাই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এতে উর্দু অনুবাদসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ৪০টি হাদীস এবং এগুলো পাঠের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। লেখক দু'টি কারণে এটি সংকলন করেন। **এক:** হযরত আবূ

---

১. সিহাহ সিত্তাহ হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ তিরমিযী শরীফ। এটি জামি তিরমিযী নামে খ্যাত। এর সংকলকের নাম-আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী। তিনি ২০৯ হি. জীহন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিযী নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেন। ২৯২ হি. ইন্ড়িকাল করেন।

২. সৈয়দ ইকবাল 'আযমী, *মাশ্‌রিকী বাংগাল-মে-উর্দু* (ঢকা: আগাসাদেক প্রেস, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ১৪১

৩. মওলানা রফীক আহমদ, *হাদীস পরিচিতি* (চট্টগ্রাম: পটিয়া আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৮১

৪. মওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৬৬

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবীবিদ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৩২

দারদা থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কি পরিমাণ 'ইল্‌ম থাকলে ফকীহ হওয়া যায়? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি ৪০টি বিশেষ হাদীস সংরক্ষণ করে রাখবে, আল্লাহ তাঁকে ফকীহ হিসাবে উঠাবেন, কিয়ামতের দিন তিনি শাফা'আতকারী ও সাক্ষীদাতা হবেন। **দুই:** বিভিন্ন যুগে বড় বড় 'আলিম এই ৪০টি হাদীস নিয়ে বই লিখেছেন।[১]

লেখক প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে উর্দূ অনুবাদ পেশ করেন। ফলে পাঠক সমাজের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হয়।

লেখকের নাম: মুহাম্মদ ইকরাম, পিতার নামঃ মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ, তিনি প্রথমে চট্টগ্রামের বাশখালীর অধিবাসী এবং পরে রেঙ্গুনের অধিবাসী হন। পিতা-শাহ্ মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ নকশবন্দী তরীকার লোক ছিলেন।[২]

আসাহ্হুল-কালাম্ ফী তাখ্‌রীজ এ- আহাদীস-এ খায়রিল্ আনাম (اصح الكلام في تخريج احاديث خير الأنام) **(আরবী ভাষায়)**

মওলানা আব্দুল আউওয়াল জৌনপুরীর ৩৪ পৃষ্ঠার এই আরবী বইটি ১৮৯৪ খ্রি. অক্টোবরে লিখিত হয় এবং মাজ্‌দুদ্দীন আহমদ আকবরাবাদীর তত্ত্বাবধানে আগ্রার আকবরী প্রেস থেকে একই খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা ফার্সীতে লিখিত।

ধর্মীয় বক্তাগণের অনেকে প্রবাদের মত কতগুলো হাদীস কণ্ঠস্থ করতের এবং প্রয়োজন মাফিক সেগুলো ওয়াজ-এর মাহফিলে উদ্ধৃত করতেন। এতে শ্রোতাগণ উপকার লাভ করতো। কিন্তু কতক আহলে হাদীস এই বলে প্রচার করতেন, ঐ হাদীসগুলো জাল কিংবা দুর্বল। তাঁরা তকলীদপন্থীদের প্রতি এ বলে অভিযোগ করতেন যে, তকলীদ পন্থীদেরকে কেবল ইমামদেরই অনুসরণ করতে হবে হাদীস বর্ণনার কোন প্রয়োজন তাঁদের নেই, কারণ তাঁরা জাল হাদীস ও সনদের দিক থেকে দুর্বল হাদীস শুনিয়ে থাকেন। মওলানা জৌনপুরীর মতে, আহলে হাদীস এ মন্তব্যও করতেন যে, আমরা ফিক্‌হের অনুসারী নই, ফকীহ্‌দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই, হাদীস সম্বন্ধে আমরাই ওয়াকিফহাল।[৩]

আহ্‌লে হাদীসের এই তৎপরতার প্রতিবাদে মওলানা জৌনপুরী বহু পরিশ্রম করে উলামা ও ওয়া'য়যীন-এর নিত্য ব্যবহৃত হাদীসসমূহ সনদ ও হাদীস গ্রন্থের নামসহ সংকলন আখ্যায়িত করেন। এই হাদীসগুলোর মধ্যে কোনটি হাসান, কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, আর কোনটি সবল, তাও এতে ব্যাখ্যা করা হয়। 'আরবী অক্ষরের ক্রমানুসারে এই সংকলনের বিভিন্ন পরিচ্ছদে মোট ৩৪২ টি হাদীস স্থান লাভ করে।

মওলানা জৌনপুরী এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, কোন হাদীস যদি সিহাহ্-এ-সিত্তাহ-এর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবে তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। সিহাহ্-এ-সিত্তায় না পাওয়া গেলে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরর সাহায্য নিতে হবে।

এই বইটি পাঠে হাদীস শাস্ত্রে মওলানা জৌনপুরীর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ মেলে। প্রবাদসম ও নিত্য ব্যবহৃত হাদীসসমূহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে সংকলন করতে গিয়ে তাঁর যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে- এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'আলিম ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য এটি একটি বড় উপহার।

জামিউল উসূল (جامع الأصول) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা 'আব্দুর রাযযাক সিলেটীর এই উর্দূ বইটি উনিশ শতকের কোন এক সময়ে রচিত হয়। বইটি উসূল হাদীস বিষয়ক। এর একটি কপি ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৪]

মওলানা 'আব্দুর রাযযাক সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। মওলানা রাযযাক উনিশ শতকে ইন্তিকাল করেন বলে জনশ্রুতি আছে।[৫]

---

১. মৌলভী মুহাম্মদ ইকরাম, *মিন্‌হাজুল মুমিনীন-মিন্- আহাদিসী সায়্যিদিল মুর্‌সালীন* (দিলণ্টী: মুজতবাই প্রেস, ১৮৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩

২. সৈয়দ ইকবাল 'আযীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৩. মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, *আসাহ্‌হুল্- কালাম ফী- তাখ্‌রীজ-এ খায়ারিল-আনাম* (আগ্রা: আকবরী প্রেস, ১৮৯৪), পৃ ঃ ২-৩

৪. সৈয়দ ইকবাল 'আযীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৫. মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, *ফাযাইল্-এ-বিসমিলণ্টাহ* (জৌনপুর: জাদা প্রেস, ১৯১২), পৃ. ৯৪

জাওয়ামিউল কালিম (جوامع الكلم) (আরবীভাষায়)

মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরীর ৩২ পৃষ্ঠার এ আরবী পুস্তিকাটি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে রচিত হয় এবং লক্ষ্ণৌর অন্তর্গত মাহমুদ নগরের আলী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশনার সাল-তারিখ উল্লেখ নেই।

এ পুস্তিকায় 'আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যাহ, আল-আনওয়ারুল মুহাম্মদিয়্যাহ, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ওয়াসিলুল উসূল ইলা শামায়িলিল রাসূল' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে ২২৪টি হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হাদীসবিদ, উলামা ও ওয়াইযীন প্রায়শ তাঁদের ওয়ায নসীহত ও কথাবার্তায় প্রবাদের মত ব্যবহার করে থাকেন। ইতিপূর্বে রচিত মওলানা জৌনপুরীর আসহ্হুল-কালাম-ফী তাখরীজ-ই-আহাদীসি খায়রিল আনাম' নামক পুস্তিকাটিতেও অনুরূপ ৩৪২ হাদীস সংকলন করা হয়েছিল। উভয় গ্রন্থের পার্থক্য হলো: পূর্বের পুস্তকে হাদীসগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সে পদ্ধতি এ পুস্তিকায় অবলম্বন করা হয়নি। উভয় সংকলনে এমন সব হাদীস বিধৃত হয়েছে, যেগুলোর মর্ম সকল মুসলিমগণের জানা প্রয়োজন।

এতে একটি ভূমিকা, 'উদ্দেশ্য' শীর্ষক অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। ভূমিকায় মওলানা জৌনপুরী বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, তিনি হলেন বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ বাক-নিপুণ। এ সংকলণ দু'টোতে মওলানা জৌনপুরীর আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় মেলে। উদ্দেশ্য শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে প্রবাদ ধর্মী হাদীসমূহ। পরিশিষ্টে রয়েছে কিস্ ইবনে সায়েদাতুল-আয়্যাদীর আলোচনা।

মওলানা জৌনপুরীর সংকলিত হাদীসসমূহ থেকে নমুনাস্বরূপ কতক হাদীস পেশ করা হলো:

১) ইন্নামাল আ'মালু বিন্-নিয়্যাত (নিশ্চয়ই আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল)।

২) আল-বায়্যিনাতু আলাল মুদ্দাঈ, ওয়াল ইয়ামীনু আলা-মান আনকার (দাবী দারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর অস্বীকারকারীকে শপথ করে বলতে হবে)।

৩) আল-হিকমাতু দুয়াল্লাতুল মুমিন (জ্ঞান মুমিনের হারা ধন)।

কিতাবুল-হুনাফা-ফী-যিকরিয-যু'ফি ওয়ায যু'আফা' (كتاب الحنفاء في ذكر ضعف والضعفاء) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা 'আব্দুল আউয়াল জৌনপুরীর ৫২ পৃষ্ঠার এই উর্দূ পুস্তিকাটির রচনা কাল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে শেষ হয় এবং লক্ষ্ণৌর 'আলী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। বইটিতে প্রকাশের সন তারিখ রেকর্ড হয়নি। এ পুস্তিকা পাঠে মনে হয়, মওলানা জৌনপুরী বহু পরিশ্রম করে এ বইটি রচনা করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর বড় একটি অংশ হানাফীদের সেবা ও সমর্থনে নিবেদিত।

ইব্ন 'আদী, নাসাঈ, দারকুতুনী প্রমুখ ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস বর্ণনায় তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। মওলানা জৌনপুরীর মতে, তাঁদের এ মন্তব্য ঠিক নয়। তিনি বলেন, আবূ হানীফার শিষ্য-অনুশিষ্যগণ 'শায়খুল ইসলাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, হাফিয, মুহাদ্দিস ইত্যাদি খিতাবে আখ্যায়িত হবেন, আর তিনি নিজে শুধু ফকীহ এবং অন্যদের মতে 'বাযুননাস' আসহাবুর-রায়, য'ঈফ ফিল হাদীস আখ্যায় আখ্যায়িত হবেন- এটা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? তিনি আরো বলেন, আবূ হানীফার শিষ্যের শিষ্যরাই হাদীস বর্ণনায় তাঁর প্রতি দুর্বলতার অভিযোগ আনছেন। তাঁদের এ অীভযোগ সত্য নয়।[১] এই পুস্তিকায় মওলানা জৌনপুরী কয়েকটি নকশার মাধ্যমে আবূ হানীফার শিষ্যদের এবং অনুশিষ্যদের মধ্যে যে সূত্র ও ধারাবাহিকতা রয়েছে, তা তুলে ধরে এটা প্রমাণের প্রয়াস পান যে, আবূ হানীফাকে যদি দুর্বল বলা হয়, তবে মুহাদ্দিসদের জামা'আত এমনকি সিহাহ সিত্তাহ-এর সংকলকগণও দুর্বল হয়ে যাবেন। ফলে, এসব হাদীস গ্রন্থে আবূ হানীফার শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও দুর্বল না বলে পারা যায় না। আল্লামা যাহাবী প্রমুখ ব্যক্তি যারা হাদীসের হাফিযদের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরা ইমাম আযমকে হুফ্ফায-এ হাদীস, বরং হুফ্ফাযে-এ-হাদীস-এর উস্তাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি দুর্বল বলা হয়, তবে সিহাহ্ সিত্তাহর সংকলনকারীগণ[২] এমনকি ফিকহের বড় বড় ইমাম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

---

১. মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, *কিতাবুল হুনাফা ফী যিকরিয যু'ফি ওয়ায যা'আফা* (লক্ষ্ণৌ: আলী প্রেস, ১৯২০), পৃ. ২৫-২৬

২. ৬ জন সংকলণকারী: ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমীযী, ইমাম নাসাঈ, আবূ দাউদ ইমাম ইব্নে মাজাহ।

শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় আবূ হানীফার সংগে জড়িত রয়েছেন, তাঁরাও দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন- যা হতে পারে না।

লু'লুল্ মাক্নূন (لؤلو المكنون) (আরবী ভাষায়)

মৌলবী হাফিয মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানীর ৪০ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি কলকাতার মুজতাবাই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তিকা। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাকীম হাবীবুর রহমানের সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

শামসুল উলামা মওলানা হাফিয মুহাম্মদ বর্ধমানী ১৮৬৬ খ্রি. বর্ধমান জেলার কইখন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাযী লুৎফুল হুদা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মৌলবী মমতাজ হুসাইন বর্ধমানী, মওলানা মুহাম্মদ মঙ্গলকোটি ও মওলানা মুমইয়েজুল হক বর্ধমানীর নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী সময় বিহারের আরা জেলার প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মদ হানীফের নিকট দু' বছর কাল আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৭-৮৮ খ্রি. কানপুরের জামি'উল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ১৮৯১-৯২ খ্রি. তিনি এখান থেকে সনদ লাভ করেন।[১]

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জামি'উল উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা দেন। এ সময় তাঁকে দারুল ইফতার দায়িত্বও পালন করতে হয়। মওলানা আশরাফ আলী অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর মওলানা ইসহাক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘ ১৫ বছর কাল এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তিনি কানপুর ছেড়ে দিয়ে ১৯১০ খ্রি. কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯১৯/২০ খ্রি. ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) লেকচারার রূপে যোগদান করেন। কিছুকাল পর তিনি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।[২] এ পদে থাকাকালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক শামসুল উলামা খেতাবে ভূষিত হন।[৩] ১৯৩৩ খ্রি. সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। আমরণ উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

মওলানা বর্ধমানী একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস ও তাফসীরবিদ ছিলেন। তিনি একজন ভাল লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাবলী হলো: সাহলুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল (ফিকহের মূলনীতি), আলহিকমাতুল বালিগাহ ফী মাকারিমিল আখলাক ওয়াল আদাব (নীতি মূলক), রিসালাতু আহসানিন নুযূল লি আসহাবি উরসিল্ কুল্, আত্ তানকীহাতুস সুনিয়্যাহ-ফী তাহরীমির রকসি ওয়াল গিনা ওয়াস সিজদাতিত তাহিয়্যাহ (ফিক্হ) এবং আন-নূউল লামি (হাদীসের সংকলণ)। মওলানা ইসহাক বর্ধমানী কলকাতায় এক মটর দুর্ঘটনার ১৯৩৮ খ্রি. ৩ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন।[৪] মরণকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর।

মীযানুল আখবার (ميزان الأخبار) (আরবী ও উর্দূ ভাষায়)

মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহ্সান রচিত ৩২ পৃষ্ঠার এই আরবী উর্দূ পুস্তিকাটি ঢাকার আরেফীন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং ঢাকা বাবু বাজার কুর'আন মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশের সন-তারিখ উল্লেখ নেই। লেখক এই বইয়ের আরবী অংশের নাম মীযানুল আখবার আর উর্দূ অনুবাদের নাম মিয়ারুল আসার রেখেছেন। এতে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, সহীহ হাসানের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, ছাত্র-শিক্ষকের সুবিধার্থে পুস্তিকাটির আরবী মূল বচনের নিচের সহজ সরল উর্দূ অনুবাদ করেন। এই আরবী উর্দূ পুস্তিকাটি দীর্ঘদিন যাবত ফাযিল ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। আমি ছাত্র জীবনে ফাযিল ক্লাসে ১৯৬৮ খ্রি. এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করেছি। এ পুস্তকটির ভাষা সংক্ষিপ্ত, তবে অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপক। ফলে ছাত্র-শিক্ষকের স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য উপযোগী হয়েছে।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ই.ফা,বা. ১৯৮২), পৃ. ২০৯-১০

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩. শরীফ আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির* (হায়দারাবাদ: দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, ১৯৭০), পৃ. ৫২

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

মীযানুল আখবার পুস্তিকাটি মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান রচিত ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থের ভূমিকা। লেখক কলিকাতা মাদ্‌রাসার শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে এটি রচনা করেন।[১] মূল গ্রন্থ ফিকহুস সুনান রচনা করেন অনেক পরে। ফিক্‌হুস সুনান গ্রন্থটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের তিন বছর পর প্রকাশিত হয়।

মীযানুল আখবার পুস্তিকায় উসূল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। যারা হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চান, তাঁদের জন্য এই বইটি উপকারী বলে লেখক উল্লেখ করেন।[২] পাকিস্তান আমলে এই বইটি পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাজিল ক্লাসে পাঠ্যভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম ক্লাসে পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। আর এ সংগত কারণেই এর কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান তুহফাতুল আখবার নামক আরো একটি এর উর্দূ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার (فقه السنن والأثار) (আরবী ভাষায়)

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান-এর এই আরবী গ্রন্থটি তাঁর নাখোদা মসজিদে থাকাকালীন সময়ে ১৯৩৯ খ্রি. এর রচনাকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৪০ খ্রি. রচনা কার্য শেষ হয়। এই গ্রন্থটি ১৯৫২ খ্রি. কানপুরের মজীদী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এতে ধর্মের মৌলিক হাদীস, উৎসাহ, ভয়-ভীতি, চরিত্র গঠনের সহায়ক, ইহসান প্রভৃতি বিশেষত আহকাম সংক্রান্ত হাদীসগুলো রয়েছে (সূত্রসহ)। যেমন মুফতী সাহেবের ভাষায়:[৩]

মুফ্‌তী সাহেব হাদীসগুলোকে ফিক্‌হর অধ্যায় বিভক্তির অনুরূপ অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর যেসব হাদীস নিয়ে বিতর্ক ছিল, সেগুলোর সমাধান দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে ফিক্‌হুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ মীযানুল আখবার শীর্ষক পুস্তিকাটি (১-২০ পৃ.) এবং ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থের সূচি (১-১৮ পৃ.) এবং শেষের দিকে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বইটি সম্পর্কে শামসুল উলামা মওলানা বেলয়েত হুসাইন মন্তব্য করেন[৪] এবং সহায়ক বই-পুস্তকের নাম-ধাম স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থে ৪৫টি অধ্যায় রয়েছে।

এই বইটি সুদী মহলে প্রশংসা লাভ করেছে। মুফতী মুহাম্মদ শফী এবং মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মওলানা মাদানী বলেন, আমি অদ্যাবধি ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার-এর ন্যায় গ্রন্থ আর কখনো দেখিনি। হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অতুলনীয় যুক্তিসিদ্ধ গ্রন্থ। মিসরের জামি'উল আযহারের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী এই গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ ত্বহাবীর পরে ফিক্‌হুস সুনান-এর মত গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

শরহু তিরমিযী (আরবী ভাষায়) (شرح الترمذى)

মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী 'আরবী ভাষায় তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। এটি শরহু তিরমিযী নামে অভিহিত। এটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য, তিরমিযী শরীফ সিহাহ্ সিত্তাহ হাদীসের একটি অন্যতম গ্রন্থ। এটি মাদ্‌রাসার কামিল ক্লাসে হাদীস গ্রুপের ছাত্রদের পাঠ্যভুক্ত। মওলানা মুহাম্মদ হুসাইনের ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে কামিল ক্লাসের ছাত্ররা বিশষভাবে উপকৃত হবে।

নাম: মুহাম্মদ হুসাইন, কুনিয়াত: আবুল ফাতাহ, পিতা: মৌলভী আশরাফ আলী। মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ১৮৯০ খ্রি. সিলেট জিলার জৈন্তাপুরের অন্তর্গত নিজপাঠ গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪ দিনের মাথায় মাতৃহারা ও ৮ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তিনি যথাক্রমে ঝিঙ্গাবাড়ি ও জালালপুর মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং আসাম বোর্ডের জমাত-এ-পাঞ্জম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি লাভ

---

১. মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহ্‌সান, *মীযানুল আখবার* (ঢাকা: আরেফীন প্রেস, তা. বি.), পৃ. ১

২. প্রাগুক্ত।

৩. هذا ما يتيسر لى جمعه من الأدلة الحديثية على فروع الأحكام وأصول الدين والترغيب والترهيب والأخلاق والإحسان والأذكار وغيرها. দ্র. *ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার*, পৃ. ২

৪. فوجدته ماشاء الله لا قوة الا بالله: مثله كمثل النجم كبر نفعا ولم صغر في الحجم او كشكوة اضاءت ما حولها الشعة اللمعات.

করেন।[১] ১৯১২ খ্রি. তিনি কলিকাতা মাদ্‌রসায় ভর্তি হন। ধারাবাহিক লেখাপড়া করে ১৯১৬ খ্রি. ১৯১৯ খ্রি. ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি এখানে মওলানা সফী উল্লাহ মওলানা নাযির হাসান, মওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মওলানা আব্দুল ওয়াহাব বিহারী, মওলানা আব্দুল্লাহ টংকী এর মত বড় বড় বিজ্ঞদের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করেন।[২] ১৯১৯ খ্রি. ২৬ জুলাই ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কলিকাতার মাদ্‌রাসর অধ্যক্ষ এ.এইচ. হারী তাঁকে সে মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এখানে একাধারে দীর্ঘ ১৫ বছর অতি সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি অন্যান্য 'আলিমের ন্যায় কিতাব সামনে রেখে শিক্ষা দিতেন না, বাংলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ন্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করতেন। হাদীস শাস্ত্রে ছিল তাঁর বিশেষ জ্ঞান। একারণেই আসাম প্রদেশ সরকার ১৯৪৪ খ্রি. তাঁকে সিলেট গভর্নমেন্ট 'আলিয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯৫৪ খ্রি. তিনি সিলেট মাদ্‌রাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সিলেটের জিন্দাবাজারস্থ নিজ ভবনে বসবাস করতে থাকেন।

লেখকরে গ্রন্থ সংগ্রহে অদম্য উৎসাহ ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাঠ্যবই ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। এই লাইব্রেরী খানা জাতির গৌরব ছিল। সিলেট আলিয়ায় আসার পর তাঁকে আসাম সরকার তাঁর লাইব্রেরী রক্ষায় বার্ষিক ৫০০ টাকা অনুদান দিতেন।[৩] পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পরও কিছুদিন এই দান চালু ছিল। এই বিশাল লাইব্রেরীর একটি অংশ পাবলিক লাইব্রেরির কাছে ৪০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এবং কিছু অংশ সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসায় দান করেন। বাকী অংশের কিছু বই আঞ্জুমান-এ-তারাফী-এ-উর্দূ তাঁর কাছ থেকে ক্রয় করে।

তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। যেকোন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক আলিমগণের উপর তাঁর প্রাধান্য ছিল। বড় বড় আলিমগণ সময় সময় চলাফেরায় তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হতেন। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমাণ বিশ্বকোষ। একারণে তাঁকে বাহরুল উলূম বলা হতো। আরবী, ফার্সি, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি এ সব ভাষায় বহু বই-পুস্তক রচনা করেন। এর অধিকাংশ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেনি। তিনি ছিলেন ধনীলোক তিনি অকাতরে তাঁর সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করেছিলেন। তিনি দু'টি মসজিদ এবং জনকল্যাণে একটি পুকুর খনন করেছিলেন।

মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ১৯৭২ খ্রি. ৬ মার্চ, বিকেল ৫.৩০ মিনিটের সময় সিলেটে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের গভীর জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ আলিম ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস।

তাকরীর-এ-সুনান-এ-আবী-দাউদ (تقارير سنن أبى داؤد) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসমালাবাদীর এই উর্দূ বইটি ১৯৫১ খ্রি. রচিত হয় এবং চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা আযীযিয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক দেওবন্দের দারুল উলূমে অধ্যয়নকালে তথাকার শিক্ষক মওলানা ইযায আলীর ভাষা অবলম্বনে এটি সংকলন করেন। মওলানা ইযায আলীর শিক্ষা পদ্ধতি এই যে, হাদীসের ব্যাখ্যা করার পর হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মাযহাবের বর্ণনা দিতেন। এরপর হাদীস ও ফিক্‌হর উদ্ধৃতির মাধ্যমে আবূ হানীফার মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। মওলানা হুসাইন আহমদ ও মওলান ইযায আলীর বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, মওলানা হুসাইন আহমদের বক্তৃতা ছিল সহজ-সরল ও বিস্তারিত এবং ইযায আলীর বক্তৃতা ছিল তুলনামুলকভাবে কঠিন ও সংক্ষিপ্ত। মওলনা হুসাইন আহমদ বইয়ের পৃষ্ঠাসহ উদ্ধৃতি দিতেন আর মওলানা ইযায আলী তা করেন নি।[৪]

উক্ত মওলানা-এর তাকরীর-এ-শামাইল-এ-তিরমিযী নামক উর্দু বইটি ১৯৫১ খ্রি. সংকলিত হয়। এটি লেখক দেওবন্দের দারুল উলূমে অধ্যয়নকালে তথাকার শিক্ষক মওলানা ইযায আলীর ভাষা অবলম্বনে সংকলন করেন। লেখক ১৯৫২-৫৩ শিক্ষা বর্ষের ছাত্রদের সাথে পুনরায় উক্ত উস্তাদের আলোচনা শ্রবণ করেন। তাই একই উস্তাদের নিকট পরপর দু'বার শ্রবণ করায় লেখক ঠিকমত লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। এ বইটি

---

১. মওলানা আব্দুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদ্‌রাস-এ-'আলিয়া* (ঢাকা: মাদ্‌রাসা-এ প্রেস, ১৯৫৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

২. নূর মোহাম্মদ 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

৪. মওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম, ইসলামাবাদী প্রমুখ বর্ণিত।

শামাইল-এ-তিরমিযী-এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। মাঝে-মধ্যে আরবী শব্দের তাহকীক (টীকা) এতে স্থান লাভ করেছে। বইটির শেষের দিকে সংকলক রচিত ১০০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক সংযোজিত হয়েছে। এতে আখলাকী, ইলমী, সিয়াসী এবং সামাইল, সম্পর্কীয় আলোচনা ছাড়া ও আরবী ভাষায় লিখিত হযরত সালমান ফার্সীর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান লাভ করেছে। বইটি আজও অপ্রকাশিত। এর একটি কপি সংকলকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। একই ব্যক্তির মূসতালাহাতুল হাদীস শিরোনামের ৩১ পৃষ্ঠার আরো একটি উর্দূ পুস্তিকা ১৯৫১ খ্রি. রচিত হয়। এতে বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার জীবনী, ইমাম তিরমিযীর জীবনী, জামি তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য ও তিরমিযী ব্যাখ্যা গ্রন্থের নামধাম সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোন গ্রন্থে কত সংখ্যক হাদীস রয়েছে–এসব আলোচনা স্থান লাভ করেছে। পুস্তকটি প্রকাশের সুযোগ লাভ করেনি।

নাম: রিজাউল করীম, পিতা: আব্দুল গফুর (সওদাগর)। মওলানা রিজাউল করীম, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার অন্তর্গত হরিণ খায়েন গ্রামে ১ আগস্ট ১৯৩০ খ্রি. জন্মগ্রহন করেন। চট্টগ্রামের জিরি মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাবের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দেওবন্দের দারুল উলূম গমন করেন এবং ১৯৫২ খ্রি. তিনি তথা থেকে দাওরা-এ-হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন। মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা ইযায আলী ও মওলানা ইব্‌রাহীম প্রমুখ ব্যক্তি দেওবন্দে তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন।

শিক্ষা শেষে (১৯৫২ খ্রি.) মওলানা রিজাউল করীম, তিন মাস ফরিদপুর গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায়, এরপর ১৯৫৩-১৯৫৪ দু'বছর ঢাকা আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসায়, ১৯৫৫ খ্রি. পটিয়া জমিরিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৫৬ খ্রি. চট্টগ্রামের মাযাহির-এ-উলূম মাদ্‌রাসায় ফনূনাত ও হাদীস শিক্ষা দেন।[১] ১৯৫৭ খ্রি. তিনি নারায়ণগঞ্জের দেওভোগে দারুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার মুহতামিম ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন এবং সাথে সাথে নবাব বাড়ির আহসান মঞ্জিল জামে মসজিদে ইমামতিও করতেন।

আরবী উর্দূ, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। তিনি একজন ভাল লেখক। তিনি সর্বদাই লিখে যাচ্ছেন। তাঁর রচিতও বইয়ের সংখ্যা অনেক। তবে এর বেশিরভাগ বই এখনো অপ্রকাশিত। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এগুলো প্রকাশিত হলে জাতির খুবই উপকার হবে। তিনি ১৯৬৭-১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত ধর্ম ও তমুদ্দুন বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্রিকা তমুদ্দুন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তানযীমুল আশতাত-লি-হাল্লি-আবী সাতিল মিশকাত (تنظيم الأشتات لحل عويصة المشكوة) **(উর্দূ ভাষায়)**

এক হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠা সংবলিত (৩ খণ্ডে বিভক্ত) মওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান রচিত এবং হাটহাজারীর মওলানা আব্দুল ওহহাব কর্তৃক প্রকাশিত এই উর্দূ গ্রন্থটি বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি অনন্য অবদান। বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ-এর জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যাসহ হাদীসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এতে। লেখক বহু কিতাব থেকে তথ্য উদঘাটন করে, কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কিতাবটি রচনা করেন। এ গ্রন্থের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো: (১) নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে এ গ্রন্থে মুজাহিদীন ও ফুকাহা-এর মাযহাব বর্ণনাপূর্বক, আকলী ও নকলী প্রমাণসমূহ ধারাবহিকভাবে লেখা হয়েছে, (২) পরিশেষে তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক প্রমাণাদি-সহকারে হানাফী মতবাদের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, (৩) হানাফীদের পক্ষ থেকে আল জাওয়াব শীর্ষক শিরোনামে বিরুদ্ধাবাদীদের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে, (৪) পরস্পরবিরোধী হাদীসসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিষ্পত্তির জন্য ইমামগণের মতামতসমূহ ধারবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে, (৫) হাদীসের কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, (৬) এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের সূচনালগ্নে উসূল হাদীসের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক বিস্তৃত ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, (৭) বিভিন্ন উত্তর যুক্তি ও উক্তিসমূহ বর্ণনাপূর্বক নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহের পৃষ্ঠা ও খণ্ড সূত্রসহকারে উদ্ধৃতি করা হয়েছে এবং (৮) এত অধিক পরিমাণে উত্তর ও প্রমাণাদির অবতারণা করা হয়েছে যে, হাদীস অনুশীলনকারী সুধীমহল মিশ্‌কাত শরীফ ও সিহাহ সিত্তাহর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের প্রয়োজন রাখেন না।

১. নূর মোহাম্মদ 'আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

নাম: মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আবুল হাসান, তাঁর বংশ চৌধুরী।[১] তিনি ১৯১৯ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বড় বিবির হাট-এর নিকটে 'ধুরং' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা মাহমূদা খাতুন ছিলেন একজন মুত্তাকী মহিলা। তিন মাস বয়সে তিনি পিতৃহারা এবং এক বছর বয়সে মাতৃহারা হন।

চট্টগ্রামের নাজির হাটের নসীরুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় ১২ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসায় তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৯ খ্রি. হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম দারুল উলূমে ভর্তি হন। এক বছর তিনি এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। স্মরণশক্তি ও ধীশক্তি ছিল তাঁর খোদা প্রদত্ত। ১৯৪১ খ্রি. তিনি দারুল উলূমে ভর্তি হন। ৭ বছর তিনি এখানে জ্ঞান সাধনায়অতিবাহিত করেন। দেওবন্দের শিক্ষকগণের মধ্যে সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী, মওলানা ইব্‌রাহীম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাঁর সুযোগ্য উস্তাদ।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি সর্বপ্রথম হাটহাজারী নসীরুল ইসলাম মাদ্‌রাসার প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৭-৪৮ খ্রি., এক বছর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন, এরপর পটিয়ার জামিয়া-ই-ইসলামিয়ার উস্তাদ নিযুক্ত হন। পটিয়া জামিয়া-ই-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আযীযুল হক তার প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। উক্ত জামিয়া-ই-ইসলামিয়া থেকে পদত্যাগের পর তিনি হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম দারুল উলূমে তাফসীর বিষয়ের উস্তাদ নিযুক্ত হন।

মিরয়াতুল আমালীহ-আলা মিশকাতিল মাসাবীহ (مرأة الأمالى على مشكوة المصابيح) (আরবী ভাষায়)

৫৮৫ (সূচিপত্র ছাড়া) পৃষ্ঠা সংবলিত মওলানা মুহাম্মদ আলী রচিত এই আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ১৯৫৯ খ্রি. রচিত হয় এবং ১৯৭০ খ্রি. পর কোন এক সময় চট্টগ্রামের হাটহাজারী যমীরিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।

এটি একিট উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এতে মহানবীর হাদীসের ব্যাখ্যা ও সে আলোকে মাসয়ালাসমূহের বিবরণ রয়েছে। বইটির ভাষা সংক্ষিপ্ত বটে, তবে বিষয়বস্তু ব্যাপক। এ বইয়ের একটি কপি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ মওলানা মঞ্জিলে সংরক্ষিত আছে।[২]

নাম: মুহাম্মদ আলী, পিতা শায়খ 'আসআদ আলী নিযামপুরী, চট্টগ্রামী। মুহাম্মদ আলী হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি পটিয়া আল-জামিআতুল ইসলামিয়ার শিক্ষক মওলানা আহমদ-এর ও মুফতী আমীনুল হকের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৮১ খ্রি. দিকে চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্‌সার মুহাদ্দিস ছিলেন।

তাকারীর-এ-জামি' তিরমিযী (تقارير جامع الترمذى) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা আবুল কালাম আবুল হাশেমের ৩৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৯৬২ খ্রি. সংকলিত হয়। লেখক ছারছিনা মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাসে অধ্যয়নকালে তথাকার উস্তাদ মওলানা নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানীর ভাষ্যবলম্বনে এটি সংকলন করেন। এটি সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্তর্গত জামি' তিরমিযী গ্রন্থের কিয়দাংশের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি জনসম্মুখে আসার সুযোগ পায়নি। এর ভাষা সহজ-সরল। এর একটি কপি লেখকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

উক্ত আবুল কালাম-এর তাকারীর-এ-সুনান-এ-তিরমিযী নামের ৫৫ পৃষ্ঠার আর একটি উর্দূ পুস্তিকা ১৯৬২ খ্রি. সংকলিত হয়। এটি মওলানা আব্দুস সাত্তার[৩] বিহারীর ভাষ্যাবলম্বনে সংকলিত। মওলানা আব্দুস সাত্তার

---

১. হাফিয মুহাম্মদ আবুল হাসানের বংশ তালিকা, মুহাম্মদ আবুল হাসান বিন নযীর আহমদ বিন জনাব শাকির 'আলী বিন গোলাম নবী বিন খুলন চৌধুরী বিন মুঈনুদ্দীন। দ্র. মুহাম্মদ আবুল হাসান, *তানযীমুল আশতাত-লি-হালিণ্ড-আবী সাতিল মিশকাত*।

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল, ২০০৫), পৃ. ৮০

৩. আব্দুস সাত্তার বিহারী: তিনি বিহার প্রদেশের চাম্পারণ জেলায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি আব্দুস সাত্তার বিহারী নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম হাকীম আব্দুর রহমান। মওলানা আব্দুস সাত্তার দেওবন্দের দার‍ুল উলূমে লেখাপড়া করার পর ১৫ বছর যাবত ছারছিনা দার‍ুসসুন্নাত আলিয়ায় হাদীসের অধ্যপনা করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

সাত্তার ছারছিনা মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা কালে কামিল ক্লাসে পাঠ্যভুক্তি জামি তিরমিযী-এর কিয়দাংশের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। লেখক গুরুত্বসহ তা লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তিকাটিতে কোথাও কোথাও উস্তাদের ভাষা, কোথাও কোথাও লেখকের ভাষা স্থান পেয়েছে। এটি প্রাকশিত হয়নি। এটি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। এর ভাষা সহজ-সরল। এটিও লেখকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

তাকারীর-এ-সহীহ্ বুখারীঃ ১ম খণ্ড (تقارير صحيح البخاري - ج - ١) (উর্দূ ভাষায়)

১৬০ পৃষ্ঠা সংবলিত মওলানা ফজলুল করীম-এর উর্দূ বইটি ১৯৬২ খ্রি. রচিত হয় এবং চট্টগ্রামের জামেয়া-এ-সুন্নিয়া রোডের ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরী থেকে ১৯৬৩ খ্রি. প্রকাশিত হয়। বইটি প্রশ্নোত্তরাকারে লিখিত। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল ক্লাসের ছাত্রদের জন্য জামি' বুখারী পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। মওলানা ফজলুল করীম উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান, ইমামদের মতামত, হাদীসের জটিলতা ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা করেন। বইটির ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উপকারী। এ বইয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বাজারজাতকৃত বিপুল সংখ্যক বই-পুস্তকে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। মওলানা করীম সেসব ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করে, জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

তাকারীর-এ-সুনান-এ-আবী দাউদ (تقارير سنن أبي داوٗد) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা আবুল কালাম আবুল হাশেমের ২০ পৃষ্ঠার এই উর্দু পুস্তিকাটি ১৯৬২ খ্রি. সংকলিত হয়। এটি আবূ দাউদ শীর্ষক হাদীস গ্রন্থের কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যা পুস্তক। লেখক ছারছিনা মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তথাকার মুহাদ্দিস মওলানা নিয়ায মাখদুম[১] তুর্কিস্তানী (মৃ. ১৯৮৬ খ্রি.)-এর ভাষ্যবলম্বনে বইটি সংকলন করেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়নি। এর একটি কপি লেখকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

উক্ত আবুল হাশেমের ৭৪ পৃষ্ঠা সংবলিত তাকারীর-এ-সুনান-এ-নাসাঈ (২য় খণ্ড) শীর্ষক আরো একটি উর্দূ পুস্তিকা ১৯৬২ খ্রি. সংকলিত হয়। লেখক ছারছিনা মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাসে অধ্যয়নকালে তথাকার মুহাদ্দিস মওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারীর ভাষ্যবলম্বনে এটি সংকলণ করেন। এটি মূলত (সূনান-এ-নাসাঈ ২য় খণ্ড)-এর ব্যাখ্যা পুস্তিকা। এটি কামিল ক্লাসে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সুনান-এ-নাসাঈ দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সহজ-সরল ব্যাখ্যা এতে স্থান পেয়েছে। এটি জন সম্মুখে আসেনি। এর একটি কপি লেখকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

ইযালাতুল খাফা'আ আন খিলাফাতিল খুলাফা (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفا) (আরবী ভাষায়)

এই আরবী গ্রন্থের রচয়িতা মওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী। এটি মূলত শাহ্ ওলি উল্লাহর ফার্সীতে রচিত ইযালাতুল খাফা-এর ভাষান্তর। ঐ গ্রন্থের যেসব হাদীসে বর্ণনাকারীর নাম-ধাম উল্লেখ ছিল না, কাশগড়ী তাঁর অনুবাদ গ্রন্থে সেসব রাবীর নাম-ধাম উল্লেখ করেন। এতে তিনি অনেক ফলপ্রসূ টীকাও সংযোজন দেন।

মওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী ১৯১২ খ্রি. ১৫ সেপ্টেম্বর চীনা তুরস্কের তদানীন্তন রাজধানী (বর্তমানে গণচীনের অন্তর্গত) কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় কাশগড়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর এগার বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান গমন করেন এবং ১৯২২ খ্রি. লাক্ষ্ণৌ দারুল উলূম নাদওয়াতে ভর্তি হন এবং ১৯৩০ খ্রি. পর্যন্ত হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে ১৯৩১ খ্রি. নাদওয়া-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন।[২] দীর্ঘ ৭ বছর তথায় শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি লক্ষ্ণৌ

---

১. মওলানা নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানী: তিনি পূর্ব তুর্কিস্তানের অন্তর্গত খোতান/খাতান প্রদেশের ইলচী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ সিদ্দীক। মওলানা নিয়ায মাখদূম প্রথমে খোতান ও কাশগরের সরকারী মাদ্‌রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। এরপর দেওবন্দের দারুল উলূমে ফনূনাত শিক্ষা লাভ করেন এবং দাওরা-এ-হাদীস' ও 'দাওরা-এ-তাফসীর' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি দীর্ঘদিন ছারছিনা আলিয়ায় হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। ছারছিনায় তিনি খাতানী বা খোতানী নাম পরিচিত ছিলেন। পাক ভারতে আগমনের পূর্বে তিনি ইসলামী সৈন্য বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ খ্রি. ২৯ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ইন্ড়িকাল করেন। তিনি একজন দক্ষ মুহাদ্দিস। বাংলাদেশের বহু মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র।

২. মওলানা আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাযিল-এ-আদব ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা থেকে সাত কিরাআত-এর সর্টিফিকেট অর্জন করেন। ১৯৩৮ খ্রি. কাশগড়ী নাদওয়া ত্যাগ করে কলিকাতা মাদ্‌রাসায় ফিক্‌হ ও উসূলের লেকচারার মনোনীত হন। দেশ বিভক্তির পর মাদ্‌রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে ঢাকা আলিয়ায় পূর্ব পদে তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৬ খ্রি. কাশগড়ী এডিশন্যাল হেড মওলানা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তাঁর রচনাবলী: মাহকুন নাকদ, আল-মুহাব্বার, আল মুফীদ, (উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি অভিধান, প্রকাশিত), আশ-শাজারাত, আল-আবারাত, দিওয়ানুজ জাহরাত (আরবী কাব্য, প্রকাশিত)।

মওলানা কাশগড়ী ১৯৭১ খ্রি. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন এবং আজিমপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মওলানা কাশগড়ী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম, অভিধানিক, আরবী ভাষাবিদ, আরবী কবি ও সাহিত্য সমালোচক।

উমদাতুন নযর-ফী-হাল্লি শরহি নুখবাতিল ফিকর (عمدة النظر في حل شرح نخبة الفكر) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়ালের ২২ পৃষ্ঠার এই উর্দূ পুস্তিকাটি আনুমানিক ১৯৬৩ খ্রি. লিখিত হয় এবং মওলানা ফজলুল করীম নকশবন্দীর তত্ত্বধানে মুদ্রিত হয়ে চট্টগ্রামের জামি'আর সুন্নিয়া বোর্ডের ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রাকাশিত হয়। পুস্তিকায় প্রাকশকাল উল্লেখ নেই; তবে এটি ১৯৬৮/৮৯ খ্রি. প্রকাশিত হয় বলে অনুমিত হয়। এটি হাফিয ইব্‌ন হাজার রচিত শরহু নুখবাতিল ফিক্‌র-এর প্রশ্নোত্তরাকারে লিখিত সহায়ক গ্রন্থ। শরহু নুখবাতিল ফিক্‌র গ্রন্থটি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল (হাদীস) ক্লাসে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স ও এম.এ. প্রথম পর্বের পাঠ্য-সূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ২১টি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। পুস্তিকাটি সহজ উর্দু ভাষায় লিখিত বলে, জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মওলানা আব্দুল আউয়াল দু'বিষয়ে (হাদীস ও ফিকহ) কামিল পাস ও রিসার্চ স্কলার ছিলেন। শিক্ষা শেষে ১৯৬২ খ্রি. ফরিদগঞ্জ মজীদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৪ খ্রি. হেড মওলানা, এরপর উক্ত মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯৮৩ খ্রি. এক বছর শাহতলী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার পর, পুনরায় ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন।[১]

শরহে নুখবা (شرح نخبة) উর্দূ ভাষা

মওলানা রিদওয়ানুল হক ইসলামাবদী লিখিত ৬৪ পৃষ্ঠার এই উর্দূ ব্যাখ্যা পুস্তকটি চট্টগ্রাম চন্দনপুরা ইসলামিয়া লিথো প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং চট্টগ্রাম রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত ইব্‌ন হাজার[২] আসকালানী রচিত নুখবাতুল ফিক্‌র-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। নুখবা বর্তমানে কামিল ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ্যভুক্ত উসূল হাদীসের বই। দেশ-বিদেশে এই বইটির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ বইটির ন্যায় এ বিষয়ে অন্য কোন বই এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি।[৩] বহু বড় বড় আলিম এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসেন। অনুরূপভাবে বর্তমান লেখকও এর ব্যাখ্যা লিখে ছাত্র-শিক্ষকদের উপহার দেন। ফলে এটি চাত্র-শিক্ষকের জন্য ফলপ্রসূ হয়। পুস্তকটি প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত বলে কামিল পরীক্ষার্থীর নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। মওলানা রিদওয়ানুল হক ইসলামাবীদ রিচার্স স্কলার ও ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস ছিলেন।

ফয়যুল কালাম-লি-সাইয়্যিদিল আনম (فيض الكلام لسيد الأنام) (আরবী ভাষায়)

---

১. জীবনীর যাবতীয় তথ্য মুহাম্মদপুর মাদ্‌রাসার শিক্ষক মওলানা মুস্তফিজুর রহমান-এর মৌলিক বর্ণনা থেকে নেয়া।

২. ইব্‌ন হাজার (৭৭৩হি./৮৫২ খ্রি.): নাম আহমদ, পিতার নাম- মুহাম্মদ, কুনিয়াত- আবুল ফযল, উপাধি- ইব্‌ন হাজার, উপাধি কারণ: (ক) দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী ছিলেন বলে (খ) তঁর পূর্ব পুরুষের জনৈক খ্যাতিমান ব্যক্তির নাম 'হাজার' ছিল সে দিকে আরোপ করে এবং (গ) হাজার (আরবী) অর্থ পাথর-এখানে খনিজ পদার্থ স্বর্ণ-চান্দিকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন হাজার যেহেতু বড় ধনী ছিলেন।, সেহেতু তাঁকে ইব্‌ন হাজার বলা হতো। তিনি প্রায় ১৫০টি বই-পুস্তক প্রণেতা, তন্মধ্যে *ফাতহুল বারী*, ও *শরহে নুখবা* সবচেয়ে জনপ্রিয়। মিশরের কায়রোতে তাঁর কবর রয়েছে। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৩. *শরহে নুখবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

এই গ্রন্থের সংকলক মুফতী ফয়যুল্লাহ। এত সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদ-এ-ইমাম আহমদ, মুয়াত্তা, বায়হাকী, দারমী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১] মওলানা মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম, ফাতহুল মুরাম ফী হাল্লি ফায়যিল কালাম নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

নাম: ফয়যুল্লাহ, পিতা- হিদায়েত উল্লাহ, ১৩১০ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত মেখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯০২ খ্রি. হাটহাজারীর মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং এখানে দীর্ঘ ১০ বছর অধ্যয়ন করেন। তিনি ২১ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দেওবন্দের দারুল উলূম-এ ভর্তি হন এবং সোয়া দু বছর কাল দারুল উলূমে লেখাপড়া করার পর, হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি দেওবন্দে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, মওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী, মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মওলনা আযীযুর রহমান প্রমুখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৪ খ্রি. চব্বিশ বছর বয়সে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এভাবে প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর ফিক্‌হ, তাফসীর, মানতিক, হিকমত ইত্যাদি বিষয় অতি সুনামের সাথে শিক্ষা দেন। শিক্ষকতা ছাড়াও ফতোয়া দেয়ার কাজও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি মুফতী-এ-আযম নামে পরিচিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মেখল এলাকায় ছামিউস সুন্নাহ নামক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় দ্বীনের খিদমত করেছিলেন।

আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় মুফতী ফয়যুল্লাহ যথেষ্ট দখল ছিল। এই তিন ভাষায়ই তিনি বহু বই-পুস্তক রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর রচিত বই-পুস্তক সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তাঁর রচিত বই পাঠে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে গভীর জ্ঞানী মনে হয়। শরী'আতের এমন কোন দিক নেই, যেখানে তিনি কলম ধরেন নি।

মুফতী ফয়যুল্লাহ ১৯৭৬ খ্রি. ৭ অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মেখলের পৈত্রিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইলমু আসমাইর রিজাল (علم أسماء الرجال) (উর্দূ ভাষায়)

মওলানা মুহাম্মদ ফখরুদ্দীননের ৪০ পৃষ্ঠায় এই উর্দূ পুস্তিকাটি ১৯৬০-৭০ খ্রি. মধ্যে রচিত হয়। এটি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন-চরিত পুস্তিকা। এটি প্রকাশিত হয়নি। এর একটি কপি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ইসলামী রিচার্স সেন্টার (মওলানা মঞ্জিল)-এ সংরক্ষিত আছে।

মওলানা মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন চট্টগ্রামের চন্দনাইশের অধিবাসী। তিনি ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে উর্দূ ভাষায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল: ফুকাহা-এ-ইস্ট পাকিস্তান- কে কারনামে। উক্ত লেখকের তাকারীর এ আনীকা শীর্ষক আরোও একটি উর্দূ বই রয়েছে। এতে মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান-এর প্রদত্ত ভাষণ সংকলিত হয়েছে।[২]

হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী উল্লেখ করা হলো:

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (জন্ম ১৯১৮)

জন্ম: ও পরিচয়: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) বর্তমান শতকের এক অনন্য সাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকের যে কজন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্য ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দানরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ১৩১৫ খ্রি. সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

---

১. ফার্সি সাহিত্য, পৃ. ৩০৬

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

শিক্ষাজীবনঃ ১৯৩৮ খ্রি. তিনি ছারছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গর্ভ রচনাবলী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কুর'আন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা করেন।

রচনাবলীঃ বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মদ আব্দর রহীম (র.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার কালেমা তাইয়্যেবা, সুন্নাত ও বিদআত, পরিবার ও পারিবারিক জীবন আল কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, আল কুর'আনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ, আল কুর'আনের আলোকে নবুওত ও রিসালাত, আল কুর'আনে রাষ্ট্র সরকার, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, হাদীস শরীফ (৩য় খণ্ড)। বিশেষ করে তাঁর হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ হাদীস সংকলনের ইতিহাস অন্যতম। মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনাবলীর পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোন জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (র.)-এর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুর'আন, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীকৃত ইসলামের যাকাত বিধান (২য় খণ্ড) ও ইসলামের হালাল হারামের বিধান। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ও ৬০ টির ও ঊর্ধ্বে।

মওলনা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) ১৯৭৭ খ্রি. মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ খ্রি. কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশীয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ খ্রি. কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ পার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ খ্রি. তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ইন্তিকালঃ তিনি ১৩৯৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার এই পৃথিবী ছেড়ে চেলে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।[১] আমীন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (র.) (১৯১৯-২০১২ খ্রি.)

বাংলাদেশ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন জননেতা, বুখারী শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক, অর্ধ শতাব্দির অধিক কালব্যাপী বুখারী শরীফ দরস প্রদানে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি প্রেরণা। তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। নিরলস পরিশ্রম, অদম্য স্পৃহা আর অসীম সাহস নিয়ে তিনি পথ চলছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ তৎকালীন ঢাকা জিলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগনাস্থ লৌহজং থানার ভিরিচ খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৯১৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম: আলহাজ্ব এরশাদ আলী। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। ফলে নানা বাড়ীতে নানি ও খালার কাছে লালিত-পালিত হন।

শিক্ষা জীবনঃ গ্রামের মক্তবে কিছুদিন পড়ার পর সাত বছরবয়সে ব্রাহ্মবাড়ীয়ার জামে'আ ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর তত্ত্বাবধানে ৪ বছর লেখা-পড়া করেন। ১৯৩১ খ্রি. ঢাকা বড় কাটারা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১২ বছর লেখা-পড়া করে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। এ সময়ে আল্লামা যাফর আহমদ উছমানী, আল্লামা রফিক কাশ্মীরী, হযরত মওলানা শামছুলহক ফরিদপুরী (র.), হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.), হযরত পীরজী হুজুরসহ প্রমুখ বিজ্ঞ হাদীস বিশারদের কাছে কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রি. উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের বোম্বের সরত জিলার ডাভেল জামে'আ ইসলামিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), মওলানা বদরে আলম মিরাঠী (র.) প্রমুখের কাছে শিক্ষা লাভ করে। শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বুখারী শরীফের যে আলোচনা করেন, তা তিনি নোট করে রাখেন। পরবর্তী জীবনে এ ব্যাখ্যাই তাঁর জীবনের বিশেষ সম্বল হয়ে উঠে। সর্বশেষ ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে মওলানা ইদরীস কান্দলবী (র.)-এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিষয়ে

১. মওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৫ প্রকাশ, মার্চ, ২০১২)।

উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর উস্তাদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর নির্দেশে ঢাকায় চলে আসেন।[১]

কর্মজীবনঃ ভারতের ডাভেলস্থ জামে'আ ইসলামিয়ায় উচ্চ শিক্ষা শেষে সেখানে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেওয়ারআহ্বান জানানো হলেও তার মুরুব্বীগণের নির্দেশে ঢাকাস্থ বড় কাটারা মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ মাদ্‌রাসায় দক্ষতার সাথে ১৯৪৬-৫২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ খ্রি. লালবাগ মাদ্‌রাসায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দরস দেন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে বুখারী শরীফের অধ্যাপনায় ব্যাপিত থাকায় তাকে শায়খুল হাদীস খেতাব দেওয়া হয়। এ সময়েই বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। লালবাগে অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭১ খ্রি. থেকে ২ বছর বরিশাল জামি'আ মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করেন। ৩ বছর সেখানে এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. জামি'আ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া নামে মুহাম্মদপুরস্থ মোহাম্মদী হাউজিং এ একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৮ খ্রি. মুহাম্মদপুরস্থ সাত মসজিদের পার্শ্বে নিজস্ব জমির ব্যবস্থা হওয়ায় জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়া নামে স্থানান্তিরিত হয়। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের, প্রধান মুরুব্বী ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মালিবাগ জামে'আ শরইয়্যায়ও প্রিন্সিপাল হিসাবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসের খেদমত করেন। তিনি ইতিপূর্বে মালিবাগ জামি'আ শরইয়্যাহ, সিরাগঞ্জের বেতুয়া, দারুল উলূম মিরপুর ১৩ ও নরসিংদী বৌয়াকুড় মাদ্‌রাসা শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়া, মিরপুর-১৪ জামেউল উলূম মাদ্‌রাসা, দারুস সালাম মাদ্‌রাসা, লালমাটিয়া জামে'আ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, সাভার ব্যাংক কলোনী ও বানানী জামি'আ ইসলামিয়া মোহাম্মদিয়া মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। তিনি হাদীসের একজন গবেষক হিসেবে অধ্যাপনার পাশাপাশি সারা দেশেই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হাজির হন। তাঁর বয়ান শুনতে হাজার হাজার লোক জমায়েত হন। তিনি লালবাগ কেল্লা জামে মসজিদ, মালিবাগ শাহী মসজিদ ও আজিমপুর স্টেট জামে মসজিদে খতীব হিসেবেও দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় ঈদগাহেও ঈদের ইমামতি করেছেন বেশ কয়েক বছর। তিনি আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের শরইয়্যাহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।[২]

লেখালেখিঃ শায়খুল হাদীস (র.)-এর অনন্য অবদান হল, বুখারী শরীফেরে বঙ্গানুবাদ। প্রথমে ৭ খণ্ডে ও বর্তমানে ১০ খণ্ডে সমাপ্ত বুখারী শরীফের এ বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আলেম ও সাধারণ শিক্ষিত সকলের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বুখারী শরীফ অনুবাদ ১৯৫২ খ্রি. পবিত্র হজ্জের সফরে শুরু করেন। ১৬ বছরের কঠোর সাধনায় তা সমাপ্ত করেন। এর অনেক অংশই তিনি রওজা শরীফের পাশে বসে অনুবাদ করেন।[৩]

১) ছাত্র জীবনে বুখারী শরীফের উর্দূ ব্যাখ্যা (শরাহ) লিখেন। ১৮০০ পৃষ্ঠার এ বৃহৎ গ্রন্থটি ফজলুল বারী শরহে বুখারী নামে পাকিস্তান থেকে প্রাকশিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে থেকে ও প্রকাশের কাজ চলছে।

২) মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব নামে অনবদ্য এক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে বিষয়ভিত্তিক হাদীসসমূহ অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা মাশায়েখের জীবনী* (ঢাকা: বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ২০০৯)।

২. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ের জনক। তাঁর পরিবারে প্রায় সকলেই হাফেজ। এমন কি নাতি-নাতনিসহ তাঁর পরিবারে হাফেজের সংখ্যা প্রায় ৭০ জন।

এ মহান পুরুষ (হিজরী বর্ষ অনুযায়ী) ৯৬ বছরে উপনীত হয়েও নিরলসভাবে হাদীসের দরস এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা আলেম-ওলামা ও সাধারণ লোকদেরকে নসিহত ও দু'আর মাধ্যমে নায়েবে নবীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইন্তিকাল: ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ মহান পুরুষ ৮ আগস্ট ২০১২ খ্রি. বুধবার বেলা ১২.৪০ মিনিটে ইহকাল ত্যাগ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।[১] আমীন।

মওলানা নোমান আহমদ (জ. ১৯৬১ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: নাম নোমান আহমদ, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব কারী নুরুল হক (র.)। মাতা- মুসাম্মৎ তায়্যিবাতুন নিসা। তিনি চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত খিড্ডা (হাজীবাড়ী) গ্রামে ১৯৬১ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

শিক্ষা জীবন: কচুয়াতেই তাঁর লেখা-পড়ার হাতে খড়ি। খিড্ডা জামে মসজিদের মকতবে মৌলভী সিরাজুল হক ও পিতা: আলহাজ্জ ক্বারী নুরুল হকের নিকট কায়দা ও কুর'আন শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উক্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রি, তেতৈয়্যা প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি সমাপ্ত করেন সুনামের সাথে। তারপর কচুয়া পাইলট হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া-লেখা করেন, এরপর দ্বীনি শিক্ষার তাগিদে কচুয়া বাইছারা দারুস সালাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে তাইসীরুল মুবতাদী পর্যন্ত পড়েন। তারপর কচুয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে মিজান থেকে শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়েন। এরপর চলে যান পরিয়া জামি'আ ইসলামিয়ায়। সেখানে পড়েন মিশকাত পর্যন্ত। দাওরায়ে হাদীস, ইফ্‌তা, তাফসীর সম্পন্ন করেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে। দাওরায়ে হাদীস দারুল উলূম হাটহাজারীতে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিশ্বখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সম্পন্ন করেন ডাবল দাওরায়ে হাদীস।

শিক্ষকবৃন্দ: হাটহাজারীতে শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল আমীর, মুফতী আজম মওলানা আহমাদুল হক (র.), মওলানা মুহাম্মদ কাসিম (র.), মওলানা হাফিজ জসিম দা. বা. মওলানা শেখ আহমদ দা. বা. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য দেওবন্দে শায়খ নাসীর খান, শায়খ আব্দুল হক আজমী, শায়খ নেয়ামতুল্লাহ আজমী, মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী (র.), দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী হযরত মওলানা শায়খ সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা. বা.), শায়খ কামরুদ্দীন আহমদ, হুসাইন আহমাদ বিহারী, শায়খ আরশাদ মাদানী দা. বা., শায়খ রিয়াসাত আলী বিজনৌরী, শায়খ আব্দুল খালেক মাদরাজী উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা জীবনে তিনি সব প্রতিষ্ঠানেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

কর্মজীবন: কর্ম জীবনের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা দারুল উলূম বরুড়ায় প্রায় দেড় বছর শিক্ষকতা করার পর জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুহাদ্দীস রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। টি এন্ড টি কড়াইল, বনানী মুহাম্মদীয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস এবং জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় মুহাদ্দিস হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। জামি'আ কাসিমিয়া ঢাকা-১০ এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল খায়ের কর্পোরেশন লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (সাবেক), এছাড়া তিনি অনেক দ্বীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মজলিসে সূরার সদস্য।

রচনাবলী: প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান জওক নদভীর হাত ধরে তার লেখালেখির হাতে খড়ি। এরপর লেখালেখির উপর পারদর্শিতা অর্জন করেন। তারপর একে একে মাসিক মদীনা, হক পয়গাম, রহমানী পয়গাম, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, দৈনিক ইনকিলাব, ইত্তেফাক, যুগান্তর, আজাদ, মিল্লাতসহ অনেক মাসিক, সপ্তাহিক অনুদিত ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে গেছে।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

২. গবেষক সরাসরি লেখকের সাথে জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়াতে তাঁর নিজস্ব হুজরায় ১৮/০৮/২০১২ খ্রি. তারিখে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

এছাড়া তিনি হাদীসের বহু মৌলিক গ্রন্থ ও অনুবাদমূলক কিতাব প্রনয়ণ করেছেন।[১] নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) নি'আমুল মুনইম শরহে সহীহ মুসলিম (১-৪ খণ্ড), ইসলামী কুতুবখানা, বাংলাবাজার।

২) জুদুল মুনইম (শরহে মুকাদ্দামায়ে মুসলিম), বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৩) তুহফাতুল বারী (তিরমিযী সানীর দু'খণ্ডে প্রকাশিত) শিবলী প্রকাশনা, বাংলা বাজার।

৪) আলমাহাসিনুল আহমাদিয়্যাহ ফী শরহিশ শামায়িলিল মুহাম্মদিয়্যাহ (বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী, বাংলা বাজার।

৫) আন নূরুস সামাঈ 'আলা সুনানিল নাসাঈ (বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।

৬) আওনুল ওয়াদুদ আলা সুনানে আবী দাউদ (বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ), আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার।

৭) জাফরুল আমানী ফী নজরিত তাহাভী (বাংলা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।

৮) নায়লুল হাজাহ শরহে ইবনে মাজাহ (বাংলা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।

৯) ফয়যুল মুলহিম ফী শারহি মুকাদ্দমাতি মুসলিম (উর্দূ ভাষায় ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ) শিবলী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১০) হাদীস সংক্রান্ত বিতর্কিত মাসায়েলের সহজ সমাধান (দারুল উলূম লাইব্রেরি)

লেখকের অনুবাদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা

১) বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর লিখিত ইন'আমুল বারী কিতাবের (১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ),

২) নাসরুল বারী শরহে বুখারী, মওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী, শায়খুল হাদীস মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত কর্তৃক লিখিত কিতাবের ১ম, ২য়, ৮ম, ৯ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ), আনোয়ার লাইব্রেরি।

৩) দরসে তিরমিযী, বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী-এর লিখিত কিতাবের ১ম-৫ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ), আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।

৪) ঈযাহুল মিশকাত, ১ম খণ্ড, (বাংলা অনুবাদ), মদিনা পাবলিকেসন্স

৫) মুসনাদে ইমামুল আজম, ব্যাখ্যা গ্রন্থের (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬) জময়ুল ফাতাওয়ায়ে নামক হাদীসের কিতাবের (বাংলা অনুবাদ), ই. ফা. বা.।

৭) তিরমিযী শরীফের পূর্ণাঙ্গ (বাংলা অনুবাদ), তাজ কোম্পানী।

৮) তুহফাতুল আলমাঈ, তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ)।

৯) ইন'আমুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (বাংলা অনুবাদ)।

এ মহান কুর'আন হাদীসের গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এজাজতে হাদীস: তিনি অনেক বড় বড় শায়খ থেকে হাদীসের এজাজত নিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাই দা. বা. মদীনা, আল্লামা আনজার শাহ্ কাশ্মীরী (র.), শায়খ মুহাম্মদ ইউনুস দা. বা. (শায়খুল হাদীস মাজাহেরুল উলূম, সাহারানপুর), খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (র.) শায়খ আহমদ শফী দা. বা., শায়খ আবুল হাসান দা. বা., শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (র.), শায়খ তৈয়্যবুর রহমান, দা. বা. (আসাম), তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য।[২]

ড. শফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৭১ খ্রি.)

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

নাম ও বংশ পরিচিতি: শফিকুল ইসলাম, পিতা-আব্দুল মজিদ, তিনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ফুলপুর উপজেলায় চরনেয়ামত গ্রামে ১৯৭১ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পরিবার থেকেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে চরগোয়াডাঙ্গা ফুলপুর মাদ্‌রাসা থেকে সমাপ্ত করেন। এরপর আলিম চরগোয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা থেকে, অনার্স, মাস্টার্স ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে। প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে (স্কলারশীপ) সহ সফলতা লাভ করেন।

কর্মজীবন: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ০৬/০২/১৯৯৬ খ্রি. আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

রচনাবলী: ড. শফিকুল ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায়, বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে শুধু হাদীস বিষয়কগুলো উল্লেখ করা হলো:

হাদীসের মৌলিকগ্রন্থ:

১) উসূলুল হাদীস, আল-বারাকা লাইব্রেরি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.

২) হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, ই.ফা.বা. প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.

হাদীস বিষয় প্রকাশিত লেখালেখি:

১) ওহী ও হাদীসে কুদসী: একটি পর্যালোচনা (কুষ্টিয়া: ইস. বিশ্ব. পত্রিকা,ডিসেম্বর-৯৮)।

২) আল-ইমাম মালিক ওয়া বাহছুন মু'জিযুন আনকিতাবিহী আল মুয়াত্তা (কুষ্টিয়া, ইস. বিশ্ব: পত্রিকা, ডিসেম্বর, ৯৯)।

৩) ইমাম ইব্‌ন মাজাহ ও তাঁর সুনান: পরিচিতি ও পর্যালোচনা (কুষ্টিয়া: ইস. বিশ্ব. পত্রিকা,জুন-২০০০)।

৪) হাদীসে কুদসী: গুরুত্ব ও তাৎপর্য (ঢাকা: ই.ফা.বা. পত্রিকা, অক্টো: ডিসেম্বর ২০০১)।

৫) ইমাম বায়হাকী ওয়া খিদমাতুহুফিল হাদীস (কুষ্টিয়া: ইস. বিশ্ব. পত্রিকা,তা.বি.)।

৬) ইমাম আবূ দাউদ ও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আস-সুনান: পরিচিতি ও পর্যলোচনা (কুষ্টিয়া: ইস. বিশ্ব. পত্রিকা, তা. বি.)।[১]

ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (জ.-১৯৫৮ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়: বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক, লেখক ও শিক্ষাবিদ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নরহরিদ্রা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৮ খ্রি.। পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা লুৎফন্নাহার বেগম।

শিক্ষাজীবন: ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাস করেন কৃতিত্বের সাথে। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে কামিল পাস করেন হাদীস বিষয়ে। ১৯৭৮ খ্রি. আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন আরবের রিয়াদে অবস্থি আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সাঊদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ব্যাকরণ ও আরবি শব্দে (Morphology) বিষয়ে। ১৯৯২ খ্রি. তৎপর আরবি ব্যাকরণের ওপর পিএইচ.ডি করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ খ্রি.। বাংলা, আরবী, ইংরেজি, উর্দূ ও হিন্দি ভাষায় তাঁরে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে। সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাহরাইন, ওমান, আরব আমিরাত ও অন্যান্য দেশে সফর করেছেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ খ্রি.। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। যুগের আবর্তনে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে অগণিত বিশ্বাস, লোকচার, মিথ্যা হাদীস, অবিকৃত সুন্নাতী ক্রিয়াকর্ম অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড, ধারণা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় ও তাঁর সাহাবীদের যুগে বা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। জেনে

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার, ড. শফিকুল ইসলামের সাথে ২০/০৯/১২ খ্রি.।

না জেনে সমাজের প্রভাবে বা বিভিন্ন অজুহাতে সমাজের অগণিত ধার্মিক ও বুজুর্গ মানুষ সেগুলো দ্বীন হিসেবে পালন করছেন। অনেক মানুষ এগুলোর পক্ষে কথা বলছেন। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সুন্নাতে নববী জানা ও জানানো, সমাজে প্রচলিত অগণিত বানোয়াট, মিথ্যা ও জাল হাদীস চিহ্নিত করণে তিনি একজন বিনোদিত প্রাণপুরুষ।

নব-উদ্ভাবিত সুন্নাত বিরোধী বিষয়াবলীর বিপক্ষে 'অকাট্য' দলিল তুলে ধরে সমাজে প্রকৃত সুন্নত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। গবেষণা, গ্রন্থরচনা, ওয়াজ মাহফিল, সংগঠন পরিচালনা, ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ২০টি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহের নাম দেয়া হলো:

১) ইহ্ইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০২ খ্রি.)।
২) রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিকির ও দোয়া মুনাজাত, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৩) মুসলমানী নেসাব: আরকান ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (সা.) বাংলা গ্রন্থ
৪) হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৫) বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৬) হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৫ খ্রি.)
৭) নামায ও মুনাজাত, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০২ খ্রি.)
৮) বুহুসু ফী উলূমিল হাদীস, আরবী গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)
৯) সহীহ মাসনূন ওযীফা, বাংলা গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)
১০) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পোশাক ও ইসলামে পোশাকের বিধান, বাংলা গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)

বাংলা অনুবাদ:

১) মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ রচিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৮ খ্রি.)
২) ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার, মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৮ খ্রি.)

প্রতিষ্ঠাতা: এ মহান দ্বিনের খাদেম ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে পৌঁছানোর নিমিত্তে আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জনে আলাদা হাদীস বিভাগ খোলেন, যা হাদীস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আল্লাহ তাঁর নেক হায়াত ও ইসলামের খেদমতকে আরো শক্তিশালী করুন, আমীন।[১]

মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী (জ.-১৯৭৩ খ্রি.)

জন্ম ও পরিচিতি: মুফতী রফীকুল ইসলাম আল মাদানী, পিতা-ওয়াহিদ হুসাইন, তিনি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে ১৯৭৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে শেষ করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের লেখা-পড়া হবিগঞ্জ জেলায়। দারুল উলূম হযরতপুর ১৯৮৬ খ্রি. সমাপ্ত করেন। শরহে জামি মিশকাত, জামি'আ ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম (১৯৮৭-১৯৯০)। দাওরায়ে হাদীস দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রামে (১৯৯১)। হাদীসের উপর গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত পুনরায় দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৯৩ খ্রি.।

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার; ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুলণ্যাহ জাহাঙ্গীর এর সাথে ০৯/১২/১২ খ্রি.।

ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা (১৯৯৪-১৯৯৬)। এ মহান হাদীস বিশারদ হাদীসের উচ্চতর গবেষণার জন্য ইসলামিক ইউনিভারর্সিটি, মদীনা শরীফ ১৯৯৬ খ্রি. ভর্তি হন। ২০০০ খ্রি. হাদীসের উপর সর্বোচ্চ সনদ লাভ করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

কর্মজীবনঃ মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০০ খ্রি. এসে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশে বসুন্ধরা, ঢাকা যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর তাফসীর গবেষণা ও উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

গ্রন্থাবলীঃ তাঁর লিখিত হাদীসের মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক গ্রন্থাবলী নিম্নে দেওয়া হলোঃ

মৌলিক কিতাবসমূহঃ

১) আরবী ভাষায় جرح و تعديل সংক্রান্ত ২০০ পৃষ্ঠায় রচিত ضوابط الجرح والتعديل

২) আরবী ভাষায় তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যা বহু খণ্ডে বিভক্ত, প্রতিটি খণ্ডে ৩০০ পৃষ্ঠায় সাজানো, কিতাবের নাম-الفيض الرحمانى في شرح الجامع الترمذي

৩) আরবী ভাষায় الامام الترمذي এর হাদীস শাস্ত্রে অবস্থান এবং উক্ত কিতাবের সত্যতার উপর ৫০ পৃষ্ঠায় রচিত:

এছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় অনেক কিতাব রচনা করেন তন্মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি:

১) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায ৩০০ পৃষ্ঠায় রচিত।
২) ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন? ৮০ পৃষ্ঠায় রচিত।
৩) তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত কেন? ১০৪ পৃষ্ঠায় রচিত।
৪) মাযহাব মানি কেন? ১৭৬ পৃষ্ঠায় রচিত।
৫) আহলে হাদীসের আসলরূপ।[১]

ড. মোঃ ময়নুল হক (জ. ১৯৮৬ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ মোঃ ময়নুল হক, পিতা- মুহাম্মদ হারুন, তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার জুহালী উপজেলার অন্তর্গত গোশরিয়াহ গ্রামে ০২/০৫/১৯৬৮ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ গ্রামেই তাঁর লেখা-পড়ার হাত খড়ি। কুর'আন শিক্ষা অর্জন করেন গ্রামের কুর'আনে হাফেজ মুহাম্মদ নাসিম উদ্দীনের কাছে। এরপর তিন বছর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এ তিন বছর শিক্ষাকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। আবুল কাশেম, ফজলুল করিম, ফজলুল হক অন্যান্য। এরপর নিজ গ্রামে শামবুদীয়া আজীজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাখিল পাস করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য এ মহান ব্যক্তি চলে আসেন ঢাকা, ভর্তি হন আলিম জামা'আতে মাদ্‌রাসা আলিয়া ঢাকা। অত্র মাদ্‌রাসা থেকে আলিম, ফাজিল, কামিল (হাদীস) প্রথম বিভাগে উত্তির্ণ হন।

তারপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া দাওয়া এন্ড ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগে ১৯৮৫ খ্রি. ভর্তি হয়ে ১৯৮৯ খ্রি. অনার্স এবং ১৯৯০ খ্রি. মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। এখানে দু'বছরে কোর্স সম্পন্ন করেন। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন, মরহুম এ.বি.এম. ছিদ্দীকুর রহমান স্যারের অধিনে।

কর্মজীবনঃ ১৯৯৪ খ্রি. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৬ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯-১১-২০০৫ থেকে ১৮-১১-২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অধ্যাপক পদে অত্র প্রতিষ্ঠানে অধ্যপনায় নিয়োজিত আছেন।

---

১. গবেষকের সাক্ষাৎকার, মুফতী রফীকুল ইসলাম আল মাদানী এর সাথে, ০৭/০৯/১২ খ্রি.।

রচনাবলী: ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির করেন। তাঁর ২০টির উপর গবেষণামূলক লেখা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক, সহ অন্যান্য গবেষণামূলক বইয়ে ছাপানো হয়েছে। এছাড়া অনেক বইও লিখেছেন- তন্মধ্যে হাদীসের আরবী গ্রন্থ بحوث في علوم الحديث (ঝিনাইদাহ: মাকতাবাতে সুন্নাহ, ২০০৭ খ্রি.) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় এছাড়া তিনি আরবী ভাষায় আরো ০২ খানা কিতাব লিখেছেন।[১]

১) الاسلام حماية السبيئة وتنميتها طبع من قبل المؤسسة الاسلامية، داكا، ২০০৩.

২) تاريخ الفقه الحنفى وفلسفته (بالمشاركة مع الأخرين) طبع قبل المؤسسة الاسلامية داكا، ২০০৪عام.

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার, ড. মোঃ ময়নুল হক এর সাথে, ০১/০৩/১২ খ্রি.।

মওলানা জাফর আহমাদ (জ.-১৯৫৮ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচিতি: আলহাজ্জ মওলানা জাফর আহমাদ, পিতা-মৌলভী আব্দুল হাদীস, গ্রাম-আলগী, উপজেলা-চাঁদপুর সদর, জেলা-চাঁদপুর, ১৯৫৮ খ্রি. ১৭ মে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে সমাপ্ত করে হেফজ শেষ করে, কিতাবখানায় ভর্তি হন। ১৯৭৬ খ্রি. হেদায়াতুন্নাহু জামা'আত শেষ করেন। এরপর জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ ভর্তি হন, সেখানে ১৯৮২ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন, হাদীসের উপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে ভারত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে পুনরায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন, ১৯৮৪ খ্রি.।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শরু জামি'আ শরী'আ মালিবাগ মাদ্‌রাসায় যোগদান করে হাদীসের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে আছেন।

এছাড়া তিনি মুহাখালী টি.এন্ড.টি. কলোনী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে খেদমত করে যাচ্ছেন।

গ্রন্থাবলী: তাঁর লিখিত হাদীসের মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক গ্রন্থাবলী নিম্নে দেয়া হলো:

অনুবাদ ভিত্তিক:

১) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আনওয়ারুল বারী কিতাবের বাংলা অনুবাদ ১৪ খণ্ডে বিভক্ত।

২) মুফতি সাঈদ ফুলপুরী (র.)-এর মাহফুজাত কিতাবের বঙ্গানুবাদ।

মৌলিক গ্রন্থ

১) উর্দূ ভাষায় خلاصة التنظيم الاشتات

২) كتاب الصيام নামক ৪০ হাদিসের কিতাব।[১]

ড. কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ (জ.-১৯৭৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ, পিতা- মোঃ জয়নুল আবেদীন। তিনি চাঁদপুর জেলায় হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কালচো ০১/০৩/১৯৭৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: লেখা-পড়ার হাতে খড়ি নিজ পরিবার থেকেই শুরু। প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে শেষ করেন। আলিম, ফাজিল, কামিল (হাদীস) সম্পন্ন করেন, বাংলার সুন্নাতের মারকাজ ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রতি জামা'আতে মেধা তালিকায় ছিল তাঁর অবস্থান। কামিল হাদীসে বাংলাদেশে মেধায় ২য় স্থান লাভ করেন। অনার্স, মাস্টার্স ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে, মেধায় ১ম স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: তিনি ২০০১ খ্রি. কামিল (হাদীস) পাস করে সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ অবস্থিত সোনাকান্দা বহুমূখী কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দীসের দায়িত্ব পালন করেন ২০০৫ এর ২৮ মে পর্যন্ত।

২০০৫ এর ২৯ মে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োজিত আছেন।

গ্রন্থাবলী: হাদীস সংক্রান্ত তাঁর সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ ২টি গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে।

১) হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে স্পষ্ট সংশয়, সংকলন, মতন ও রাভী প্রসঙ্গ। (পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাবি.।)

২) হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর খুতবাহ এম.ফিল থিসিস ৩১/০১/২০০৮ (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রকাশের অপেক্ষায়।

মুফতী আব্দুল মালেক (জ. ১৯৭৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়: মুফতী আব্দুল মালেক, পিতার নাম- শামছুল হক, গ্রাম- শরসপুর, উপজেলা-লাকসাম, জেলা-কুমিল্লা।

---

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার, মওলানা জাফর আহমদ এর সাথে, ০৩/০৬/১২ খ্রি.।

শিক্ষা জীবনঃ মুফতি আব্দুল মালেক, শিক্ষা জীবনের শুরু তাঁর নিজ গ্রামের মক্তবে। এরপর তিনি ভর্তি হন চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শাহ্‌রাস্তি উপজেলার- আল মাদরাসাতুল আরাবিয়াতু গরীপুর। সেখানে মেশকাত জামা'আত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর পাকিস্তানের অন্তর্গত করাচির বিন্নৌরি টাউনে অবস্থিত 'জামি'আতুল উলূম আল ইসলামিয়া, থেকে ১৯৮৮ খ্রি. তাকমিল (দাওরায়ে হাদীস) সম্পন্ন করেন। হাদীস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করার জন্য তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে চলে যান। সেখানে শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রশীদ নোমানীর নিকট- তাখাস্‌সুছ ফী উলূমিল হাদীস বিভাগে তিন বছর অধ্যয়ন করে ১৯৯১ খ্রি. সমাপ্ত করেন। ফিকহ্‌শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে একেই প্রতিষ্ঠান তাখাছছুস ফিল ফিকহিল ইফতাহ বিভাগে আরো দুই বছর অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৯৫ খ্রি. রিয়াদে আল্লামা আবুল ফাতাহ (র.)-এর তত্ত্বাবধানে দির্ঘ আড়াই বছর হাদীস শাস্ত্রে গবেষণার কাজ করেন। ১৯৯৬ খ্রি. ঢাকা তিনি আরো কয়েকজন আলিম একত্রিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে মুসলিম মিল্লার কাছে পৌঁছানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "আল মারকাযুদ দাওয়াতুল ইসলামী"। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা সচিব ও উলূমুল হাদীস বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

এছাড়া ঢাকার তেজগাও অবস্থিত জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়্যা। বুখারী শরীফের দরস দেন।

রচনাবলীঃ তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো:

১) আল-মাদখালু ফি উলুমূল হাদীস শরীফ ২) প্রচলিত জাল হাদীস ৩) হাসিয়াতে শরহে নুখবাহ ৪) তারাবির রাকাত সংখ্যা ও ঈদের নামাজ ৫) হাদীস ও সুন্নায় নামাজের পদ্ধতি ৬) নবীজির নামাযের ভূমিকা ৭) ঈমান সবার আগে ৮) তালেবানে ইলম পথ ও পাথেয়

প্রতিষ্ঠাতাঃ তিনি দ্বীনের দাওয়াত লিখনির মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য ২০০৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন মাসিক আল-কাউসার পত্রিকা। আল্লাহ তা'আলা তার লেখার হাতকে আরো শক্তিশালী করুন এবং হায়াতে তায়্যেবাহ দান করুন।[১]

মওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ (জ. ১৯৬৪ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতিঃ মওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ, পিতা-হাজী আব্দুর রব সওদাগর। ফেনী জেলাধীন, সোনাগাজী উপজেলার, চরছান্দিয়া গ্রামে ১৯৬৪ খ্রি. তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ আবূ সাবের আব্দুল্লাহ লেখাপড়ার হাতে খড়ি নিজ এলাকায় মক্তবে এরপর দারুল উলূম আল হোছাইনিয়া, ওলামা বাজার মাদরাসাকে হেদায়া জামা'আত সমাপ্ত করেন। তারপর তিনি চলে আসেন জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকায়। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনঃ আবূ সাবের আব্দুল্লাহ সাহেবের কর্মজীবনের শুরু জামি'আ মাদানিয়া বারিধারার মুহাদ্দিসপদে ১৯৮৮ খ্রি.। দীর্ঘদিন অত্র মাদ্‌রাসায় উক্ত পদে থাকারপর সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে জামি'আ শরইয়্যাহ মালিবাগে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত পদে বহাল থেকে হাদীসের লেখালেখি ও তাদরীসের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

রচনাবলীঃ মৌলিক গ্রন্থসমূহ

১) আউলুত তিরমিযী (উর্দূ ও আরবী ভাষায়)।

২) তিরমিযী শরীফের ২য় খণ্ডের শরাহ করেন। (ভারত ও পাকিস্তান থেকে ছাপা হয়েছে)।

৩) উলূমুল হাদীস (অপ্রকাশিত)।

৪) আল মাওয়াহিবুল ইলাহিয়্যাহ আলা শামাইলি মুহাম্মাদী (মাকতাবাতুল আযহার)।[২]

লেখনির মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীস চর্চা বহু কষ্টকর হলেও যে সকল মুহাদ্দিসগণ এ খিদমত অব্যাহত রেখে উল্লেখিত কিতাব প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

---

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার, মুফতী আব্দুল মালেকের সাথে ১২/০৩/১২ খ্রি.।

২. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার, মওলানা আবূ সাবের আব্দুলণ্ঢাহ-এর সাথে ০৩/১২/১২খ্রি.।

২য় পরিচ্ছেদঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক হাদীস চর্চা

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও কুর'আন হাদীসের ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার চলে আসছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার নিমেত্তে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ চালু করে। এখানে গবেষণার পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়। পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ধমীয় তথ্য কুর'আন হাদীসের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নিম্নে কয়েকটির পরিচয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দের এডামস্ রিপোর্ট, ১৮৫৪ খ্রি. উড- ডেসপ্যাচ, ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিপ্লব, ১৮৮২ খ্রি. হান্টার রিপোর্ট, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম রেনেসাঁ, ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ খ্রি.বঙ্গভঙ্গ রদ ইত্যাদি বিভিন্ন পট-পরিক্রমার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগের নিমিত্তে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।[১] ১৯২১ খ্রি. ১ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

এ বিশ্ববিদ্যায় যাত্রা শুরু করেছিল ৩টি ফ্যাকাল্টি, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৩টি আবাসিক হল নিয়ে।[৩] সে ১২টি বিভাগের মধ্যে কলা অনুষদের অধীনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে একটি বিভাগ অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৪] এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সন্নিবেশের মাধ্যমে সরকার একদিকে দীর্ঘদিনের মুসলমানদের প্রাণের দাবী মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মুসলিম সমর্থন আদায়েও সফল হয়।[৫] বৃটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতে ব্যতিক্রমর্ধমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্তর্ভূক্তি ছিল এক তাৎপর্যপূণ ঘটনা। ইতিপূর্বে উড-ডেসপ্যাচের[৬] ভিত্তিতে ১৮৫৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কোনটিতেই প্রথম দিকে আরবী ও ফার্সি তথা ইসলামিক শিক্ষার সুব্যস্থা ছিল না।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ইসলামিক স্টাডিজ এর স্নাকত ডিগ্রীর নাম বি.আই (Bachelor of Islamic studies) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর নাম এম. আই (Master of Islamic studies) করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ বিষয় অনেক পর্যালোচনা করে স্নাতক ডিগ্রীর নামকরণ করেন বি.এ (Bachelor of Arts) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর নামকরণ করেন এম.এ (Master of arts)[৮] কমিশণ কৃর্তক আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভগে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ডিগ্রীর নামকরণ বিষয়ের

---

১. ড. মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬

২. Calcutta University Commission Report, 1917-1919, vol.pt ii. Pp. 181 182, 178

৩. ড. মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪. We endorse the oroposals of the Dacca Committee generally in regared to the staff required for the department of Islamic Studies, includign the proposal that the department should include a European professor (C. U Commission Report. op cit.), p. 170

৫. Dr. A.K.M. A.yub Ali, *History of Traditional Islamic education in Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p. 102

৬. Islamic studies Were to form one of the Corner stone of the University, We have so far failed in India any schola able to satisfy the severe theological and litarary requirements of eastern Bengal...the professor of Arabic should be an Indian Musalman, trained in Western methods and not a European, as originally proposed by the Calcutta University Commission... in the meantime shamsul Ulama AbuNasr Waheed, head to the Dacca Senior Madrasah, Who initiated the idea of the Dacca department of Islamic Studies has most kidly consented to act temproarily as its head. While retainirng the headship of the madrasah which forms the pivot of his scheme.(Vive-Chancellors adress at the first meeeting of the court), 17 August 1921.

৭. M.A. Rahim, *The History of the University of Dacca* (Dacca: D.U.1981), p.24

৮. বিস্ড়রিত আলোচনা, বর্তমান অভিসন্দর্ভ।

সিদ্ধান্তটি খুবই যুক্তিযুক্ত ও যুগউপযোগী হয়েছিল। তা না হলে বি.আই. এবং এম.আই দ্বারা ক্ষুদ্র বিষয়ভিত্তিক ডিগ্রী বলে পরিগণিত হত। বি.এ ও এম. এ নামের মাধ্যমে কলা অনুষদভূক্ত করায় এটা ব্যাপকতাবোধক ডিগ্রীতে পরিণত হয়েছে।[১]

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চাওয়া ছিল এমন একজন বিজ্ঞ ইউরোপীয়ান প্রফেসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এর অনুমোদন দিয়েছিলেন।[২] কিন্তু মুসলিম এডভাইজারী এডুকেশন কমিটি এতে আপত্তি করে। তাদের দাবী ছিল একজন বিজ্ঞ মুসলমানকে এ পদের দায়িত্ব দিতে হবে।[৩] এ সমস্যার সমাধান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস- চ্যান্সেলের পি.জে হার্টগ এর ১৭ আগষ্ট ১৯২১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার মাধ্যমে। এতে তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান আবু নসর ওহীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণার স্টোন (Corner Ston) বলে আখ্যা দেন।[৪] শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগরে ভারপ্রাপ্ত হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে যোগদান করেন জুলাই ১৯২১ খ্রি. তিনি ছাড়া আরও যারা এ সময় এ বিভাগে যোগদান করেন, তাঁরা হলেন: আব্দুল ওয়াহাব রিডার হিসেবে, মুনাওয়ার আলী এবং খালিদ বিন মুহাম্মদ আরবী প্রভাষক হিসেবে।[৫] ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ একত্রে সংযুক্ত ছিল। ১৯৮০ খ্রি. ৭ জুলাই আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।[৬]

বর্তমানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ড. আলী হায়দার, ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন, ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ড. আখতারুজ্জামান প্রমুখ হাদীস শিক্ষাদানে রত। বর্তমানে আরবী বিভাগে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগের পাঠ্যসূচিতে হাদীস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অভিসন্দর্ভের এ পর্যায়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ[৮] : এ বিভাগে বি. এ. অনার্স ও এম.এ পর্যায়ে একাধিক কোর্সে হাদীস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৪-৯৫ থেকে ১৯৯৭-২০১২ পর্যন্ত সমন্বিত কোর্সের[৯] পাঠ্যসূচি:

বি.এ অনার্স : মোট নম্বর -১৫০০

৩য় বর্ষ : আল-হাদীস, পূর্ণমান-----৫০

নির্ধারিত গ্রন্থ : আবু ঈসা তিরমিযী: আল-জামি'

আবওয়াব আত-তাহারাত ও আবওয়াব আস-সালাত,

উসূলুল হাদীস ও তারীখ আল-হাদীস, পূর্ণমান ----৫০

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ড. আ.ফ ম. আবু বকর সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: অতীত ও বর্তমান (১৯২১-১৯৯১), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৫. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল কোর্স।

৭. মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড : সিলেবাস, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।

৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড : সিলেবাস, উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক শাখা) মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

নির্ধারিত গ্রন্থ: ইব্নে হাজর আসকালানী : নুখবাহ আল-ফিকর

তারিখ আল-হাদীস : আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী পর্যন্ত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ড. সুবহী আল-সালিহ : উসূল আল-হাদীস ওয়া মুসতালাহাহু।

২. আব্দুল আজীজ আল-খাওলী : মিফতাহ আল-সুন্নাহ।

৩. মনাজির আহসান গীলানী : তদবীন-এ-হাদীস।

এম.এ. শেষ পর্ব : কোর্স (ক) পূর্ণমান ------৫০০

(পরিবর্তিত নতুন পাঠ্যসূচী)

১ম পত্র : আল - হাদীস : নম্বর ------১০০

নির্ধারিত গ্রন্থ:

১. মুহাম্মদ ইব্নে ইসলাঈল আল-বুখারী : সহীহুল-বুখারী
বাবু বদ'উল ওয়াহী, কিতাব আল-হজ্জ, কিতাব আল-রিকাক।

২. আস্-সহীহ আল-মুসলিম
কিতাব আল-ঈমান, কিতাব আল-জিহাদ, কিতাব আল-সীরাত, কিতাব আল -আদব ও কিতাব আল-ফাজায়েল।

২য় পত্র : আল- হাদীস : নম্বর -------১০

নির্ধারিত গ্রন্থ

১. সুনানে আবূ দাউদ: কিতাবুস্ সাওম, কিতাবুয-যাকাত

৩. আত-ত্বাহাবী : শরহে মায়ানিল আসার
কিতাব আল - বুয়ু, হেবা, সদাকা ও যিয়াদত।

৪র্থ পত্র : উলূম আল- কুর'আন ওয়া তারীখ আল-হাদীস
তারিখ আল-হাদীস : নম্বর -------৫০

সহায়ক গ্রন্থ

১. মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী : মিফতাহুস্ সুন্নাহ

২. Gullaume : The Traditions of Islam

৩. আল-হাজীম : মারিফা উলূম আল-হাদীস

৪. ড. আ ন ম রইস উদ্দীন : Spanish Contribution to the study of Hadith literature

৫. ড. সুবহী আল-হালীহ : উলূম আল-হাদীস ওয়া মুসতালাহাহু

৬. ড. মুহাম্মদ এছহাক : Indians Contribution to the study of Hadith literature.

খ: আরবী বিভাগ[১]

বি.এ অনার্স : শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৪-১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭-২০১২

সমন্বিত কোর্সের পাঠ্যসূচী : পূর্ণমান -১৫০০

১ম বর্ষ : হাদীস, নম্বর -------২৫

কোর্স নং ১০৩ প্রাচীন গদ্য

---

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : সিলেবাস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

নির্ধারিত গ্রন্থ: আয-যাবীদী -তাজরীদ আল- বুখারী কিতাব আল-ইলম।

এম.ফিল.১ম পর্ব[১]

হাদীস : নম্বর ----১০০

পত্র (২) আল-হাদীস ও উলূম আল- হাদীস:

হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার, ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাকার, ইসলামী শরী'য়তে হাদীসের মান, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে হাদীসের প্রভাব।

আরবী বিভাগে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণে হাদীস পড়ানো হয়। এজন্য প্রাচীন আরবী গদ্যে শিরোনামে কোর্সের অধীনে হাদীসের কিছু অংশ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[২]

অতি সম্প্রতিকালে ইউ.জি.সি-এর অনুমোদন নিয়ে অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যার অনেকগুলোতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়। বি.এ. অর্নাস ও এম. এ. প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামদ্বয়ে ইল্‌মে হাদীস বিষয়ক উচ্চতর পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়ে আসছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। হাদীস বিষয়ে উচ্চতর গঠন পঠন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিভাগের শিক্ষার মাধ্যমে আরবী এছাড়া রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কম্পিউটারসহ ইংরেজি ভাষা পড়ানো হয়। এ বিভাগে ১৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। তন্মধ্যে ১০জন অধ্যাপক, ০৭ জন সহযোগী অধ্যাপক। এ বিভাগের সকল শিক্ষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ এবং বর্তমানে ড. শফিকুল ইসলাম (১৯-১১-২০১১) থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অদ্যাবদি।

আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস

আল-হাদীস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪ বছর মেয়াদী। প্রতি বছর ২টি সেমিস্টার রয়েছে। সেমিস্টার শেষে কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এটি মোট ২১০০ নম্বরের কোর্স। ২০০০ নম্বরের মধ্যে ১৪০০ নম্বরের ২৮টি কোর্স বিভাগীয় বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে হয়। প্রতি কোর্সের নম্বর ৫০। বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে ৪০০ নম্বরের ৮টি কোর্স পড়তে হয়। কম্প্রিহেনসিভ ১০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষা ১০০ নম্বর। প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদেরকে নন-ক্রেডিট কোর্স হিসেবে আবশ্যিকভাবে ১০০ নম্বরের বাংলাদেশ স্টাডিজ অথবা ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যয়ন করতে হয়।

প্রথম বর্ষ: প্রথম সেমিস্টার

مصطلح الحديث، اللغلة العربية (النحو)، التاريخ الاسلامى، الادارة العامة، الاختبار التمرينى.

প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সেমিস্টার

علوم القرآن، علوم الحديث، اللغة العربية (صرف)، الإدارة العامة، الاختبار التمرينى، الاختبار الشفوى.

দ্বিতীয় বর্ষ: প্রথম সেমিস্টার

تفسير القرأن الكريم، سنن النسائى، أصول الفقه، اللغة العربية (نحو-২)، الاختبار التمرينى.

দ্বিতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় সেমিস্টার

---

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বি.এ. পাস কোর্স (তিন বছর মেয়াদী), বিষয় : ইসলামিক স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-০৪, অদ্যাবধি।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এ.অনার্স (সম্মান) সিলেবাস, বিষয়: ইসলামিক স্টাডিজ,সেশন: ১৯৯৭-৯৮ পরীক্ষা- পার্ট ১-১৯৯৮, পার্ট ২- ১৯৯৯, পার্ট ৩-২০০০, পৃ. ৪৬

جامع الترمذى، علوم الحديث (২)، الفقه المقارن، التاريخ الاسلامى (২)، الاختبار التمرينى، الاختبار الشفوى.

তৃতীয় বর্ষ: প্রথম সেমিস্টার

الجامع الصحيح للبخارى (১)، الصحيح للإمام مسلم (১)، سنن أبى داود وسنن ابن ماجه، تاريخ علم الحديث، الأيديوليوجية الاسلامية، الاختبار التمرينى.

তৃতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় সেমিস্টার

الجامع الصحيح للإمام البخارى (২)، الجامع الصحيح للإمام مسلم (২)، علم الحديث في شبه القارة، مناهج المحدثين، ترجمة الحديث إلى اللغة الإنجليئية، الاختبار التمرينى، الاختبار الشفوى.

চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সেমিস্টার

شرح معانى الآثر وشح مشكل الآثار، الموظأ للإمام مالك والصحيح لابن حبان، الصحيح الابن خزيمة، والمستدرك للحاكم، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، الفلسفة الاسلامية، الاختبار التمرينى.

চতুর্থ বর্ষ: দ্বিতীয় সেমিস্টার

المسند للإمام أبى حنيفة، والمسند للإمام أحمد، الموضوعات فى الحديث، العقيدة من الكتاب والسنة، حاضر العالم الأسلامى، مناهج البحث، الاختبار التمرينى، الاختبار الشفوى.

স্নাতকোত্তর

এ স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম ১ বছর মেয়াদী, ২ সেমিস্টারে বিভক্ত ও ১৩০০ নম্বর সম্বলিত প্রোগ্রাম। প্রথম সেমিস্টারে ৬০০ নম্বর এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৭০০ নম্বর। সেমিস্টার শেষে কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতকোত্তর কোর্সটি দুটি গ্রুপে বিভক্ত। সাধারণ গ্রুপে ১২টি কোর্সে ১২০০ নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষা ১০০ নম্বরের এবং থিসিস গ্রুপে ১১টি কোর্সে ১১০০ নম্বর, মৌখিক পরীক্ষা ১০০ নম্বর ও থিসিসের জন্য ১০০।

১) الجامع الصحيح للإمام البخاري (১)، ২) أسماء الرجال، ৩) الصحيح للإمام مسلم، ৪) علم الجرح والتعديل، ৫) تفسير القرآن بالسنة، ৬) العلاقة الدولية والعلومية، ৬) الأديان والفرق، الاتجاهات الفكرية المعاصرة، أحكام السنة، شبهات حول الإسلام.

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) যে সকল গবেষক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি করেছেন এবং গবেষণারত আছেন, তাঁদের নাম, বিষয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) মোঃ সেকান্দার আলী- ইমাম নাসায়ী (র.) ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান।

২) মোঃ শফিকুল ইসলাম- আব্দুর রহমান মুবারকপুরী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান।

৩) আবু বকর ছিদ্দিকুর রহমান- গায়ওয়াতুন নবী (সা.) প্রকৃতি ও পর্যালোচনা।

৪) আবু তুরাব মোহাম্মদ কেরামত- হাদীসে নবুবীতে আরবী কবিতা মালা: একটি সমীক্ষা॥

৫) মোঃ হেলাল উদ্দিন-বাংলাদেশে ইলমুল হাদীস চর্চায় ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারনে দারুল উলূম দেওবন্দ এর ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯০)।

৬) সৈয়দ মাকসুদুর রহমান- আল্লামা ইউসুফ বিননুরী ওয়া খাদামাতুহু ফি ইল্‌মিল হাদীস।

৭) মোঃ আকতার হোসেন- আল্লামা শাওকানী (র.) ও ইল্‌মে হাদীসে তাঁর অবদান।

৮) মুহাম্মদ অলি উল্লাহ- ইলমুল হাদীস ও ইলমু মুস্তালাহুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: একটি বিশ্লেষণ।

৯) মোঃ রুহুল আমিন- হাদীস সংকলনের মাসানীন ও মুসনাদে আহমদ এর অবস্থান: একটি সমিক্ষা।

১০) মোহাম্মদ খিজির আহমদ- শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী এবং ইল্‌মে হাদীসে তাঁর অবদান।

১১) মোঃ নাসির উদ্দীন- বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মওলানা আব্দুর রহিম।

১২) মোঃ আব্দুল মালেক– আবু বকর মোহাম্মদ ইব্‌ন খুযাইমাহ (র.): ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদান।

১৩) এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ- আল ইমাম ইব্ন হিব্বান ও 'ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদান।

১৪) মুহাম্মদ আব্দুল করীম-সীরাত শাস্ত্রে ড. মুহাম্মদ মহর আলী এর অবদান।

১৫) মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী- তাবে'ঈগণের হাদীস চর্চার ধারা: একটি পর্যালোচনা।

১৬) মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম-ইমাম আস-সাগানী জাল হাদীস প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা।

১৭) মোহাম্মদ আশরাফ আলী জাফরী- আল্লামা খলীল আহমদ।

১৮) মোঃ ইব্রাহীম- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম (র.)-এর জীবনী ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান।

১৯) মাহবুবুল আলম- হাফেজ ইব্নে হাজার আল-আসকালানী ও শরহে সহীহ বুখারীতে তাঁর পদ্ধতি।

২০) মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ- জাল হাদীস প্রতিরোধ বঙ্গীয় আলিমগণের অবদান।

২১) মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন- হাদীস ও ইতিহাস চর্চায় আহসানুল্লাহ (র.)-এর অবদান।

২২) মোঃ ওয়ালীউল্লাহ- মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.) হাদীস সাহিত্যে তাঁর অবদান।

২৩) মুহাম্মদ বদরুজ্জামান-মিশকাতুল মাসাবীহ ও এর সংকলক: একটি পর্যালোচনা।

২৪) মোঃ মাহবুবুর রহমান- জালালূদ্দীন সুয়ূতী ও ইল্মুল হাদীসে তাঁর অবদান।

২৫) মোঃ রুহুল আমিন খান- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইল্মে হাদীস চর্চা: সমস্যা ও প্রস্তাবনা।

২৬) মোঃ রুহুল আমীন খান- ইমাম যায়লায়ী (র.) ইল্মে হাদীসের তাঁর অবদান।

২৭) মোঃ মোবারক হোসেন- খিদমাতুল ইমাম আত-তিরমিযী ফী নাকদিল আসানীদ

২৮) মোহাম্মদ গোলাম মাওলা- হাদীস চর্চায় আল্লামা যাকারিয়া (র.)-এর অবদান।

২৯) মোঃ ফয়জুর রহমান- হাদীস চর্চায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের অবদান।

৩০) আবুল হুসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম- মোল্লা আলী ক্বারী ওয়া আছরুহু ফী ইল্মিল হাদীস।

৩১) মোঃ ইয়াছিন- যায়নুদ্দীন আল ইরাকী: ইল্মুল হাদীসে তাঁর অবদান।

৩২) মোহাম্মদ লতিফ খান- হাদীস চর্চায় নরসিংদী জেলার মাদ্রাসাসমূহের অবদান।

৩৩) মোহাম্মদ আব্দুর রহীম- হাদীস সংকলনে ইব্ন শিহাব যুহরী (র.)-এর অবদান।

৩৪) মোহাম্মদ আবুল কাশেম- বৃহত্তম কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চা ১৯০১-২০০০ খ্রি.।

৩৫) মোঃ মিজানুর রহমান- শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী: ইল্মে হাদীসে তাঁর অবদান।

৩৬) আবূ সালেহ পাটওয়ারী- অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ: হাদীস বর্ণনায় তাঁদের অবদান।

৩৭) মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান- বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চা (১৯৪৭-২০০০)।[১]

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের) অফিস থেকে গবেষকের তথ্য সংগ্রহ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৬ খ্রি. ২৫ সেপ্টেম্বর প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিককে উপাচার্যের দায়িত্বে প্রদানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। পরবর্তী কলে চট্রগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী থানার ফতেপুর এলাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ খ্রি. অন্যান্য বিষয়ের নতুন করে আরবী ফার্সি বিভাগের অধিনে ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয় এবং বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয় আরবীও ইসলামিক স্টাডিজ, উক্ত বিভাগে হাদীসের চর্চার জন্য বিশেষ কোর্স চালু আছে এবং সিহাহ সেত্তার সিলেবাস অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম

কতিপয় বুদ্ধিজিবী ইসলামী চিন্তাবীদও শিক্ষা বিদের প্রচেস্টায় চট্রগ্রাম শহরের চকবাজারের সন্নিকটে প্যারেড মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে ১৯৯৪ খ্রি. স্থাপিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী'য়াহ (আইন) অনুষদে, উলূম আল-কুর'আন ওয়া আদ-দিরাসাত আল ইসলামিয়া। উক্ত বিভাগের পাঠসূচিতে সিহাহ সিত্তার সিলেবাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ বিভাগ থেকে শতশত হাদীসের গবেষক বের হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী/ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ/ কলেজে বি. এ পাস, অর্নাস এম. এ ১ম পর্ব ও এম. এ শেষ পর্বের ইসলামিক স্টডিজ ও আরীর পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বর্তমান অভিসতন্দর্ভে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত পাঠ্যসূচী আলোচনা করা হলো:

বিষয়: ইসলামিক স্টাডিজ [১২] মোট নম্বর ৩০০ বি.এ পাস

২য় পত্র: আল-হাদীস ও আল-ফিক্হ মোট নম্বর -১০০

আল-হাদীস

নির্বাচিত পাঠ্য: অলী উদ্দীন আল খতীব: মিশকাত আল মাসাবীহ আলোচ্যসূচি:

১. ক) কিতাবুল ইমান : প্রথম অধ্যায়

খ) বাবুল ইছবাত আযাবিল কবর, (প্রথম পরিচ্ছেদ)

গ) বাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ (প্রথম দশটি হদীস)

২. কিতাবুল ইল্ম: প্রথম অধ্যায়

৩. ক) কিতাবুল সালাত : প্রথম অধ্যায়

খ) বাবুল মাওয়াকিতুস সালাম

৪. কিতাবুল বুয়ু: বাবুল কাসবি ওয়াতালাবিল ইল্ম।

৫. কিতাবুল জিহাদ : প্রথম দশটি হাদীস।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে তিন বছর মেয়াদী বি. এ পাস কোর্সে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে মোট নম্বর বাড়িয়ে ৪০০ করা হয়েছে। তবে হাদীসের মোট নম্বর ৬০ ও নির্বাচিত পাঠ্য একই রাখা হয়েছে।[৩]

বি.এ (অনার্স), সেশন: ১৯৯৭-৯৮

বিষয়: ইসলামিক স্টাডিজ[৪]

---

১ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: সিলেবাস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এ পাস কোর্স (তিন বছর মেয়াদী), বিষয় : ইসলামিক স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫।

৪. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বি.এ অর্নাস (সম্মান) সিলেবাস, বিষয়: ইসলামিক স্টাডিজ, সেশন: ১৯৯৭-৯৮, পরীক্ষা-পার্ট ১-১৯৯৮, পার্ট ২-১৯৯৯, পার্ট ৩-২০০০, পৃ. ৪৬

পার্ট: ২

২য় পত্র: ইলমুল হাদীস, পূর্ণামন-১০০

ক) আল- হাদীস

খ) উসুলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস

নির্দেশিত পাঠ্য বিষয়

ক) তিরমিযী: আল জামি: আবওয়াবুস-সালাত।

খ) শায়খ আব্দুল হক দিহলভী: আল-মুকাদ্দামা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. মুফতী আমীমুল ইহসান : ইলমুল হাদীস

২. আব্দুল আজীজ আল-খাওলী: মিফতাহুস সুন্নাহ

৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : হাদীস সংকলনের হতিহাস

৪. মানযির আহসান গিলানী : তাদবীনুল হাদীস

৫. ইব্নে হাজার : নুখবাতুল ফিকর

৬. Dr.A.N.M.Raisuddin : Spanish Contribution to the study of Hadith literature.

এম.এ ১ম পর্ব

বিষয় : ইসলামিক স্টাডিজ[১] মোট নম্বর- ৫০০

১ম পত্র: আল-হাদীস ও উসুল্ আল হাদীস, পূর্ণমান-১০০

ক) আল-হাদীস----------৮০

খ) উসুল আল-হাদীস -------২০

মোট ১০০

নির্ধারিত গ্রন্থ

ক) তিরমিযী: আল-জামি, আবওয়াবুস সালাত থেকে আবওয়াব বিতর পর্যন্ত।

খ) ১. ইবন হাজার আল-আসকালীনী : নুখবা আল-ফিকর (প্রথম অর্ধেক)

২. মুফতী আমীমুল ইহসান : তারীখ- ইল্মে হাদীস।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আব্দুস সামাদ সারিম : তারীখ আল-হাদীস

২. ড. এস এম.হোসাইন (অনুদিত) : মা'রিফা উলূম আল-হাদীস

৩. ড. সুবহী সালেহ : উলূমুল-হাদীস

এম.এ.শেষ পর্ব

বিষয়: ইসলামিক স্টাডিজ, মোট নম্বর-০৫

২য় পত্র: আল-হাদীস : পূর্ণমান-১০০

ক) হাদীসের ব্যাখ্যা -------৫০

খ) বিচারমূলক প্রশ্ন---------৩০

গ) রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত---২০

মোট ১০০

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, প্রথম ও শেষ পর্ব

নির্ধারিত গ্রন্থ

১. বুখারী : সহীহ বাবু বদউল ওহী, কিতাবুল মাগাযী।

২. মুসলিম: সহীহ কিতাব আল-ঈমান, কিতাবুল হজ্জ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ইবন হাজার আল- আসকালনী : ফাতহুল-বারী

২. বদরুদ্দীন আল-আইনী : উমদাতুল কারী

৩. বদরুদ্দীন নববী : শর্‌হে মুসলিম

৪. শিব্বীর আহমদ উসমানী : ফাতহুল মুলহিম

৩য় পত্র : আল- হাদীস, পূর্ণমান --------১০০

ক) তাশরীহুল হাদীস----------৫০

খ) বিচার বিশ্লেষণ----------৩০

গ) রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত----------২০

মোট ১০০

নিদেশিত গ্রন্থ

১. আবু দাউদ : সুনান কিতাব আল-সাওম, কিতাব আল-যাকাত

২. তাহাবী : শরহে মা'আনী আল-আছার কিতাব আল-বুয়ু

সহায়ক গ্রন্থ

১. খলীল আহমদ অবৃতবী : বজল আল- মজহুদ

২. ইউসুফ কান্দলবী : আওন আল-মাবুদ

বি.এ পাস

বিষয়: আরবী[১] মোট নম্বর ------৩০০

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনক আরবী গদ্য, পূর্ণমান-----১০০

নির্ধারিত পাঠ্য

অলী উদ্দীন : মিশকাত আল-মাসাবীহ

কিতাব আল-ইল্‌ম, প্রথম পরিচ্ছেদ

আল ঈমান : বাব আল-ইতিসাম আল- কিতাব ওয়া আল-সুন্নাহ (প্রথম দশটি)।

বি.এ (অনার্স)

বিষয়: আরবী মোট নম্বর ----৯০০

১ম পত্র : প্রাচীন আরবী গদ্য --- পূর্ণমান ----১০০

আল-হাদীস---------- ২৫

নির্দেশিত গ্রন্থ

১) অলী উদ্দীন : মিশকাত আল-মাসাবীহ

কিতাব আল-ঈমান : বাব আল ইতিসাম বী আল-কিতাব ওয়া আল-সুন্নাহ, আল-ইল্‌ম

প্রথম দুই পরিচ্ছেদ, জিহাদ-প্রথম দুই পরিচ্ছেদ।

---

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেবাস, আরবী বিভাগ।

বি.এ ১ম পর্ব

বিষয়: আরবী, মোট নম্বর ------- ৫০০

১ম পত্র : আরবী গদ্য (প্রাচীন ও আধুনিক) নম্বর ----১০০

আল-হাদীস ----------২৫

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. অলী উদ্দীন : মিশকাত আল-মাসাবীহ, কিতাব আল-তাহারাত, আল-সওম।

এম. এ শেষ পর্ব

বিষয়: আরবী। মোট নম্বর ----------৫০০

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক আরবী গদ্য : ১০০

আল-হাদীস ----------২৫

নির্ধারিত গ্রন্থ

১. আবুল আব্বাস যইনুদ্দীন যাবীদী : তাজরীদ আল-বুখারী কিতাব আল-লিবাস, কিতাব আল- হাদব।

আলিয়া মাদ্‌রাসা

দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল জামা'আতের হাদীস সিলেবাস

আলিয়া মাদ্‌রাসার অধীনে বাংলাদেশে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে হাদিস পাঠ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। গবেষণার শিরোনামের সাথে মিল রেখে পাঠ্যসূচী আলোচনা করা হলো:

শ্রেণি: দাখিল মানবিক, বিজ্ঞান মুজাব্বিদ মাহির ও হেফজুল কুর'আন বিভাগ

বিষয়: হাদীস[১] মোট নম্বর---১০০

১. হাদীস পরিচিতি

২. কিতাবুল আদব, বাবুস সালাম হতে বাবুল আমর বিল মারুফ পর্যন্ত।

كتاب الأداب
باب السلام
باب الاستيذان
باب المصافحة والعانقة
باب القيام
باب الجلوس والنوم والمشئ
باب العطاس والتشاؤب
باب الأساس
باب البيان والشعر
باب اللسان والغيبة والشتم
باب الوعد
باب البر والصلة
باب الشفقة والرحمة وعلى الخلق
باب الحب في الله ومن الله
باب ما ينتهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات
باب الحذر والتنافي في الأمور
باب الرفق والحيا وحسن الخلق
باب الظلم
باب الأمر بالمعروف
باب الزاح

শ্রেণি: আলিম[২] (মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ মাহির হেফযুল কুর'আন বিভাগ)

বিষয়: হাদীস ও উসূলুলু হাদীস, মোট নম্বর (৮০+ ২০) =১০০

১. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা: দাখিল শ্রেণির সিলেবাস।

২. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা : আলিম শ্রেণি সিলেবাস।

ক) আল-হাদীস-----৮০

খ) উসূলুল হাদীস -২০

মোট= ১০০

নির্বাচিত পাঠ্য বই

ক) অলী উদ্দীন: মিশকাতুল মাসাবীহ।

কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইলম, কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুস সালাত

খ) মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান: মীযানুল আখবার।

সহায়ক গ্রন্থ

১. মেশকাত শরীফ, আরবী-বাংলা তানবীরুল মেশকাত ----১ম খণ্ড

২. মেশকাত শরীফ, আরবী-বাংলা ২য় খণ্ড

শ্রেণি: ফাযিল[১] মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদে মাহির বিভাগ

বিষয়: হাদীস ও উসুলুল হাদীস, মোট নম্বর----- ১০০

ক) হাদীস ও হাদীসের আলোকে আদর্শবাদ-----৮০

খ) উসুলুল হাদসী ---------- ২০

মোট ১০০

নির্বাচিত পাঠ্য বই

১) অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ: মিশকাতুল মাসাবীহ

ক) কিতাবুস যাকাত

খ) কিতাবুস সাওম

গ) কিতাবুস জিহাদ

ঘ) কিতাবুস নিকাহ

২) হাদীসের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত:

দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, নিকাহ ও তালাক,
মাসাজিদ,মুয়াখাত,ইহসান,আল-হুররিয়অত,আখলাকে হাসানাহ।

৩) শায়খ আব্দুল হক দেহলবী: মুকাদ্দামাতুশ শায়খ।

সহায়ক গ্রন্থ বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই।

শ্রেণি কামিল:

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস-এর পাঠ্যসূচি

কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দু'বছর মেয়াদী হবে এবং তা দুটি অংশে বিভক্ত থাকবে। কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস প্রথম পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব। কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস প্রথম পর্ব (চারটি পূর্ণ পত্র ৪০০ নম্বর, টিউটোরিয়াল ৫০, মৌখিক ৫০, মোট ৫০০) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব (চারটি পূর্ণ পত্র ৪০০ নম্বর, টিউটোরিয়াল ৫০, মৌখিক ৫০, মোট ৫০০ নম্বর) সর্বমোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা: আলিম শ্রেণির সিলেবাস।

❖ প্রতিটি পর্বে টিউটোরিয়ালের জন্য নির্ধারিত ৫০ নম্বর নিম্নোক্তভাবে বণ্টিত হবে:

ক) প্রতিটি পত্রের জন্য একটি করে এসাইনমেন্ট বাধ্যতামূলক, যার নম্বর হবে-১২.৫

খ) চারটি পত্রের জন্য চারটি এসাইনমেন্টে সর্বমোট নম্বর হবে- ১২.৫×৪=৫০

গ) এসাইনমেন্ট ছাত্রছাত্রীবৃন্দের স্বহস্তে লিখিত হতে এবং তা ১৫ থেকে ৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

ঘ) প্রতিটি পত্রের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এসাইনমেন্টের বিষয় নির্ধারণ করবেন (গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কিত) এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক হিসেবে তা মূল্যায়ন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত বহিস্থ পরীক্ষক দ্বিতীয় পরীক্ষক হিসেবে এসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করবেন এবং উভয় নম্বর গড় করে সমন্বিত নম্বর প্রদান করা হবে।[১]

সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি

ক) কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস প্রথম পর্ব সর্বমোট নম্বর-৫০০

প্রথমপত্র (সুনানু আবি দাঊদ ও মুসতালাহুল হাদীস)	১০০
দ্বিতীয় পত্র (জামেউত তিরমীযী)	১০০
তৃতীয় পত্র (সুনানু ইব্ন মাজাহ ও শারহু মায়ানিয়িল আসার)	১০০
চতুর্থ পত্র (আত তারীখুল ইসলামী ও তারীখু ইলমিল হাদীস)	১০০
টিউটোরিয়াল	৫০
মৌখিক	৫০
	সর্বমোট = ৫০০

ক) কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব সর্বমোট নম্বর-৫০০

প্রথম পত্র (সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড)	১০০
দ্বিতীয় পত্র (সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড)	১০০
তৃতীয় পত্র (আস সহীহু লিমুসলিম ১ম ও ২য় খণ্ড)	১০০
চতুর্ত পত্র (সুনানুন নাসায়ী ও উলূমুল হাদীস)	১০০
টিউটোরিয়াল	৫০
মৌখিক	৫০
	সর্বমোট = ৫০০

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস সি)[২]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশের সকল স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষার বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ইসলাম শিক্ষা: মোট নম্বর ------ ১০০

আল- হাদীস : নম্বর ----১৫

পাঠ্যসূচী:

ক) আল-হাদীস পরিচয়, সংরক্ষণ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

খ) নির্বাচিত ১০টি হাদীস (ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয় সংক্রান্ত)। এ ছাড়া ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাদীস শিক্ষা দেয়া হয়।

---

১. গবেষকের সরাসরি সংগ্রহ ১২/১১/১২ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অফিস রেকর্ড থেকে।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড: সিলেবাস, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইস. এস সি)

উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ মানবিক শাখা)[১]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা: মোট নম্বর ---------- ২০০

২য় পত্র- উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, মোট নম্বর --- ১০০

(ইসলামী শরী'আ এর উৎস)

আল-হাদীস নম্বর: ৩০/৪০

৩য় অধ্যায় : আল- হাদীস, পরিচিতি, সংকলন, গুরুত্ব প্রকারভেদ, হাদীস সংকলকদের জীবনী।

৪র্থ অধ্যায়: নির্বাচিত ২৫টি হাদীস, এর অনুবাদ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাস্তব জীবনে শিক্ষা।

(হাদীসগুলো ঈমান, ইসলাম, ভ্রাতৃত্ববোধ, মুসলমানদের দায়িত্ব ও নিফাক সম্পর্কিত)

আরবী : মোট নম্বর --- ২০০

১ম পত্র: গদ্য নম্বর ১০০

আল-হাদীস- ০৭

পাঠ্যসূচী: নির্বাচিত ৭টি হাদীস (ঈমান সম্পর্কিত)।

উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্‌রাসা, স্কুলের হাদীস বিষয়ক সিলেবাস উল্লেখের মাধ্যমে আশা করি গবেষকদের আংশিক হলেও জ্ঞাণের ক্ষুধা নিবারণ হবে।

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সিলেবাস, মাধ্যমিক (মানবিক শাখা)। মুহাম্মদ আহসান উলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

ইল্‌মে হাদীস চর্চায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অবদান[১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত একটি সরকারী সংস্থা। দেশের জনসাধারনের মাঝে ইসলামের মহান মূল্যবোধের জাগরণ ও এর লালনের মাধ্যমে জাতিকে উন্নত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ইসলামী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ কাজটি এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করে চলেছে। নিম্নে ইল্‌মে হাদীসের মৌলিক ও অনুবাদ ভিত্তিক বইয়েল নাম, লেখক, প্রকাশকাল দেয়া হলো:

হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত

ক্র	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক	প্রকাশকাল
১	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	জুন '৯২
২	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	নভেঃ '০৮
৩	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '০৮
৪	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '১০
৫	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '০৮
৬	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '০৮
৭	বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '১০
৮	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '০৮
৯	বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	সেপ্টেঃ '০৮
১০	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	ফেব্রুঃ '১১
১১	বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	মে '১০
১২	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	মে '০৭
১৩	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	এপ্রিল '১০
১৪	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	জুন '১০
১৫	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	জুন '১০
১৬	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	জুন '১০
১৭	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	জুন '১০
১৮	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	মে '০৩
১৯	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	জুন '৯৪
২০	তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)	মূল: ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (র.) অনুবাদ: ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ	জুন' ০৫
২১	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	জুন '০৭
২২	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	মে '০৬

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁও প্রকাশনা বিভাগের অফিস থেকে গবেষকের তথ্য সংগ্রহ।

২৩	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	জুন '৯৬
২৪	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	মার্চ '০৭
২৫	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	জুন '৯৭
২৬	আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র.)	আগস্ট '০৬
২৭	আবূ দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র.)	আগস্ট '০৬
২৮	আবূ দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র.)	আগস্ট '০৬
২৯	আবূ দাউদ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র.)	আগস্ট '০৬
৩০	আবূ দাউদ শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র.)	আগস্ট '০৬
৩১	সুনানে ইব্ন মাজাহ (১ম খণ্ড)	ইমাম ইব্ন মাজাহ (র.)	জুন, ২০০০
৩২	সুনানে ইব্ন মাজাহ (২য় খণ্ড)	ইমাম ইব্ন মাজাহ (র.)	ফেব্রু ' ০৬
৩৩	সুনানে ইব্ন মাজাহ (৩য় খণ্ড)	ইমাম ইব্ন মাজাহ (র.)	মার্চ '০২
৩৪	সুনানে নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	জুন '০৮
৩৫	সুনানে নাসাঈ শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	মে '০৮
৩৬	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	জুন '০৩
৩৭	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	জুন '০৮
৩৮	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	আক্টোঃ '০১
৩৯	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (১ম খণ্ড)	ইমাম মালিক (র.)	জুন '০৭
৪০	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২য় খণ্ড)	ইমাম মালিক (র.)	জুন '০৭
৪১	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ	অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মদ মূসা	আগস্ট '৮৮
৪২	মা'আরিফুল হাদীস (১ম খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	মে '০৭
৪৩	মা'আরিফুল হাদীস (২য় খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	জুন ' ০৭
৪৪	মা'আরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	ফেব্রু '০৪
৪৫	মা'আরিফুল হাদীস (৪র্থ খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	ডিসেঃ '০৩
৪৬	মা'আরিফুল হাদীস (৫ম খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	ফেব্রুঃ ' ০৪
৪৭	মা'আরিফুল হাদীস (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	সেপ্টঃ '০৩
৪৮	মা'আরিফুল হাদীস (৭ম খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	ডিসেঃ '০৩
৪৯	মা'আরিফুল হাদীস (৮ম খণ্ড)	মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী	আগস্ট '০৭
৫০	আল আদাবুল হাদীস (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	নভেঃ '০৪
৫১	আল আদাবুল হাদীস (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	সেপ্টেঃ '০৮
৫২	তাজরীদুস সিহাহ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন '৯৭
৫৩	তাজরীদুস সিহাহ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ২০০০

৫৪	সহস্র হাদীস	কুর'আন মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	ফেব্রু '০১
৫৫	কাসাসুল হাদীস	কুর'আন মতিউর রহমান নিজামী	ফেব্রু '৮৮
৫৬	চল্লিশ হাদীস	মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	ডিসে: '৮৮
৫৭	হযরতের একশত হাদীস	সম্পাদনা: এম.এ. সামাদ	নভেঃ '৭৯
৫৮	হাদীসে আরবাঈন	এ. এস. এম. আব্দুল হাই	জুন ' ৮০
৫৯	হাদীসে কুদসী	মূল: আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী অনুবাদ: মামতাজ উদ্দীন আহমদ	আগস্ট '০৮
৬০	যাদুল মা'আদ (১ম খণ্ড)	অনুবাদ: অধ্যাপক আখতার ফারূক	মার্চ '৮৮
৬১	যাদুল মা'আদ (২য় খণ্ড)	অনুবাদ: অধ্যাপক আখতার ফারূক	জুন '৯০
৬২	তারীখে ইল্‌মে হাদীস	মূল: মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান অনুবাদ: লোকমান আহমদ আমীমী	মে ' ২০০০
৬৩	সৈনিকের চল্লিশ হাদীস	কুর'আন আশরাফ আলী আবাদী	জুন '৯৫
৬৪	আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১ম খণ্ড)	অনুবাদ: কুর'আন মুহাম্মদ সাঈদুল হক	নভেঃ '০৩
৬৫	আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (২য় খণ্ড)	অনুবাদ: হাফিজ কুর'আন মজীবুর রহমান	আগস্ট ' ০৩
৬৬	আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (৩য় খণ্ড)	অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ	নভেঃ '০৩
৬৭	উলূমুল হাদীস	মওলানা মুশতাক আহমদ	জুন '৯৯
৬৮	আল হাদীস	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন '৮১
৬৯	হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি	শামসুল হক দৌলতপুরী	মার্চ '৯৫
৭০	হাদীস শরীফ (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন '৮৪
৭১	হাদীস শরীফ (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সেপ্টেঃ '৮৪
৭২	তরজামানুস সুন্নাহ (২য় খণ্ড, ১ম অংশ)	বদরে আলম মিরাঠী	জুন '৯৭
৭৩	তরজামানুস সুন্নাহ (২য় খণ্ড, ২য় অংশ)	অনুবাদ: মাও. জোবায়ের আহমেদ	জুন '৯৯
৭৪	তরজামানুস সুন্নাহ (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ: মও. মুহিউদ্দীন খান	এপ্রিল ' ৮৮
৭৫	মুসনদে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)	অনুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজুল হক	মার্চ ' ০৭
৭৬	চল্লিশ হাদীসে কুদসী	ড. ইয়াজ উদ্দিন ইব্রাহীম	জুন '০৩
৭৭	ইল্‌মে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান	ড. মোহাম্মদ এছহাক	জুন '৯০
৭৮	রাসূলুল্লাহর বাণী	মূল: আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন আল সহরাওয়ার্দী অনুবাদ: মাহমুদ হায়দার	মার্চ '৯৯
৭৯	হাদীস বিজ্ঞান	শামীম আরা চৌধুরী	মে '০১
৮০	তাহাবী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম তহাবী (র.)	জুন ' ০৪

৮১	তাহাবী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তহাবী (র.)	সেপ্টেঃ '০৪
৮২	তাহাবী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তহাবী (র.)	ডিসেঃ '০৭
৮৩	তাহাবী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তহাবী (র.)	মে '০৯
৮৪	মুসনাদে আহমদ (১ম খণ্ড)	অনুবাদক মণ্ডলী	মে '০৮
৮৫	মুসনাদে আহমদ (২য় খণ্ড)	অনুবাদক মণ্ডলী	জুন '০৯
৮৬	বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়কগ্রন্থপঞ্জি	সম্পাদনা: নাসির হেলাল	এপ্রিল '০৫
৮৭	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম খণ্ড)	লেখকমণ্ডলী	সেপ্টেঃ '০৪
৮৮	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	লেখকমণ্ডলী	সেপ্টেঃ '০৪
৮৯	হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) ও সহস্র হাদীস	এ. বি. এম. সহিদুল্লাহ	জুন '০৮
৯০	বিশ্বনবীল অমূল্য বাণী	শায়খ খন্দকার	ডিসেঃ '১০
৯১	হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান	ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	ফেব্রুঃ '১০
৯২	হাদীস ও মাসইলে আহনাফ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন '০৬
৯৩	হাদীস ও মাসইলে আহনাফ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন '০৮
৯৪	ইলাউস সুনান (১ম খণ্ড)	অনু: মও. মোঃ ইছহাক ফরিদী	এপ্রিল '০৫
৯৫	ইলাউস সুনান (২য় খণ্ড)	আল্লামা মওলানা জাফর আহমদ উসমানী	জুন '০৮
৯৬	ইলাউস সুনান (৩য় খণ্ড)	আল্লামা মওলানা জাফর আহমদ উসমানী	জুন '০৯
৯৭	ইলাউস সুনান (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ: সাইফুল ইসলাম	এপ্রিল '০৫
৯৮	ইলাউস সুনান (৬ষ্ঠ খণ্ড)	অনুবাদ: আবু তাহের মেসবাহ	এপ্রিল '১০
৯৯	হাদীসের পরিভাষা	মূল: ড. মুহাম্মদ আত-তাহহান	অক্টোঃ '১০
১০০	রিজাল শাস্ত্র জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত	ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	মার্চ '০৫
১০১	বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন	মূল: শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)	জুন '০৪
১০২	আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন	আগস্ট '০৪
১০৩	হযরত আবূ হোরায়রা (রা.)	হাফেজ কুর'আন মোঃ ইসমাইল	অক্টোঃ ' ০৭
১০৪	মহিলাদের চল্লিশ হাদীস	সংকলন: মাও. রিজাউল করীম ইসলামাবদী	মে '১১
১০৫	Al-Hadisul Qudsiyyagh	Prof. Md. Abdul Mannan	অক্টোঃ '০৪
১০৬	Indian's Contribution to the Study of Hadith Literature	Dr. Md. Ishaque	জুন '৯৫
১০৭	Sayings of Muhammad (sm)	Allama Sir Abdullah Al-Mamun Suhrawardy	১৯৭৮

এ ছাড়া আরও অন্যান্য প্রকাশনা ইল্‌মে হাদীসের চর্চায় ব্যাপক অবদান রেখেছে। নিম্নে কিতাব, লেখক ও প্রকাশনার নাম দেয়া হলো:[১]

ক্র.	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১.	মা'আরিফুল হাদীস (বঙ্গানুবাদ) (১ম খণ্ড-৮ম খণ্ড)	হাফেজ মওলানা মুজীবুর রহমান	এমদাদিয়া লাইব্রেরী
২.	কাসাসুল হাদীস (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা শফিকুল ইসলাম	এমদাদিয়া লাইব্রেরী
৩.	সহজ দরসে তিরমিযী (১-৫ খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা হাবীবুর রহমান	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৪.	সহজ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছানী (১ খণ্ড ও ২য় খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	সম্পাদনা পরিষদ	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৫.	সহজ দরসে ইব্‌ন মাজাহ শরীফ (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা হাবীবুর রহমান	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৬.	সহজ নাসরুল বারী (১ম, ২য়, ৮ম, ৯ম খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মুফতি নোমান সাহেব	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৭.	সহজ শামায়েলে তিরমিযী (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৮.	সহজ দরসে আবূ দাউদ (১ম খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মও. নুরুল ইসলাম রহমানী	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৯.	সহজ দরসে আবূ দাউদ (২য় খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মও. উমায়ের কোব্বাদী	আল-কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১০.	বুখারী শরীফ ১ম-৭ম খণ্ড (বঙ্গানুবাদ)	মও. শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)	হামিদিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১১.	বুখারী শরীফ ১ম-১০ খণ্ড (বঙ্গানুবাদ)	শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব (র.)	রশীদিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১২.	নাসরুল বারী (বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড	মও. মুহিউদ্দীন কাসেমী	দারুল হাদীস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৩.	নাসরুল বারী (বঙ্গানুবাদ) ৮ম খণ্ড	মও. মুহিউদ্দীন কাসেমী	দারুল হাদীস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৪.	ইফাদাতুল মুসলিম (বঙ্গানুবাদ)	মুফতি মও. আব্দুল হাফিজ	দারুল হাদীস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৫.	ইব্‌নে মাজাহ (বঙ্গানুবাদ)	মুফতি মও. আব্দুল হাফিজ	দারুল হাদীস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৬.	বুখারী শরীফ (বঙ্গানুবাদ)	মও. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ	হোসাইনিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১. বাংলা বাজার বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

১৭.	তিরমিযী শরীফ (বঙ্গানুবাদ)	মও. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ	হোসাইনিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৮.	মুসলিম শরীফ (বঙ্গানুবাদ)	মও. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ	হোসাইনিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১৯.	শামায়েলে তিরমিযী (বঙ্গানুবাদ)	মাসুম বিল্লাহ বিন শহীদুল্লাহ	মাহমুদিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
২০.	নাসরুত তিরমিযী (তিরমিযী ২য় খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মাসুম বিল্লাহ বিন শহীদুল্লাহ	মাহমুদিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
২১.	নাসরুল বারী শারহে বুখারী (১ম, ৮ম, ৯ম) (বঙ্গানুবাদ)	মুফতি নোমান সাহেব	আনোয়ার লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
২২.	দরসে তিরমিযী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে) (বঙ্গানুবাদ)	মুফতি নোমান সাহেব	আনোয়ার লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
২৩.	বুখারী শরীফ (১ম-১০ম) (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা মোহাম্মদ ছালাতম উল্লাহ	বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
২৪.	রিয়াদুস সালেহীন (১ম-৪র্থ)(বঙ্গানুবাদ)	আল্লামা ইমামুন্নবী (র.)	বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
২৫.	তাওজীহুল মেশকাত (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা আলমগীর হুসাইন	বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
২৬.	মিশকাত শরীফ (১১ খণ্ড) (বঙ্গানুবাদ)	মও. মোহাম্মদ ছালামত উল্লাহ	বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
২৭.	হাদীস শরীফের আলো (মৌলিকগ্রন্থ)	মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	গাউসিয়া পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
২৮.	বুখারী শরীফের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ	মওলানা এ.এন.এস.ইমদাদুল্লাহ	বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কুর'আনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও ওহী গাইরে মাতলূ হিসেবে ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য। আল্লাহ তাঁর ফরয আনুগত্যকে রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ কুর'আনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর কুর'আনের সে আনুগত্যের বিষয়কে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাদীস বা সুন্নাহর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মেনে না নিলে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুর'আনকেও মেনে নেয়া হয়না। তাই তাঁর আনুগত্য কুর'আনের আনুগত্য ও আল্লাহরই আনুগত্য। সাধারণভাবে হাদীস অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুসলমান দাবী করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সে হাদীসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক যুগে যুগে বিভিন্ন সংশয় উত্থাপিত হয়েছে। কেউ কেউ এ সকল সংশয়ের মাধ্যমে পুরো হাদীসুন্নবভীকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। হাদীস অস্বীকারের ধারাবাহিকতায় হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে যে সকল সংশয়সমূহের উত্থান হয়েছে, পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে সেগুলো সাধারণত হাদীসের সংকলন, মতন ও রাবী প্রসঙ্গ নিয়েই।

আমার এ অভিসন্দর্ভে প্রথম অধ্যায় হাদীসের পরিচয়-এর বিশেষ পরিভাষা প্রকারভেদ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যা হাদীসের পরিচয় বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচয়, স্বাধীনতা অর্জন এবং ইসলাম আগমনের বর্ণনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়, বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস অর্থাৎ বাংলাদেশে হাদীস চর্চা আগমনের সূচনা কখন ও কোথা থেকে এবং এর ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ ও মাদ্‌রাসার নাম বিভাগ অনুযায়ী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে, বাংলাদেশী মুহাদ্দিস ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রচিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী, এ অধ্যায়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মৃত্যুর দিক থেকেও **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দকে গণ্য করে মুহাদ্দিসদের লিখিত কিতাবের নাম ও তাঁদের পরিচিতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এসকল আলোচনা, প্রকৃতি নিরূপন ও মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় বলতে চাই যে, আমার এ অভিসন্দর্ভে আলোচিত মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে আশা করি বাংলাদেশের আলেম সমাজ সজাগ হয়ে হাদীস চর্চায় আরো বেশি অবদান রাখবে। এমনকি সহীহ হাদীস নিরুপনে মুসলিম সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হামদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যিনি আমাকে অত্র অভিসন্দর্ভটি রচনা ও সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। গবেষণাকর্মের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং জাতি এর মাধ্যমে উপকৃত হোক এটাই আমার প্রার্থনা।

আমীন, ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালীন, ওয়া 'আলাআলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন।

গ্রন্থপঞ্জি

ক্র.	লেখক	গ্রন্থাবলী
		আল-কুর'আন
১)	মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল কাসিমী	কাওয়াইদ আত-তাহদীস বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ ১৯৭৯ খ্রি.
২)	হুসাইন ইব্ন মাসউদ বাগবী	মিশকাতুল মাসাবীহ বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সং, ১৯৮৫ খ্রি. খ.,-১
৩)	নাসিরুদ্দীন আলবানী	আল-হাদীসু হুজ্জিয়্যাতুল কুয়েত: দারুস সালাফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৮৬ খ্রি.
৪)	আল-রাগিব ইস্পাহানী	আল-মুফরাদাত করাচী: নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি.
৫)	ড. সুবহী সালেহ	'উলূমুল হাদীস দামেস্ক: দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় ২য় সং, ১৯৬৩ খ্রি.
৬)	মুহাম্মদ জামালুদ্দীন	লিসানুল আরব বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি. খ. ২
৭)	ফাদার লাইস মালূফ	আল-মুনজিদ করাচী: দারুল ইশা'আল ১৯৬৭ খ্রি.
৮)	ইব্ন হাজার আসকালানী	হাশিয়া নাযহাতুন নাযার ফী তাওয়ীহি নুখবাতিল ফিক্‌র, কলিকাতা, বশীর এন্ড সন্স, ১৯৮৬ খ্রি.
৯)	আহমদ আল সাহারানপূরী	মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী, করাচী: আসাহহুল মাতাবি, ১ম সং, ১৯৩৮ খ্রি. ।
১০)	সিদ্দীক হাসান খান	আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৬৬ খ্রি.
১১)	তাহের দিমাশকী	তাওযীহুল নাযার, মিসর: আল-মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ, ১৯১১ খ্রি.
১২)	সম্পাদনা পরিষদ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮২ খ্রি. খ. ২
১৩)	সালাভী	ফাতহুল মুগীস শারহু আল ফিয়াতিল হাদীস, মিসর: আস-সালায়ি, তা. বি.
১৪)	ড. মুসতফা আস্-সুবায়ী	আল-সুন্নাহ ওয়া মাশনাতুহা বৈরুত: আল-মাকতাব আল ইসলামী,

		৩য় প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.
১৫)	আব্বাস মুতাওয়াল্লী	আস-সুন্নাহ, আন-নাবাভিয়্যাহ্ বৈরুত: আল-দারআল কাতমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.
১৬)	মওলানা আব্দুর রহীম	হাদীস সংকলনের ইতিহাস ঢাকা: ই.ফা.বা. ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রি.
১৭)	আল ফীরুযবাদী	মাজ্দ আদ-দ্বীন আল-কামূস, মিশর: আল মাত্বা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৩৫ খ্রি.
১৮)	ইব্ন হাজার আসকালানী ও আহমাদ ইব্ন হাম্বাল	আল-নুযহায দিমাশক: মু'আস্সাসাহ ওয়ামাকতাবাহ আল-খাফিকাইন, ১৯৮০ খ্রি.
১৯)	আস-সুয়ূতী ও আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বরক	আত-তাদবীর, বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৯ খ্রি.
২০)	জুবরান মাসউদ	আর-রইদ বৈরুত: দারুল ফিক্র, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৮ খ্রি. খ. ২
২১)	আব্দ আল শাহীদ	সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী, ঢাকা: সাইয়্যেদ আবূ আল 'আলা আল-মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রি.
২২)	মুহাম্মদ আবূ যাহু	আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিস বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-আরবী, ১৯৮৪ খ্রি.
২৩)	নূর মোহাম্মদ 'আজমী	হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.
২৪)	মাহমূদ আত্তাহ্হান	মুস্তালাহ আল-হাদীস, লাহোর: ফারুকী কুতুবখানা, তা.বি.
২৫)	আয-যাহাবী	তাযকিরাহ লাহোর: ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খ্রি., খ. ১
২৬)	আমীমুল ইহসান	তারীখ হাদীস ঢাকা: মুফতী মানযিল, ৫ম প্রকাশ, ১৪০০ হি.
২৭)	আল-মুবারাকপুরী ও মুহাম্মদ আব্দ আর-রহমান	আল-তুহ্ফাহ্ বৈরুত: দার আল কুতুব ইল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি.
২৮)	মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল	আত-তাওযীহ কায়রো: মাকতাবাতু আল ইশা'আত, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬ হি. খ. ১
২৯)	উসমান ইব্ন আব্দ আর-রহমান	মুকাদ্দামা পাকিস্তান: ফারুকী কুতুবখানা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৫৭ হি.

৩০)	ইমাম মুসলিম (র.)	সহীহ মুসলিম বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৮২ খ্রি., খ. ১
৩১)	মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী	সহীহ বুখারী ঢাকা: কাশেমিয়া লাইব্রেরি, চক বাজার, তা. বি. খ. ১
৩২)	মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা	জামি'আত তিরমিযী ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী
৩৩)	মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী	তাফসীরু মাহাসিনিত তা'বীল মিশর: আল-মাতবা'আ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৭ খ্রি. খ. ১
৩৪)	মুহাম্মদ আব্দুল খালেক	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ খ্রি.
৩৫)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রি.
৩৬)	মোঃ শরীফ হোসাবইন ভূঁইয়া	বাংলাদেশে জাতিসত্ত্বার সন্ধান, ঢাকা: লোকপ্রশাসন সাময়িকী, জুন ১৯৯৭
৩৭)	সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদিত	বাংলা পিডিয়া ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ-২০১১
৩৮)	সিরাজুল ইসলাম	নলেজ পিডিয়া ঢাকা: ইউনি এইচ, এপ্রিল, ২০১২
৩৯)	আব্বাস আলী খান	বাংলার মোসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট, ২০০৬
৪০)	ড. শামসুল আলম ও অন্যান্য	বাংলাদেশের পরিচয়, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক ভূগোল ২০১১
৪১)	আব্দুল মান্নান তালিব	বাংলাদেশে ইসলাম ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২ খ্রি., খ. ১
৪২)	ড. এম. এ. রহীম	বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, খি, ১
৪৩)	ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশে ইতিহাস কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮১ খ্রি.
৪৪)	মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী	বাঙালী বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঢাকা: সুন্দরম, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, মে-জুলাই, ২০০০ খ্রি.
৪৫)	মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	গঙ্গাঋদি থেকে বাংদেশে ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.
৪৬)	আব্দুল করীম	বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.
৪৭)	মুহাম্মদ শামসুর রহমান	উদ্ভিদ পরিবেশ তত্ত্ব ও উদ্ভিদ ভূগোল ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.

৪৮)	ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ ও মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম	পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক স্টাডিজ ঢাকা: আল এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স জুন ২০১২ খ্রি.
৪৯)	নাসির হেলাল	যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার
৫০)	ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী	রাজশাহীতে ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১ খ্রি.
৫১)	এ. এম. এ. কাদের	নোয়াখালীতে ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১ খ্রি.
৫২)	শ. ম. শওকত আলী	কুষ্টিয়ায় ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. খ্রি. ১৯৯১
৫৩)	অধ্যাপক মোঃ সগির উদ্দীন মিঞা	গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতবুল আলম ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১ খ্রি.
৫৪)	ড. মুহাম্মদ এনামুল হক	বঙ্গে সূফী প্রভাব কলিকাতা: জামাল প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৩৫ খ্রি.
৫৫)	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন	খাজা আব্দুল মজিদ শাহ্ জীবন ও কর্ম ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০১ খ্রি.
৫৬)	ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮৬ খ্রি.
৫৭)	হাকীম হাবীবুর রহমান	আসুদেগান-এ-ঢাকা ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৪৬ খ্রি.
৫৮)	সুখময় মুখপাধ্যায়	বাংলার মুসলমান অধিকারের আদিপর্ব কলিকাতা: বিরোইন্তো কোং প্রেস, ১৯৮৮ খ্রি.
৫৯)	ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ও ড. আব্দুল করিম প্রমুখ	সূফীবিদ ও আমাদের সমাজ, পাকিস্তান: নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯৬ খ্রি.
৬০)	ড. আব্দুল করিম	মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.
৬১)	মাফিজ উদ্দীন আহমদ	হযরত আবূ তাওয়ামা (র.) ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৮৭ খ্রি.
৬২)	আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	আমাদের সূফী সাধক ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৭৭ খ্রি.
৬৩)	দেওয়ান মোঃ আজরফ	সিলেটে ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৫ খ্রি.
৬৪)	ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	মওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী (র.) এর জীবনী ঢাকা: আছমত আলী, তা. বি.
৬৫)	আব্দুল বাতেন	মওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-এর জীবনী ঢাকা: আছমত আলী, তা.বি.
৬৬)	আব্দুল লতিফ শরীফাবাদী	পীর বাদশা মিয়া ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫
৬৭)	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	বাংলাদেশে কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫ খ্রি.

৬৮)	মোঃ আব্দুল সাত্তার	ফরিদপুরে ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩ খ্রি.
৬৯)	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.
৭০)	এ. কে. এম. নুরুল আলম	আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আবূ নসর ওহীদের অবদান
৭১)	মুহাম্মদ এযহারুল ইসলাম	হায়াত এ-মুফতি-এ-আযম চট্টগ্রাম: কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৩৯৭ হি.
৭২)	ড. মুহাম্মদ আব্দুল ।রাহ	রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামাদের ভূমিকা ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৫ খ্রি.
৭৩)	মেহরাব আলী	দিনাজপুরে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস দিনাজপুর, জেলা পরিষদ, ১৯৬৫ খ্রি.
৭৪)	মোহাম্মদ মোয়াজ উদ্দীন হামিদী	কর্মবীর মওলানা রুহুল আমিন ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ১৩৫৫ বাংলা
৭৫)	শায়খুল হাদীস মওলানা তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন (সম্পাদনা)	হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকাল পরিবেশ ও জীবন ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.
৭৬)	আব্দুল কাইয়ূম ও এফ.আর. মামুন (সম্পাদনায়)	সফল যারা কেমন তাঁরা ঢাকা: সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি. খ.১
৭৭)	হাফিয মোহাম্মদ নূরুজ্জামান	ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) ও সাথীবর্গ ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৪ খ্রি.
৭৮)	আব্দুস সাত্তার, মোস্তফা হারুন অনূদিত	আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস ঢাকা: ই.ফা.বা. আগস্ট ২০০৪ খ্রি.
৭৯)	মোহাম্মদ আব্দুশ শুকুর	ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা ময়মনসিংহ: জেলা পরিষদ, ১৯৮৭ খ্রি.
৮০)	মোঃ এনামুল হক	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৯৮ খ্রি.
৮১)	ড. মোঃ বেলাল হোসেন, ফেরদাউস আলম সিদ্দিকী	বাংলাদেশে ইসলামের আগমন: ধারা, প্রকৃতি ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫ খ্রি.
৮২)	ড. এনামুল হক চৌধুরী	বন্দর শহর চট্টগ্রাম ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.
৮৩)	M.R. Tarafdar	Husain shahi Bengal Calcutta review, vol. vii, P-198
৮৪)	মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও সম্পাদনা পরিষদ	মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা: মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, স্মরক, ১৯৮১ খ্রি.
৮৫)	মোঃ আব্দুল করিম	ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম ঢাকা: ই.ফা.বা. জুন, ২০০২ খ্রি.
৮৬)	মুহাম্মদ আশরাফ আলী নিযামপুরী	দারুল উলূম দেওবন্দ ছে দারুল উলূম হাটহাজারী তক চট্টগ্রাম: নূর মুহাম্মদ একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.
৮৭)	মওলানা মুশতাক আহমদ	তাহরীকে দেওবন্দ

		ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.
৮৮)	ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৬১ খ্রি.
৮৯)	আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া	হাদীস অধ্যায়নের মূলনীতি ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার ২য় প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল ২০১০ খ্রি.
৯০)	মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী	বিখ্যাত ১০০ ওলামা মাশায়েকের জীবনী ঢাকা: বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেসন্স, ২০০৭ খ্রি.

থিসিস

৯১)	ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান	আল-আল্লামা ইউসুফ বিন্‌নূরী ওয়া খাদামাতুহু ফি ইলমিল হাদীস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত, পি.এইচডি থিসিস, ২০০৮ খ্রি.
৯২)	মীর মনজুর মাহমুদ	বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রি.
৯৩)	মুহাম্মদ আফাজউদ্দিন	ইসলামী দা'ওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আউওয়াল জৌনপুরী (১৯৬৭-১৯২০)-এর অবদান
৯৪)	মোঃ আব্দুল করিম	দেওবন্দ আন্দোলন, বাংলার মুসলিম সমাজে প্রভাব (১৮৬৬-১৯৪৭) কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচ.ডি থিসিস

প্রবন্ধ/পত্রিকা

৯৫)	ড. আলী মুহাম্মদ নাসার	আলনাহজ আল হাদীস মককাহ আল মুকাররমাহ দাওয়াহ্ আল হক রাবিতাত আল 'আলাম আল ইসলামী, ৩৯শ সংখ্যা, ৪র্থ প্রকাশ, মার্চ, ১৯৮৫ খ্রি.
৯৬)	আল-নাদাভী, আব্‌দ আল-খালিক আল আযামী	আল-বাস মাসিক ম্যাগাজিন লক্ষ্ণৌ: মু'আস্‌সাসাহ আস-সাহাফাহ ওয়া আন নাশর, নদওয়াতুল উলামা, এপ্রিল-মে, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৩ খ্রি.
৯৭)	ড. কাজী দীন মুহাম্মদ	বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য অগ্রপথিক, ঢাকা: ই.ফা.বা. ফেব্রুয়ারি, ২০০ খ্রি.
৯৮)	মোঃ শরীফ হোসাইন ভূঁইয়া	বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান লোকপ্রশাসন সাময়িকী ঢাকা: সাভার, জুন-১৯৯৭ খ্রি.
৯৯)	আব্দুল্লাহ আল মুতি	আমাদের শিক্ষা কোন পথে ঢাকা: ইউনিভার সিটি প্রেস লি. ১৯৯৬ খ্রি.
১০০)	মুহিউদ্দীন খান	বাংলাদেশে ইসলাম ঢাকা: মাসিক মদীনা পত্রিকা জানুয়ারি, ১৯৯২ খ্রি.

১০১)	ড. কাজী দীন মুহাম্মদ	বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঢাকা: ই.ফা.বা. অগ্রপথিক
১০২)	মোঃ আবু সালেহ পাটোয়ারী	হাফিয মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.) ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কার তার অবদান ঢাকা: ই.ফা.বা. অগ্রপথিক, ২০০৪ খ্রি.
১০৩)	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী	মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা ঢাকা: ই.ফা.বা. গবেষণা পত্রিকা, অক্টোবর, ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রি.
১০৪)	আব্দুস সাত্তার	তারীখ-এ-মাদ্‌রাসা এ আলিয়া ঢাকা: মাদ্‌রাসা স্মারক, ১৯৫৯ খ্রি.
১০৫)	ফারুক মাহ্‌মুদ	সোনার বাংলা অঙ্গনে (প্রবন্ধ) ঢাকা: দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৮৮ খ্রি.
১০৬)	মওলানা শায়খ আহমদ	দারুল 'উলূম হাটহাজারীর তাসনিফী খিদমত চট্টগ্রাম: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, মাসিক মঈনুল ইসলাম, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.
১০৭)	রুহুল আমীন খান	ইতিহাসের আয়নায় ঢাকা: বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন, ২০০৫ খ্রি.
১০৮)	অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আমাদের দেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা, মাসিক মাদ্‌রাসা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: ইকরা প্রেস, ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি.
১০৯)	ড. আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক	মুফতী আমীমুল ইহসান (র.)-এর ইতিহাস চর্চা ঢাকা: ই.ফা.বা. পত্রিকা, ৪০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০১ খ্রি.
১১০)	মওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ (সম্পাদিত)	জাতীয় খতীব মওলানা উবায়দুল হক (র.) স্মরণে আকাশ ছোঁয়া মিনার, ঢাকা: রে প্রিন্টার্স, ২০০৮ খ্রি.
১১১)	মওলানা ইসহাক ফরিদী	কওমী মাদ্‌রাসার ইতিবৃত্ত ঢাকা: ই.ফা.বা. (অগ্রপথিক) নভেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.